

ধম্মপদট্ঠকথা

[বৌদ্ধ গল্প]

চতুর্থ খণ্ড



অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

DHAMMAPADA ATTHAKATHA, Part-4

**COMMENTARY ON
DHAMMAPADA**

[Buddhist Stories]

PART IV

[BALA VAGGA and PANDITA VAGGA]

Text with Bengali Translation

Translated by

PROFESSOR SUKOMAL CHAUDHURI

MAHA BODHI BOOK AGENCY

4-A Bankim Chatterjee Street,

Kolkata-700 073

ধম্মপদটীকথা

(বৌদ্ধ গল্প)

চতুর্থ খণ্ড

[বালবগ্গ এবং পণ্ডিতবগ্গ]

(বাংলা অনূবাদ সমেত)

অধ্যাপক

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত

৯

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০৭০

COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA (Part IV)

By

Professor Sukomal Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ :

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪০৯ : ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

বৃদ্ধাব্দ : ২৫৪৬

© মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street,

Kolkata—700 073

Ph : 2241-9363/2219-6834

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সি

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কোলকাতা ৭০০ ০১২

দূরভাষ—২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা (Rs. 150/-)

ISBN. 81-87032-43—X

উৎসর্গ

আমার পরমপূজ্য শিক্ষক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পালির অধ্যাপক
শ্রীবিজ্ঞানলাল বড়ুয়া
মহোদয়ের শ্রীহস্তে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য সাদরে অর্পিত হইল ।

—সুকোমল চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

ধম্মপদট্ঠকথার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে বালবর্গ ও পিণ্ডিতবর্গের সম্মূল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক ও সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর সুকোমল চৌধুরী। অধ্যাপক ডঃ চৌধুরী সমগ্র ধম্মপদট্ঠকথার বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ১লা জানুয়ারী ২০০৩। আরও ৬টি খণ্ডে অবশিষ্ট সম্মূল বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। চলিত বৎসরেই অবশিষ্ট কাজ শেষ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি।

নির্ভুলভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা চেষ্টার চূড়ি রাখি নাই। তথাপি কিছ্‌র কিছ্‌র মদ্রুপ প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি পাঠকগণ এই চূড়ি উপেক্ষা করিবেন। জানা প্রিন্টিং কনসার্ন আমাদের ধন্যবাদার্থে যেহেতু তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যে এই গ্রন্থ মদ্রুদিত করিয়াছেন।

মহাবোধি বুক এজেন্সী

কোলকাতা

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪০৯

ডি. এল. এল. জয়বর্ধম

সংক্ষিপ্তসার*

বালবর্গ :

এই বর্গে 'বাল' বা মূর্খব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে নিদ্রাহীন ব্যক্তির রাতি দীর্ঘ, পথপ্রান্ত ব্যক্তির অল্পমাত্র পথও যেমন দীর্ঘ মনে হয় তদ্রূপ সন্ধর্মের অপটু ব্যক্তির সংসারযাত্রাও দীর্ঘ। সেইজন্য সংসারের চলার পথে নিজের সমান কিম্বা নিজের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সঙ্গী পাওয়া না গেলে একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। কখনও মূর্খের সাহচর্য করা উচিত নহে। মূর্খ ব্যক্তি যে পরিমাণে নিজের মূঢ়তা সম্বন্ধে সজাগ সেই পরিমাণে সে পণ্ডিত। কিন্তু যে ব্যক্তি মূর্খ হইয়াও নিজেকে পণ্ডিত মনে করে সেই প্রকৃত মূর্খ। মূর্খ ব্যক্তি সারা-জীবন ধর্মচর্চা করিলেও ধর্মের আশ্রয় উপলব্ধি করিতে পারে না, বিজ্ঞ ব্যক্তি জিহ্বায় ব্যঞ্জন-আশ্রয়দানের ন্যায় মূঢ়তাকাল পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করিয়া ধর্মের মহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন।^১ নিবোধ ব্যক্তি নিজের হিতাহিত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজের প্রতি নিজেই শত্রুতাচরণ করে। এমন কার্য করিতে নাই, যাহার জন্য পশ্চাতে অনুশোচনা করিতে হয়। যে কর্মের দ্বারা নিজের ও পরের ইহ-পরকালের হিত সাধিত হয় সেই কর্ম করাই উত্তম। পাপকর্মের ফল পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্ত মূর্খ ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে, কিন্তু যখন পাপকর্ম পরিপক্ব হইয়া ফল দিতে আরম্ভ করে তখন তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকেনা।^২ মূঢ়ব্যক্তি মাসের পর মাস কুশাগ্রে ভোজন^৩ প্রভৃতি বহুপ্রকার তপস্চরণ করিলেও তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের^৪ ধর্মচরণ জনিত পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশও হয় না। সদানির্গত দম্প যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয় না সেইরূপ পাপকার্যও আশ্রু ফলদায়ী হয় না। উহা ভস্মাচ্ছাদিত বহির ন্যায় মূর্খব্যক্তিকে দম্প করিতে থাকে। শিল্পজ্ঞান ও ধনার্জন মূর্খ ব্যক্তির বিনাশের কারণ হয় কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা মহা সম্মান ও প্রভূত পুণ্যের অধিকারী হন। অজ্ঞ ভিক্ষুরাই আবাস, বিহার, প্রভূত, পূজা, সম্মান ও নায়কত্ব লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়। ইহার দ্বারা দুরাকাংখা ও অহংকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের সেই অসদিচ্ছা প্রবলাকার ধারণ করিলে বিদর্শনভাবনা ও মার্গফল লাভের অন্তরায় হয়। কারণ লাভ সংকার ও মূর্ত্তির পথ ভিন্ন।^৫ বুদ্ধশিষ্যগণ এইজন্য লাভ সংকারের পথ পরিহার করিয়া মূর্ত্তিমার্গ অনুসরণ করিবার জন্য তৎপর হন।

পণ্ডিতবর্গ :

প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হওয়া পণ্ডিতের লক্ষণ নহে । যিনি দোষ দেখাইয়া দেন এবং অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করেন তাহাকে গুরুপুত্র প্রদর্শকের ন্যায় জ্ঞান করাই পণ্ডিতের লক্ষণ ।^১ দোষ প্রদর্শনকারী আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে ভজনা করাই উত্তম । যিনি প্রত্যক্ষে উপদেশ প্রদান করেন, পরোক্ষে অনুশাসন করেন, তিনি অসাধু ব্যক্তির অপ্রিয় হইলেও সাধু ব্যক্তির প্রিয় হন । এইরূপ ব্যক্তির সংসর্গে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় না । ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা সূত্রে শয়ন করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি সাহিত্য প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে রত হইয়া আনন্দ লাভ করেন ।

জলসেচনকারী জলকে ইচ্ছানুসারে চালিত করে, ধনধারী শরকে সোজা-ভাবে নমিত করে, ছুতার কাষ্ঠকে সোজা বাঁকা করিয়া নানাবিধ আসবাবপত্র প্রস্তুত করে তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তি নিজেকে সংযত করিয়া বিবিধ সংকর্মের অনুষ্ঠান করেন । তিনি সুসংবদ্ধ শৈলের মত কাহারও নিন্দা প্রশংসার দ্বারা বিচলিত হন না । গভীর হৃদ যেমন সর্বদা স্বচ্ছ ও অনাবিল থাকে সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও সর্বাবস্থাতে চিন্তে শান্ত ও পবিত্রভাব আনয়ন করিয়া নিশ্চল থাকেন । সংব্যক্তি সকল সময়ই ত্যাগধর্মী । কখনও ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন না । তিনি এমনকি অসদুপায়ে নিজের বা পরিবারের জন্য রাষ্ট্র বা ধনও কামনা করেন না । তিনি সর্বদা শীলবান, প্রজ্ঞাবান হইয়া ধার্মিক জীবন যাপন করেন । তিনি কায়-মন-বাক্যে সংযত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্বক ভোগাসক্তি পরিহার করিয়া বিহার করেন এবং চিন্তকে সংযত করিয়া ধ্যানাসনে উপবেশন করতঃ সর্বপ্রকার তৃষ্ণার অবসান করিয়া নিবাণ সুখ উপলব্ধি করেন ।

* ডঃ রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়ার ‘নথায় ধর্মপদ’ হইতে সংকলিত ।

১। “যাবজ্জীবম্পি চে বালো পণ্ডিতং পয়িকপাসতি ;

ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সুপরসং যথা ।

মুহন্তমপি চে বিঞঞং পণ্ডিতং পয়িকপাসতি ;

খিল্লং ধম্মং বিজানাতি জিহ্বা সুপরসং যথা ।” শ্লোক নং ৬৪-৬৫ ।

২। “মধু’ব মঞ্ঞতি বালো যাব পাং ন পচতি,

যদা চ পচতি পাং অথ বালো দুক্কং নিগচ্ছতি ।” শ্লোক নং ৬৬ ।

୩ । ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀୟ ପରିବ୍ରାଜକେରା ଦୁଃଖୀଳ ସନ୍ଧ୍ୟାସ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉନ୍ନୋଦ୍ଧତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଜନ୍ତୁ ସାମେର ପର ସାମ କୁଳ ତୃଣାଘ୍ରେ ଭୋଜନ, ନମ୍ବର୍ଷା, ବିଷ୍ଟାଭୋଜନ ପ୍ରଭୃତି ବିରୂପ କର୍ମ କରିয়া ତାହାତେ ତାହାରା ପରିତୁକ୍ତି ଲାଭ କରିয়াছে ବଳିଆ ଲୋକେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଚାର କରେ । ବୁଦ୍ଧ ଏହିଗୁଣିକେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ କର୍ମ ବଳିଆ ନିନ୍ଦା କରିয়াଛନ୍ତି (ଶ୍ଳୋକ ନଂ ୧୦, ୧୧) ।

୪ । ଏଥାନେ ଅର୍ହତ୍ତ୍ବଫଳଲାଭୀ ସଂପୁରୁଷଦେର କଥା ବଳା ହଇସାରେ । ବୁଦ୍ଧ, ପଞ୍ଚେକ-ବୁଦ୍ଧ, ଅଗ୍ଗସାବକ, ମହାସାବକେରା ହିଁହାଦେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

୫ । “ଅଞ୍ଜୁଞ୍ଜା ହି ଲାଭୁପନିସା ଅଞ୍ଜୁଞ୍ଜା ନିବ୍ବାନଗାମିନୀ ।” ଶ୍ଳୋକ ନଂ ୧୫ ।

୬ । ନିଧୀନଂ'ବ ପବତାରଂ ଷଂ ପସ୍ମେ ବଞ୍ଚନ୍ତସ୍-ସୀନଂ

ନିଗ୍ଗୟ୍ ହବାନ୍ତି ଯେଧାବିଂ ତାନ୍ନିସଂ ପଞ୍ଚିତଂ ଭଜେ ।” ଶ୍ଳୋକ ନଂ ୧୬ ।

সূচীপত্র

| বালবর্গ | | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------|----------|--------|
| ১। জনৈক পদ্রুঘের | উপাখ্যান | ১ |
| ২। মহাকাশ্যপ স্থবির সহবিহারিকের | " | ৩০ |
| ৩। আনন্দ শ্রেষ্ঠির | " ... | ৪০ |
| ৪। গ্রন্থিভেদক চোরের | " ... | ৪৭ |
| ৫। উদায়ি স্থবিরের | " ... | ৫০ |
| ৬। ত্রিশজন পাবেয়্যক ভিক্কুর | " ... | ৫২ |
| ৭। সদুপ্রবন্ধ কুষ্ঠির | " ... | ৫৪ |
| ৮। কষকের | " ... | ৫৯ |
| ৯। সুমলী মালাকারের | " ... | ৬৫ |
| ১০। উৎপলবর্ণা থেরীর | " ... | ৭৬ |
| ১১। জম্বুক স্থবিরের | " ... | ৮৩ |
| ১২। অহিপ্রেতের | " ... | ১০৩ |
| ১৩। ষষ্টিকুট প্রেতের | " ... | ১১১ |
| ১৪। চিত্ত গৃহপতি | " ... | ১২০ |
| ১৫। বনবাসী তিষ্য শ্রামণের | " ... | ১৩৭ |
| পণ্ডিতবর্গ | | |
| ১। রাধ স্থবিরের | উপাখ্যান | ১৭২ |
| ২। অম্বজ্জ পদনবসুকের | " ... | ১৮০ |
| ৩। ছন্ন স্থবিরের | " ... | ১৮৩ |
| ৪। মহাকাম্পিন স্থবিরের | " ... | ১৮৬ |
| ৫। পণ্ডিত শ্রামণের | " ... | ২১০ |
| ৬। লকুটক ভদ্রিয় স্থবিরের | " ... | ২৪৪ |
| ৭। কাণমাতার | " ... | ২৪৬ |
| ৮। পণ্ডিত ভিক্কুর | " ... | ২৫৩ |
| ৯। ধার্মিক স্থবিরের | " ... | ২৫৯ |
| ১০। ধর্ম শ্রবণের | " ... | ২৬৩ |
| ১১। পণ্ডিত আগন্তুক ভিক্কুর | " ... | ২৬৬ |

৫। বালবগ্নগো

অঞ্ঞতরপুরিসবথু । ১

‘দীঘা জাগরতো রত্তীতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পসেনাদিকোসলণ্ণেব অঞ্ঞতরপু প্দুরিসং
আরব্ভ কথেসি ।

রাজা কির পসেনাদি কোসলো একস্মিং ছগদিবসে
অলঙ্কতপটিয়ত্তং সম্বসেতং একং প্দুডরীকং নাম হিথিং
অভিরুয়্হ মহন্তেন রাজানদ্ভাবেন নগরং পদক্খিণং
করোতি । উস্সারনায় বত্তমানায় লেড্ঢুদাদীহি
পোথিয়মানো মহাজনো পলায়ন্তো গীবং পরিবট্টেহাপি
ওলোকেতিয়েব । রাজ্জনেং কির সুদিন্দানস্সেতং ফলং ।
অঞ্ঞতরস্সাপি দ্গতপ্দুরিসস্স ভরিয়া সত্তভূমিকস্স

*

*

*

৫। বালবগ্ন

জনৈক পুরুষের উপাখ্যান । ১ ।

‘যে জাগরিত থাকে তাহার নিকট রাত্রি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা
জেতবনে অবস্থানকালে পসেনাদি কোশল এবং জনৈক ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া
বলিয়াছিলেন ।

রাজা পসেনাদি কোশল এক মঙ্গলদিবসে অলঙ্কৃত সর্বশ্বেত প্দুডরীক
নাম হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজোচিত মহা জাঁকজমক সহকারে
নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন । উপস্থিত বিশাল জনতা ঢিল ও লাঠির
দ্বারা প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিতে করিতেও ঘাড় বাঁকাইয়া (রাজ) দর্শন
করিতেছিল । রাজাদের সুদস্ত দানের ফলেই এইরূপ রাজমহিমা । জনৈক
দগ্ধ ব্যক্তির ভাষা সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলা হইতে জানালার কপাট

পাসাদম্স উপরিতলে ঠিতা একং বাতপানকবাটং বিবরিত্তা রাজানং ওলোকেত্ভাব অপগচ্ছি। রঞ্ঞো পদ্বচন্দো বলাহকসুরং পবিট্টো বিয় উপট্টাসি। সো তম্সা পটিবন্ধ-
চিন্তো হথিক্খন্ধতো পতনাকারম্পত্তো বিয় হুত্বা থিম্পং
নগরং পদক্খিণং কত্বা অন্তেপদুরং পবিসিত্তা একং বিম্সাস-
কং অমচ্চং আহ—‘অসদকট্টানে তে ময়া ওলোকিতপা-
সাদো দিট্টো’তি? ‘আম, দেবা’তি। ‘তথেকং ইথিং
অন্দসা’তি? ‘অন্দসং, দেবা’তি। ‘গচ্ছ, তম্সা সসামিক-
অসামিকভাবং জানাহী’তি। সো গম্মা তম্সা সসামিকভাবং
ঞত্বা আগম্মা রঞ্ঞো ‘সসামিকা’তি আরোচেসি। অথ
রঞ্ঞো ‘তেন হি তম্সা সামিকং পক্কোসাহী’তি বদন্তে সো
গম্মা, ‘এহি, ভো, রাজা তং পক্কোসতী’তি আহ। সো
‘ভরিয়ং মে নিম্সায় ভয়েন উপম্নেন ভবিতব্ব’ন্তি চিন্তেত্বা
রঞ্ঞো আগং পটিবাহিতুং অসক্কোন্তো গম্মা রাজানং

*

*

*

খুলিয়া রাজাকে দর্শন করিয়া সরিয়া গেল। (রাজা তাহাকে দেখিয়া)
পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘাবৃত হইয়া গেল। তিনি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া
যেন হস্তীস্কন্ধ হইতে পতিত হইবেন এমন অবস্থায় শীঘ্রই নগর প্রদক্ষিণ
করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বিশ্বস্ত এক অমাত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—
‘আচ্ছা, অমদকস্থানে আমরা একটি প্রাসাদ দেখিয়াছি না?’ ‘হ্যাঁ, মহারাজ।’
‘সেখানে একজন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছ না?’ ‘হ্যাঁ, মহারাজ, দেখিয়াছি।’
‘যাও, তুমি খোঁজ নাও সেই স্ত্রীলোকের স্বামী আছে কি নাই।’ সে যাইয়া
তাহার স্বামী আছে জানিয়া রাজাকে বলিল—‘মহারাজ, তাহার স্বামী
আছে।’ রাজা বলিলেন—‘তাহার স্বামীকে ডাকিয়া আন।’ সে গিয়া
বলিল—‘ওহে চল, রাজা তোমাকে ডাকিতেছেন।’ সেই ব্যক্তি ভাবিল
‘আমার স্ত্রীর কারণেই বোধ হয় রাজা আমাকে ডাকাইয়াছেন’ ইহা চিন্তা
করিয়া রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া গেল এবং রাজাকে নমস্কার
করিয়া একপাশে দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে বলিলেন—‘এখন হইতে তুমি

বন্দিয়া অট্ঠাসি। অথ নং রাজা ‘মং ইতো পট্ঠায় উপট্ঠাহী’তি আহ। ‘অলং, দেব, অহং অন্তনো কস্মং কত্বা তুম্হাকং সদ্ভকং দদামি, ঘরেয়েব মে জীবিকা হোত্’তি। ‘তব সদ্ভেকন ময়্হং অথো নখি, অজ্জতো পট্ঠায় মং উপট্ঠাহী’তি তস্স ফলকণ্ড আবদুখণ্ড দাপেসি। এবং কিরস্স অহোসি—‘কণ্ডদেবস্স দোসং আরোপেত্বা ঘাতেত্বা ভরিয়ং গণ্হিস্সামী’তি। অথ নং সো মরণভয়ভীতো অস্পমন্তো হুত্বা উপট্ঠাসি।

রাজা তস্স দোসং অস্পসন্তো কামপরিলাহে বড্ঢন্তে ‘একমস্স দোসং আরোপেত্বা রাজাণং করিস্সামী’তি পক্কো-সাপেত্বা এবমাহ—‘অম্ভো, ইতো যোজনমথকে নদিয়া অসদ্‌কট্ঠানং নাম গন্ত্বা সায়ং মম ন্হানবেলায় কুমদদ্‌পলানি চেব অরুণবতীমন্তিকণ্ড আহর। সচে তস্মিং খণে নাগচ্ছসি,

•

•

•

আমার সেবা করিবে।’ সে বলিল—‘মহারাজ, তাহা কি করিয়া হয়। আমি নিজে কাজ করিয়া আপনাকে শব্দ দিয়া থাকি। আমার বাড়ীতেই আমি জীবিকা লইয়া থাকিব।’

‘তোমার শব্দের আমার প্রয়োজন নাই।’

‘অদ্য হইতে তুমি আমার সেবা করিবে।’—এই বলিয়া তাহাকে ঢাল-তরোয়াল প্রদান করিলেন। তারপর তিনি ভাবিলেন—‘কোন একটা অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিব এবং তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিব।’ তখন সেই ব্যক্তি মরণ ভয়ে ভীত হইয়া অপ্রমত্তভাবে (রাজার) সেবা করিতে লাগিল।’

রাজা তাহার দোষ দেখিতে পাইলেন না, অথচ তাহার কামদাহ (দিন দিন) বর্ধিত হইতেছে। একদিন ভাবিলেন—‘তাহার উপর কোন দোষ আরোপিত করিয়া শাস্তি দিব’—এবং তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—‘ওহে, এখান হইতে এক যোজন দূরত্বের মাথায় নদিপথে অমুখ স্থানে যাইয়া আমার স্নানের সময় কুমদ, উৎপল এবং অরুণবতী মন্তিকা আহরণ কর। যদি

আগং তে করিস্সামী'তি । সেবকো কির চতুর্হিপি দাসেহি
 পতিকট্টতরো । ধনক্ৰীতাদয়ো হি দাসা 'সীসং মে
 রুদ্ভজতি, পিট্ঠি মে রুদ্ভজতী'তি বহ্না অচ্ছিতুং লভিস্তিয়েব ।
 সেবকস্সেতং নখি, আগত্তকস্সং কাতুমেব বট্ঠতি । তস্সা
 সো 'অবস্সং ময়া গত্তব্বং, কুম্ভদুপ্পলেহি সন্ধিং অরুণবতী-
 মন্তিকা নাম নাগভবনে উপ্পজ্জতি, অহং কুহিং লভিস্সামী'তি
 চিস্তেন্তো মরণভয়ভীতো বেগেন গেহং গন্ত্বা, 'ভদ্দে,
 নিট্ঠিতং মে ভত্ত'ন্তি আহ । 'উদ্ধনমথকে, সামী'তি । সো
 যাব ভত্তং ওতরতি, তাব সন্ধারেতুং অসক্কোন্তো উল্লঙ্কেন
 কঞ্জিকং হর্যাপেহ্না যথালঙ্কেন ব্যাজনেন সন্ধিং অল্লমেব ভত্তং
 পচ্ছিয়ং ওপীলেহ্না আদায় যোজনিকং মগ্গং পক্খন্দো,
 তস্স গচ্ছন্তস্সেব ভত্তং পক্কং অহোসি । সো অনদ্ভিচ্ছিট্ঠং
 কহ্নাব থোকং ভত্তং অপনেহ্না ভুজ্জন্তো একং অন্ধিকং দিস্স্বা

*

*

*

এসময়ের মধ্যে না আস, তোমাকে শাস্তি দিব।' সেবকেরা কিন্তু অন্যান্য
 চারিপ্রকার দাস হইতে নিকৃষ্ট । ধনক্ৰীত দাসগণ 'আমার মাথার যন্ত্রণা
 হইতেছে, আমার পিঠ চুলকাইতেছে' বলিয়া কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিতে
 পারে । কিন্তু সেবকেরা তাহা পারে না, আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতেই
 হইবে । সেইজন্য সে চিন্তা করিল—'আমাকে অবশ্যই ঘাইতে হইবে । কিন্তু
 কুম্ভদ-উৎপল এবং অরুণবতী মন্তিকা ত নাগভবনেই পাওয়া যায়, আমি
 কোথায় পাইব' এই চিন্তা করিয়া মরণভয়ে ভীত হইয়া দ্রুত গৃহে ঘাইয়া
 বলিল—'ভদ্রে, আমার ভাত রান্না হইয়াছে কি ?' 'না স্বামিন্ এখনও (ভাত)
 উনুনেই চড়ানো আছে ।' কিন্তু সে ভাত নামিবা মাত্র অপেক্ষা করিতে
 না পারিয়া উনুন হইতে হাতা দ্বারা ফেনভাত লইয়া যথালব্ধ ব্যাজন সহ
 সেই গরম ফেনভাত পট্টুলিতে বাঁধিয়া লইয়া এক যোজন পথ অতিক্রম করিল ।
 ঘাইতে ঘাইতে তাহার অপক্ক ভাত পক্ক হইয়া গেল । সে উচ্ছিষ্ট না করিয়া
 অল্প ভাত লইয়া খাইল এবং একজন পথিককে দেখি । বলিল—'আমি

ময়া অপনেছা ঠপিতং থোকং অনুচ্ছিট্টং ভত্তমেব অথি
 গহেছা ভুজ্জ সামীতি । সো গণ্হিছা ভুজ্জি । ইতরোপি
 ভুজ্জিছা একং ভত্তমুট্টিৎ উদকে থিপিত্তা মদ্থং বিক্খালেছা
 মহন্তেন সন্দেন ইমস্মিং নদীপদেসে অধিবথানাগা সদুপপ্পা
 দেবতা চ বচনং মে সদুগন্তু, রাজা ময়্হং আণং কাতুকামো
 'কুমদদুপ্পলোহি সন্ধি অরুণবতীমত্তিকং আহরা'তি মং
 আণাপেসি, অন্ধিকমনুসস্স চ মে ভত্তং দিম্মং, তং সহস্সা-
 নিসংসং, উদকে মচ্ছানং দিম্মং, তং সতানিসংসং । এত্তকং
 পুণ্ণং তুম্হাকং পত্তিং কহ্মা দম্মি, ময়্হং কুমদদু-
 প্পলোহি সন্ধি অরুণবতীমত্তিকং আহরথা'তি তিক্খত্তুং
 অনুস্সাবেসি । তথ অধিবথো নাগরাজা তং সন্দং সদুছা
 মহল্লকবেসেন তস্স সন্তিকং গন্ত্বা 'কিং বদেসী'তি আহ ।
 সো পদুনিপি তথেব বহ্মা 'ময়্হং তং পত্তিং দেহী'তি বুদ্ধে,

*

*

*

পট্টলি হইতে অল্প ভাত উচ্ছিষ্ট না করিয়া বাহির করিয়া খাইয়াছি ।
 প্রভু, আপনি অবশিষ্ট ভাত খাইতে পারেন ।' সেই ব্যক্তিও তাহা লইয়া
 ভোজন করিল । অন্যজনও ভোজন করিয়া এক মুষ্টি ভাত জলে নিক্ষেপ
 করিয়া মদ্থ ধুইয়া তিনবার চীৎকার করিয়া বলিল—'এই নদীপ্রদেশে বস-
 বাসকারী নাগ-সদুপর্ণ দেবতাগণ আমার কথা শুনুন । রাজা আমাকে শাস্তি
 দিবার জন্য 'কুমদ-উৎপলের সহিত অরুণবতীমত্তিকা আহরণ কর' বলিয়া
 আমাকে আদেশ করিয়াছেন । আমি এই পথিককে অন্নদান করিয়াছি ।
 তাহার সহস্রফল এবং জলে মাছদের অন্নদান করিয়াছি তাহার শতফল—এই
 সমস্ত পুণ্যফল আপনাদের প্রদান করিতেছি । আপনারা আমার জন্য
 কুমদ-উৎপলের সহিত অরুণবতীমত্তিকা আনিয়া দিন ।' সেখানে বস-
 বাসকারী নাগরাজ তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের বেশে তাহার নিকট উপস্থিত
 হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি বলিতেছ ?' সে পদুমরায় ঐ কথাই
 বলিল । নাগরাজ বলিলেন—'আমাকে সেই পুণ্যফল দাও ।' 'দিতেছি ।'

‘দেহী’তি আহ । পদ্বাপি ‘দেহী’তি বদন্তে, ‘দেহি, সামী’তি আহ । এবং সো হে তয়ো বারে পত্তিং আহরাপেত্বা কুমদদম্পলোহি সন্ধিং অরুণবত্তীমন্তিকং অদাসি ।

রাজা পন চিন্তেতি—‘মনুস্সা নাম বহুমায়া, সচে সো কেনচি উপায়েন লভেয়্য, কিচ্চং মে ন নিপ্ফল্লেজ্জয়্যা’তি । সো কালস্সেব দ্বারং পিদহাপেত্বা মন্দিকং অন্তনো সন্তিকং আহরাপেতি । ইতরোপি পদ্বারিসো রঞ্বেণা ন্হানবেলায়মেবাগন্ত্বা দ্বারং অলভন্তো দ্বারপালং পক্কোসেত্বা ‘দ্বারং বিবরা’তি আহ । ‘ন সন্ধা বিবরিতুং, রাজা কালস্সেব মন্দিকং দত্ত্বা রাজগেহং আহরাপেসী’তি । সো ‘রাজদত্তো অহং, দ্বারং বিবরা’তি বত্বাপি ‘দ্বারং অলভন্তো নথি মে ইদানি জীবিতং । কিং নু খো করিস্সামী’তি চিন্তেত্বা দ্বারস্স উপরিউস্সারে মন্তিকাপিণ্ডং থিপিহা তস্সুপরি পদ্প্ফানি লণ্ণেত্বা মহাসন্দং করোন্তো, ‘অম্ভো, নগর-

*

*

*

পদনরায় বলিলেন—‘দাও’ । সেও বলিল—‘প্রভু, দিতেছি ।’ এই প্রকারে দুইবার তিনবার পদ্যফল আহরণ করাইয়া কুমদ-উৎপলের সহিত অরুণবতী মন্তিকা তাহাকে প্রদান করিলেন ।

রাজা চিন্তা করিলেন—‘মানুষেরা বহু মায়া জানে । যদি কোন উপায়ে সে ঐসব লইয়া আসে, তাহা হইলে আমার মনস্কামনা ত পূর্ণ হইবে না !’ তিনি যথাসময়ে নগরদ্বার বন্ধ করাইয়া দ্বারের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন । সেই ব্যক্তিও রাজার স্নানকালেই ফিরিয়া আসিয়া প্রবেশদ্বার বন্ধ দেখিয়া দ্বারপালকে বলিল—‘দ্বার খোল ।’ ‘না দ্বার খোলা সম্ভব নয় । রাজা স্বয়ং দরজা বন্ধ করিয়া রাজবাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন ।’ সে তখন চিন্তা করিল—‘আমি রাজদত্ত । দ্বার খুলিয়া দাও বলিলেও দ্বার খুলিল না । প্রবেশদ্বার না পাইলে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । এখন কি করি !’—এই চিন্তা করিয়া দ্বারের উপরের সিঁড়িতে মন্তিকাপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ইহার উপরে ফুলগদলি ঝুলাইয়া মহাশব্দে বলিল—‘হে নগরবাসিগণ, আপনারা

বাসিনো রঞ্ঞো ময়া আর্গিত্তয়া গতভাবং জ্ঞানাত, রাজা
 মং অকারণেন বিনাসেতুকামো'তি তিক্খত্তুং বিরবিহ্বা 'কথ
 ন্দু থো গচ্ছিস্সামী'তি চিন্তেত্বা 'ভিক্খু নাম মদুদুহদয়া,
 বিহারং গম্বা নিপজ্জিস্সামী'তি সন্নিট্ঠানমকাসি। ইমে
 হি নাম সত্তা সদ্ধিতকালে ভিক্খুনং অথিভাবম্পি
 অজানিত্বা দুক্খাভিভূতকালে বিহারং গম্বুকামা হোন্তি,
 তস্মা সোপি 'মে অঞ্ঞং তাণং নখী'তি বিহারং গম্বা
 একস্মিং ফাসদকট্ঠানে নিপজ্জি। অথ রঞ্ঞোপি তং
 রত্তিং নিদ্দং অলভন্তস্স তং ইথিং অনদ্দসরন্তস্স কামপরি-
 লাহো উম্পজ্জি। সো চিন্তেসি—'বিভাতক্খণেয়েব তং
 পদ্রিসং ঘাতাপেত্বা তং ইথিং আনেস্সামী'তি।

তস্মিং খণেয়েব সট্ঠিয়োজানিকায় লোহকুম্ভিয়া নিম্বত্তা
 চত্তারো পদ্রিসা পক্কুথিতায় উক্খলিয়া তদ্ভুলা বিয়
 সম্পরিবত্তকং পচ্চমানা তিস্সায় বস্সসহস্সেহি হেট্ঠিমতলং

*

*

*

জানদু য়ে আমি রাজ্যস্তা পালন করিয়াছি। রাজা আমাকে বিনা কারণে
 বিনাশ করিতে চান—এই ভাবে তিনবার উচ্চরব করিয়া 'এখন কোথায় যাইব'
 চিন্তা করিয়া 'শুনিয়াছি ভিক্ষুগণ কোমলহৃদয়সম্পন্ন, বিহারে যাইয়াই শুনিয়া
 পড়িব'—ইহাই স্থির করিলেন। এই সত্ত্বগণ সুখের সময় ভিক্ষুদের কোন
 খোঁজখবর রাখে না ; বিপদে পড়িলেই বিহারে আসে। সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ
 'অন্য কোন দ্রাণ নাই জানিয়া বিহারে যাইয়া একটি ভাল জায়গায় শুনিয়া
 পড়িল। এদিকে রাজারও সেই রাগিতে ঘুম নাই। সেই স্ত্রীলোকের কথা
 শ্রবণ করিতে করিতে তাহার কামপরিদাহ উৎপন্ন হইল। তিনি ভাবিলেন—
 'প্রভাত হইলেই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করাইয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে লইয়া
 আসিব।'

সেই মদুহতে' ষাট্ঠিয়োজানিক লোহকুম্ভীতে (এক প্রকার নরকে) চারিজন
 পদ্রুশ উৎপন্ন হইয়া রম্বনস্থালীতে পচ্চমান তদ্ভুলের ন্যায় পক্ক হইতে হইতে
 ত্রিশ হাজার বৎসরে তলদেশে যাইয়া অপর ত্রিশ হাজার বৎসরে পদ্রুশ উৎ

পদ্মা অপরেহি তিৎসায় বস্সসহস্সেহি পদ্ন মদুখবট্টিয়ং
 পাপদুগ্গিৎসদু। তে সীসং উক্খিপিদ্দা অএঃএঃমএঃএঃ
 ওলোকেদ্দা একেকং গাথং বস্তুকামা বস্তুং অসক্কোন্তা
 একেকং অক্খরং বস্তু পরিবত্তিত্তা লোহকুম্ভিম্বেব পবিট্ঠা।
 রাজা নিদ্দং অলভন্তো মস্সিমমযামসমনন্তরে তং সদ্দং
 সদুহা ভীতো উত্তস্তমানসো ‘কিং নু থো ময়হং জীবিতন্ত-
 রায়ো ভবিস্সতি, উদাহু মে অঙ্গমহেসিয়া, উদাহু মে রজ্জং
 বিনস্সিস্সতী’তি চিন্তেন্তো সকলরত্তিং অক্খীনি
 নিমীলেতুং নাসক্খি। সো অরুণ্ণঙ্গমনবেলায় এব
 পদুরোহিতং পক্কোসাপেদ্দা, ‘আচারিয়, ময়া মস্সিমমযাম-
 সমনন্তরে মহস্তা ভেরবসদ্দা সদুতা, ‘রজ্জস্স বা অঙ্গ-
 মহেসিয়া বা ময়হং বা কস্স অন্তরায়ো ভবিস্সতী’তি ন
 জানামি, তেন মে তং পক্কোসাপিতো’তি আহ। ‘মহারাজ
 কিং তে সদ্দা সদুতা’তি ? ‘আচারিয়, দদু-ইতি সসু-ইতি ন-ইতি

*

*

*

লৌহকুম্ভীর উপরিভাগে আসিল। তাহারা মাথা তুলিয়া পরস্পরকে দেখিয়া
 এক একটি গাথা উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াও সক্ষম হইল না। এক একটি
 অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ করিয়া পরিবর্তিত হইয়া পদ্নরায় লৌহকুম্ভীতেই প্রবিষ্ট
 হইল। রাজা বদুমাহিতে না পারিয়া মধ্যমযামে সেই শব্দ শুনিয়া ভীত ও
 উদ্ভিন্নমানস হইয়া চিন্তা করিলেন—‘আমার জীবনের কোন বিপদ হইবে না
 ত ! অথবা আমার অগ্রমহিষীর কোন বিপদ হইবে না ত ! অথবা আমার
 রাজ্য বিনষ্ট হইবে না ত !’—ইহা চিন্তা করিতে করিতে সারারাত্রি চক্ষু
 বন্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি অরুণোদয়কালেই পদুরোহিতকে
 ডাকিয়া—‘আচার্য, রাত্রির মধ্যমযামে আমি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়াছি।
 জানি না আমার রাজ্যের বা আমার অগ্রমহিষীর বা আমার কোন বিপদ
 হইবে কিনা ! সেই জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি।’ ‘মহারাজ, আপনি কি
 কি শব্দ শুনিয়াছেন ?’ ‘হে আচার্য, আমি ‘দদু’, ‘স’, ‘ন’ এবং ‘সো’ এই

সো-ইতীতি ইমে সন্দেহ অস্মেসিং, ইমেসং নিপুফান্তং
উপধারেহীতি । ব্রাহ্মণস্য মহাঅন্ধকারং পবিট্ঠস্স বিয়্য ন
কিঞ্চ পঞ্ঞায়তি, ‘ন জানামী’তি বদন্তে পন লাভ-
সন্ধারো মে পরিহায়িস্সতীতি ভায়িত্বা ‘ভারিয়ং,
মহারাজা’তি আহ । ‘কিং, আচারিয়া’ তি ? ‘জীবিতন্তুরায়ো
তে পঞ্ঞায়তীতি । সো দ্বিগুণং ভীতো, ‘আচারিয়,
অথি কিঞ্চ পন পটিঘাতকারণ’ন্তি আহ । ‘অথি, মহারাজ,
মা ভায়ি, অহং তয়ো বেদে জানামী’তি । ‘কিং পন লঙ্কুং
বট্টতীতি ? ‘সম্বসতযঞ্ঞং যজিত্বা জীবিতং লভিস্সসি,
দেবা’তি । ‘কিং লঙ্কুং বট্টতীতি ? হথিসতং অস্সসতং
উসভসতং ধেনুসতং অজসতং উরব্ভসতং কুঙ্কটসতং সুকর-
সতং দারকসতং দারিকাসতন্তি এবং একেকং পাণজাতিং সতং
সতং কত্ত্বা গণ্হাপেত্তো ‘সচে মিগজাতিমেব গণ্হাপেস্সামি,

চারিটি শব্দ শুনিয়াছি । এই শব্দগুলির অর্থ বলুন ।’ (পদ্যরোহিত)
ব্রাহ্মণ যেন মহা অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছেন । কিছুই তাঁহার বোধগম্য
হইতেছে না । তিনি ভাবিলেন—‘জানিনা বলিলে আমার লাভ-সংকার
নষ্ট হইবে’ এই ভয়ে বলিলেন—‘মহারাজ, খুব খারাপ ।’ ‘কি আশ্চর্য ?’
‘আপনার প্রাণসংশয় পরিলক্ষিত হইতেছে ।’ রাজা দ্বিগুণ ভীত হইয়া
বলিলেন—‘আচার্য, কোন প্রতিকার আছে কি ?’ ‘হ্যাঁ মহারাজ, ভয়
করিবেন না । আমি তিনটি বেদ জানি ।’ ‘আমাকে কি করিতে হইবে ?’
‘মহারাজ, বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর প্রত্যেকটির একশত করিয়া যজ্ঞে আহুতি
দিলে আপনার জীবন রক্ষা পাইবে ?’

‘তাহা হইলে আমাকে কি কি সংগ্রহ করিতে হইবে ?’

‘একশত হস্তী, একশত অশ্ব, একশত বৃষভ, একশত ধেনু, একশত অজ,
একশত মেঘ, একশত কুঙ্কট, একশত শূকর, একশত বালক এবং একশত
বালিকা ।’ এইভাবে এক এক জাতীয় প্রাণীর এক এক শত সংগ্রহ করা
কালে—‘যদি মৃগজাতিই সংগ্রহ করাই, তাহা হইলে মনে করিবেন—‘নিজের

‘অন্তনো খাদনীয়মেব গণ্হাপেতী’তি বক্খন্তী’তি হিথ-
অস্সমনুস্সেপি গণ্হাপেতি । রাজা ‘মম জীবিতমেব ময়্হং
লাভো’তি চিস্তেত্বা ‘সম্বপাণে সীঘং গণ্হথা’তি আহ ।
আণত্তম্নস্সা অধিকতরং গণ্হিংসু । বদন্তম্পি চেতং
কোসলসংযুদ্ধে—

‘তেন থো পন সময়েন রঞ্ণো পসেনাদিস্স কোসলস্স
মহাষঞ্ণো পচ্চুপট্ঠিতো হোতি, পণ্ড চ উসভসতানি
পণ্ড চ বচ্ছতরসতানি পণ্ড চ বচ্ছতরিসতানি পণ্ড চ
অজসতানি পণ্ড চ উরব্বসতানি থ্ণুপনিতানি হোন্তি
যঞ্ণথায় । যোপিস্স তে হোন্তি দাসাতি বা পেস্সাতি
বা কস্মকরাতি বা, তেপি দণ্ডতজ্জিতা ভয়তজ্জিতা
অস্সমুদুখা রুদমানা পরিকস্মানি করোন্তী’তি । মহাজনো
অন্তনো অন্তনো পদুত্তধীতুঞাতীনং অথায় পরিদেবমানো
মহাসন্দমকাসি, মহাপথবীউদ্ভিয়নসন্দো বিয়অহোসি । অথ

*

*

*

খাদ্যোপযোগীই গ্রহণ করাইতেছে ।’ তাই হস্তী, অশ্ব এবং মানুষ্যদেরও
সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে ।

রাজা ভাবিলেন—‘আমার জীবন রক্ষিত হইবে, ইহাই আমার লাভ—’
এই চিন্তা করিয়া আদেশ দিলেন—‘সমস্ত প্রকারের প্রাণী (এক শত করিয়া)
সংগ্রহ কর ।’ আজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকেরা তদারিষ্কৃতও সংগ্রহ করিল । তাই
কোসলসংযুদ্ধে বলা হইয়াছে—

সেই সময় রাজা পসেনাদি কোশলের মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে । পঞ্চশত
বৃষভ, শৃগুশত বৎসতর, পঞ্চশত বৎসতরী, শৃগুশত অজ, পঞ্চশত মেঘ মূপ-
কাষ্ঠের নিকট আনা হইয়াছে যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য । ষত দাস,
প্রেম্য ও কর্মকরগণ ছিল তাহারা দণ্ডতজ্জিত ও ভয়তজ্জিত হইয়া অশ্রুদ্রুখে
রোদন করিতে করিতে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিতেছে । জনগণ নিজ নিজ
পুত্রকন্যা-স্বর্জ্যাদিদের জন্য পরিদেবন করিতে করিতে মহাশয় করিতে লাগিল—

মল্লিকা দেবী তং সন্দং সদ্ভা রঞ্ঞো সন্তিকং গন্তা 'কিং
নু খো তে, মহারাজ, ইন্দ্রিয়ানি অপাকাতিকানি, কিলন্তরু-
পানি বিয় পঞ্ঞায়ন্তী'তি পদ্বিচ্ছি । 'কিং তুয়ং মল্লিকে,
ত্বং মম কল্পমূলেন আসিবিসম্পি গচ্ছন্তং ন জানাসী'তি ?
'কিং পনেত্তং, দেবা'তি ? 'রত্তিভাগে মে এবরূপো নাম সন্দো
সদতো, স্বাহং পদুরোহিতং পদ্বিচ্ছি জীবিতন্তরায়ো তে
পঞ্ঞায়তি, সর্বসতযঞ্ঞং যজিষ্বা জীবিতং লভিস্সসী'তি
সদ্ভা 'মম জীবিতমেব ময়ং লাভো'তি ইমে পাণে গণ্-
হাপেসিস্তি ।" মল্লিকা দেবী, 'অন্ধবালোসি, মহারাজ,
কিণ্ণাপি মহাভক্খো, অনেকসুপব্যঞ্জনবিবাকতিকং দোণপাকং
ভোজনং ভুঞ্জসি, ষীসু রট্ঠেসু রজ্জং কারেসি, পঞ্ঞা
পন তে মন্দা'তি আহ । 'কস্মা এবং বদেসি, দেবী'তি ?

*

*

*

যেন মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে । অনন্তর মল্লিকা দেবী সেই শব্দ শ্রুনিয়া
রাজার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ
কি অস্বাভাবিক হইয়াছে ? মনে হইতেছে যেন ক্লাস্ত হইয়াছেন !' 'মল্লিকে,
তুমি কি ? আমার কণ্ঠমূল দিয়া সর্প যাইতেছে তুমি দেখ কি ?'

'মহারাজ, কি বলিতেছেন ?'

'রাগিভাগে আমি এইরূপ শব্দ শ্রুনিয়াছি । পদুরোহিত ব্রাহ্মণকে
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে আমার প্রাণসংশয় আছে । সমস্ত
প্রকার প্রাণী একশত সংখ্যক যজ্ঞে আহুতি দিলে আমার জীবন রক্ষা হইতে
পারে । অতএব আমি যে কোন উপায়ে আমার জীবন রক্ষা করিব । তাই
আমি এতদূর প্রাণী একত্রিত করিয়াছি ।' মল্লিকা দেবী বলিলেন—

'মহারাজ, আপনি অন্ধ এবং মূর্খ । আপনার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রচুর, অনেক
সুপব্যঞ্জনযুক্ত দ্রোণপাক খাদ্য ভোজন করিতে পারেন, আপনি দদুই রাষ্ট্রে
রাজ্য করিতে পারেন । কিন্তু আপনি মন্দপ্রাজ্ঞ ।' 'দেবি, এইরূপ
বলিতেছ কেন ?'

‘কহং তয়া অঞ্ঞস্স মরণেন অঞ্ঞস্স জীবিতলাভো দিট্ঠপদুবেবা, অন্ধবালস্স ব্রাহ্মণস্স কথং গহেত্বা কস্সা মহাজনস্স উপরি দৃক্খং থিপসি, ধূরবিহারে সদেবকস্স লোকস্স অগ্রপদুংগলো অতীতাদীসদু অম্পটিহতঞাগো সথা বসতি, তং পদুচ্ছিত্তা তস্সাবাদং করোহী’তি বদন্তে রাজা সল্লহদুকেহি যানেহি মল্লিকায় সন্ধিং বিহারং গম্ব্বা মরণভয়তজ্জিতো কিঞ্চি বদন্তু অসক্কোন্তো সথারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি ।

অথ নং সথা ‘হন্দ কুতো নু জং, মহারাজ, আগচ্ছসি দিবা দিবস্সা’তি পঠমতরং আলপি । সো তুণ্হীয়েব নিসীদি । ততো মল্লিকা ভগবতো আরোচেসি—‘ভস্তু, রঞ্ঞা কির মজ্জিমম্যামসমনন্তরে সন্দো সুতো । অথ নং পদুরোহিতস্স আরোচেসি, পদুরোহিতো ‘জীবিতন্তুরায়ো তে ভবিস্সতি,

*

*

*

‘আপনি পূর্বে কোথায় দেখিয়াছেন যে একজনের মৃত্যুর দ্বারা অন্যের জীবনলাভ হয় ? অন্ধ মূর্খ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কেন আপনি প্রজাদের উপর দৃষ্টির ভার অর্পণ করিতেছেন ? নিকটেই বিহারে দেবলোকসহ মনুষ্যলোকের অগ্রপদুংগল অতীতাদি বিষয়ে অপ্রতিহতজ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রা বাস করেন । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করুন ।’ (রানী এই কথা বলিলে) রাজা লঘুদ্বানে মল্লিকার সহিত বিহারে যাইয়া মরণভয়ভীত হইয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন ।

তখন শাস্ত্রা প্রথম আলাপে তাঁহাকে বলিলেন—‘মহারাজ, এই দিনের বেলায় আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?’ রাজা নীরব রহিলেন । তখন মল্লিকা ভগবানকে জানাইলেন—‘ভস্তু, রাজা নাকি রাগিত্র মধ্যমযামে শব্দ শুনিয়াছেন । তিনি এই কথা পদুরোহিতকে বলিলে পদুরোহিত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে তাঁহার জীবন সংশয় হইতে পারে । ইহার প্রতিকারার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর প্রত্যেক হইতে একশত সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের

তস্ম পটিঘাতথায় সৰ্বসতে পাণে গহেহা তেসং গললো-
হিতেন ষণ্ড্ৰেণ ষজিতে জীবিতং লভিস্সসী'তি আহ । রাজা
পাণে গণ্হাপেসি, তেনায়্য ময়া ইধানীতো'তি । 'এবং কির,
মহারাজা'তি ? 'এবং ভন্তে'তি । 'কিস্তি তে সন্দো
সুতো'তি ? সো অন্তনো সুতনিয়ামেনেব আচিক্খি ।
তথাগতস্স তং সুদ্বাব একোভাসো অহোসি । অথ নং সথা
আহ—'মা ভায়ি, মহারাজ, তব অন্তরায়ে নখি, পাপ-
কস্মিনো সত্তা অন্তনো দদুখং আবীকরোস্তা এবমা-
হংসু'তি । 'কিং পন, ভন্তে, তেহি কত'স্তি ? অথ থো
ভগবা তেসং কস্মং আচিক্খিতুং 'তেন হি, মহারাজ,
সুদুগাহী'তি বহ্বা অতীতং আহরি—
অতীতে বীসতিবস্সসহস্সায়দুকেসু মনুস্সেসু কস্সপো

*

*

*

গললোহিতের দ্বারা যজ্ঞ করিলে তিনি জীবন লাভ করিবেন । তিনি
প্রাণীসকল সংগ্রহ করিয়াছেন (যজ্ঞের জন্য), আমি তাই তাঁহাকে আপনার
নিকট লইয়া আসিয়াছি ।'

'মহারাজ, এই কথা কি ঠিক ?'

'হ্যাঁ ভন্তে ।'

'আপনি কি শব্দ শুনিয়াছেন ?'

রাজা যাহা যাহা শুনিয়াছেন সবই প্রকাশ করিলেন । তথাগত তাহা
শোনা মাট্রই ব্যাপারটা বদ্বিতে পারিলেন । তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—
'মহারাজ, ভয়ের কারণ নাই । আপনার কোন বিপদ হইবে না । পাপীরা
নিজেদের দুঃখকে প্রকাশ করিবার জন্য ঐসব শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে ।'

'ভন্তে, তাহারা কি পাপ করিয়াছে ?' অনন্তর ভগবান তাহাদের পাপ-
কর্মের কথা প্রকাশ করিতে 'মহারাজ, তাহা হইলে শুনুন' এই বলিয়া
অতীতকাহিনী আরম্ভ করিলেন ।

অতীতে যখন মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল বিংশতি সহস্র বৎসর তখন

ভগবা লোকে উপ্‌পিজ্জিত্বা বীসতিয়া খীণামবসহস্‌সেহি
 সন্ধিং চারিকং চরমানো বারাগসিমগম্মাসি । বারাগসিবাসিনো
 ঘোপি তয়োপি বহুতরাপি হুত্বা আগন্তুকদানং পবত্তয়িংসু ।
 তদা বারাগসিয়ং চত্তালীসকোটিবিভবা চত্তারো সেট্‌ঠিপদত্তা
 সহায়কা অহেসুং । তে মত্তয়িংসু—‘অম্‌হাং গেহে
 বহুধনং, তেন কিং করোমা’তি ? এবরুপে বুদ্ধে চারিকং
 চরমানে দানং দম্মাম, সীলং রক্‌খিম্মাম, পূজং
 করিম্মামা’তি একোপি অবত্তা তেসু একো তাব একমাহ
 —‘তিখণসুরং পিবন্তা মধুরমংসং খাদন্তা বিচারিম্মাম,
 ইদং অম্‌হাং জীবিতফল’ন্তি । অপরোপি এবমাহ—
 ‘দৈবসিকং তিবস্মিকগন্ধসালিভত্তং নানংগরসেহি ভুজ্জন্তা
 বিচারিম্মামা’তি । অপরোপি এবমাহ—‘নানম্পকারং
 পদ্বখজ্জকবিবকতিং পচাপেত্তা খাদন্তা বিচারিম্মামা’তি ।

*

*

*

পৃথিবীতে কশ্যপ বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি বিংশতি
 সহস্র অহংদের সঙ্গে লইয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতে করিতে বারাগসীতে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বারাগসীবাসিগণ দুইজন, তিনজন, বহুজন
 একত্র হইয়া আগন্তুকদান দিতেছিলেন । তখন বারাগসীতে চল্লিশকোটি
 বৈভবসম্পন্ন চারিজন শ্রেষ্ঠপুত্র ছিলেন যাহারা পরম্পরের বন্ধু । তাহারা
 মন্ত্ৰণা করিলেন—‘আমাদের গৃহে বহু ধন আছে । ঐগদলি দিয়া আমরা
 কী করিব ?’ ‘এইভাবে বুদ্ধ চারিকায় বহির্গত হইলে আমরা দান দিব,
 শীল রক্ষা করিব এবং পূজা করিব’—এই কথা একজনও বলিলেন না । বরং
 একজন বলিলেন—‘আমরা তীক্ষ্ণ সূরা পান করতঃ মধুরমাংস খাইয়া বিচরণ
 করিব । এইভাবে জীবন কাটানোই ত ভাল । আমাদের জীবনে ইহা
 অপেক্ষা ভাল ফল আর কীইবা হইতে পারে !’ অন্যজন বলিলেন—‘প্রত্যহ
 ত্রিবার্ষিক গন্ধশালিধানের অন্ন নানাগ্র রস দ্বারা ভোজন করিয়া বিচরণ
 করিব ।’ আর একজন বলিলেন—‘নানা প্রকারের পিষ্টক, খাদ্যভোজ্য

অপরোপি এবমাহ—‘সম্মা ময়ং অঞ্‌ঞং কিণ্ণ ন করিস্সাম, ‘ধনং দস্সামা’তি বদন্তে অনিচ্ছমানা ইথী নাম নথি, তস্মা ধনেন পলোভেহা পারদারিককম্মং করিস্সামা’-তি । ‘সাধু, সাধু’তি সম্বেব তস্স কথায় অট্ঠংসু ।

তে ততো পট্ঠায় অভিৰূপানং ইথীনং ধনং পেসেস্‌হা বীসতিবস্সসহস্সানি পারদারিককম্মং কহ্বা কালং কহ্বা অবীচিনিরয়ে নিম্বত্তা । তে একং বুদ্ধান্তরং নিরয়ে পচ্ছিহ্বা তথ কালং কহ্বা পক্কাবসেসেন সট্ঠিষোজানিকায় লোহকুম্ভিয়া নিম্বত্তিহ্বা তিংসায় বস্সসহস্সেহি হেট্ঠিমতলং পহ্বা পদুনপি তিংসায় বস্সসহস্সেহি লোহকুম্ভিমুখং পহ্বা একেকং গাথং বত্তুকামা হুহ্বা বত্তুং অসক্কোন্তা একেকং অক্‌খরং বহ্বা পদুন পরিবত্তিহ্বা, লোহকুম্ভমেব পবিট্ঠা । ‘বদেহি, মহারাজ পঠমং তে কিং সম্মো নাম সত্তো’তি ?

*

*

*

রক্ষন করাইয়া খাইয়া বিচরণ করিব।’ অন্যজন বলিলেন—‘বন্ধুগণ, আমরা অন্য কিছু করিব না। ‘ধন দিব’ বলিলে অনিচ্ছুক স্ত্রীলোক নাই। অতএব ধনের দ্বারা স্ত্রীলোকদের প্রলুপ্ত করিয়া আমরা পরদারিককর্ম করিব।’ ‘সাধু সাধু’ বলিয়া সকলেই তাঁহার কথায় সায় দিলেন।

ইহার পর হইতে তাঁহারা অভিৰূপা স্ত্রীলোকদের নিকট ধন প্রেরণ করিয়া বিংশতি সহস্র বৎসর পরদারিককর্ম করিয়া মৃত্যুর পরে অবীচনরকে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা এক বুদ্ধান্তরকাল নরকে পচিয়া সেইস্থান হইতে মৃত্যুর পরে ষষ্টিষোজনিক লোহকুম্ভীতে উৎপন্ন হইলেন যেহেতু তাঁহাদের পাপের ফল নিঃশেষ হয় নাই। তারপর ত্রিশ হাজার বৎসর লোহকুম্ভীর নিম্নতলে থাকিলেন এবং পদুনরায় ত্রিশ হাজার বৎসর লোহকুম্ভীর উপরিভাগে উদ্ভিত হইয়া এক একটি গাথা উচ্চারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উচ্চারণ করিতে না পারিয়া এক একটি অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া পদুনরায় লোহকুম্ভীকে পতিত হইলেন। ‘মহারাজ বলদুন প্রথমে তাহারা কি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল ?’

‘দু-ইতি, ভন্তে’তি । সখ্য তেন অপরিপূর্ণং কহ্য বদন্তং
গাথং পরিপূর্ণং কহ্য দম্ভসন্তো এবমাহ—

‘দুষ্কজীবিতমজীবিম্হ, যে সন্তো ন দদম্হসে ।

বিজ্ঞমানেসদু ভোগেসদু, দীপং নাকম্হ অন্তনো’তি ॥

অথ রঞ্ঞো ইমিস্সা গাথায় অথং পকাসেহ্বা, ‘কিং তে,
মহারাজ, দুতীয়সন্দো ততীয়সন্দো চতুর্থসন্দো সদুতো’তি
পদচ্ছিত্বা ‘এবং নামা’তি বদন্তে অবসেসং পরিপূরেন্তো—

‘সট্ঠিবস্সসহস্সানি, পরিপূর্ণানি সস্বসো ।

নীরয়ে পচ্চমানানং, কদা অন্তো ভবিস্সতি ॥

‘নখি অন্তো কুতো অন্তো, ন অন্তো পটিদিস্সতি ।

তদা হি পকতং পাপং, মম তুয়্হণ্ড মারিসা ॥

*

*

*

‘ভন্তে দু-এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল ।’ শাস্তা তখন তাহারা ষাহা
পরিপূর্ণ করিয়া বলিতে পারে নাই তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া গাথায়
বলিলেন—

‘দু-অর্থাৎ আমরা দুষ্কজীবন বা পাপের জীবন কাটাইয়াছি । আমাদের
(অনেক) থাকা সত্ত্বেও আমরা দান করি নাই । অনেক ভোগসম্পদ থাকা
সত্ত্বেও আমরা (সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য) নিজেদের দ্বীপ
তৈয়ার করি নাই ।’

তারপর রাজাকে ঐ গাথার অর্থ প্রকাশিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘মহারাজ আপনি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শব্দ যে শুনিয়াছেন সেইগুলি
কি কি ?’

‘ভন্তে, সেইগুলি হইতেছে এই এই’ । শাস্তা তখন সেইগুলির বিশদ অর্থ
ব্যাখ্যা করিয়া গাথায় বলিলেন—

‘স’-অর্থাৎ নরকে পচিতে পচিতে ষষ্ঠি সহস্র বৎসর আমরা পরিপূর্ণ-
ভাবে অতিবাহিত করিয়াছি । এখান হইতে মৃত্তি কবে হইবে ? ‘ন’-অর্থাৎ
অন্ত নাই ; কোথায় অন্ত ? অন্ত পরিলাক্ষিত হইতেছে না । মহাশয়গণ, তখন

‘সোহং নদন ইতো গম্ভা, যোনিং লন্ধান মান্দসিং ।

বদঞ্ঞ সীলসম্পন্নো, কাহামি কুসলং বহু’ন্তি ॥

পটিপাটিয়া ইমা গাথা বহু তাসং অথং পকাসেহা ‘ইতি
থো, মহারাজ, তে চত্তারো জনা একেকং গাথং বত্ত-
কামাপি বত্তং অসক্কোত্তা একেকমেব অক্খরং বহু পদন
লোহকুম্ভমেব পবিট্ঠা’তি আহ ।

রঞ্ঞা কির পসেনাদিকোসলেন তস্স সম্ভস্স সত্তকালতো
পট্ঠায় তে হেট্ঠা ভস্সন্তি এব, অজ্জাপি একং বস্সসহস্সং
নাতিক্কমন্তি । রঞ্ঞা তং দেসনং সত্ত্বা মহাসংবেগো
উম্পজ্জি । সো ‘ভারিয়ং বতিদং পারদারিককম্মং নাম,
একং কির বুদ্ধান্তরং নিরয়ে পচ্চিহা ততো চুতা সট্ঠিষোজ-
নিকায় লোহকুম্ভিয়া নিব্বন্তিহা তথ সট্ঠিবস্সসহস্সানি
পচ্চিহা এবম্পি নেসং দ্ধক্খা মদ্বচনকালো ন পঞ্ঞায়তি,

*

*

*

আমার দ্বারা এবং আপনাদের দ্বারা পাপকর্ম কৃত হইয়াছে । ‘সো’—অর্থাৎ
সেই আমি নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে যাইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বদান্য,
শীলসম্পন্ন হইব এবং অনেক কুশলকর্ম সম্পাদন করিব ।”

যখন শাস্তা একে একে চারিটি গাথা বলিলেন এবং ইহাদের অর্থ প্রকটিত
করিয়া রাজাকে বলিলেন—‘মহারাজ, এই চারিজন ব্যক্তির প্রত্যেকে এক
একটি গাথা বলিতে চাহিয়াছিলেন । কিন্তু এক একটি অক্ষর (দ-স-ন-
সো) বলা মাত্রই পদনরায় লোহকুম্ভীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ।

রাজা পসেনাদি কোশল সেই শব্দ শোনা হইতে তাঁহারা লোহকুম্ভীতেই
অবশ্যই অবস্থান করিতেছেন, কারণ অদ্যাবধি এখনও এক সহস্র বৎসর
অতিক্রান্ত হয় নাই । (বুদ্ধের সেই) দেশনা শুনিয়া রাজার সংবেগ উৎপন্ন
হইল । তিনি চিন্তা করিলেন—‘এই পরদারিককর্ম অত্যন্ত পাপ । এক
বুদ্ধান্তর কাল নরকে পচিয়া সেইখান হইতে চ্যুত হইয়া ষষ্টিষোজ্ঞিক
লোহকুম্ভীতে জন্ম লইয়া সেখানে ষষ্টি সহস্র বৎসর পক্ষ হইয়াও তাহাদের
দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না । আমিও পরদারের

অহিম্প পরদারে সিনেহং কত্ত্বা সম্বরন্তিঃ নিন্দং ন লভিঃ,
ইদানি ইতো পট্ঠায় পরদারে মানসং ন বন্ধিস্সামী'তি
চিস্তেত্বা তথাগতং আহ—‘ভন্তে, অজ্জ মে রত্তিয়া দীঘভাবো
এণতো'তি । সোপি পদারিসো তথ্বেব নিসিন্নো তং কথং সুত্ত্বা
‘লক্কো মে বলবম্পচ্ছয়ো'তি সথারং আহ—‘ভন্তে, রএণ্ণ
তাব অজ্জ রত্তিয়া দীঘভাবং এণতো, অহং পন হিয়্যো
সয়মেব যোজনস্স দীঘভাবো অএণ্ণাসি'ন্তি । সথা দ্বিনম্পি
কথং সংসন্দিত্বা ‘একচ্চস্স রত্তি দীঘা হোতি, একচ্চস্স
যোজনং দীঘং হোতি, বালস্স পন সংসারো দীঘো
হোতী'তি বত্তা ধম্মং দেসেস্ন্তো ইমং গাথমাহ—

‘দীঘা জাগরতো রত্তি, দীঘং সন্তস্স যোজনং ।

দীঘো বালান সংসারো, সন্ধম্মং অবিজানত'ন্তি ॥ ৬০

তথ ‘দীঘা'তি রত্তি নামেসা তিষামমত্তাব, জাগরন্তস্স পন

*

*

*

প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সর্বরাত্র নিদ্রা লাভ করি নাই । এখন হইতে আমি আর
পরদারের প্রতি আকৃষ্ট হইব না ।’ তারপর তথাগতকে বলিলেন—‘ভন্তে,
রাত্রি যে কত দীর্ঘ হয় তাহা আমি অদ্য জানিয়াছি ।’ সেই ব্যক্তিও সেইস্থানে
উপবিষ্ট হইয়া উক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ‘আমার শ্রদ্ধা বলবতী হইয়াছে’ চিন্তা
করিয়া শান্তাকে বলিলেন—‘ভন্তে রাজা অদ্য রাত্রির দীর্ঘত্ব জানিয়াছেন ।
আমি গতকলা নিজের যোজনপথের দীর্ঘত্ব জানিয়াছি ।’ শান্তা উভয়ের
কথাকে সমাধান করিয়া ‘কাহারও রাত্রি দীর্ঘ হয়, কাহারও যোজন দীর্ঘ হয়,
মূর্খ ব্যক্তির সংসার দীর্ঘ হয়’— এই বলিয়া এই গাথা বলিলেন—

‘যে জাগরিত থাকে তাহার নিকট (তিষামবিশিষ্ট) রাত্রি দীর্ঘ বোধ হয়,
যে শ্রান্ত তাহার নিকট যোজনপথ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় ; সেইরূপ যে
সকল মূর্খ সত্যধর্ম জানে না তাহাদের নিকট সংসারও দীর্ঘ বলিয়া
বোধ হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক, ৬০ ।

অর্থ : এইস্থলে ‘দীর্ঘ’ বলিতে এখানে রাত্রির তিষামমাত্র, কিন্তু ‘জাগ্রত

দীঘা হোতি, দ্বিগুণতিগুণা বিয় হুয়া খায়তি । তুঙ্গা
দীঘ্যভাবং জ্ঞাতামং মক্ষুসসঙ্ঘস্ ভন্তং কত্বা যাব সদ্বিষদুগ-
মনা সম্পরিবক্তকং সেমানো মহাকুসীতোপি, সুভোজনং
ভুঞ্জিহা সিরিসয়নে সয়মানো কামভোগীপি ন জানাতি,
সম্বরতিং পন পধানং পদহন্তো যোগাবচরো চ, ধম্মকথং
কথন্তো ধম্মকথিকো চ, আসনসমীপে ঠত্বা ধম্মং সুগন্তো
চ, সীসরোগাদিফুট্টো বা হথাপাদচ্ছেদনাদিং পন্তো বা
বেদনাভিভূতো চ, রতিং মঙ্গপটিপন্নো অন্ধিকো চ জানাতি ।
'যোজন'ন্তি যোজনম্পি চতুগাবদুতমন্তমেব, 'সন্তস্' পন
কিলমন্তস্ 'দীঘং' হোতি, দ্বিগুণতিগুণং বিয় খায়তি ।
সকলদিবসত্রুহি মঙ্গং গন্ত্বা কিলন্তো পটিপথং
আগচ্ছন্তং দিম্বা 'পদ্রুতো গামো কীব দুরো'তি

*

*

*

থাকিলে' রাত্রি দীর্ঘ হয় (অর্থাৎ অতিবাহিত হইতে চাহে না) । মনে যেন হয়
দ্বিগুণ, ত্রিগুণ (রাত্রি) বর্ধিত হইয়াছে । রাত্রির দীর্ঘত্ব কাহারো বৃদ্ধিতে
পারে না ?—(১) আহারান্তে সুযোদয় না হওয়া পর্যন্ত যে অলস ব্যক্তিগণ
শয্যায় গড়গড় করিয়া কাটায় এবং (২) যাহারা কামভোগী এবং সুভোজন
ভোজন করিয়া উত্তম শয্যায় শায়িত হইয়া রাত্রি অতিবাহিত করে । রাত্রির
দীর্ঘত্ব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জানেন :

১ । যে যোগী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কঠোর ধ্যানে রত থাকেন ।

২ । যে ধর্মকথিক ধর্মালোচনা করেন ।

৩ । আসনসমীপে উপবেশন করিয়া যিনি ধর্মশ্রবণ করেন ।

৪ । মাথার রোগের দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তি ।

৫ । হস্ত পাদাদিছেদন জনিত বেদনাক্লিষ্ট ব্যক্তি ।

৬ । রাত্রিকালে মার্গ প্রতিপন্ন পথিক 'যোজন' বলিতে চারি গাবদুতমাত্র
দ্রুতকে বদ্বায় । 'শ্রান্ত' ক্লান্ত ব্যক্তির (রাত্রি) 'দীর্ঘ' হয়, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ
বলিয়া মনে হয় । সারাদিন ধরিয়া পথ চলিবার ফলে ক্লান্ত ব্যক্তি বিপরীত
দিক হইতে আগমনরত ব্যক্তিকে দেখিয়া 'সম্মুখে গ্রাম কত দূরে' জিজ্ঞাসা

পদচ্ছিত্তা 'যোজন'ন্তি বদন্তে থোকং গন্ত্বা অপরম্পি
 পদচ্ছিত্তা তেনাপি 'যোজন'ন্তি বদন্তে পদ্বন থোকং গন্ত্বা
 অপরম্পি পদচ্ছিত্তি। সোপি 'যোজন'ন্তি বদন্তি। সো
 পদচ্ছিত্তপদচ্ছিত্তা যোজনন্তেব বদন্তি, দীঘং বাতিদং
 যোজনং, একযোজনং হে তীণি যোজনানি বিয় মণ্ড্ণেতি।
 'বালানন্তি' ইধলোকপরলোকথং পন অজানন্তানং বালং
 সংসারবট্টস পরিয়ন্তং কাতুং অসক্কোন্তানং যং সত্ত্বতিংস-
 বোধিপকখিয়ভেদং সন্ধম্মং ঞ্জত্বা সংসারস্স অন্তং করোন্তি,
 তং 'সন্ধম্মং অবিজানতং সংসারো দীঘো' নাম হোতি। সো
 হি অন্তনো ধম্মতায় এব দীঘো নাম। বদন্তম্পি চেত্তং—
 'অনমত্তপ্পোয়ং, ভিক্ষবে, সংসারো, পদ্ব্বা কোটি ন
 পণ্ড্ণোয়তী'তি। বালানং পন পরিয়ন্তং কাতুং
 অসক্কোন্তানং অতিদীঘোয়েবাতি।

*

*

*

করিয়া 'এক যোজন' বলিয়া জানাইলে, কিছদূর যাইয়া অপর একজনকে
 জিজ্ঞাসা করিলে সেও 'এক যোজন' বলিয়া জানাইলে, পদনরায় কিছদূর
 যাইয়া অনূরূপভাবে জিজ্ঞাসা করে। সেও বলে 'এক যোজন'। সে তখন
 ভাবে—'যাহাকেই' জিজ্ঞাসা করি সে-ই বলে এক যোজন। তাহা হইলে
 এই যোজনের দূরত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেশী। ফলে এক যোজনকে দুই তিন
 যোজন বলিয়া মনে হয়। 'মূর্খদের' অর্থাৎ ইহলোক পরলোকের মঙ্গল
 বিষয়ে অনভিজ্ঞ মূর্খদের, সংসারবর্তের অস্ত্র যাহারা করিতে অক্ষম, যে
 সপ্তগ্রিংশতি বোধিপক্ষীয় ধর্মযুক্ত সন্ধর্মকে জানিয়া সংসারের অস্ত্র করিতে
 পারা যায়, সেই সন্ধর্মকে না জানিলে সংসার দীর্ঘই হইয়া থাকে। ইহা
 স্বীয় ধর্মতা বশেই দীর্ঘ, তাই ইহা উক্ত হইয়াছে—'হে ভিক্ষুগণ, এই সংসার
 আদ্যন্তবিহীন, ইহার পূর্বকোটি (অর্থাৎ কবে সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে)
 জানা যায় না। ইহার অস্ত্রসাধন করিতে অক্ষম মূর্খদের নিকট ইহা
 দীর্ঘই।

দেশনাবসানে সো পদ্রিসো সোতাপত্তিফলং পত্তো,
অঞ্ঞেপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পত্তা । মহাজনস্স
সাত্থিকা ধম্মদেশনা জাতাতি ।

রাজা সখারং বন্দিহা গচ্ছন্তোয়েব তে সন্তে বন্ধনামোচেসি ।
তথ ইত্থিপদ্রিসা বন্ধনা মদত্তা সীসিং নহা সকাণি গেহানি
গচ্ছন্তা 'চিরং জীবতু নো, অয়্যা, মল্লিকা দেবী, তং নিস্সায়
জীবিতং লভিস্সহা'তি মল্লিকায় গদ্গকংথং কথয়িসসু ।
সায়ন্থসময়ে ভিক্কুং ধম্মসভায় কথং সমুট্ঠাপেসসুং—
'অহো পণ্ডিতা বতায়, মল্লিকা, অন্তনো পঞ্ঞং নিস্সায়
এত্তকস্স জনস্স জীবিতদানং অদাসী'তি । সখা গন্ধকুটিয়
নিসিন্নোব তেসং ভিক্কুদনং কথং সুদ্বা গন্ধকুটিতো নিক্-
খমিত্তা ধম্মসভং পবিসিত্তা পঞ্ঞন্তে আসনে নিসীদিহা
'কায় নুত্থ, ভিক্কুবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না'তি পদ্রিহা

*

*

*

দেশনাবসানে সেই ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । অন্য
অনেকেও স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই ধর্ম দেশনা উপস্থিত
জনতার নিকট সার্থকই হইয়াছিল ।

রাজা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া যাওয়া মাত্রই প্রাণীদের বন্ধনমুক্ত করিলেন ।
শ্রীপদ্রব সকলে বন্ধনমুক্ত হইয়া স্নান করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া
বাইতে বাইতে 'আমাদের আর্ষা মল্লিকাদেবী চিরজীবী হউন যাঁহার জন্য
অদ্য আমরা জীবন ফিরিয়া পাইলাম' এইভাবে মল্লিকার গদ্গগান করিল ।
সায়াকালে ভিক্কুগণ ধর্মসভায় এই কথা উপাখ্যাত করিলেন—'অহো,
মল্লিকাদেবী বাস্তবিকই পণ্ডিত । নিজের প্রজ্ঞার প্রভাবে এতগদলি জীবের
প্রাণ রক্ষা হইল ।'—শাস্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ভিক্কুদের কথা
শুনিয়া গন্ধকুটি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধর্মসভায় প্রবেশ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে
উপবেশন করিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্কুগণ, তোমরা
কি কথা আলোচনার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছ ?' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে

‘ইমাম্ নাম্মা’তি বদন্তে, ‘ন, ভিক্খবে, মল্লিকা, ইদানেব
অন্তনো পঞ্ঞং নিম্মস্য মহাজনস্স জীবিতদানং দেতি,
পদুস্বেপি অদাসিয়েবা’তি বহু তমখং পকাসন্তো অতীতং
আহরি—

অতীতে বারাণসিয়ং রঞ্ঞো পদুন্তো একং নিগ্গোধরুদুখং
উপসঙ্কমিত্বা তথ নিম্বত্তায় দেবতায় আযাচি—‘সামি
দেবরাজ, ইমস্মি জম্বুদীপে একসত্তরাজানো একসত-
অঙ্গমহেসিরো, সচাহং পিতু অচয়েন রজ্জং লভিস্সামি,
এতেসং গললোহিতেন বলিং করিস্সামী’তি । সো পিতরি
কালকতে রজ্জং পত্বা ‘দেবতায় মে অনুভবেন রজ্জং পত্তং,
বলিমস্সা করিস্সামী’তি মহতিয়া সেনায় নিক্খমিত্বা একং
রাজানং অন্তনো বসে বত্তেহা তেন সন্ধিং অপরম্পি
অপরম্পীতি সম্বে রাজানো অন্তনো বসে কহা সন্ধিং অঙ্গ-
মহেসীহ আদায় গচ্ছন্তো উগ্গসেনস্স নাম সম্বকনিট্ঠস্স

*

*

*

ভিক্ষুগণ—‘এই বিষয় লইয়া, ভণ্ডে’ বলিলে শাস্তা ‘হে ভিক্ষুগণ, মল্লিকাদেবী
শুধু যে এই জন্মেই বহু লোকের জীবন দান করিয়াছে তাহা নহে অতীতেও
জীবন দান করিয়াছে’ বলিয়া অতীতের কাহিনী আরম্ভ করিলেন—

অতীতে বারাণসীরাজের পুত্র একটি ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত
হইয়া সেখানে (অর্থাৎ ন্যাগ্রোধ বৃক্ষে) বসবাসকারী দেবতার নিকট প্রার্থনা
করিল—‘হে প্রভু দেবরাজ, এই জম্বুদ্বীপে একশত রাজার একশত অগ্রমহিষী
আছে । যদি আমি পিতার মৃত্যুর পর রাজা হই তাহা হইলে ইহাদের
গলার রক্ত দিয়া পূজা করিব ।’ সে পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব পাইয়া—
‘দেবতার প্রভাবেই রাজত্ব পাইয়াছি, অতএব দেবতাকে বলিদান করিব’ বলিয়া
মহতী সেনা সহ নিম্বত্ত হইয়া একজন রাজাকে বশীভূত করিয়া, তাহার
দ্বারা একে একে অন্যদের বশীভূত করিয়া তাহাদের অগ্রমহিষীদের লইয়া
বাইতে বাইতে জানিল যে সর্বকনিষ্ঠ রাজা উগ্গসেনের ধর্মদিমা নামক

রঞ্জেণ ধর্মাদিনা নাম অঙ্গমহেসী গদ্রুগভা, তং ওহায়
 অঙ্গমহেসী 'এতকজনং বিসপানকং পায়েত্ব মারেঙ্গামী'তি রুদ্র-
 ঋমূলং সোধ্যাপেসি । দেবতা চিন্তেসি—'অয়ং রাজা এতকে
 রাজানো গণ্হন্তো 'মং নিঙ্গায় গহিতা ইমে'তি চিন্তেত্বা
 তেসং গললোহিতেন ময়ংহং বলিং কাতুকামো, সচে পনায়ং
 এতে ঘাতেঙ্গসতি, জম্বদীপে রাজবংসো উপচ্ছিজ্জঙ্গসতি,
 রুদ্রঋমূলোপি মে অসদাচি ভবিঙ্গতি, সন্ধিস্সামি নু
 থো এতং নিবারেতু'ন্তি । সা উপাধারেন্তী 'নাহং সন্ধি-
 স্সামী'তি এত্বা অঞ্জ্ঞাপি দেবতং উপসঙ্কমিত্বা এতমথং
 আরোচেত্বা 'স্বং সন্ধিস্সসী'তি আহ । তায়পি পটিক্-
 খিত্তা অঞ্জ্ঞাপি অঞ্জ্ঞাপীতি এবং সকলচক্রবালদেব-
 তন্তয়া উপসঙ্কমিত্বা তাহিপি পটিক্খিত্তা চতুন্নং মহা-
 রাজদ্বং সন্তিকং গন্ত্বা 'ময়ং ন সঙ্কোম, অম্হাকং পন রাজা

*

*

*

অঙ্গমহেসী গদ্রুগভা (অর্থাৎ যে আসন্নপ্রসবা) জানিয়া তাহাকে বাদ দিয়া
 আসিয়া 'অবশিষ্ট সকলকে বিষপান করাইয়া মারিব' বলিয়া বৃক্ষতল
 শোখন করাইল । দেবতা চিন্তা করিলেন—'এই রাজা এতজন রাজাকে
 ধরিয়৷ আনিয়াছে । আমার জন্যই ইহাদের ধরিয়৷ আনিয়াছে । ইহাদের
 গলরক্তের দ্বারা আমাকে বলিদান করিবে । যদি ইহাদের হত্যা করে,
 জম্বদীপে রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং আমার এই বৃক্ষমূলও
 অসদাচি হইয়া যাইবে । কিন্তু ইহাকে আমি নিবারিত করিতে পারিব
 কি ?' দেবতা চিন্তা করিলেন 'আমি পারিব না ।' তখন অন্য দেবতার
 নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় জানাইয়া—'তুমি পারিবে কি ?' এই কথা
 জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও প্রত্যাখ্যান করিলে পর পর অনেকের নিকট
 যাইয়া এমন কি সকল চক্রবালের দেবতাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের
 সকলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া চারিজন (দিকপাল) মহারাজের নিকট
 উপস্থিত হইলে তাঁহারাও এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন—'আমাদের রাজা

অম্‌হেহি প্‌দুঞ্ঞেন চ পঞ্ঞায় চ বিসিট্টো, তং
 প্‌দুচ্ছা'তি তেহিপি পটিক্‌খিত্তকালে সন্ধং উপসঙ্কমিত্তা
 তমথং আরোচেত্বা, 'দেব, তুম্‌হেস্‌দু অম্পোম্‌সুদুত্তং
 আপন্থেস্‌দু খন্তিয়বংসো উপচ্ছিভ্জিস্সতি, তস্স পটিসরণং
 হোথা'তি আহ। সন্ধো 'অহম্পি নং পটিবাহিতুং ন সক্‌খি-
 স্সামি, উপায়ং পন তে বক্‌খামী'তি বহ্বা উপায়ং আচিক্‌-
 খি—'গচ্ছ, ত্বং রঞ্ঞো পস্সন্তস্সেব রত্তবথং নিবাসেত্বা
 অন্তনো রুদ্‌খতো নিক্‌খমিত্তা গমনাকারং দস্সেহি। অথ
 নং রাজা 'দেবতা গচ্ছতি, নিবত্তাপেস্সামি ন'ন্তু নানম্প-
 কারেন যাচিস্সতি। অথ নং বদেয়্যাসি 'ত্বং একসত্তরাজানো
 সন্ধিং অগ্গমহেসীহি আনেত্বা তেসং গললোহিতেন বলিং
 করিস্সামী'তি ময়্‌হং আয়াচিত্বা উগ্গসেনস্স রঞ্ঞো
 দেবিং ওহায় আগতো, নাহং তাদিসস্স ম্‌দুসাবাদস্স বলিং
 সম্পটিচ্ছামী'তি, 'এবং কির বদন্তে রাজা তং আণাপেস্সতি,

*

*

*

পুণ্য এবং প্রজায় আমাদের অপেক্ষা বিশিষ্টতম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।' এই ভাবে তাঁহাদের দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবরাজ শব্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সব জানাইলেন—'প্রভু, আপনি অনৌৎসুক্য দেখাইলে ক্ষত্রিয়-বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাকে রক্ষা করুন'। শব্দ—'আমিও তাহাকে সংষত করিতে পারিব না, তবে উপায় বলিয়া দিতে পারি।' এই বলিয়া উপায় ব্যস্ত করিয়া বলিলেন—'যাও, তুমি রাজার চক্ষুর সম্মুখেই রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া নিজের বৃক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেন চলিয়া যাইতেছে এমন ভাব দেখাও। তখন রাজা 'দেবতা চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে ফিরাইতে হইবে' এই বলিয়া নানাভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিবে। তখন তুমি তাহাকে বলিবে—'তুমি একশত রাজার সহিত তাঁহাদের অগ্রমহিষীদের আনিয়া তাহাদের গলরক্তের দ্বারা আমার পূজা দিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা উগ্রসেনের অগ্রমহিষীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। আমি এইরূপ মিথ্যাবাদীর পূজা গ্রহণ করিব না। এই কথা বলিলে রাজা তাহাকে

সা রঞ্জেণা ধম্মং দেসেহা এত্তকস্স জনস্স জীবিতদানং
দস্সতী'তি । ইমিনা কারণেন দেবতায় ইমং উপায়ং
আচিক্খি । দেবতা তথা অকাসি ।

রাজাপি তং আগাপেসি । সা আগন্হা তেসং রাজ্জং
পরিয়ন্তে নিসিন্ধম্পি অন্তনো রাজানমেব বন্দি । রাজা
'ময়ি সৰ্ব্বরাজজেট্ঠকেঠিতে সৰ্ব্বকনিট্ঠং অন্তনো সামিকং
বন্দতী'তি তস্সা কুণ্ঠি । অথ নং সা আহ—'কিং ময়্হং
তয়ি পটিবন্ধং, অয়ং পন মে সামিকো ইস্সরিয়স্স দায়কো,
ইমং অবন্দিহা কস্সা তং বন্দিস্সামী'তি ? রুদ্ধদেবতা
পস্সন্তস্সেব মহাজনস্স 'এবং, ভদ্দে, এবং ভদ্দে'তি বহ্বা তং
পদ্পফমুট্ঠিনা পুজ়েসি । পুন রাজা আহ—'সচে মং ন
বন্দিসি, ময়্হং রজ্জসিরিদায়িকং এবং মহানুভাবং দেবতং

*

*

*

(উগ্রসেনের ভাষাকে) আদেশ দিয়া আনাইবে । সেই রাণী রাজার নিকট
ধর্মদেশনা করিয়া এতদুর্লভ জীবের প্রাণ রক্ষা করিবে ।' এই কারণেই শত্রু
দেবতার নিকট উক্ত উপায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন । দেবতা তদ্রূপ করিয়াছিলেন ।

রাজাও তাহাকে (উগ্রসেনের ভাষাকে) আদেশ দিয়া আনাইলেন । সে
(উক্ত ভাষা) আসিয়া অন্যান্য রাজাদের শেষ প্রান্তে উপবিষ্ট তাহার স্বামী
রাজাকে বন্দনা করিল । রাজা 'যেখানে সমস্ত নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
তিনি উপস্থিত সেখানে সকলকে বাদ দিয়া সর্বকনিষ্ঠ স্বামী রাজাকে বন্দনা
করিতে তাহার প্রতি রুদ্ধ হইলেন । তখন বারাণসীর রাজাকে সে বলিল—
'আপনার প্রতি আমার কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি ? এই আমার
স্বামীই আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের দাতা । তাঁহাকে বন্দনা না করিয়া
আপনাকে বন্দনা করিব কেন ?' বুদ্ধদেবতা সকলের সামনেই বলিলেন—
'হে ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ ; হে ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ'—বলিয়া
তাহাকে এক মৃদু পদ্পের দ্বারা পূজা করিলেন । পুনরায় রাজা
বলিলেন—'যদি আমাকে বন্দনা না কর, তাহা হইলে আমাকে শিখি

কস্মা ন বন্দসী'তি । 'মহারাজ, তুমি অন্তনো পদে পদে ঠাঙ্গা রাজানো গহিতা, ন দেবতায় গহেয়া দিম্মা'তি । পদনপি তং দেবতা 'এবং, ভদ্দে, এবং, ভদ্দে'তি বহা তথৈব পূজ্যেসি । পদন সা রাজানং আহ—'তং 'দেবতায় মে একতকা রাজানো গহেয়া দিম্মা'তি বদেসি, ইদানি তেদেবতায় উপরি বামপস্বে রুদ্ধকথো অঙ্গিনা দড়্ঢো, সা তং অঙ্গিং নিম্বাপেতুং কস্মা নাসক'খি, যদি এবং মহান্ভাবা'তি । পদনপি তং দেবতা 'এবং, ভদ্দে, এবং, ভদ্দে'তি বহা তথৈব পূজ্যেসি ।

সা কথয়মানা ঠিতা রোদি চেব হসি চ । অথ নং রাজা 'কিং উম্মত্তিকাসী'তি আহ । 'কস্মা দেব এবং বদেসি' ? 'ন মাদিসিয়ো উম্মত্তিকা হোস্তী'তি । অথ 'তং কি কারণা রোদসি চেব হসসি চা'তি ? 'সুগাহি, মহারাজ, অহং হি

*

*

*

রাজ্যগ্রী প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে বন্দনা করিবে না কেন ?' 'মহারাজ, আপনি আপনার পুণ্যবলেই রাজাদের পরাজিত করিয়াছেন, এই বৃক্ষদেবতা তাঁহাদের ধরিয়া আনিয়া দেন নাই ।' পদনরায় সেই বৃক্ষদেবতা—'ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ, ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ' বলিয়া অনুরূপভাবে তাহার পূজা করিলেন । পদনরায় সে (ভাষা) রাজাকে বলিল—'আপনি বলিতেছেন—'এই দেবতাই এইগুণি রাজাকে ধরিয়া আনিয়া দিয়াছেন ; এখন এই দেবতার উপায়ে বামপাশ্বে বৃক্ষ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তিনি সেই আগুন নিভাইতে পারেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব কোথায় ?' পদনরায় সেই দেবতা—'হে ভদ্রে, তুমি ঠিকই বলিয়াছ ; হে ভদ্রে তুমি ঠিকই বলিয়াছ' বলিয়া আবার অনুরূপভাবে তাহার পূজা করিলেন ।

সে কথা বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিল, আবার হাসিল । রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি পাগল হইয়াছ ?' 'মহারাজ, কেন এইরূপ বলিতেছেন ? আমার মত ব্যক্তি পাগল হয় না ।' 'তাহা হইলে তুমি একবার কাঁদিয়া আবার হাসিলে কেন ?'

অতীতে কুলধীতা হুয়া পতিকুলে বসন্তী সামিক্স
সহায়কং পাহ্ননকং আগতং দিম্বা তস্স ভন্তং পচিকুমা
‘মংসং আহরা’তি দাসিয়া কহাপণং দহ্বা তায় মংসং
অলিভিত্বা আগতায় ‘নাথি মংস’ন্তি বদন্তে গেহস্স পচ্ছিম-
ভাগে সয়িতায় এলিকায় সীসং ছিন্দিহ্বা ভন্তং সম্পাদেসিং ।
সাহং একিস্সায় এলিকায় সীসং ছিন্দিহ্বা নিরয়ে পচ্ছিত্বা
পক্কাবসেসেন তস্সা লোমগণনায় সীসচ্ছেদং পাপর্দণং,
‘ত্বং এত্তকং জনং বধিত্বা কদা দদুখা মদুচ্ছিসসী’তি
এবমহং তব দদুখং অনদুস্সরন্তী রোদি’ন্তি বহ্বা ইমং
গাথমাহ—

‘একিস্সা কণ্ঠং ছেদ্বান, লোমগণনায় পচ্ছিসং ।

বহ্ননং কণ্ঠে ছেদ্বান, কথং কাহসি খন্তিয়া’তি ॥

অথ ‘কস্সা স্বং হসসী’তি ? ‘এতস্সা দদুখা মদুত্তামহী’তি

*

*

*

‘মহারাজ, শুনুন । আমি অতীতে কুলধীতা হইয়া পতিকুলে বসবাসকালে
স্বামীর এক অতিথি বন্ধুকে আগত দেখিয়া তাহার জন্য ভোজন রান্না
করিতে ঘাইয়া দাসীকে টাকা (= কাষাপণ) দিয়া বলিলাম—‘মাংস লইয়া
আইস ।’ সে মাংস না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ‘মাংস নাই’ বলিলে গৃহের
পশ্চিমভাগে শয়ানা এক ভেড়ীর মস্তক ছেদন করিয়া ভোজন তৈয়ার করিলাম ।
সেই আমি একটি ভেড়ীর শিরশ্ছেদনজনিত পাপকর্মের প্রভাবে নরকে পড়
হইয়া পক্কাবশেষে তাহার (ভেড়ীর) শরীরে ষত লোম ছিল ততবার আমার
শিরশ্ছেদ করা হইয়াছে । মহারাজ, আপনি এতগুলি লোককে বধ করিয়া
কখন দঃখ হইতে মুক্ত হইবেন আপনার দঃখের কথা ভাবিয়া রোদন
করিয়াছি’—এই বলিয়া এই গাথা বলিলেন—

‘হে ক্ষাণ্ডিয়, একটি প্রাণীর কণ্ঠছেদন করিয়া তাহার শরীরে ষত লোম
ছিল ততবার আমি নরকে পড় হইয়াছি । অনেক লোকের কণ্ঠ ছেদন করিয়া
কি করিবেন ?’

‘তুমি হাসিলে কেন ?’

‘এই দঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছি, এই আনন্দে মহারাজ ।’

তুসিস্তা মহারাজা'তি। পদুনাপি তং দেবতা 'এবং, ভদ্দে, এবং, ভদ্দে'তি বস্তা পদুপফমদট্ঠিনা পদুজ্জেসি। রাজা 'অহো মে ভারিয়ং কতং কস্মং, অয়ং কির একং এলিকং বধিত্তা নিরয়ে পক্কাবসেসেন তস্সা লোমগগনায় সীসচ্ছেদং পাপদুগি, অহং এত্তকং জনং বধিত্তা কদা সোখিং পাপদুগি-স্সামী'তি সস্বে রাজানো মোচেত্তা অন্তনো মহল্লকতরে বন্দিত্তা দহরদহরানং অঞ্জলিং পঙ্গয়্হ সস্বে খমাপেত্তা সকসকট্ঠানমেব পহিগি।

সস্থা ইমং ধম্মদেসনং আহরিয়া 'এবং, ভিক্খবে, ন ইদানেব, মল্লিকা দেবী, অন্তনো পঞ্-ঞং নিস্সায় মহাজনস্স জীবিত-দানং দেতি, পদুস্বেপি অদাসিয়েবা'তি বস্তা অতীতং সমোধানেসি—'তদা বারগসি রাজা পসেনাদি কোসলো অহোসি, ধম্মাদিন্ণা, দেবী মল্লিকা, বুদ্ধদেবতা অহমেবা'-তি। এবং অতীতং সমোধানেত্তা পদুন ধম্মং দেসেস্তো,

*

*

*

পদুনরায় সেই দেবতা—'ভদ্দে, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। ভদ্দে তুমি ঠিকই বলিয়াছ।'—এই বলিয়া তাহাকে পদুপমদুগিটর দ্বারা পূজা করিলেন। রাজা—'অহো, আমি ভারী অন্যায় করিয়াছি। এই নারী একটি মাত্র ভেড়ীকে হত্যা করিয়া নরকে পক্ হইয়া অবশেষে ঐ ভেড়ীর লোমগগনায় অসংখ্যবার শিরচ্ছেদ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর আমি এতগদুলি জীব হত্যা করিয়া কবে স্বাস্থ্যলাভ করিব!'—এই ভাবিয়া সকল নৃপতিগণকে মন্ত করিয়া নিজের বয়োজ্যেষ্ঠদের বন্দনা করিয়া, বয়ঃকনিষ্ঠদের করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

শাস্তা এই ধর্ম্মদেশনা আহরণ করিয়া—'হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে মল্লিকা দেবী শৃদ্ধ এই জন্মেই নিজ প্রজ্ঞার দ্বারা বহুলোকের জীবন দান করিয়াছে তাহা নহে, পূর্বেও তদুপ করিয়াছিল—' বলিয়া অতীতকে সমাধান করিয়া বলিলেন—'তখন বারাগসীর রাজা ছিলেন বর্তমান রাজা পসেনাদি কোশল। ধম্মাদিন্ণা দেবী মল্লিকা, বুদ্ধদেবতা ছিলাম আমি।' এই ভাবে অতীত সমাধান করিয়া পদুনরায় ধর্ম্ম দেশনাচ্ছলে বলিলেন—

‘ভিক্ষবে, পাণাতিপাতো নাম ন কন্তব্যয়দ্বক্তকো । পাণাতি-
পাতিনো হি দীঘরত্তং সোচন্তী’তি বহ্মা ইমা গাথা আহ—

‘ইধ সোচাতি পেচ্চ সোচাতি,
পাপকারী উভয়থ সোচাতি ।
সো সোচাতি সো বিহঞ্জে’তি,
দিম্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো’তি ॥

‘এবং চে সত্তা জানেয়্যুং, দদুখাং জাতিসম্ভবো ।
ন পাণো-পাণিনং হঞ্জে, পাণঘাতী’হি সোচতী’তি ॥

অঞ্জেতরপদ্রিসবথদ্ পঠমং ।

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, প্রাণীহত্যা করা কতব্যযুক্ত নহে । প্রাণীহত্যাকারীরা
দীর্ঘকাল শোকসন্তপ্ত হয় । এই বলিয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘পাপকারী ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ই শোকপ্রাপ্ত হয় । স্বীয়
ক্লিষ্ট কর্ম দেখিয়া সে শোক করে এবং অত্যন্ত কষ্ট পায় ।’

‘এইভাবে, সত্ত্বগণ যদি জানে যে, দঃখ হইতেছে জন্মসম্ভূত, তাহা হইলে
এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করিবে না । কারণ প্রাণঘাতীকে শোক
করিতেই হইবে ।’

॥ জৈনৈক পদ্রুঘের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মহাকস্যপসগথেরসদ্ধিবিহারিকবথ । ২

‘চরণে নাধিগচ্ছেয়াতি’ ইমং ধম্মদেশনং সথা সারথিয়ং
জৈতবনে বিহরন্তো মহাকস্যপথেরস্য সদ্ধিবিহারিকং
আরম্ভ কথেসি । দেশনা রাজগেহে সমুট্ঠিতা ।

থেরং কির রাজগহং নিস্সায় পিপ্পলিগুহায়ং বসন্তং য়ে
সদ্ধিবিহারিকা উপট্ঠাহিসু । তেসু একো সন্ধুচ্চং বত্তং
করোতি, একো তেন কতং কতং অন্তনা কতং বিয় দম্মেসন্তো
মুখোদকদন্তকট্ঠানং পটিয়াদিত্তাং ঐয়া, ‘ভস্মে, মুখো-
দকদন্তকট্ঠানি মে পটিয়াদিতানি, মুখং ধোবথা’তি
বদতি, পাদধোবনহানাদিকালেপি এবমেব বদতি । ইতরো
চিন্তেসি—‘অয়ং নিচ্চকালং যয়া কতং কতং অন্তনা কতং
বিয় কস্মা দম্মেসতি, হোতু কত্ত্বয়দন্তকমস্য করিস্সামী’তি ।

*

*

*

মহাকস্যপ স্থবির সহবিহারিকের উপাখ্যান । ২ ।

‘বিচরণ করিতে করিতে……না পান’ এই ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীর
জৈতবনে অবস্থানকালে মহাকস্যপ স্থবিরের সহবিহারিককে উদ্দেশ্য করিয়া
বলিয়াছিলেন । এই দেশনার উৎসস্থল রাজগৃহ ।

কস্যপস্থবির রাজগৃহের সন্নিহিতে পিপ্পলিগুহায় বাস করার সময়
দুইজন সহবিহারিক তাঁহাকে সেবা করিতেন । তাহাদের মধ্যে একজন সাদরে
ব্রত পালন করিত । অন্যজন পূর্বজনের দ্বারা কৃতকর্ম নিজে করিয়াছে
বলিয়া ভাব দেখাইত । একদিন পূর্বজনের দ্বারা মুখোদক এবং দন্তকাষ্ঠ
প্রস্তুত আছে দেখিয়া স্থবিরকে বলিল—‘ভস্মে, আপনার মুখ ধুইবার জল
এবং দন্তকাষ্ঠ আমি ব্যবস্থা করিয়াছি, আপনি মুখ প্রক্ষালন করুন ।’ পাদ-
প্রক্ষালন এবং স্নানকালেও সে ঐরূপই বলে । অন্যজন চিন্তা করিল—‘এ
প্রত্যহ আমার করা কাজ নিজের বলিয়া দেখায় । ঠিক আছে, তাহার
যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি করিব ।’ সে যখন ভোজন করিয়া ঘুমাইতেছিল

তস্স ভুজ্জিত্বা সুপন্তস্সেব স্নানোদকং তাপেহ্বা একস্মিংঘটে
 কত্বা পিট্ঠিকোট্ঠকে ঠপেসি, উদকতাপনভ্রাজনে পন
 নালিমত্তং উদকং সেসেহ্বা উসুদমং মদুগ্গন্তং ঠপেসি। তং
 ইতরো সায়নহসময়ে পবদুত্ত্বিত্বা উসুদমং নিক্খন্তং দিম্বা
 ‘উদকং তাপেহ্বা কোট্ঠকে ঠপিতং ভবিম্সতী’তি বেগেন
 গন্ত্বা থেরং বন্দিহ্বা, ‘ভন্তে, কোট্ঠকে উদকং ঠপিতং,
 ন্হায়থা’তি বহ্বা থেরেন সন্ধিংয়েব কোট্ঠকং পার্বিসি।
 থেরো উদকং অপস্সন্তো ‘কহং উদকং আবুসো’তি আহ।
 দহরো অপিগসালং গন্ত্বা ভাজনে উল্লঙ্কং ওতারেহ্বা তুচ্ছ-
 ভাবং ঞ্জহ্বা ‘পস্সথ দুট্ঠস্স কম্মং তুচ্ছভাজনং উদ্ধানে
 আরোপেহ্বা কুহিং গতো, অহং ‘কোট্ঠকে উদক’ন্তি
 সঞ্ণায় আরোচেসি’ন্তি উম্বায়ন্তো ঘটং আদায় তিথং
 অগমাসি। ইতরোপি পিট্ঠিকোট্ঠকতো উদকং আহরিষা
 কোট্ঠকে ঠপেসি।

*

*

*

তখন স্নানোদক গরম করিয়া একটি জলপাত্রে ভরিয়া পশ্চাদিকের প্রকোষ্ঠে
 রাখিয়া দিল। জল গরম করার পাত্রে সামান্যমাত্র জল রাখিয়া দিল
 বাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। অন্যজন সায়াহসময়ে উঠিয়া গরমজল
 হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিয়া ‘জল গরম করিয়া নিশ্চয়ই স্নানঘরে
 রাখিয়াছে’ এই মনে করিয়া দ্রুত বাইয়া স্থবিরকে বন্দনা করিয়া—
 ‘ভন্তে, স্নানঘরে জল রাখা আছে, স্নান করুন’—এই বলিয়া
 স্থবিরের সহিত স্বয়ং স্নানক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। স্থবির জল না দেখিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবুসো, জল কোথায়?’ তরুণ ভিক্ষু অগ্নিশালায়
 বাইয়া গরমজলের পাত্র নামাইয়া দেখিল—কিছুই নাই। তখন সে ‘দেখুন
 দুষ্ট ভিক্ষুর কর্ম। শূন্যপাত্র উননে চাপাইয়া কোথায় গেল সে। আমি
 ভাবিয়াছিলাম স্নানঘরে গরমজল আছে তাই আপনাকে জানাইয়াছি।’ এই
 বলিয়া গালমন্দ করিতে করিতে জলের ঘট লইয়া ঘাটে গেল। অন্যজনও
 পশ্চাদিকের প্রকোষ্ঠ হইতে জল আনিয়া স্নানঘরে রাখিল। স্থবির চিন্তা

থেরোচিন্তেসি—‘অয়ং দহরো উদকং মে তাপেত্ত্বা কোট্টকে
 ঠপিতং, এথ, ভন্তে, ন্হায়থা’তি বহ্বা ইদানি উজ্জায়ন্তো
 ঘটং আদায় তিথং গচ্ছতি, কিং নু থো এত’ন্তি উপধা-
 রেন্তো ‘এত্তকং কালং এস দহরো ইমিনা কতং বত্তং অন্তনাব
 কতং বিয় পকাসেতী’তি ঐত্তা সায়ং আগন্ত্বা নিসিন্ধস্স
 ওবাদমদাসি, ‘আবুসো, ভিক্কুনা নাম ‘অন্তনা কতমেব
 কত’ন্তি বত্তং বট্টিতি, নো অকতং, ত্বং ইদানেব ‘কোট্টকে
 উদকং ঠপিতং, ন্হায়থ ভন্তে’তি বহ্বা ময়ি পবিসিত্বা ঠিতে
 ঘটং আদায় উজ্জায়ন্তো গচ্ছসি, পব্বজিতস্স নাম এবং
 কাতুং ন বট্টিতী’তি । সো ‘পস্সথ থেরস্স কম্মং, উদকমত্তকং
 নাম নিস্সায় মং এবং বদেসী’তি কুজ্জিত্বা পুনদিবসে
 থেরেন সন্ধিং পি’ডায় ন পাবিসি । থেরো ইতরেন সন্ধিং
 একং পদেসং অগমাসি । সো তস্মিং গতে থেরস্স উপট্-

*

*

*

করিলেন—“এই তরুণ ভিক্কু ‘আমি জল গরম করিয়া স্নান ঘরে রাখিয়াছি ;
 ভস্তুে স্নান করুন’ বলিয়া এখন গালমন্দ করিতে করিতে জলের কলসী
 লইয়া ঘাটে গেল, ব্যাপারটা কি ?” চিন্তা করিয়া স্থবির সব বুদ্ধিতে
 পারিলেন । ‘এতাবৎকাল এই তরুণ ভিক্কু আর একজনের দ্বারা কৃত কর্মকে
 নিজের বলিয়া চালাইয়াছে । সম্ম্যাকালে উক্ত ভিক্কু আসিয়া উপবেশন
 করিলে স্থবির উপদেশ দিলেন—‘আবুসো, ভিক্কুদের উচিত নিজকৃত কর্মকে
 নিজের বলিয়া বলা, অন্যকৃত কর্মকে নিজের কর্ম বলিয়া প্রকাশ করা
 অনর্দচিত । তুমি এখনই ‘ভস্তুে, স্নানঘরে জল আছে, স্নান করুন বলিয়া
 আমি স্নানঘরে প্রবেশ করিলে তুমি জলের কলসী লইয়া গালমন্দ করিতে
 করিতে ঘাটে চলিয়া গেলে । প্রব্রজিতদের এইরূপ করা অন্যায় ।’

সে তখন ‘দেখ, স্থবিরের কান্ড ; সামান্য জলের জন্য তিনি আমাকে
 এরূপ বলিলেন’ এই বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পরের দিন স্থবিরের সঙ্গে পি’ডপাতে
 গেল না । স্থবির অন্যজনকে লইয়া এক জায়গায় (পি’ডপাতের জন্য)
 গেলেন । স্থবির চলিয়া গেলে সে স্থবিরের সেবকের বাড়ী গেল । তাহারা

ঠাককুলং গন্ড্বা ‘থেরো কহং ভন্তে’তি পদট্টো থেরস্স অফাস্দকং জাতং, বিহারেয়েব নিসিন্নো’তি আহ। ‘কিং পন, ভন্তে, লঙ্কং বট্টতী’তি? ‘এবরুপং কির নাম আহারং দেথা’তি বদন্তে তেন বদন্তনিয়ামেনেব সম্পাদেত্বা অদংসু। সো অন্তরামগ্গেব তং ভন্তং ভুজ্জিহ্বা বিহারং গতো। থেরোপি গতট্টানে মহন্তং সুখদুমবথং লভিত্বা অন্তনা সন্ধিং গত-দহরস্স অদাসি। সো তং রজ্জিহ্বা অন্তনো নিবাসনপা-রুপনং অকাসি।

থেরো পুনদিবসে তং উপট্টাককুলং গন্ড্বা ‘ভন্তে, ‘তুম্হাকং কির অফাস্দকং জাত’ন্তি অম্হেহি দহরেন বদন্তনিয়ামেনেব পটিয়াদেত্বা আহারো পেসিতো, পরিভুজ্জিহ্বা বো ফাস্দকং জাত’ন্তি বদন্তে তুণ্হী অহোসি। বিহারং পন গন্ড্বা তং দহরং বন্দিহ্বা নিসিন্নং এবমাহ—‘আবুসো,

জিজ্ঞাসা করিল—‘ভন্তে, স্থবির কোঘায়?’ সে বলিল—‘স্থবির অসুস্থ, বিহারেই আছেন।’ ‘তাহাকে কিরুপ খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে?’ ‘এইরকম খাদ্য দিতে হইবে’। সেবক ঐরকম খাদ্য প্রস্তুত করিয়াই ঐ ভিক্ষুকে দিল। সেই ভিক্ষু মাঝপথে ঐ আহার ভোজন করিয়া বিহারে গেল। স্থবিরও যেখানে গিয়াছিলেন সেখানে সুক্ষ্ম বস্ত্র লাভ করিলে তাহা তাহার সঙ্গে গত ভিক্ষুকেই প্রদান করিলেন। সেই ভিক্ষু ঐ বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া নিজের অন্তরবাস এবং উত্তরাসঙ্গ প্রস্তুত করিল।

স্থবির পরের দিন তাহার উক্ত সেবকের বাড়ীতে গেলেন। (তাহারা জিজ্ঞাসা করিল)—‘ভন্তে আপনার নাকি অসুস্থ করিয়াছে। আপনার তরুণ ভিক্ষু যেভাবে বলিয়াছেন সেইভাবেই আমরা আপনার জন্য ভোজন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি। তাহা ভোজন করিয়া নিশ্চয়ই এখন ভাল আছে!’ স্থবির সব শব্দনিয়া নীরব রহিলেন। বিহারে যাইয়া যখন সেই ভিক্ষু সন্ধ্যায় বন্দনা করিয়া উপবেশন করিল তখন তাহাকে বলিলেন—‘আবুসো,

তয়া কির হিয়ো, ইদং নাম কতং, ইদং পম্বজিতানং ন
 অনুচ্ছবিকং, বিঞ্ঞাতিং কহা ভুজিতুং ন বট্টতী'তি ।
 সো কুন্ডিয়া থেরে আঘাতং বন্দিহা 'পদ্রিমদিবসে উদকমত্তং
 নিস্সায় মং মদুসাবাদিং কহা অজ্জ অন্তনো উপট্ঠাককুলে
 ভত্তমট্ঠিয়া ভুত্তকারণা মং 'বিঞ্ঞাতিং কহা ভুজিতুং ন
 বট্টতী'তি বদতি, বথম্পি তেন অন্তনো উপট্ঠাকসেসব দিনং,
 অহো থেরস্স ভারিস্সং কম্মং, জানিস্সামিস্স কত্তবয়দত্তক'ন্তি
 পদ্রদিবসে থের গামং পবিসন্তে সয়ং বিহারে ওয়ী'হিহা
 দম্ভং গহেহা পরিভোগভাজনানি ভিন্দিহা থেরস্স পল্লসালায়
 অপিংগং দহা যং ন ঝায়তি, তং মদুগরেন পহরন্তো ভিন্দিহা
 নিক'খমিহা পলাতো । সো কালং কহা অবীচিমহানিরয়ে
 নিম্বন্তি ।

মহাজ্ঞানো কথং সমট্ঠাপেসি—'থেরস্স কির সদ্ধিবিহা-

*

*

*

গতকল্য তুমি এইরূপ করিয়াছ ! প্রব্রজিতদের পক্ষে এটা অনর্দচিত ।
 (দায়ককে) জানাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করা নিষম্বিরুদ্ধ ।'

সে বুদ্ধ হইয়া স্থবিরের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া বলিল—'আগের দিন
 সামান্য জ্বলের জন্য আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া এবং অদ্য তাঁহার সেবককুলে
 এক মর্দুশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া 'দায়ককে জানাইয়া খাদ্য প্রস্তুত
 করাইয়া ভোজন করা অনর্দচিত' বলিলেন । নিজে যে বস্ত্র লাভ করিয়াছেন
 তাহা (প্রিয়তম) শিষ্যকেই দিয়াছেন । অহো, স্থবির খুব অন্যায় করিয়াছেন ।
 তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষা দিব' বলিয়া পরের দিন স্থবির গ্রামে প্রবেশ করিলে
 স্বয়ং বিহারে থাকিয়া পরিভোগপাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিল, স্থবিরের পর্ণশালায়
 আগুন দিল । ষেগদুলি দগ্ধ হয় নাই সেগদুলিকে মদুগরের দ্বারা প্রহার
 করিয়া ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল । মৃত্যুর পরে সে অবীচি মহানরকে
 উপন্ন হইল ।

জনতা কথা উত্থাপন করিল—'স্থবিরের সহবিহারিক উপদেশ সহ্য

রিকো ওবাদমত্তং অসহন্তো কুষ্ণিত্তা পল্লসালং ব্যাপেত্বা পলাতো'তি । অথেকো ভিক্খু অপরভাগে রাজগহা নিক্খমিত্তা সথারং দট্ঠকামো জেতবনং গন্ত্বা সথারং বন্দিত্বা সথারা পটিগ্নহারং কত্বা 'কুতো আগতোসী'তি পদট্ঠো 'রাজগহতো, ভন্তে'তি আহ । 'মম পদন্তস্স মহাকস্সপস্স খমনীয়'ন্তি ? 'খমনীয়ং, ভন্তে, একো পন সিদ্ধি-বিহারিকো শুবাদমন্তেন কুষ্ণিত্তা পল্লসালং ব্যাপেত্বা পলাতো'-তি । সথা 'ন সো ইদানেব ওবাদং সদ্বা কুষ্ণতি, পদ্ব্যপি কুষ্ণিয়েব । ন ইদানেব কুটিং দসেসিতি, পদ্ব্যপি দসেসিয়ে-বা'তি বত্বা অতীতং আহরি—

অতীতে বারাণসীয়ং ব্রহ্মদন্তে রজ্জং কারেন্তে হিমবন্ত-পদেসে একো সিঙ্গিলসকুণো কুলাবকং কত্বা বসি । অথেক-

*

*

*

করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়া গলায়ন করিল ।' অনন্তর একজন ভিক্ষু রাজগহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শান্তার দর্শনকামী হইয়া জেতবনে শান্তার নিকট ঘাইয়া বন্দনা করিলে শান্তা সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথা হইতে আসিতেছে ?'

'ভন্তে, রাজগহ হইতে ।'

'আমার পুত্র মহাকশ্যপ ভাল আছে ত ?'

'ভন্তে তিমি ভালই আছেন, তবে তাঁহার একজন সহবিহারিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে ।'

শান্তা—'সে এইবারই যে উপদেশ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে । পূর্বেও সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল । এইবারই যে পর্ণকুটি ভস্মীভূত করিয়াছে তাহা নহে, পূর্বেও তদ্রূপ করিয়াছিল' বলিয়া অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদন্তের রাজত্বকালে হিমালয়প্রদেশে একটি শৃঙ্গিল-পক্ষী বাসা নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল । একদিন বৃষ্টি হইলে

দিবসং দেবে বস্সন্তে একো মক্কটো সীতেন কম্পমানো তং
পদেসং অগমাসি । সিস্কিলো তং দিস্সা গাথমাহ—

‘মনুস্সসেসব তে সীসং, হথপাদা চ বানর ।

অথ কেন নু বগ্গেন, অগারং তে ন বিজ্জতী’তি ॥

মক্কটো ‘কিণ্ণাপি মে হথপাদা অথি, যায় পন পঞ্ণায়
বিচারেহা অগারং করেয়াং, সা মে পঞ্ণা নথী’তি চিন্তেহা
তমথং বিঞ্ণাপেতুকামো ইমং গাথমাহ—

‘মনুস্সসেসব মে সীসং, হথপাদা চ সিস্কিল ।

যাহু সেট্ঠা মনুস্সেসসু, সা মে পঞ্ণা ন বিজ্জতী’তি ॥

অথ নং ‘এবরুপস্স তব কথং ঘরাবাসো ইজ্জিস্সতী’তি
গরহন্তো সিস্কিলো ইমং গাথাব্রমাহ—

‘অনবট্ঠিত্টিচিন্তস্স, লহুচিন্তস্স দুব্বিনো ।

নিচ্চং অন্ধুবসীলস্স, সুখভাবো ন বিজ্জতি ॥

একটি বানর শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ।
শৃঙ্গিল তাহাকে দেখিয়া গাথায় বলিল—

‘হে বানর, তোমার মাথা, হাত-পা মানুষেরই মত । কিন্তু কি কারণে
তোমার বাসস্থান নাই?’ বানর ‘আমার হাত-পা আছে ঠিকই কিন্তু যে
বুদ্ধি থাকিলে বাসস্থান তৈয়ার করা যায় সেই বুদ্ধি আমার নাই—’ ইহা
চিন্তা করিয়া তাহা (শৃঙ্গিলকে) জানাইবার জন্য এই গাথা বলিল—

‘হে শৃঙ্গিল, আমার মানুষের মত মাথা, হাত-পা আছে ঠিকই, কিন্তু
মানুষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ সেই প্রজ্ঞা আমার নাই ।’

অনন্তর ‘তোমার মত যাহারা তাহাদের গৃহবাস কিভাবে হইবে?’ এই
ভাবে (বানরের) নিন্দা করিয়া শৃঙ্গিল দুইটি গাথা বলিল—

‘মাহার চিত্ত অস্থির এবং লঘু, যে দ্রোহী, নিতাই যে অন্ধুবশীল
(অর্থাৎ শীল পালন করে না), তাহার সুখ লাভ হয় না ।

‘সো করস্সদ্ আনুভাবং বীতিবত্তস্সদ্ সীলিয়ং ।

সীতবাতপরিভ্রাণং, করস্সদ্ কুটবং কপী’তি ॥

মক্কটো ‘অয়ং মং অনবট্ঠিতীচিত্তং লহদ্দাচিত্তং মিত্তদদ্ভিভং
অক্কদ্বসীলং কেরোতি, ইদানিস্স মিত্তদদ্ভিভাবং দস্সে-
স্সামী’তি কুলাবকং বিদ্ধংসেহা বিম্পকিরি । সকুণো
তস্মিং কুলাবকং গণ্হন্তে এব একেন পস্সেন নিক্খমিস্সা
পল্লায়ি ।

সখা ইমং ধম্মদেসনং আহরিস্সা জাতকং সমোধানেসি—
‘তদা মক্কটো কুটিদ্দসকভিক্খদ্ অহোসি, সিঙ্গিলসকুণো
কস্সপো অহোসী’তি । জাতকং সমোধানেহা ‘এবং,
ভিক্খবে, ন ইদানেব, পুর্বেপি সো ওবাদক্খণে কুজ্জিস্সা
কুটিং দ্দেসেসি, মম পুত্তস্স কস্সপস্স এবরুপেন বালেন
সন্ধিং বসনতো এককস্সেব নিবাসো সেয়্যো’তি বহা ইমং
গাথমাহ—

*

*

*

‘হে কপি, তুমি চেষ্টা কর ; তোমার আগের অভ্যাস ত্যাগ কর ।
শীতবাত হইতে পরিগ্রাণ লাভের জন্য তুমি একটি কুটির নির্মাণ কর ।’

বানর (ব্রুদ্ধ হইয়া) ভাবিল—‘এ আমাকে অস্থিরচিত্ত, লঘুচিত্ত,
মিগ্রদ্রোহী, অধ্রুবশীল বলিয়া গালমন্দ করিল । এখনই একে মিগ্রদ্রোহীভাব
দেখাইব’ বলিয়া (শৃঙ্গিলের) বাসা ভাঙ্গিয়া দিল এবং চতুর্দিকে ছড়াইয়া
দিল । বানর যখন তাহার বাসা ভাঙ্গিতেছিল পাখীটি এক পার্শ্ব দিয়া
বহিগর্ত হইয়া পলাইয়া গেল ।

শাস্ত্রা এই ধর্মদেশনাকে আহরণ করিয়া জাতকের সমাধান করিয়া
বলিলেন—‘তখন বানর ছিল সেই কুটিদ্ব্যক ভিক্ষু শৃঙ্গিলপক্ষী ছিল
কশ্যপ ।’ জাতকের সমাধান করিয়া—‘হে ভিক্ষুগণ এইভাবে শুধু এই
বারেই নহে, পূর্বেও সে উপদেশক্কে (অর্থাৎ যখন তাহাকে উপদেশ দেওয়া
হইতেছিল) ব্রুদ্ধ হইয়া কুটির ধ্বংস করিয়াছিল । আমার পুত্র কশ্যপের
এইরূপ মূর্খের সহিত একত্র বাস না করিয়া একাকী বাস করাই শ্রেয়ঃ ।—
এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘চরণে নাধিগচ্ছেয়া, সেয়াং সদিমত্তনো ।

একচরিয়ং দলহং করিরা, নখি বালে সহায়তা’তি । ৬১ ।

তথ ‘চরন্তি’ ইরিয়াপথচারং অঙ্গহেত্বা মনসাচারো বেদিতত্বো,
কল্যাণমিত্তং পরিষেসন্তোতি অথো । ‘সেয়াংসদিমত্তনো’তি
অন্তনো সীলসমাধিপঞ্ঞাগদুণেহি অধিকতরং বা সদিমং
বা ন লভেয়া চে, ‘একচরিয়ন্তি’ এতেসদু হি সেয়াং লভমানো
সীলাদীহি বড্ঢতি, সদিমং লভমানো ন পরিহায়তি,
হীনেনপন সন্ধিং একতো বসন্তো একতো সংভোগপরিভোগং
করোন্তো সীলাদীহি পরিহায়তি । তেন বদন্তং—এবরুপো
পদুংগলো ন সেবিতত্বো ন ভজিতত্বো ন পয়িরুপাসিতত্বো
অঞ্ঞং অনন্দয়া অঞ্ঞং অনদুস্পা’তি । তস্মা সচে
কারুদুংগলং পটিচ্চ ‘অয়ং মং নিম্মসায় সীলাদীহি বড্ঢি-

*

*

*

‘যদি কোন ব্যক্তি ধর্মপথে বিচরণ করিতে করিতে নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
(অর্থাৎ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা গুণাবিশিষ্ট) কিংবা নিজের সমান কোন ব্যক্তিকে
না পান, তবে তাঁহার একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ । কারণ মূর্খের সংসর্গ
করা অনর্দচিত ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক, ৬১ ।

অন্বয় : এখানে ‘চর’ বলিতে ঈর্ষাপথচারকে গ্রহণ না করিয়া মনসাচারকে
জানিতে হইবে অর্থাৎ কল্যাণমিত্তকে খোঁজ করিতে করিতে এই অর্থ । নিজের
অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বা নিজের সমান অর্থাৎ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা গুণের দ্বারা
অধিকতর বা সদৃশ কাহাকেও যদি না পাওয়া যায় ।

‘একচর্যা’ অর্থাৎ শ্রেয়ঃ কাহাকেও লাভ করিলে নিজে শীলাদি গুণ বর্ধিত
করা যায় । সদৃশ কাহাকেও পাওয়া গেলে (অন্ততঃপক্ষে) পরিহানি
ঘটে না । কিন্তু হীনের সহিত (মূর্খের সহিত) একত্রে বাস করিলে,
একত্রে সংভোগ পরিভোগ করিলে শীলাদি গুণ নষ্ট হয় । তাই বলা
হইয়াছে—‘এইরূপ ব্যক্তির সেবা করা, ভজনা করা বা সংসর্গ করা উচিত
নহে—দয়া বা অনদুস্পা এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অতএব যদি কারুণ্যবশতঃ
‘এই ব্যক্তি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া শীলাদি গুণ বর্ধন করিতে পারে’—

স্বসত্যীতি তম্হা পদুগলা কিঞ্চি অপচ্যাসীসন্তো তং সঙ্গ-
হিতুং সঙ্কোতি, ইচ্ছতং কুসলং । নো চে সঙ্কোতি, ‘একচরিয়ং
দল্লং করিয়া’ একীভাবমেব থিরং কত্বা সম্বহীরিয়াপথেসু
এককোব বিহরেয়্য । কিং কারণা ? ‘নথি বালে সহায়তা’তি
সহায়তা নাম চুলসীলং মম্বিমসীলং মহাসীলং দস কথা-
বথুদি তেরস ধুতঙ্গগুণা চত্তারো মগ্গা চত্তারি ফলানি
তিস্সো বিজ্জা ছ অভিঞ্ঞা । অয়ং সহায়তাগুণো বালং
নিম্সায় নথীতি ।

দেসনাবসানে আগন্তুকো ভিক্ষু সোতাপত্তিফলং পত্তো,
অঞ্ঞেপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্গিসু, দেসনা
মহাজনস্স সাথিকা অহোসীতি ।

মহাকম্পপথেরসদ্ধিবিহারিকবথু দুদতিয়ং ।

*

*

*

এইরূপ ব্যক্তি হইতে কোন কিছু প্রত্যাশা না করিয়া তাহার সহিত ভাল
ব্যবহার করিতে পারিলেই কুশল । যদি না পারে ‘একাকীত্বকে দূচ করিতে
হইবে’ অর্থাৎ একাকীভাবে স্থির করিয়া সমস্ত ঈর্ষাপথে একাকীই থাকা
উচিত । কেন ? ‘মুখের সংসর্গে থাকিলে কোন সহায়তা হয় না’—
এখানে ‘সহায়তা’ বলিতে বুঝাইয়াছে ক্ষুদ্রশীল, মধ্যমশীল, মহাশীল,
দশ কথাবস্তু, তেরপ্রকার ধুতঙ্গগুণ, বিপশ্যনাগুণ, চারি মার্গ, চারি ফল,
ত্রিবিদ্যা, ষড়্ভিজ্ঞা । এই সহায়তাগুণ মুখের সংসর্গে থাকিলে হয় না ।

দেশনাবসানে আগন্তুক ভিক্ষু সোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন । অন্য
অনেক ব্যক্তি সোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । জনগণের নিকট এই
দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

■ মহাকাশ্যপ স্থবির সহবিহারিকের উপাখ্যান সমাপ্ত ■

আনন্দসেট্টিবন্ধ । ৩

‘পুত্রা মখীতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা সাবখিয়ং বিহরন্তো
আনন্দসেট্টিং আরত্ত কথেসি ।

সাবখিয়ং কির আনন্দসেট্টি নাম চত্তালীসকোটিবভবো
মহামচ্ছরী অহোসি । সো অন্বড্‌টমাসং ঐতাকে সন্নি-
পাতেহা পুত্তং মূলসিরিং নাম তীসু বেলাসু এবং ওবদতি
—‘ইদং চত্তালীসকোটিধনং ‘বহু’তি মা সঞ্‌ঞং করি,
বিজ্জমানং ধনং ন দাতব্বং, নবং ধনং উৎপাদেত্তব্বং ।
একেকম্পি হি কহাপণং বয়ং করোন্তস্স পন খীয়তেব ।
তস্মা—

‘অজ্ঞানানং খয়ং দিস্সা, উপচিকানণু আচয়ং ।

মধুনণু সমাহারং, পিণ্ডতো ঘরমাবসে’তি ॥

*

*

*

আনন্দ শ্রেষ্ঠির উপাখ্যান । ৩ ।

‘আমার পুত্র আছে’ এই ধর্মদেশনা শাস্ত্রা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে
আনন্দশ্রেষ্ঠিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে আনন্দশ্রেষ্ঠি নামে চল্লিশ কোটি^১ বিভব সম্পন্ন অথচ মহাপুণ
এক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি মাসের প্রতি পক্ষে জ্ঞাতীগণকে একত্রিত করিয়া
পুত্র মূলশ্রীকে তিন বেলা উপদেশ দিতেন—‘এই চল্লিশ কোটি ধন ‘অনেক
বেশী’ এই কথা মনে করিও না । যে ধন আছে তা দিবে না । নতুন ধন
উৎপাদন করিতে হইবে । এক একটি কাষাপণ খরচ করিতে করিতে ধন
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । সেইজন্য—

অজ্ঞানসমূহের ক্ষয় দেখিয়া, পিপীলিকাদের সত্ত্বয় দেখিয়া এবং মধুকরদের
(মধু) আহরণ দেখিয়া, পিণ্ডিত ব্যক্তির গৃহে বাস করা উচিত (অর্থাৎ ব্যয়
হইতেই থাকিবে জানিয়া সত্ত্বয় করা বিধেয়) ।

(১) পাঠান্তর ‘অনীতি কোটি ধন’ ।

সো অপরেন সময়েন অন্তনো পণ্ড মহানিধিয়ো পদন্তুস
অনাটিক্খিত্বা ধননিমিস্তো মচ্ছেরমলমলিনো কালং কত্বা
তম্বেসব নগরস্স একস্মিং দ্বারগামকে চণ্ডালানং কুলসহস্সং
পটিবসতি । তথেকিস্সা চণ্ডালিয়া কুচ্ছিস্মিং পটিসন্ধিং
গগ্হি । রাজা তম্বেস কালকিরিয়ং সদ্বা পদন্তুমস্স মূলসিরিং
পক্কোসাপেত্বা সেট্ঠিট্ঠানে ঠপেসি । তম্পি চণ্ডালকুল-
সহস্সং একতোব ভতিয়া কস্মং কত্বা জীবমানং তম্বেস পটি-
সন্ধিংগহণতো পট্ঠায় নেব ভতিং লভতি, ন যাপনমত্ততো
পরং ভত্তিপিন্দিম্পি । তে ‘ময়ং এতরিহ কস্মং কেরোন্তাপি
পিণ্ডভত্তিম্পি ন লভাম, অম্হাকং অন্তরে কালকণ্ঠিয়া
ভবিতব্ব’ন্তি ত্বে কোট্ঠাসা হত্বা যাব তম্বেস মাতাপিতরো
বিসদং হোন্তি, তাব বিভজিত্বা ‘ইমস্মিং কুলে কালকণ্ঠী
উপ্পন্ন’তি তম্বেস মাতরং নীহরিংসদু ।

*

*

*

তিনি অন্য এক সময় নিজে পণ্ড নিধির কথা পত্রকে না জানাইয়া^২
ধনগর্বিত ও কাপণ্যদোষদুষ্ট হইয়া কালগত হইয়া সেই নগরেরই দ্বারপ্রদেশে
বসবাসকারী সহস্র চণ্ডাল পরিবারের এক চণ্ডালীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ
করিলেন (গর্ভে উৎপন্ন হইলেন) । রাজা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া পত্র
মূলশ্রীকে ডাকাইয়া শ্রেষ্ঠিস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । সেই সহস্র চণ্ডাল
পরিবার একত্রে জীবিকা অর্জন করিয়া জীবন ধারণ করিত । কিন্তু সেই
(কৃপণশ্রেষ্ঠি মৃত্যুর পর চণ্ডালীর কুক্ষিতে) ব্যক্তি প্রতিসন্ধি গ্রহণের পর
হইতে তাহাদের জীবিকা বন্ধ হইয়া গেল । তাহারা দিন যাপন করিবার
জন্য পিণ্ডমাত্র অন্নও লাভ করিত না । তাহারা ভাবিল—‘আমরা এখন
কাজ করিয়াও পিণ্ডমাত্র অন্নও লাভ করিতেছি না । আমাদের মধ্যে কোন
কালকর্ণীর আবির্ভাব হইয়াছে বোধ হয় । এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত
চণ্ডাল পরিবার দ্বিধাবিভক্ত হইল । গর্ভস্থ কৃপণ শ্রেষ্ঠির মাতাপিতাও একে
অন্য হইতে আলাদা হইয়া গেল । তখন তাহারা দর্শনশ্চয় হইল যে ‘এই
পরিবারেই কালকর্ণী জন্মিয়াছে’ এবং তাহারা ঐ চণ্ডালীকে বহিষ্কৃত করিল ।

সাপি যাবস্সা সো কুচ্ছিগতো, তাব যাপনমত্তম্পি কিচ্ছেন
 লভিত্বা পদত্তং বিজায়ি। তস্স হত্থা চ পাদা চ অকখীনি
 চ কল্লা চ নাসা চ মদুখণ্ড যথাঠানে ন অহেসুং। সো এব-
 রূপেন অঙ্গবেকল্লেন সমন্নাগতো পংসদ্বাপিসাচকো বিয়
 অতিবিরূপো অহোসি। এবং সন্তেপি তং মাতা ন
 পরিচাজি। কুচ্ছিয়ং বসিতপদত্তম্পিএহি সিনেহো বলবা
 হোতি। সা তং কিচ্ছেন পোসয়মানা তং আদায় গতিদিবসে
 কিঞ্চিৎ অলভিত্বা গেহে কহ্বা সময়মেব গতিদিবসে ভতিং
 লভতি। অথ নং পিন্দায় চরিত্বা জীবিতং সমথকালে সা
 কপালকং হত্থে ঠপেত্বা, 'তাত, ময়ং তং নিস্সায় মহাদদুখং
 পত্তা, ইদানি ন সঙ্কোমি তং পোসেতুং, ইমস্মিং নগরে
 কপর্ণাদিকাদীনং পটিয়ত্তভত্তানি অথি, তথ্ণ ভিকখায় চরিত্বা
 জীবাহীতি তং বিস্সজ্জেসি। সো ঘরপটিপাটিয়া চরন্তো

*

*

*

সেও (অর্থাৎ চণ্ডালী) যতদিন সে (কৃপশ্রেণষ্ঠি) কুক্ষিগত ছিল
 ততদিন অতিকণ্ঠে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পুত্রের জন্ম দিল। তাহার হাত,
 পা, চোখ, কান, নাক, মূখ যথাস্থানে ছিল না (অর্থাৎ বিকলাঙ্গ ছিল)। সে
 এইরূপ অঙ্গবৈকল্যযুক্ত হওয়াতে পাংশদ্বাপিশাচের ন্যায় কুৎসিতদর্শন
 হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মাতা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যাহাকে গর্ভে
 ধারণ করা হয় তাহার প্রতি স্নেহ বলবান হয়। সে তাহাকে অতিকণ্ঠে
 লালন-পালন করিতে লাগিল। (পুত্রটি এতই অভাগা যে) যেদিন পুত্রকে
 সঙ্গে লইয়া যায় মা কিছুই পায় না। আর যেদিন পুত্রকে গৃহে রাখিয়া
 যায়, সেদিন মা তথাপি কিছু পাইয়া থাকে। যখন ছেলটি বড় হইল অর্থাৎ
 স্বয়ং ভিক্ষাচর্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে মনে হইল তখন
 একদিন মা তাহার হাতে একটি কপালক (একপ্রকার ভিক্ষাপাত্র) হাতে
 দিয়া বলিল—'বৎস, তোমার জন্য আমরা মহাদুঃখে পতিত হইয়াছি।
 তোমাকে আমরা আর পোষণ করিতে পারিব না। এই নগরে ভিক্ষারীদের
 জন্য অন্তস্ত্রের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ভিক্ষা করিয়া তুমি বাঁচিবার চেষ্টা
 কর' এই বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল।

আনন্দসেট্ঠিকালে নিবুত্তট্ঠানং গন্ত্বা জাতিস্সরো হুত্বা
অন্তনো গেহং পাবিসি । তীসু পন দ্বারকোট্ঠকেসু ন
কোচি সল্লক্খেসি । চতুথে দ্বারকোট্ঠকে মূলসিরিসেট্ঠ-
ঠিনো পুত্তকা দিম্বা উম্বগহদয়া পরোদিংসু । অথ নং
সেট্ঠিপুৱিসা ‘নিক্খম কালকণ্ণী’তি পোথেহা নীহরিত্বা
সংকারট্ঠানে থিপিংসু । সথা আনন্দথেরেন পচ্ছাসমণেন
পিণ্ডায় চরন্তো তং ঠানং পত্তো থেরং ওলোকেহা তেন
পুট্ঠো তং পবতিং আচিক্খি । থেরো মূলসিরিং পক্কো-
সাপেসি । অথ মহাজনকায়ো সন্নিপতি । সথা মূলসিরিং
আমন্তেহা ‘জানাসি এত’ন্তি পুৱিচ্ছা ‘ন জানামী’তি বুত্তে,
‘পিতা তে আনন্দসেট্ঠী’তি বহা অসন্দহসুং ‘আনন্দ-
সেট্ঠি পুত্তস্স তে পণ্ড মহানিধিয়ো আচিক্খাহী’তি

*

*

*

সে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহ এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে (পূর্ব-
জন্মের) আনন্দশ্রেষ্ঠির জন্মস্থানে যাইয়া জাতিস্মর হইয়া নিজের গৃহে
প্রবেশ করিল । তিনটি দ্বার প্রকোষ্ঠে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না ।
চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকে মূলশ্রী শ্রেষ্ঠির পুত্রগণ তাহাকে দেখিয়া উম্বগহদয়ে
কাঁদিতে লাগিল । তখন শ্রেষ্ঠির লোকজনেরা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া ‘হে
কালকণ্ণী, তুমি দূর হও’ বলিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া টানিতে টানিতে
আবর্জ্যনাস্থাপে ফেলিয়া দিল । শাস্তা আনন্দকে লইয়া পিণ্ডাচরণ করিতে
করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্থবিরের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে-
স্থবির সব বৃত্তান্ত জানাইলেন । স্থবির মূলশ্রীকে ডাকাইলেন । তখন
অনেক লোকের সমাগম হইল । শাস্তা মূলশ্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘তুমি ইহাকে জান ?’

‘না ভণ্ডে, জানি না ।’

‘ইনি তোমার পিতা আনন্দশ্রেষ্ঠি ।’ কিন্তু পুত্র বিশ্বাস করিল না ।
তখন শাস্তা আনন্দশ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—‘আনন্দশ্রেষ্ঠি, তোমার পণ্ডনিধি
কোথায় আছে পুত্রকে দেখাইয়া দাও ।’ আনন্দশ্রেষ্ঠি, দেখাইয়া দিলে তাহার

উদায়িথেবখ, । ৫

‘যাবজীবম্পি চে বালোতি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো উদায়িথেবং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির মহাথেরেসু পটিক্কন্তেসু ধম্মসভা গম্বা ধম্মাসনে
নিসীদি । অথ নং একদিবসং আগম্বুকা ভিক্খু দিম্বা
‘অয়ং বহুস্সুতো মহাথেরো ভবিম্সতী’তি মণ্ড্ণমাণা
খন্ধাদিপটিসংঘুত্তং পণ্ড্ণং পুচ্ছিত্বা কিণ্ঠ অজানমানং
‘কো এসো, বুদ্ধোহি সন্ধিঃ একবিহারে বসমানো খন্ধধাতু-
আয়তনমত্তম্পি ন জানাতী’তি গরহিত্বা তং পবত্তিং তথা-
গতস্স আরোচেসুং । সখা তেসং ধম্মং দেসেন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘যাবজীবম্পি চে বালো, পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি ।

ন সো ধম্মং বিজানাতি, দম্বী সুপরসং যথা’তি । ৬৪ ।

•

•

•

উদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান । ৫ ।

‘চিরজীবনও যদি মূর্খ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
উদায়ি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

কথিত হয় যে, অন্যান্য মহাস্থবিরগণ ধর্মসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া
গেলে (উদায়ি স্থবির) ধর্মাসনে যাইয়া বসিত । একদিন আগন্তুক কিছু
ভিক্ষু তাহাকে ধর্মাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন—‘ইনি নিশ্চয়ই বহুশ্রুত
মহাস্থবির হইবেন ।’ এই ভাবিয়া তাহাকে স্কন্ধাদি প্রতিসংঘুক্ত কিছু প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া ‘কে এই ব্যক্তি ? জ্ঞানবৃদ্ধ মহাস্থবির-
গণের সঙ্গে থাকিয়া স্কন্ধ-আয়তন-ধাতুমাত্রও জানে না !’ বলিয়া তাহার
নিন্দা করিয়া সেই ঘটনা তথাগতের নিকট জ্ঞাপন করিলেন । শাস্তা
তাহাদের নিকট ধর্মদেশনা করিতে করিতে এক গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যেমন দবা (কাঠের চামচ) চিরকাল সুপরসের মধ্যে থাকিয়াও
কখনও সুপরস আশ্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি চিরজীবন
পণ্ডিত-সম্মিধানে বাস করিলেও ধর্ম কি তাহা জানিতে পারে না ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৬৪ ।

তস্মথো—‘বালো’ নামেস যাবজীবম্পি পণ্ডিতং উপসঙ্ক-
মন্তো পয়িরুপাসন্তো ‘ইদং বুদ্ধবচনং, এত্তকং বুদ্ধবচন’ন্তি
এবং পরিয়ত্তিধম্মং বা ‘অয়ং চারো, অয়ং বিহারো, অয়ং
আচারো, অয়ং গোচরো, ইদং সাবজ্জং, ইদং অনবজ্জং, ইদং
সেবিতম্বং, ইদং ন সেবিতম্বং, ইদং পটিপত্তিষ্মাতম্বং, ইদং
সচ্ছিকাতম্ব’ন্তি এবং পটিপত্তিপটিবেধম্মং বা ন জানাতি ।
যথা কিং ? ‘দব্বী সুপরসং যথাতি’ । যথা হি দব্বী যাব
পরিব্ধয়া নানাপকারায় সুপবিবর্তিতয়া সম্পরিবত্তমানাপি
‘ইদং লোণিকং, ইদং অলোণিকং, ইদং তিত্তকং, ইদং
থারিকং, ইদং কট্টকং, ইদং অম্বিলং, ইদং অনম্বিলং, ইদং
কসাব’ন্তি সুপরসং ন জানাতি, এবমেব বালো যাবজীবম্পি
পণ্ডিতং পয়িরুপাসমানো বুদ্ধপকারং ধম্মং ন
জানাতীতি ।

দেসনাবসানে আগন্তুকা ভিক্ষু আসবেহি চিত্তানি বিমু-
চ্ছিংসদীতি ।

উদায়িথেরবন্ধু পণ্ডমং ।

*

*

*

অম্বয়ঃ মূর্খ ব্যক্তি যাবজ্জীবন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া,
তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া ‘ইহা বুদ্ধবচন, এতটাই বুদ্ধবচন’ এইরূপভাবে
পরিয়ত্তিধর্ম বা ‘ইহা চার, ইহা বিহার, ইহা আচার, ইহা গোচর, ইহা
সাবদ্য, ইহা অনবদ্য, ইহা সেবনযোগ্য, ইহা সেবনযোগ্য নহে, ইহা বিশেষ-
ভাবে জ্ঞাতব্য, ইহা স্বয়ং উপলব্ধির যোগ্য’ এইভাবে পটিপত্তি-প্রতিবেধ ধর্ম
জানে না । তাহা কিরূপ ? ‘দব্বী সুপরসের ন্যায়’ । যেমন দব্বী নানা
প্রকার সুপরসে শেষ পর্যন্ত ভুবিয়া থাকিলেও ‘ইহা লবণাক্ত, ইহা লবণাক্ত
নহে, ইহা তিত্ত, ইহা ক্ষার, ইহা কট্ট, ইহা অম্ল, ইহা অনম্ল, ইহা কষায়’
বলিয়া সুপরসের স্বাদ জানিতে পারে না, ঠিক তদুপ মূর্খ ব্যক্তি যাবজ্জীবন
পণ্ডিত-সন্নিধানে থাকিয়াও উক্তপ্রকারে ধর্ম জানিতে পারে না ।

দেশনবেসানে আগন্তুক ভিক্ষুগণ আস্রব সমূহ হইতে চিত্তকে বিমুক্ত
করিয়াছিলেন ।

॥ উদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

তিংসমত্তপাবেয়্যকণ্ডিক্খবখ্খ । ৬

‘মুহুত্তম্পি চে বিঞ্ণেত্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো তিংসমত্তে পাবেয়্যকণ্ডিক্খ্ণ আরম্ভ কথেসি ।
তেসঞ্ছি ভগবা ইথিং পরিয়েসন্তানং কম্পাসিকবণসেড
পঠমং ধম্মং দেসেসি । তদা তে সবেব এহিভিক্খ্ণভাবং
পত্তা ইন্ধিময়পত্তচীবরধরা হুত্তা তেরস ধুত্তঙ্গানি সমাদায়
বত্তমানা পদ্বনিপি দীঘস্স অঙ্কদনো অচ্চয়েন সথারং উপ-
সঙ্কমিত্তা অনমত্তংগধম্মদেসনং সুত্তা তস্মিংয়েব আসনে
অরহত্তং পাপদ্বিগংসু । ভিক্খ্ণ ‘অহো বতিমেহি ভিক্খ্ণ-
হি খিম্পমেব ধম্মো বিঞ্ণেত্তো’তি ধম্মসভায়ং কথং
সমুট্টাপেসুং । সথা তং সুত্তা ‘ন ভিক্খবে, ইদানেব,
পদ্বেবপি ইমে তিংসমত্তা সহায়কা ধুত্তা হুত্তা তুণ্ডিল-
জাতকে মহাতুণ্ডিলস্স ধম্মদেসনং সুত্তাপি খিম্পমেব

*

*

*

ত্রিশজন পাবেয়্যক ঙ্গির উগাখ্যান । ৬ ।

‘মুহুত্তমাত্রও যদি বিজ্ঞব্যক্তি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান
কালে ত্রিশজন পাবেয়্যক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

কম্পাসিক বনে জনৈকা স্ত্রীলোককে অনুসন্ধানরত তাঁহাদের ভগবান
প্রথম ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন । তখন তাঁহারা সকলেই ‘এস ভিক্ষু—
উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী হইয়া তের প্রকার ধুত্তাঙ্গ
পালনে বর্তমান থাকিয়াও দীঘকাল অতিবাহিত হইবার পর শাস্তার নিকট
উপস্থিত হইয়া ‘অনমত্তংগ ধর্মদেশনা’ শুনিয়া সেই আসনেই অহং প্রাপ্ত
হইলেন । ভিক্ষুগণ—‘অহো, এই ভিক্ষুগণ অতিশীঘ্রই ধর্ম জ্ঞাত হইলেন
কিভাবে’ এই কথা ধর্মসভায় উত্থাপন করিলেন । শাস্তা তাহা শুনিয়া—
‘হে ভিক্ষুগণ, শৃদ্ধ এই বারেই নহে, অতীতে এই ত্রিশজন বন্ধু ধর্ম জ্ঞাত হইয়া
তুণ্ডিলজাতকে মহাতুণ্ডিলের ধর্মদেশনা শুনিয়া শীঘ্রই ধর্ম জ্ঞাত হইয়া

ধম্মং বিএৎঞায় পণ্ড সীলানি সমাদিয়ংসু, তে তেনেব
উপনিম্সয়েন এতরহি নিসিন্নাসনেয়েব অরহত্তং পত্তাতি
বহ্মা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমা—

‘মুহত্তমপি চে বিএৎঞ পিডিতং পয়িরুপাসতি ।

খিম্পং ধম্মং বিজানাতি, জিহ্বা সুপরসং যথাতি । ৬৫ ।
তস্সথো—‘বিএৎঞ’ পিডিতপুৱিসো ‘মুহত্তমপি চে’
অএৎঞং ‘পিডিতং পয়িরুপাসতি,’ সো তস্স সন্তিকে
উগ্গংহন্তো পরিপুচ্ছন্তো ‘খিম্পমেব’ পরিয়ত্তিধম্মং
‘বিজানাতি’ । ততো কস্সট্টানং কথাপেত্তা পটিপত্তিয়ং
ষটেত্তো বায়মন্তো যথানাম অনুপহতজিহ্বাপসাদো পুৱিসো
রসবিজাননথং জিহ্বংগে ঠপেত্তা এব লোণিকাদিভেদং রসং
বিজানাতি, এবং পিডিতো খিম্পমেব লোকুত্তরধম্মম্পি
বিজানাতীতি ।

দেসনাবসানে বহু ভিক্ষু অরহত্তং পাপদুগ্গংসুতি ।

তিংসমত্তপাবেয়কভিক্ষুবথু ছট্টং ।

*

*

*

পণ্ডশীল পালন করিয়াছিল । সেই উপনিশ্রয়ের ফলেই এই জন্মে উপবিষ্ট
আসনেই অহঁত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে’—এই বলিয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে এই
গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যেমন জিহবা মুহূর্তকালেই সুপরসের আশ্বাদন অবগত হয়, সেইরূপ
বিজ্ঞ ব্যক্তি পিডিত-সমিধানে ক্ষণকাল থাকিলেও ধর্ম কি তাহা শীঘ্রই অবগত
হইতে পারে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৬৫ ।

অম্বয় : ‘বিজ্ঞ’ পিডিত ব্যক্তি ‘যদি মুহূর্তকালও জ্ঞানী পিডিতের
সমিধানে থাকে’ সে তাহার নিকট শিক্ষা করিয়া প্রমোত্তরের দ্বারা শীঘ্রই
পরিয়ত্তিধর্ম জানিতে পারে । তারপর ‘কর্মস্থান’ গ্রহণ করিয়া পটিপত্তিধর্ম
পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়—যেমন অনুপহতজিহ্বাপ্রসাদযুক্ত ব্যক্তি রসের
আশ্বাদ জানিবার জন্য জিহ্বাগ্রে রস নিক্ষেপ করিবামাত্র লবণাদিভেদযুক্ত রস
জানিতে পারে, তদ্রূপ পিডিত শীঘ্রই লোকোত্তরধর্ম জানিতে পারে ।

দেশনাবসানে বহু ভিক্ষু অহঁত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ ত্রিশজন পাবেয়ক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সুপ্রবুদ্ধকুট্টিবিবন্ধ । ৭

‘চরন্তি বালা দদ্মেধাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে
বিহরন্তো সুপ্রবুদ্ধকুট্টিঃ আরব্ভ কথেসি । সুপ্রবুদ্ধ-
কুট্টি বন্ধ ‘উদানে’ আগতমেব ।

তদা হি সুপ্রবুদ্ধকুট্টি পরিসপরিয়ন্তে নিসিন্নো ভগবতো
ধম্মদেসনং সুত্বা সোতাপত্তিফলং পত্বা অন্তনা পটিলঙ্কগুণং
সথ্ৱ আরোচেতুকামো পরিসমঙ্কে ওগাহিতুং অবিসহন্তো
মহাজনস্স সথারং বন্দিত্বা অনুগন্ত্বা নিবত্তনকালে বিহারং
অগমাসি । তস্মিং খণে সঙ্কো দেবরাজা ‘অয়ং সুপ্রবুদ্ধ-
কুট্টি অন্তনো সথ্ৱ সাসনে পটিলঙ্কগুণং পাকটং কাতু-
কামো’তি এত্বা ‘বীমংসিস্সামি ন’ন্তি গন্ত্বা আকাসে ঠিতোব
এতদবোচ—‘সুপ্রবুদ্ধ, ত্বং মনুস্সদলিন্দো মনুস্সবরাকো,
অহং তে অপরিয়ন্তং ধনং দস্সামি, ‘বুদ্ধো ন বুদ্ধো, ধম্মো

*

*

*

সুপ্রবুদ্ধ কুট্টির উপাখ্যান । ৭ ।

‘দদ্মেধা মদুর্খ ব্যক্তিগণ বিচরণ করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ধেনুবনে
অবস্থানকালে সুপ্রবুদ্ধ নামক কুট্টিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।
‘উদান’ গ্রন্থে সুপ্রবুদ্ধ কুট্টির কথা আছে ।

তখন সুপ্রবুদ্ধ কুট্টি পরিষদের এক প্রান্তে বসিয়া ভগবানের ধর্মদেশনা
শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া নিজের প্রতিলম্ব গুণের কথা শাস্তাকে
জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া পরিষদ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া জনগণ
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া গেলে বিহারে প্রবেশ করিল । সেই সময়
দেবরাজ শত্রু ‘এই সুপ্রবুদ্ধ কুট্টি শাস্তার শাসনে নিজের প্রতিলম্ব গুণের
কথা প্রকট করিতে ইচ্ছুক জানিয়া ‘তাহাকে পরীক্ষা করিব’ বলিয়া যাইয়া
আকাশে স্থিত হইয়াই বলিলেন—‘হে সুপ্রবুদ্ধ, তুমি ভীষণ গরীব, খুব
দঃখী মানদুষ । আমি তোমাকে অন্তহীন ধন দিব, কিন্তু তোমাকে বলিতে
হইবে—‘বুদ্ধ বুদ্ধ নহেন, ধর্ম ধর্ম নহে, সত্ত্ব সত্ত্ব নহে, আমার বুদ্ধ বা ধর্ম

ন ধম্মো, সঙ্ঘো ন সঙ্ঘো, অলং মে বুদ্ধেন, অলং মে ধম্মেন,
অলং মে সঙ্ঘেনা'তি বদেহী'তি । অথ নং সো আহ—
'কৌসি ত্ব'স্তি ? 'অহং সঙ্কো'তি । 'অন্ধবাল, অহিরিক
জং ময়া সিদ্ধিং কথेतুং ন যদুত্তরূপো, ত্বং মং 'দুর্গতো
দলিন্দো কপণো'তি বদেসি, নেবাহং দুর্গতো, ন দলিন্দো,
সুখপ্পত্তো অহমস্মি মহদ্ধনো—

‘সদ্ধাধনং শীলধনং, হিরী ওত্তাপ্পিয়ং ধনং ।

সুতধনং চাগো চ, পঞ্ঞা বে সত্তমং ধনং ॥

‘যস্স এতে ধনা অথি, ইথিরা পদুরিসস্স বা

‘অদলিন্দো'তি তং আহু, অমোঘং তস্স জীবিত'স্তি ॥

ইমানি মে সত্তবিধ অরিয়ধনানি সন্তি, যেসঞ্ঞি ইমানি
সত্ত ধনানি সন্তি, ন তে বুদ্ধেহি বা পচেকবুদ্ধেহি বা
'দলিন্দো'তি বুদ্ধন্তীতি । সঙ্কো তস্স কথং সুত্তা তং

*

*

*

বা সঙ্ঘের প্রয়োজন নাই ।’ তখন কুষ্ঠি তাঁহাকে বলিল—‘তুমি কে ?’ ‘আমি
শত্রু ।’ ‘তুমি অন্ধমূর্খ, নিলজ্জ, আমার সঙ্গে কথা বলার তোমার যোগ্যতা
নাই । তুমি আমাকে দুর্গত, দরিদ্র ও দুঃখী বলিয়াছ । কিন্তু আমি ত
দুর্গত বা দরিদ্র নহি ; আমি ত সুখপ্রাপ্ত মহাধনী—

‘আমার শ্রদ্ধাধন, শীলধন, হী-ওগ্রাপ্য ধন, শ্রুতিধন, ত্যাগ এবং
প্রজ্ঞারূপ সপ্তম ধন আছে ।’ যাহার নিকট এই সকল ধন আছে, সে স্ত্রীলোক
হউক বা পুরুষ হউক, তাহাকে ‘অদরিদ্র’ বলা হইয়াছে । তাহার জীবন
বৃথা নহে ।’

আমার এই সকল সপ্ত প্রকার আর্থধন আছে । যাহাদের নিকট এই
সপ্ত প্রকার ধন আছে তাহারা বুদ্ধগণ বা প্রত্যেক বুদ্ধগণের দ্বারা ‘দরিদ্র’
বলিয়া কথিত হন না । শত্রু তাহার কথা শুনিয়া মাঝপথে তাহাকে ত্যাগ
করিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া সমস্ত কথোপকথনের কথা শাস্তাকে জানাইলেন ।

অন্তর্যামপ্পে ওহায় সথদু সন্তিকং গন্ত্বা সম্বং তং বচনপটি-
বচনং আরোচেসি । অথ নং ভগবা আহ—‘ন থো, সন্ধ,
সন্ধা তাদিসানং সতেনপি সহস্সেনপি সদুপ্পবদুন্ধকুট্ঠিৎ
‘বুদ্ধো ন বুদ্ধো’তি বা, ‘ধম্মো ন ধম্মো’তি বা, ‘সম্মো ন
সম্মো’তি বা কথাপেতু’ন্তি । সদুপ্পবদুন্ধোপি থো কুট্ঠি
সথদু সন্তিকং গন্ত্বা সথারা কতপটিসন্হারো সম্মোদমানো
অন্তনা পটিলন্ধগুণং আরোচেত্বা বদুট্ঠায়াসনা পদ্ধামি ।
অথ নং অচিরপক্কন্তং গাবী তরুণবচ্ছা জীবিতা
বোরোপেসি ।

সা কির একা যক্খিনী পদুন্ধুসাতিকুলপদুত্তং, বাহিয়ং
দারুচীরিয়ং তম্বদাঠিকচোরঘাতকং, সদুপ্পবদুন্ধকুট্ঠিষ্ঠি
ইমেসং চতুন্নং জনানং অনেকসতে অন্তভাবে গাবী হুত্বা
জীবিতা বোরোপেসি । তে ফির অতীতে চত্তারো সেট্ঠি-
পদুত্তা হুত্বা একং নগরসোভিনিং গণিকং উয্যানং নেত্বা
দিবসং সম্পত্তিং অনুভবিত্বা সায়নহসময়ে এবং সম্মন্তয়িসু

*

*

*

তখন ভগবান তাঁহাকে বলিলেন—‘হে শত্রু, তাদৃশ শত বা সহস্রের দ্বারাও
সদুপ্পবদুন্ধ কুষ্ঠিকে ‘বুদ্ধ বুদ্ধ নহেন’, ‘ধর্ম ধর্ম নহে’, ‘সম্ম সম্ম নহে’
এই কথা বলাইতে পারিবে না । সদুপ্পবদুন্ধ কুষ্ঠিও শাস্তার নিকট যাইয়া
শাস্তার দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া নিজের প্রতিলব্ধগুণের কথা শাস্তাকে জানাইয়া
আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল । কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই
একটি তরুণবৎসা গাভী তাহাকে হত্যা করিল ।

বলা হইয়াছে যে এক যক্ষিণী অনেক শত জন্মে গাভীরূপে জন্মগ্রহণ
করিয়া বহু শত জন্মে চারিজনকে হত্যা করিয়াছিল—পদুন্ধুসাতিকুলপদুত্ত,
বাহিয় দারুচীরিয়, তাম্বদংগুট্টাষদুত্ত চোরঘাতক এবং সদুপ্পবদুন্ধ কুষ্ঠি, অতীতে
(কোন এক জন্মে) তাহারা চারিজনই শ্রেষ্ঠিপদুত্ত হইয়া এক নগরশোভিনী
গণিকাকে উদ্যানে লইয়া যাইয়া সারাদিন তাহার সঙ্গে আনন্দফর্তি করিল
এবং সায়াকে এইরূপ মন্তব্য করিল—‘এখানে অন্য কেহ নাই । আমরা

—‘ইমিস্মিং অণ্ড্ৰো নখি, ইমিস্মা অম্‌হেহি দিন্নং কহা-
পগসহস্সণ্ড সন্‌বণ্ড পসাধনভন্‌ডং গহেহ্বা ইমং মারেহ্বা
গচ্ছামা’তি । সা তেসং সুহ্বা ‘ইমে নিল্লজ্জা, ময়া সন্ধিং
অভিরমিত্বা ইদানি মং মারেতুকামা, জ্ঞানিস্সামি
নেসং কত্তব্বদুত্তক’ন্তি তেহি মারিয়মানা ‘অহং যক্‌খিনী
হুহ্বা যথা মং এতে মারেন্তি, এবমেব তে মারেতুং সমথা
ভযেয়া’ন্তি পথনং অকাসি । তস্স নিস্সন্দেন ইমে
মারেসি । সম্বহুলা ভিক্‌খু তস্স কালকিরিয়ং ভগবতো
আরোচেহ্বা ‘তস্স কা গতি, কেন চ কারণেন কুট্‌ঠিভাবং
পত্তো’তি পদ্বিচ্ছিস্সু । সমথা সোতাপত্তিফলং পত্ত্বা তস্স
তাবাতিংসভবনে উম্পন্নভাবণ্ড তগরসিখিপচেকবদুত্তং দিস্সা
নিট্‌ঠদ্বিত্বা অপসব্যং কহ্বা দীঘরত্তং নিরয়ে পচ্চিত্বা বিপা-
কাবসেসেন ইদানি কুট্‌ঠিভাবম্পত্তিণ্ড ব্যাকরিত্বা, ‘ভিক্‌খবে,

ইহাকে যে এক সহস্র কাষাপণ এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি দিয়াছি তাহাকে মারিয়া
সব লইয়া যাইব ।’ সে তাহাদের কথা শুনিয়া ‘ইহারা নিলজ্জ, আমার
সঙ্গে আনন্দফুটি করিয়া এখন আমাকে মারিতে চায় । ইহাদিগকে আমি
উচিত শাস্তি দিব ।’ যখন তাহারা আমাকে মারিতে লাগিল তখন আমি এই
প্রার্থনা করিলাম—‘আমি যেন যক্ষিণী হইয়া ইহারা যেভাবে আমাকে
মারিতেছে আমিও যাহাতে তাহাদের মারিতে সমর্থ হই ।’ সেই কর্মেরই
ফলস্বরূপ ইহাদিগকে সে (এই জন্মে) তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে ।

অনেক ভিক্ষু তাহার (সুপ্রবুদ্ধ কুষ্ঠির) মৃত্যুসংবাদ ভগবানকে
জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগ্নে, তাঁহার কি গতি হইবে, কি কারণেই
বা তিনি কুষ্ঠিভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ?’ শাস্তা বলিলেন যে সে সোতাপত্তিফল
প্রাপ্ত হইয়া তাবাতিংসভবনে উৎপন্ন হইয়াছে । অতীতে কোন এক জন্মে
তগরশিখী নামক প্রত্যেকবদুত্তকে দেখিয়া খুঁতু নিক্ষেপ করাতে ক্ষমার অধোগ্য
অপরাধ করিয়া দীর্ঘকাল নরকে পড়ি হইয়া বিপাকাবশেষে এখন কুষ্ঠিভাব

ইমে সত্তা অন্তনাব অন্তনো কট্টকবিপাককম্মং করোন্তা
বিচরন্তী’তি বহু অনদুসন্ধিং ঘটেহা উত্তরি ধম্মং দেসেস্ন্তো
ইমং গাথমাহ—

‘চরন্তি বালা দম্মেধা, অমিত্তেনেব অন্তনা ।

করোন্তা পাপকং কম্মং, যং হোতি কট্টকপ্ফল’ন্তি । ৬৬ ।

তথ ‘চরন্তীতি’ চতুর্হি ইরিয়াপথোহি অকুসলমেব করোন্তা
বিচরন্তি । ‘বালাতি’ ইধলোকথণ্ড পরলোকথণ্ড অজানন্তা
ইধ বালা নাম । ‘দম্মেধাতি’ দম্পপ্ণংপ্ণা । ‘অমিত্তেনেব
অন্তনাতি’ অন্তনা অমিত্তভূতেন বিয় বোরিনা হুহুয়া ।
‘কট্টকপ্ফলন্তি’ তিখিণফলং দদুখফলন্তি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

সদুপ্রবুদ্ধকুট্ঠিবথু সত্তমং ।

*

*

*

প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা ব্যক্ত করিয়া শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এই সত্তাগণ
নিজেরাই নিজের কট্টকবিপাককর্ম করিয়া বিচরণ করিতেছে’ এই বলিয়া
অতীতের সহিত বর্তমানের সম্বন্ধান করিয়া আরও ধর্মদেশনা করিতে করিতে
এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘দম্মেধা মদুখ’ ব্যক্তিগণ, যাহার ফল কট্ট (তিক্ত) এইরূপ পাপকর্ম
করিয়া নিজেকেই নিজের শত্রুতে পরিণত করিয়া বিচরণ করে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৬৬ ।

অন্বয় : ‘বিচরণ করে’ অর্থাৎ চারি দ্বিষাপথের দ্বারা অকুশল সম্পাদন
করিয়াই বিচরণ করে । ‘মদুখ’ অর্থাৎ ইহলোকার্থ এবং পরলোকার্থ জানে
না বলিয়াই এখানে ‘মদুখ’ বলা হইয়াছে । ‘দম্মেধা’ অর্থাৎ দম্প্রাপ্ত ।
‘নিজেকেই নিজের শত্রুতে পরিণত করিয়া’ । ‘কট্টকফল’ অর্থাৎ যাহার ফল
কট্ট (তিক্ত), দদুঃখজনক ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

॥ সদুপ্রবুদ্ধ কুণ্ঠির উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

কস্‌সকবথ, । ৮

‘ন তং কস্মৎ কতং সাধুতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো একং কস্সকং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির সাবখিতো অবিদুৱে একং খেত্তং কসতি । চোরা
উদকনিদ্ধমেনে নগরং পবিবিসিত্বা একস্মিং অড্‌টকুলে উমঙ্গং
ভিন্দিত্বা বহুং হিরণ্ণসুবল্লং গহেত্বা উদকনিদ্ধমেনেনেব
নিক্‌খমিৎসু । একো চোরো তে বণ্ণেত্বা একং সহস্সথবিবকং
ওবট্টিকায় কত্বা তং খেত্তং গন্ত্বা তেহি সন্ধিং ভণ্ডং ভাজেত্বা
আদায় গচ্ছন্তো ওবট্টিকতো পতমানং সহস্সথবিবকং ন
সল্লক্‌খেসি । তং দিবসং সথা পচ্চুসসময়ে লোকং
বোলোকেন্তো তং কস্সকং অন্তনো এণাণজালস্স অন্তো-
পবিট্‌ঠং দিম্বা ‘কিং নু খো ভবিস্সতী’তি উপধারয়মানো
ইদং অদ্দস—‘অয়ং কস্সকো পাতোব কসিতুং গমিস্সতি,

•

•

•

কৃষকের উপাখ্যান । ৮ ।

‘সেই কর্ম করা ভাল নয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান
কালে জনৈক কৃষককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

সেই কৃষক শ্রাবস্তীর অদূরে একটি ক্ষেত্রে চাষ করিত । কিছু চোর
ভূগভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া এক ধনীপরিবারের গৃহে
সিঁধ কাটিয়া ঢুকিয়া বহু হিরণ্যসুবর্ণ লইয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়াই বাহিরে
চলিয়া আসিল । একজন চোর অন্যদের বঞ্চিত করিয়া তাহার বটুয়াতে
সহস্রমুদ্রার থলি লুকাইয়া সেই ক্ষেত্রে যাইয়া অন্যান্যদের সঙ্গে চুরির দ্রব্য
ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার অজ্ঞাতসারে সেই সহস্র-
মুদ্রার থলি তাহার বটুয়া হইতে পড়িয়া গেল । সেই প্রত্যুষকালে শাস্তা
বিশ্ব অবলোকন করিতে করিতে সেই কৃষককে তাহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িতে
দেখিয়া—‘কি হইবে’ ইহা চিন্তা করিলে তিনি দেখিলেন—‘এই কৃষক

ভণ্ডসামিকা চোরানং অনুপদং গম্বা ওবট্টিকতো পতমানং
সহস্সথাবিকং দিম্বা এতং গণ্হিস্সন্তি, মং ঠপেত্বা তস্স
অঞ্ঞো সক্ষী নাম ন ভবিম্সসতি, সোতাপত্তিমগ্গস্স
উপনিম্সসয়োপস্স অথি, তথ ময়া গম্বুং বট্টতী'তি । সোপি
কস্সকো পাতোব কসিতুং গতো । সথা আনন্দথেরেন
পচ্ছাসমণেন তথ অগমাসি । কস্সকো সথারং দিম্বা গম্বা
ভগবন্তং বন্দিহাপন্ন কসিতুং আরভি । সথা তেন সন্ধিং
কিঞ্চ অবহাব সহস্সথাবিকায় পতিতট্ঠানং গম্বা তং দিম্বা
আনন্দথেরং আহ—‘পস্স, আনন্দ, আসীবিসো’তি ।
পস্সামি, ভন্তে, ঘোরবিসো’তি ।

কস্সকো তং কথং সত্ত্বা ‘মম বেলায় বা অবেলায় বা
বিচরণট্ঠানমেতং, আসীবিসো কিরেথ অথী’তি
চিন্তেত্বা সথরি এত্তকং বহা পক্কন্তে ‘মারেম্সামি ন’ন্তি

*

*

*

সকালেই চাষ করিতে যাইবে । এসব স্তত দ্রব্যের মালিকেরা চোরদের সন্ধানে
যাইয়া বটুয়া হইতে পতিত সহস্রমুদ্রার খলি দেখিয়া ইহাকেই (অর্থাৎ
কৃষককেই) ধরিলে । আমি ব্যতীত তাহার অন্য কোন সাক্ষী থাকিলে না ;
স্রোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয়ও ইহার আছে । অতএব আমাকে যাইতে
হইবে ।’ সেই কৃষকও প্রাতঃকালে চাষ করিতে গেল । শাস্তা আনন্দস্ববিরকে
সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন । কৃষক শাস্তাকে দেখিয়া আগাইয়া
যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া পুনরায় চাষের কাজ করিতে লাগিল । শাস্তা
তাহাকে কিছু না বলিয়াই যেখানে সেই সহস্রমুদ্রার খলি পড়িয়াছিল
সেখানে যাইয়া তাহা দেখিয়া আনন্দস্ববিরকে বলিলেন—‘আনন্দ
দেখ, সাপ ।’

‘হ্যাঁ ভন্তে, বিষধর ।’

কৃষক সেই কথা শুনিয়া ‘আমি যখন তখন আসি, এখানে আবার সাপ
আছে নাকি !’ চিন্তা করিয়া শাস্তা ঐটুকুমাত্র বলিয়া চলিয়া গেলে ‘সাপটাকে
মারিতে হইবে’ বলিয়া ঘণ্টি লইয়া সেইস্থানে যাইয়া সেই সহস্রমুদ্রার খলি

পতোদলট্ঠিং আদায় গতো সহস্সভাণ্ডকং দিস্বা 'ইমং
সন্ধ্যায় সথারা কথিতং ভবিষ্সতী'তি তং আদায় নিবত্তো,
অব্যস্ততায় একমন্তে ঠপেত্বা পংসদুনা পটিচ্ছাদেত্বা পদন
কসিতুং আরভি। মনুস্সা চ বিভাতায় রত্তিয়া গেহে
চোরোহি কতকস্মং দিস্বা পদানুপদং গচ্ছন্তা তং খেত্তং
গন্ত্বা তথ চোরোহি ভাণ্ডস্স ভাজিতট্ঠানং দিস্বা
কস্সকস্স পদবলঞ্জং অন্দসংসদু। তে তস্স পদানুসারেণ
গন্ত্বা থবিকায় ঠপিতট্ঠানং দিস্বা পংসদুং বিয়ুদ্বিহিত্বা
থবিকং আদায় "হুং গেহং বিলুস্পিত্বা খেত্তং কস্সমানো
বিয় বিচরসী"তি তজ্জেক্সাপোথেত্বা নেত্বা রঞ্ণোদস্সয়িংসদু।
রাজা তং পবত্তিং সদুত্বা তস্স বধং আণাপেসি। রাজপদুরিসা
তং পচ্ছাবাহং বন্ধিত্বা কসাহি তালেস্তা আঘাতনং নয়িংসদু।
সো কসাহি তালিয়মানো অঞ্ণং কিণ্ড অবত্বা 'পস্সানন্দ,
আসীবিসোতি, পস্সামি ভগবা ঘোরবিসো'তি বদন্তো

*

*

*

দেখিয়া 'শান্তা এইজন্যই ঐকথা বলিয়া থাকিবেন' মনে করিয়া উহা লইয়া
কি করিতে হইবে না বুঝিয়া একপাশে রাখিয়া বালি চাপা দিয়া পদনরায়
হলকষণ করিতে লাগিল। মনুষ্যগণ রাত্রি প্রভাত হইলে গৃহে চোরদের
দ্বারা কৃতকর্ম দেখিয়া পায়ে পায়ে গিয়া খেতে যাইয়া দেখিতে পাইল সেখানে
চোরেরা জিনিসপত্র ভাগ-বাটোয়ারা করিয়াছে এবং কৃষকের পায়ের ছাপও
দেখিতে পাইল। তাহারা তাহার পায়ের ছাপ অনুসরণ করিয়া টাকার থলি
যেখানে রাখা হইয়াছে সেই স্থান দেখিয়া বালি সরাইয়া থলিটি লইয়া 'তুমি
গৃহ লুণ্ঠ করিয়া এখন জমিচাষ করিতেছ (যেন কিছুই জান না)' এই
বলিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা সেই ঘটনা
শুনিয়া তাহার বধের আদেশ দিলেন। রাজপদুরুষগণ তাহার হাত পেছনে
বাঁধিয়া কশাঘাত করিতে করিতে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। সে কশার
দ্বারা তাড়িত হইয়া অন্য কিছু না বলিয়া শূন্য বলিল—'আনন্দ দেখ সাপ।
হ্যাঁ ভুলে বিষধর'। তখন রাজপদুরুষগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

গচ্ছতি । অথ নং রাজপদ্বিরিসা ‘স্বং সখ্যং চেব আনন্দথেরস্স
চ কথং কথেসি, কিং নামেত’ন্তি পদ্বিচ্ছিত্তা—‘রাজানং দট্টং
লভমানো কথেস্সামী’তি বদন্তে রঞ্ণেণো সন্তিকং নেত্বা
রঞ্ণেণো তং পবন্তি কথয়িসু । অথ নং রাজা ‘কস্সমা
এবং কথেসী’তি পদ্বিচ্ছি । সো ‘নাহং, দেব, চোরো’তি বত্বা
কসনথায় নিক্খন্তুকালতো পট্টায় সস্বং তং পবন্তি
রঞ্ণেণো আচিক্খি । রাজা তস্স কথং সুত্বা ‘অয়ং ভগে
লোকে অঙ্গপদ্বংগলং সথারং সক্খিং অপদিসতি, ন
যদন্তং এতস্স দোসং আরোপেতুং, অহমেত্থ কন্তস্বং জানি-
স্সামী’তি তং আদায় সায়হুসময়ে সখ্যং সন্তিকং গন্ত্বা
সথারং পদ্বিচ্ছি—‘ভগবা কচ্চি তুম্হে আনন্দথেরেন সন্ধিং
এতস্স কস্সকস্স কসনট্টানং গত’তি ? ‘আম, মহা-

*

*

*

‘তুমি ভগবান এবং আনন্দস্ববিরের কথা বলিতেছ । ব্যাপারটা কি ?’

‘রাজার দর্শন পাইলে বলিব ।’ তাহারা তখন তাহাকে রাজার নিকট
লইয়া যাইয়া সব কথা জানাইল । তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তুমি কেন এইরূপ বলিতেছ ?’

সে তখন ‘মহারাজ, আমি চোর নই ।’ বলিয়া জমিচাষের জন্য গৃহ
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর যাহা যাহা ঘটয়াছে সব ঘটনা বলিল । রাজা
তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন—

‘ওহে, এই ব্যক্তি জগতের শ্রেষ্ঠপুরুষ শাস্ত্রাকে সাক্ষী করিয়া সব কথা
বলিতেছে । এত অপরাধী হইতে পারে না । আমিই যথাকর্তব্য জানিয়া
আসিব ।’ এই বলিয়া তাহাকে লইয়া সায়াকালে শাস্ত্রার নিকট যাইয়া
শাস্ত্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভগবন্, আপনি কি আনন্দস্ববিরকে সঙ্গে লইয়া এই কৃষকের চাষের
জায়গায় গিয়াছিলেন ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ ।’

রাজা'তি। 'কিং বো তথ দিট্ঠন্তি? 'সহস্সথবিকা, মহারাজা'তি। 'দিম্বা কিং অবোচুথা'তি? 'ইদং নাম, মহারাজা'তি। 'ভন্তে, সচায়ং পদ্বরিসো তুম্হাদিসং অপাদিসং নাকরিস্স, ন জীবিতং অলভিস্স, তুম্হেহি পন কথিতকথং কথেষ্বা তেন জীবিতং লদ্ধ'ন্তি। তং সদ্ভা সথা 'আম, মহারাজ, অহম্পি এত্তকমেব বত্তা গতো, পণ্ডিতেন নাম যং কম্মং কত্তা পচ্ছান্দতম্পং হোতি, তং ন কত্তব্ব'ন্তি বত্তা অনন্দসন্ধিং ঘটেত্তা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘ন তং কম্মং কতং সাধু, যং কত্তা অন্দতম্পতি।

যস্স অস্সদ্মুখো রোদং, বিপাকং পটিসেবতী'তি। ৬৭।

তথ ‘ন তং কম্মন্তি’ যং নিরয়াদীসু নিব্বত্তনসমথং দৃক্খু-

*

*

*

‘আপনি সেখানে কি দেখিয়াছেন?’

‘মহারাজ সহস্রমুদ্রার থলি।’

‘দেখিয়া কি বলিলেন?’

‘মহারাজ, এই কথাই বলিয়াছি।’

‘ভন্তে, যদি এই ব্যক্তি আপনাকে সাক্ষী করিয়া কথা না বলিত তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা হইত না। আপনার কথা বলাতেই তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন—

‘হ্যাঁ মহারাজ, আমিও ততটুকুমাত্র বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম’। যে কাজ করিয়া পশ্চাত্তাপ করিতে হয় সেই কাজ পণ্ডিত ব্যক্তির করা উচিত নয়।’ এই বলিয়া সাবধান করিয়া ধর্ম দেশনা করিতে করিতে বলিলেন—

‘যে কর্ম করিয়া লোকের অন্দতাপ করিতে হয়, এবং বাহার ফল রোদন করিতে করিতে অশ্রুদ্রুখে ভোগ করিতে হয়, সে কর্ম করা উচিত নয়।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৬৭।

অম্বয় : ‘সেই কর্ম করা উচিত নয়’ অর্থাৎ যে কর্ম করিয়া নরকাদিতে

দ্রুয়ং কস্মং কহ্মা অনদুস্সরন্তো অনদুস্সরিতানদুস্সরিতক্খণে
 অনদুতস্পতি অনদুসোচতি, তং কতং 'ন সাধু' ন সুন্দরং
 নিরথকং । 'যস্স অস্সমুদুখোতি' যস্স অস্সদুহি তিন্তমুদুখো
 রোদন্তো বিপাকং অনুভোতীতি ।

দেসনাবসানে কস্সকো উপাসকো সোতাপত্তিফলং পত্তো,
 সম্পত্তিভিক্খুপি সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

কস্সকবথু অট্ঠমং ।

*

*

*

জন্ম লইতে হয় । দুঃখোদ্বেককর । স্মরণ করিলে যাহা প্রতি মূহূর্তে
 মূহূর্তে অনুতাপ দেয়, অনুশোচনাকর । সেই কর্ম 'সাধু নয়' সুন্দর
 নয়, নিরর্থক । 'যাহা অশ্রুদুখে ভোগ করিতে হয়' অর্থাৎ অশ্রুদ্বারা
 সিস্তদুখে রোদন করিতে করিতে বিপাক অনুভব করিতে হয় ।

দেমনাবসানে কৃষক উপাসক স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল । উপস্থিত
 ভিক্ষুগণও স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিলেন ।

॥ কৃষকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



সুমনমালাকারবন্ধ । ১

‘তৎ কস্মৎ কতং সাধুতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে
বিহরন্তো সুমনং নাম মালাকারং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির দেবসিকং বিম্বিসাররাজানং পাতোব অট্ঠহি
সুমনপুপ্ফনালীহি উপট্ঠহন্তো অট্ঠকহাপণে লভতি ।
অথেকদিবসং তস্মিং পুপ্ফানি গহেহা নগরং পবিট্ঠমন্তে
ভগবা মহাভিক্খুসঙ্ঘপরিবৃত্তো ছব্বল্লরংসিয়ো
বিস্সজ্জেহা মহতা বুদ্ধানুভাবেন মহতিয়া বুদ্ধলীলায়
নগরং পিণ্ডায় পার্বসি । ভগবা হি একদা ছব্বল্লরংসিয়ো
চীবরেন পটিচ্ছাদেহা অগ্রুত্তরো পিণ্ডপাতিকো বিয়
চরতি তিংসযোজনমগ্গং অঙ্গুলিমালস্স পচুগ্গমনং গচ্ছন্তো
বিয়, একদা ছব্বল্লরংসিয়ো বিস্সজ্জেহা কপিলবন্ধুপবে-
সনাদীসু বিয় । তস্মিম্পি দিবসে সরীরতো ছব্বল্লরং-

*

*

*

সুমন মালাকারের উপাখ্যান । ১ ।

‘সেই কর্ম করাই ভাল’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগুবনে অবস্থানকালে
সুমন নামক মালাকারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সে নাকি প্রত্যহ প্রাতঃকালেই রাজা বিম্বিসারকে আটটি সুমন পুষ্পের
তোড়া দিয়া সেবা করিয়া আটটি কার্ষাপণ লাভ করিত । একদিন সে ফুল
লইয়া নগরে প্রবেশ করা মাত্রই ভগবান মহাভিক্কুসঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া ষড়্‌বর্ণ-
রশ্মি বিচ্ছুরিত করিতে করিতে মহা বুদ্ধপ্রভাবে মহা বুদ্ধলীলায় ভিষ্কার জন্য
নগরে প্রবেশ করিলেন । ভগবান কখনও কখনও ষড়্‌বর্ণরশ্মি চীবরের দ্বারা
আচ্ছাদিত সাধারণ পিণ্ডপাতিকের ন্যায় বিচরণ করেন, যেমন তিনি ত্রিশ
যোজন পথ অতিক্রম করিয়া অঙ্গুলিমালের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন ।
কখনও বা ষড়্‌বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত করিতে করিতে কপিলবন্ধুতে প্রবেশ
করিয়াছিলেন । তদ্রূপ সেইদিনও তিনি শরীর হইতে ষড়্‌বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত

সিয়ো বিম্বসজ্জেন্তো মহন্তেন বুদ্ধান্নভাবেন মহতিয়া বুদ্ধ-
লীলায় রাজগহং পার্বিসি । মালাকারো ভগবতো রতন-
গন্ধিয়সাদিসং অন্তভাবং দিম্বা বত্তিসমমহাপদুরিসলক্খণ-
অসীতানুব্যঞ্জনসরীরসোভগং ওলোকেহা পসন্নচিন্তো
‘কিং নু থো সথু অধিকারং করোমী’তি চিন্তেহা অঞ্ঞং
অপস্সন্তো ‘ইমেহি পদুপ্ফেহি ভগবন্তং পদুজেস্সামী’তি
চিন্তেহা পদুন চিন্তেসি—‘ইমানি রঞ্ঞো নিবন্ধং উপট্-
ঠানপদুপ্ফানি, রাজা ইমানি অলভন্তো মং বন্ধাপেয়া বা
ঘাতাপেয়া বা রট্ঠতো বা পব্বাজেয়া, কিং নু থো
করোমী’তি ? অথস্স এতদহোসি ‘রাজা মং ঘাতেতু বা
বন্ধাপেতু বা রট্ঠতো বা পব্বাজেতু বা, সোহি ময়্হং
দদমানোপি ইমস্মি অন্তভাবে জীবিতমত্তং ধনং দদেয়া,
সথুপদুজা পন মে অনেকাসু কস্পকোটীসু অলংহিতায় চেব
সুখায় চা’তি অন্তনো জীবিতং তথাগতস্স পরিচ্ছজি ।

*

*

*

করিতে করিতে মহা বুদ্ধপ্রভাবে মহা বুদ্ধলীলায় রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন ।
মালাকার ভগবানেব রত্নাঘাসদৃশ শরীর দেখিয়া বহিঃ প্রকার মহাপদরুমলক্ষণ
এবং অশীতি-অনুব্যঞ্জন সমন্বিত শরীরসৌভাগ্য অবলোকন করিয়া প্রসন্নচিন্ত
হইয়া—‘আমি শাস্ত্রের জন্য কি করিতে পারি’ ইহা চিন্তা করিয়া অন্য কিছু
না দেখিয়া—‘এই ফুলগুঁড়ি দ্বারা ভগবানকে পূজা করিব’ ভাবিয়া পদুনরায়
চিন্তা করিল—‘এইগুঁড়ি ত রাজার নিত্য সেবার ফুল । এইগুঁড়ি না পাইলে
রাজা আমাকে বন্দী করিতে পারেন, হত্যা করিতে পারেন, রাজ্য হইতে
নির্বাসিত করিতে পারেন—এখন আমি কি করি !’ তখন তাহার মনে হইল
—‘রাজা আমাকে বন্দী করুন বা হত্যা করুন বা রাজ্য হইতে নির্বাসিত
করুন—তিনি আমাকে কি দিতে পারেন, বড় জোর আমার বাঁচিয়া থাকার
মত ধন দিবেন ! কিন্তু বুদ্ধপূজা করিলে তাহা অনেক কস্প কোটি জন্মে
আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে ।’ ইহা চিন্তা করিয়া সে নিজের জীবন
তথাগতকেই উৎসর্গ করিল ।

সো 'যাব মে পসন্নং চিত্তং ন পতিকুর্টতি, তং তাবদেব
 পূজং করিস্সামী'তি হট্ঠতুট্ঠো উদগ্গদগ্গো সথারং
 পূজেসি। কথং? পঠমং তাব দেব পুপ্পমুট্ঠিয়ো
 তথাগতস্স উপরি খিপি, তা উপরিমথকে বিতানং হুত্বা
 অট্ঠংসু। অপরা দে মূট্ঠিয়ো খিপি, তা দক্খিণ-
 হথপস্সেন মালাপটচ্ছেন্নেণ ওতরিত্বা অট্ঠংসু। অপরা
 দে মূট্ঠিয়ো খিপি, তা পিট্ঠিপস্সেন ওতরিত্বা তথৈব
 অট্ঠংসু। অপরা দে মূট্ঠিয়ো খিপি, তা বাম-
 হথপস্সেন ওতরিত্বা তথৈব অট্ঠংসু। এবং অট্ঠ-
 নালিয়ো অট্ঠ মূট্ঠিয়ো হুত্বা চতুসু ঠানেসু
 তথাগতং পরিক্খিপিসু। পুরতো গমনদ্বারমন্তমেব
 অহোসি। পুপ্পানং বটানি অন্তো অহেসুং, পত্তানি
 বহিমুখানি। ভগবা রজতপত্তপরিব্ধিত্তো বিয় হুত্বা
 পায়াসি। পুপ্পানি অচিস্তকানিপি সচিস্তকং নিস্সার

*

*

*

সে 'যতক্ষণ না আমার প্রসন্ন চিত্ত তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ (বুদ্ধ) পূজা
 করিব' এই ভাবিয়া দ্রুততুট্ঠ ও উৎফুল্ল হইয়া শাস্ত্রকে পূজা করিল। কি
 ভাবে? প্রথমে সে দুই মূর্ধ্বি ফুল তথাগতের উপরে ছড়াইয়া দিল, সেইগুণি
 বুদ্ধের মস্তকোপরি বিতানের ন্যায় অবস্থান করিল। আরও দুই মূর্ধ্বি নিষ্কেপ
 করিল। সেইগুণি (বুদ্ধের) দক্ষিণ হস্ত পার্শ্বে মালাপটের আবরণের ন্যায়
 অবতরণ করিয়া অবস্থান করিল। আরও দুই মূর্ধ্বি নিষ্কেপ করিল, সেইগুণি
 (বুদ্ধের) পশ্চাদ্ভাগে অবতরণ করিয়া অবস্থান করিল। আরও দুই মূর্ধ্বি
 নিষ্কেপ করিল, সেইগুণি (বুদ্ধের) বামহস্তপার্শ্বে অবতরণ করিয়া অবস্থান
 করিল। এইভাবে (সুমন পুষ্পের) আটটি তোড়া আট মূর্ধ্বি হইয়া
 তথাগতের চতুর্দিকে আচ্ছাদিত করিল। শূদ্র সম্মুখে গমনদ্বারই অবশিষ্ট
 ছিল। পুষ্পসমূহের বস্ত্রসমূহ অন্তর্মুখী এবং পত্রসমূহ বহির্মুখী হইল।
 মনে হইতছিল ভগবান যেন (শূদ্র) রজতপটের দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া গমন
 করিতেছেন। পুষ্পসমূহ অচিস্তক (=জ্ঞানহীন) হইলেও সচিস্তকবৎ আচরণ

সচিন্তুকানি বিষ় অভিভিজ্জহা অপতিত্বা সথারা সন্ধিয়েব
 গচ্ছন্তি, ঠিতঠিতট্ঠানে তিট্ঠন্তি । সথদ্দু সরীরতো সত-
 সহস্সবিজ্জদ্বলতা বিষ় রংসিয়ো নিক্খমিৎসদ্দু । পদুরতো
 চ পচ্ছতো চ দক্খিণতো চ বামতো চ সীসমথকতো চ
 নিরন্তরং তিক্খন্তরংসীসদ্দু একাপি সম্মদুখসম্মদুখট্ঠানে-
 নেব অপলান্নিহা সন্বাপি সথারং তিক্খত্তুং পদক্খিণং
 কহ্বা তরুণতালক্খন্ধপমাণা হুহ্বা পদুরতো এব ধাবন্তি ।
 সকলনগরং সঙ্খদ্ভি । অন্তোনগরে নব কোটিয়ো, বহি-
 নগরে নব কোটিয়োতি অট্ঠারসসদ্দু কোটীসদ্দু একোপি
 পদুরিসো বা ইথী বা ভিক্খং গহেহ্বা অনিক্খন্তো নাম
 নথি । মহাজ্জনো সীহনাদং নদন্তো চেলদুক্ষেপসহস্সানি
 করোন্তো সথদ্দু পদুরতোব গচ্ছতি । সথাপি মালাকারস্স
 গুণং পাকটং কাতুং নিগাবদুতপমাণে নগরে ভেরিচরণমগ্গে-

*

*

*

করিতেছিল । অর্থাৎ কোন পদুপই ভিন্ন না হইয়া পতিত না হইয়া শাস্তার
 সঙ্গ্রেই চলিতে লাগিল । শাস্তা স্থিত হইলে ইহারাও স্থিত হইল । শাস্তার
 শরীর হইতে শত সহস্র বিদ্যুজ্জ্বলতার ন্যায় রশ্মিসমূহ নির্গত হইতেছিল ।
 সম্মদুখ হইতে, পশ্চাৎ হইতে, দক্ষিণদিক হইতে, বামদিক হইতে এবং শীর্ষদেশ
 হইতে নিরন্তর নির্গত রশ্মিসমূহের কোনটাই সম্মদুখ-সম্মদুখ স্থান দিয়া
 অদৃশ্য না হইয়া সকলেই শাস্তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তরুণতালস্কন্ধের
 আকার সদৃশ হইয়া সম্মদুখদিকেই ছুটিয়া চলিল । ইহাতে সমস্ত নগর
 প্রকম্পিত হইল ।

নগরের অভ্যন্তরে নয় কোটি এবং নগরের বাহিরে নয় কোটি এই অষ্টাদশ
 কোটি লোকের মধ্যে কোন পদুরুষ বা স্ত্রী ভিক্ষান্ন লইয়া গহ্ হইতে নিষ্ক্রান্ত
 হয় নাই এমন একজনও ছিল না । সিংহনাদ করিতে করিতে মহতী জনতা
 সহস্র সহস্র ঢেলী উৎক্ষেপণ করিয়া শাস্তার পুরোভাগে অগ্রসর হইল । শাস্তা
 (স্ফূটন) মালাকারের গুণ প্রকট করিতে ত্রিগাবদুতপ্রমাণ নগরে ভেরীবাদন

নেব অচরি । মালাকারসস সকলসরীরং পঞ্চবল্লয় পীতিয়া
পরিপূরি ।

সো ধোকপ্পেব তথাগতেন সন্ধিং চরিত্তা মনোসিলারসে
নিম্মুগ্গা বিয় বুদ্ধরসসীনং অন্তো পবিট্টো সথারং
থোমেহা বন্দিহা তুচ্ছপচ্ছিমেব গহেহা গেহং অগমাসি ।
অথ নং ভরিয়া পূজিচ্ছ ‘কহং পূপ্পফানী’তি ? ‘সথা মে
পূজিতো’তি । ‘রপ্পেহা দানি কিং করিসসসী’তি ?
‘রাজা মং ঘাতেতু বা রট্টতো বা নীহরতু, অহং জীবিতং
পরিচ্ছজ্জিত্তা সথারং পূজেসিং, সম্বপ্পপ্পফানি অট্ট মট্ট-
ঠিয়োব অহেসুং, এবরুপা নাম পূজা জাতা । মহাজনো
উক্কট্ঠিসহস্সানি করোন্তো সথারা সন্ধিং চরতি, যো এস
মহাজনস্স উক্কট্ঠিসসন্দো, তস্মিং ঠানে এসো’তি । অথস্স
ভরিয়া অন্ধবালতায় এবরুপে পাটিহারিয়ে পসাদং নাম

*

*

*

করাইয়া যেন পথ দিয়া চলিয়াছেন, মালাকারের সকল শরীর পঞ্চবর্ণের
প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইল ।

সে কিছুক্ষণ তথাগতের সঙ্গে যাইয়া বুদ্ধরশ্মির অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যেন
সিন্দুররঙে নিমজ্জিত হইয়া শাস্তাকে স্তুতি ও বন্দনা করিয়া শূন্যহস্তেই গৃহে
ফিরিল । তাহার ভাষা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

‘ফুল কোথায় ?’

‘আমি বুদ্ধকে পূজা করিয়াছি ।’

‘রাজাকে এখন কি করিবে ?’

‘রাজা আমাকে হত্যা করুন বা রাজ্য হইতে নিবাসিত করুন, আমি
জীবনের বিনিময়েই শাস্তাকে পূজা করিয়াছি । আমি এমন পূজা করিয়াছি
যে সমস্ত ফুলগুদলি অষ্ট মণ্ডিতে হইয়াছিল । মহতী জনতা সহস্র সহস্র
প্রকার উচ্চ শব্দ করিতে করিতে শাস্তার সহিত গমন করিতেছে । তুমি যে
বহুলোকের উচ্চশব্দ শুনিতেছ তাহা ঐ শব্দই ।’ তখন তাহার ভাষা ছিল
অতি মৃদু । তাই কোন প্রকার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস না করিয়া রাগান্বিত
হইয়া তাহাকে গালমন্দ করিল—

অজনেহা তং অক্কোসিত্তা পরিভাসিত্তা ‘রাজানো নাম চণ্ডা, সাকিং কুদ্ধা হত্তপাদাদিচ্ছেদনেন বহুদম্পি অনথং করোন্তি, তয়া কতকস্মেন ময়হম্পি অনথো সিয়া’তি পদুত্তে আদায় রাজকুলং গন্ত্বা রঞ্ণা পক্কোসিত্তা ‘কিং এত’ন্তি পদুচ্ছিত্তা আহ—‘মম সান্নিকো তুম্হাকং উপট্ঠানপদুপ্পফেহি সথারং পদুজ্জিত্তা তুচ্ছহথো ঘরং আগন্ত্বা ‘কহং পদুপ্পফানী’তি ময়া পদুট্ঠো ইদং নাম বদেসি, অহং তং পরিভাসিত্তা ‘রাজানো নাম চণ্ডা, সাকিং কুদ্ধা হত্তপাদাদিচ্ছেদনেন বহুদম্পি অনথং করোন্তি, তয়া কতকস্মেন ময়হম্পি অনথো সিয়া’তি তং ছন্তেহা ইধাগতা, তেন কতং কস্মং সদ্ধকতং বা হোতু, দদুচ্ছিত্তা বা, তস্সেবেতং, ময়া তস্স ছিদ্ভিত্তভাবং জানাহি, দেবা’তি । রাজা পঠমদস্সেনেনেব সোতাপত্তিফলং পত্তো সত্তো পসন্নো

*

*

*

‘রাজারা হইতেছেন চণ্ডাল । একবার ক্রুদ্ধ হইলে হস্তপাদাদি ছেদনের দ্বারা বহু অনর্থ ঘটাইতে পারেন । তোমার কৃতকর্মের জন্য আমারও অনর্থ হইবে ।’—এইভাবে গালমন্দ করিয়া পুত্রকন্যাদের সঙ্গে লইয়া রাজকুলে গেল । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি হইয়াছে ?’

‘মহারাজ, আমার স্বামী আপনার সেবার ফুল দিয়া শান্তাকে পূজা করিয়া শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিয়াছে । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘ফুল কোথায় ?’ সে তখন আমাকে এইরূপ এইরূপ বলিল । আমি তখন তাহাকে গালমন্দ করিয়া বলিয়াছি—‘রাজারা হইতেছেন চণ্ডাল ; একবার ক্রুদ্ধ হইলে হস্তপাদাদি ছেদনের দ্বারা বহু অনর্থ ঘটাইতে পারেন । তোমার কৃতকর্মের জন্য আমারও অনর্থ ঘটিবে’—এই বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি । তাহার কৃতকর্ম সদ্ধকৃত হউক বা দদুচ্ছিত্ত হউক, তাহার জন্য সেই দায়ী । মহারাজ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি ।’

বুদ্ধের প্রথম দর্শনেই সোতাপত্তিফলপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাবান প্রসন্ন আশ্রাবক

অরিয়সাবকো চিস্তেসি—‘অহো অয়ং ইথী অন্ধবালা, এবরুপে গদুণে পসাদং ন উম্পাদেসী’তি । সো কুদ্ধো বিয় হুদ্বা, ‘অম্ম, কিং বদেসি, ময়ং উপট্ঠানপদুপ্ফেহি তেন পূজা কতা’তি ? ‘আম, দেবা’তি । ‘ভন্দকং তে কতং তং ছুড্ঠেসিয়া, মম পদুপ্ফেহি পূজাকারস্স অহং কত্তব্বদুত্তকং জানিস্সামী’তি তং উয়োজেহ্বা বেগেন সথু সন্তিকং গন্ত্বা বন্দিহ্বা সথারা সন্ধিংয়েব বিচারি ।

সথা রও্ণেচা চিত্তম্পসাদং ওহ্বা ভেরিচরণবীথিয়া নগরং চরিহ্বা রও্ণেচা ঘরদ্বারং অগম্মাসি । রাজা পত্তং গহেহ্বা সথারং গেহং পবেসেতুকামো অহোমসি । সথা পন রাজস্স-
ণেয়েব নিসীদনাকারং দস্সেসি । রাজা তং ওহ্বা ‘সীমং মণ্ডপং করোথা’তি তথ্ণগও্ণেব মণ্ডপং কারাপেসি ।

*

*

*

রাজা তখন চিন্তা করিলেন—‘অহো ! এই স্ত্রীলোকটি কি মূর্খ ! এইরূপ গদুণের প্রতিও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতেছেন !’ তিনি ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—

‘মা, বল কি ! আমার সেবার ফুল দিয়া সে শান্তাকে পূজা করিয়াছে ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ ।’

‘তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছ । আমার ফুল দিয়া বুদ্ধ পূজা করার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে ।’—এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া দ্রুতবেগে শান্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া শান্তার সঙ্গেই বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

বুদ্ধ রাজার চিত্তপ্রসন্নতার কথা জানিয়া যে বীথিতে ভেরীবাদ্য হইতেছে ঐ বীথি দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া রাজার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজা (বুদ্ধের) ভিক্ষাপাত্র লইয়া শান্তাকে নিজগৃহে প্রবেশ করাইবার বাসনা করিলেন । শান্তা রাজাঙ্গনেই উপবেশন করিবার উপক্রম করিলেন । রাজা ইহা বুদ্ধিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন—‘এখানে মণ্ডপ প্রস্তুত কর ।’ সেই মূহুর্তেই মণ্ডপ প্রস্তুত হইল । ভিক্ষুসংঘের

নিসীদি সখা সন্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেন। কস্মা পন সখা
রাজগেহং ন পার্বিসি ?

এবং কিরস্স অহোসি—‘সচাহং অস্তো পার্বিসিষা নিসীদেয়্যং
মহাজনো মং দট্ঠং ন লভেয়্য, মালাকারস্স গুণে পাকটো
ন ভবেয়্য, রাজস্সগে পন মং নিসিস্সং মহাজনো দট্ঠং
লভিস্সতি, মালাকারস্স গুণো পাকটো ভবিস্সতী’তি।
গুণবস্তানএহি গুণং বুদ্ধা এব পাকটং কাতুং সঙ্কোন্তি,
অবসেসজনো গুণবস্তানং গুণং কথেষ্তো মচ্ছরায়তি।
চত্তারো পদ্পফপটা চতুদ্দিসং অট্ঠংসদু। মহাজনো
সথারং পরিবারেসি। রাজা বুদ্ধস্পমদুখং ভিক্খুসঙ্ঘং
পণীতেনাহারেন পরিবিসি। সখা ভত্তিকিচ্চাবসানে অনদু-
মোদনং কত্তা পদুরিমনয়েনেব চতুহি পদ্পফপটৌহি পরিক-
খিত্তো সীহনাদং নদন্তো মহাজনেন পরিবদুতো বিহারং
অগমাসি। রাজা সথারং অনদুগম্ভা নিবন্তো মালাকারং

*

*

*

সঙ্গে শাস্তা (সেই মণ্ডপে) উপবেশন করিলেন। শাস্তা কেন রাজপ্রাসাদে
প্রবেশ করিলেন না ? কারণ শাস্তা চিন্তা করিয়াছিলেন—

‘আমি যদি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করি মহতী জনতা
আমার দর্শন পাইবে না। মালাকারের গুণকথাও প্রকাশ পাইবে না। আমি
রাজ্যজনে উপবেশন করিলে জনতা আমাকে দেখিতে পাইবে, মালাকারের
গুণও প্রকাশিত হইবে।’ গুণবানদের গুণ বুদ্ধগণই প্রকট করিতে পারেন।
অন্যান্যরা গুণবানদের গুণকথা বলিতে দ্বিপারায়ণ হন। চারি পদ্পপট্ট
চতুর্দিকে বর্তমান ছিল। মহতী জনতা শাস্তাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন।
রাজা বুদ্ধপ্রমদুখ ভিক্খুসঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট আহার দ্বারা পরিবেশন করিয়াছিলেন।
শাস্তা আহার কৃত্য সম্পাদন করিয়া দানান্দুমোদন করতঃ পূর্ববৎ চারিটি
পদ্পপট্টের দ্বারা পরিষ্কিপ্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে মহাজনের দ্বারা
পরিবৃত্ত হইয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। রাজা শাস্তার অনদুগমন করিয়া
ফিরিয়া আসিয়া মালাকারকে ডাকাইয়া বলিলেন—

পক্কোসাপেত্বা ‘মম আহরিতপদ্পক্ষেহি কিল্টি কত্বা সথারং
পুজেসী’তি পদ্বিচ্ছ। মালাকারো ‘রাজা মং ঘাতেতু বা
রট্ঠতো বা পব্বাজেতু’তি জীবিতং পরিচ্ছজিহ্বা পুজেসিং
দেবা’তি আহ। রাজা ‘ত্বং মহাপদ্বিসো নামা’তি বত্বা
অট্ঠ হত্থী চ অস্সে চ দাসে চ দাসিয়ো চ মহাপসাদনানি
চ অট্ঠ কহাপগসহস্সাণি চ রাজকুলতো নীহরিত্বা সম্বা-
লঙ্কারপ্পটিম্ভিতা অট্ঠ নারিয়ো চ অট্ঠ গামবরে চাতি
ইদং সম্বট্ঠকং নাম দানং অদাসি।

আনন্দথেরো চিন্তেসি—‘অজ্ঞ পাতোব পট্ঠায় সীহনাদ-
সহস্সানি চেব চেলুক্খপসহস্সানি চ পবত্তন্তি, কো নু
থো মালাকারস্স বিপাকো’তি? সো সথারং পদ্বিচ্ছ।
অথ নং সথা আহ—‘আনন্দ, ইমিনা মালাকারেন অস্প-
মত্তকং কম্মং কত’ন্তি মা সল্লক্খেসি, অয়এহি ময়হং

*

*

*

‘তুমি আমার জন্য আহত পদ্প দিয়া বুদ্ধের পূজা কেন করিয়াছ?’

মালাকার বলিল—

‘মহারাজ, আপনি আমাকে হত্যা করুন বা রাজ্য হইতে নির্বাসিত করুন,
আমি জীবনের বিনিময়ে বুদ্ধের পূজা করিয়াছি।’

রাজা ‘তুমি মহাপদ্বিষ’ এই বলিয়া তাহাকে আটটি হস্তী, আটটি অশ্ব,
আটজন দাস, আটজন দাসী, অষ্টসহস্র কাষাপগ মূল্যের মহাপ্রসাদন-
সমূহ রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া সর্বাংকারবিভূষিত আটজন নারী
এবং আটটি শ্রেষ্ঠ গ্রাম—এইভাবে প্রত্যেক কিছুর ‘অষ্ট অষ্ট’ করিয়া দান
করিলেন।

আনন্দস্থবির চিন্তা করিলেন—‘অদ্য প্রাতঃকাল হইতে সহস্র সিংহনাদ
এবং সহস্র চেলোৎক্ষেপ হইতেছে, মালাকারের কি আশ্চর্য কর্মবিপাক!’
তিনি শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শান্তা তাহাকে বলিলেন—‘আনন্দ,
এই মালাকার সামান্য পুণ্য কাজ করিয়াছে মনে করিও না। সে

উৎপলবর্ণাথেরীবথু । ১০

‘মধুবা মণ্ড-প্রতী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো উৎপলবর্ণাথেরিং আরব্ধ কথেসি ।

সা কির পদমুত্তরবুদ্ধস পাদমূলে পথনং পট্টপেত্বা
কম্পসতসহসং পদপ্ৰাণি কুরুমানা দেবেসু চ মনুষ্যসু
চ সংসরন্তী ইমস্মি বুদ্ধপাদে দেবলোকতো চবিজ্জা সাব-
থিয়ং সেট্ঠিকূলে পটিসন্ধি গণ্হি । নীলম্পলগৰ্ভ-
সমানবর্ণতায় চম্মা উৎপলবর্ণাত্তেব নামং অকংসু । অথস্সা
বয়স্পত্তকালে সকলজম্বুদ্বীপে রাজানো চ সেট্ঠিনো চ
সেট্ঠিস্স সন্তিকং সাসনং পহিণিংসু—‘ধীতরং অম্হাকং
দেতু’তি । অপহিণন্তো নাম নাহোসি । ততো সেট্ঠি
চিস্তেসি—‘অহং সবেসং মনং গহেতুং ন সন্ধিস্সামি,
উপায়ং পনেকং করিস্সামী’তি ধীতরং পক্কোসাপেত্বা, ‘অম্ম,

*

*

*

উৎপলবর্ণাথেরীর উপাখ্যান । ১০ ।

‘মধুর বলিয়া মনে করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
উৎপলবর্ণাথেরীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

তিনি (উৎপলবর্ণা) নাকি পদমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করিয়া
শতসহস্র কল্প পুণ্য সম্পাদন করিয়া দেবলোক এবং মনুষ্যালোকে বিচরণ
করিতে করিতে বর্তমান বুদ্ধোৎপত্তিকালে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া
শ্রাবস্তীতে জনৈক শ্রেষ্ঠিকূলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ (মাতৃগর্ভে আগমন) করিলেন ।
নীলোৎপলের গর্ভসদৃশ গাত্রবর্ণের জন্য তাঁহার নাম রাখা হয় উৎপলবর্ণা ।
তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকল জম্বুদ্বীপের নৃপতিগণ এবং শ্রেষ্ঠগণ (তাঁহার
পিতা) শ্রেষ্ঠির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—‘আপনার কন্যাকে আমাদের
দিন’ । সংবাদ পাঠান নাই এমন কেহ ছিলেন না । তখন শ্রেষ্ঠি চিন্তা
করিলেন—‘আমি সকলের মন রক্ষা করিতে পারিব না । একটা উপায়
করিতে হইবে ।’ মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মা, তুমি প্রব্রজ্যা

পৰ্ব্বজিতুং সৰ্ক্খিস্সসী'তি আহ । তস্সা পচ্ছিমভাবিকত্তাতং
বচনং সীসে আসিত্তং সতপাকতেলং বিয় অহোসি । তস্সা
পিতরং 'পৰ্ব্বজিস্সামি, তাতা'তি আহ । সো তস্সা মহন্তং
সক্কারং কত্তা ভিক্খুনীউপস্সয়ং নেত্বা পৰ্ব্বাজেসি । তস্সা
অচিরপৰ্ব্বজিতায় এব উপোসথাগারে কালবারো পাপদুণি ।
সো দীপং জালেত্বা উপোসথাগারং সম্মজ্জিত্বা দীপসিথায়
নিমিত্তং গগ্গহিত্বা ঠিতাব পুনঃপুনঃ ওলোকয়মানা
তেজোকসিণারম্মণং ঝানং নিব্বত্তেত্বা তমেব পাদকং কত্তা
অরহত্তং পাপদুণি সন্ধিং পটিসম্ভিদাহি চেব অভিঞ্-
ঞাহি চ ।

সা অপরেন সময়েন জনপদচারিকং চরিত্বা পচ্যাগন্ত্বা অন্ধ-
বনং পার্বসি । তদা ভিক্খুনীনং অরঞ্ঞবাসো অম্প-
টিক্খিত্তো হোতি । অথস্সা তথ কুটিকং কত্তা মণ্ডকং
পঞ্ঞাপেত্বা সাণিয়া পরিক্খিপিত্ত্বা । সা সাবাখিয়ং

*

*

*

নিতে পারিবে ?' যেহেতু তাঁহার (উৎপলবর্ণার) ইহাই অস্তিম জন্ম তাই
পিতৃবচন তাঁহার নিকট মনে হইল যেন তাঁহার মস্তকে কেহ শতপাকতৈল সিঞ্জন
করিয়াছে । তাই পিতাকে বলিলেন—'পিতঃ, আমি প্রব্রজ্যা লইব ।' তিনি
(শ্রোষ্ঠি) তাঁহার মহা সৎকার করিয়া ভিক্ষুগণী আবাসে লইয়া যাইয়া
প্রব্রজিত করিলেন । প্রব্রজিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উপো-
সথাগারে নিত্যকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইলেন । তিনি দীপ প্রজ্জ্বলিত
করিয়া উপোসথাগার সম্মার্জিত করিয়া দীপসিখাতে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া
দণ্ডায়মান অবস্থাতেই পুনঃপুনঃ অবলোকন করিতে করিতে তেজকৃৎস্ন-
আলম্বন ধ্যান উৎপন্ন করিয়া তাহাকেই ধ্যানপাদ (অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়)
করিয়া প্রতিসম্ভিদা ও অভিজ্ঞা সহ অহঁত্ব লাভ করিলেন ।

অন্য এক সময় তিনি জনপদচারিকায় যাইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্ধবনে
প্রবেশ করিলেন । তখন ভিক্ষুগণীদের অরণ্যবাস নিষিদ্ধ ছিল না । সেখানে
পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া মণ্ড বিছাইয়া চতুর্দিকে কাপড় দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া

পিণ্ডায় পবিসিহা নিক্খমি । মাতুলপুত্রো পনস্সা নন্দ-
 মাণবো নাম গিহিকালতো পট্ঠায় পটিবদ্ধাচিন্তো । সো
 তস্সা আগতভাবং সুহ্মা থেরিয়া আগমনতো পুরেতরমেব
 অন্ধবনং গন্ত্বা তং কুটিকং পবিসিহা হেট্ঠামণ্ডকে নিলীনো
 থেরিয়া আগন্ত্বা কুটিকং পবিসিহা দ্বারং পিধায় মণ্ডকে
 নিসিন্নমন্তায় বহি আতপতো আগতত্তা চক্খুপথে
 অন্ধকারে অবিগতেয়েব হেট্ঠামণ্ডকতো নিক্খমিহা
 মণ্ডকং অভিৰুদুয়্হ ‘মা নস্সি বাল, মা নস্সি বালা’তি
 থেরিয়া বারিয়মানোয়েব অভিভবিত্বা অন্তনা পথিতকস্মং
 কহ্মা পয়াসি । অথস্স অগুণং ধারেতুং অসক্কোন্তী বিয়
 মহাপথবী দ্বেধা ভিজ্জি । সো পথবিং পবিট্ঠো গন্ত্বা
 মহাবীচিম্হি এব নিব্বসিত্তি । থেরীপি তমথং ভিক্খু-
 নীনং আরোচেসি । ভিক্খুনিয়ো ভিক্খুনং এতমথং

*

*

*

হইল । তিনি শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন ।
 তাঁহার মাতুলপুত্র নন্দমাণব গৃহী অবস্থা হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল ।
 সে তাঁহার (শ্রাবস্তীতে) আগতভাব জানিয়া থেরী ফিরিবার পূর্বেই
 অন্ধবনে পৌঁছিয়া সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া মণ্ডের নীচে লুকিয়া থাকিল ।
 থেরী ফিরিয়া আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া মণ্ডে বসিবার উপক্রম করিলেন ।
 আসার সময় রৌদ্রতপ্ত হওয়াতে চোখে অন্ধকার দেখাতে (নন্দমাণবের মণ্ডের
 নীচে লুকিয়ে থাকা) দেখিতে পাইলেন না । তিনি মণ্ডে বসিবামাত্রই
 (নন্দমাণব) মণ্ডের নীচে হইতে মণ্ডের উপর উঠিয়া ‘আমাকে নষ্ট করিয়োনা,
 আমাকে নষ্ট করিয়োনা’ বলিয়া থেরী বারবার বারণ করিলেও সে থেরীকে
 দমিত করিয়া নিজের কামনা পূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল । তাহার পাপ
 সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হইল । সে পাতাল প্রবিষ্ট
 হইয়া মহা অবীচি নরকে উৎপন্ন হইল । থেরীও এই ঘটনা অন্যান্য
 ভিক্ষুগণদের জানাইলেন । ভিক্ষুগণগণ ভিক্ষুদের এই ঘটনা জানাইলেন ।

আরোচেসুং । ভিক্খু ভগবতো আরোচয়িসুং । তং সুহ্মা
সথা ভিক্খু আমন্তেহ্মা, ‘ভিক্খবে, ভিক্খুভিক্খুনী-
উপাসকউপাসিকাসু যো কোচি বালো পাপকম্মং করোন্তো
মধুসক্খরাদীসু কিণ্ডেদেব মধুররসং খাদমানো পুরিসো
বিয় তুট্ঠহট্ঠো উদগ্গদগ্গো বিয় করোতী’তি অনুসন্ধিৎ
যটেহ্মা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘মধুবা মণ্ড্ণতি বালো, যাব পাপং ন পচ্চতি ।

যদা চ পচ্চতি পাপং, বালো দ্বক্খং নিগচ্ছতী’তি । ৬৯ ।

তথ ‘মধুবা’তি বালস্ হি পাপং অকুসলকম্মং করোন্তস্
তং কম্মং মধু বিয় মধুররসং বিয় ইট্ঠং কন্তং মনাপং বিয়
উপট্ঠাতি । ইতি নং সো মধুংব মণ্ড্ণতি । ‘যাবা’তি
যন্তকং কালং । ‘পাপং ন পচ্ছতী’তি দিট্ঠধম্মে বা

*

*

*

ভিক্ষুগণ ভগবানকে জানাইলেন । তাহা শুনিয়া শাস্তা ভিক্ষুগণকে
আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে যে মূর্খ
ব্যক্তি পাপকর্মে লিপ্ত হয় সে মধু-শর্কর প্রভৃতি কোন একটি মধুররস খাইয়া
কোন ব্যক্তি যেমন স্রষ্টতৃপ্ত হয় তদ্রূপ স্রষ্টতৃপ্ত হয় এবং আনন্দে আত্মহারা
হয়’ । ইহা বলিয়া শাস্তা সম্বধান করিয়া ধর্ম দেশনাকালে এই গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘যতক্ষণ পাপ পরিপক্ব না হয় ততক্ষণ মূর্খ ব্যক্তি তাহাকে মধুর বলিয়া
বিবেচনা করে, কিন্তু যখন পাপ ফল প্রদান করে তখন তাহাকে দ্বংখ
পাইতে হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৬৯ ।

অন্বয় : ‘মধুর’ অর্থাৎ মূর্খ যখন পাপজনক অকুশলকর্ম করে সেই কর্ম
তাহার নিকট মধুর ন্যায়, মধুররসের ন্যায় ইষ্ট, কাস্ত এবং মনোরঞ্জক বলিয়া
মনে হয় । তাই বলা হইয়াছে ‘সে ঐ পাপকর্মকে মধুর বলিয়া মনে করে ।’
‘যাবৎ’ অর্থাৎ যতকাল । পাপ পক্ব না হয়’ অর্থাৎ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে

সম্পরায়ে বা বিপাকং ন দেতি, তাব নং এবং মণ্ড্ৰেতি ।
 'যদা চা'তি যদা পনস্স দিট্ঠধম্মে বা বিবিধা কস্সকারণা
 কয়িরমানস্স, সম্পরায়ে বা নিরয়াদীসু মহাদুক্খং অনু-
 ভবস্স তং পাপং পচ্ছতি, অথ সো বালো দুক্খং
 নিগচ্ছতি বিন্দতি পটিলভতীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতপত্তিফলাদীনি পাপদুগিংসু ।

অপরেন পন সময়েন ধম্মসভায়ং মহাজনো কথং সমুট্ঠা-
 পেসি 'খীণাসবাপি মণ্ড্ৰেণ কামসুখং সাদিয়ন্তি, কামং
 সেবন্তি, কিং ন সেবিস্সন্তি, ন হি এতে কোলাপরুক্খা, ন
 চ বস্মিকা অল্লমংসসরীরাব, তস্মা এতেপি কামসুখং
 সাদিয়ন্তি, কামং সেবন্তী'তি । সখা আগন্তা 'কায় নুথ,
 ভিক্খবে, এতরহি কথায়, সন্নিসিন্না'তি পদুচ্ছিত্তা 'ইমায়
 নামা'তি বদন্তে, 'ন, ভিক্খবে, খীণাসবা কামসুখং সাদি-
 যন্তি, ন কামং সেবন্তি । যথা হি পদুমপত্তে পতিতং

*

*

*

যতক্ষণ সেই পাপকর্ম ফল না দেয়, ততক্ষণ সে তাহাকে এইরূপ (মধুর) মনে করে । 'যখন' অর্থাৎ যখন ইহলোকে বিবিধ কর্ম করা কালে বা ভবিষ্যতে নরকাদিতে মহাদুঃখ অনুভব করা কালে তাহার সেই পাপ পক্ব হয়, তখন সেই মূর্খ 'দুঃখ পায়' দুঃখ লাভ করে, দুঃখ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তি প্রভৃতি ফললাভ করিয়াছে । অন্য এক সময় ধর্মসভায় জনগণ কথা উত্থাপন করিলেন—'অহঁতেরাও কামসুখ উপভোগ করেন, কাম সেবন করেন, কি সেবন না করেন ? তাঁহারা ত আর কোটরবৃক্ষ (= ফাঁপা শুষ্ক কাঠের গুঁড়ি) বা বস্মীক নহেন, তাঁহারা রক্তমাংসের শরীরযুক্ত । অতএব তাঁহারাও কামসুখ আশ্বাদন করেন । কাম সেবন করেন ।' শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এখানে কি বিষয় লইয়া আলোচনা হইতেছে ?' 'ভস্মে, এই বিষয় লইয়া' বলাতে শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, অহঁৎগণ কামসুখ আশ্বাদন করেন না, কাম সেবন করেন না । যেমন পদ্মপত্রে পতিত জল থাকে না,

উদকবিন্দু, ন বিলিম্পতি, ন সন্ঠাতি, বিনিবস্তেতা
পততেব, যথা চ আরঙ্গে সাসপো ন বিলিম্পতি, ন সন্ঠাতি
বিনিবস্তেতা পততেব, এবং খীণাসবন্স চিন্তে দুর্বিধোপি
কামো ন বিলিম্পতি, ন সন্ঠাতীতি অনুসন্ধিৎ ঘটেহা ধম্মং
দেসেসন্তো ইমং ব্রাহ্মণবণ্ণে গাথমাহ—

‘বারি পোক্খরপত্তেব, আরণ্ণেগিরি ব সাসপো ।

যো ন লিম্পতি কামেসদু, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥

ইমিস্সা অথো ব্রাহ্মণবণ্ণেয়েব আবি ভবিস্সতি । সত্থা
পন রাজানং পসেনাদিকোসলং পক্কোসাপেত্বা ‘মহারাজ,
ইমিস্সিং সাসনে যথেষ্ট কুলপুত্রা, এবং কুলধীতরোপি মহন্তং
এতীতিগগণ্ড ভোগক্খম্মণ্ড পহায় পম্বজিত্বা অরএ্ণে
বিহরন্তি । তা এবং বিহরমানা রাগরত্তা পাপপুণ্ণলা
ওমানাতিমানবসেন বিহেঠেত্তিপি, ব্রহ্মচারিয়ন্তরায়ম্পি

*

*

*

স্থির হয় না, ঘুরিয়া পতিত হয়, যেমন সূচ্যগ্রে সৰ্প দাঁড়ায় না স্থিত
হয় না, ঘুরিয়া পতিত হয়, ঠিক তদ্রূপ অহর্তের চিন্তে বিবিধ কাম লিপ্ত হয়
না, স্থিত হয় না’—এই বলিয়া সম্ববধান করিয়া ধর্মদেশনা কালে এই গাথা
বলিলেন যাহা ‘ব্রাহ্মণবর্ণে’ আছে—

‘যে ব্যক্তি পশ্চপত্তে জলবিন্দুর ন্যায় এবং সূচ্যগ্রে সৰ্পের ন্যায়
কামক্রেশে লিপ্ত হয় না, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—(ধম্মপদ, শ্লোক, ৪০১)

এই শ্লোকের অর্থ ব্রাহ্মণবর্ণেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শাস্ত্রা রাজা পসেনাদি
কোশলকে ডাকিয়া বলিলেন—

‘মহারাজ, এই শাসনে যেমন কুলপুত্রগণ তেমনই কুলকন্যাগণও নিজেদের
অনেক জ্ঞাতি, ভোগসম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া অরণ্যে বাস করে ।
তখন রাগরত্ত পাপী পুরুষেরা তাহাদের অপমান-অতিমানবশে তাহাদের

পাপেপ্তি, তস্মা ভিক্খুনিসঙ্ঘস্স অশ্বোদগরে বসনট্ঠানং
 কাতুং বট্টতীতি । রাজা 'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিত্তা নগরস্স
 একপস্সে ভিক্খুনিসঙ্ঘস্স বসনট্ঠানং কারাপেসি । ততো
 পট্ঠায় ভিক্খুনয়ো অশ্বোগামেয়েব বসন্তীতি ।

উপলবল্লথেরীবথু দসমং ।

•

•

•

উৎপীড়িত করে, তাহাদের ব্রহ্মচর্যেরও অন্তরায় ঘটায় । তাই নগরের
 অভ্যন্তরে ভিক্ষুগণীসঙ্ঘের জন্য বাসস্থান করা কর্তব্য ।' রাজা 'সাধু' বলিয়া
 বুদ্ধের কথাকে সমর্থন করিয়া নগরের একপার্শ্বে ভিক্ষুগণীসঙ্ঘের জন্য
 বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া দিলেন । ইহার পর হইতে ভিক্ষুগণীগণ নগরাভ্যন্তরেই
 বাস করেন ।

॥ উপলবল্লগা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

জম্বুকথেরবথু । ১১

‘মাসে মাসে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলদ্বনে বিহরন্তো জম্বুকং আজীবকং আরব্ভ কথেসি ।

অতীতে কির কস্সপসম্মাসম্বুদ্ধকালে গামবাসী একো কুটুম্বিকো একস্স থেরস্স বিহারং কত্তা তং তথ বিহরন্তং চতুহি পচ্চয়েহি উপট্ঠহি । থেরো তস্স গেহে নিবন্ধং ভুঞ্জতি । অথেকো খীণাসবো ভিক্কু দিবা পিণ্ডার চরন্তো তস্স গেহদ্বারং পাপদুণি । কুটুম্বিকো তং দিম্বা তস্স ইরিয়াপথে পসনো গেহং পবেসেহা সন্ধচ্চং পণীতেন ভোজনেন পরিবিসিহা, ‘ভন্তে, ইমং সাটকং রঞ্জিতা নিবাসেয়া’তি মহন্তং সাটকং দত্ত্বা, ‘ভন্তে, কেসা বো দীঘা, তুম্হাকং কেসোরোপনথায় ন্হাপিতং আনেস্সামি, সয়নথায়

*

*

*

জম্বুক স্থবিরের উপাখ্যান । ১১ ।

‘মাসে মাসে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগদ্বনে অবস্থানকালে জম্বুক নামক আজীবককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

অতীতে কস্যপসম্যক্সম্বুদ্ধকালে গ্রামবাসী এক কুটুম্ব একজন স্থবিরকে বিহার তৈয়ার করাইয়া দিয়া সেখানে বসবাসকারী সেই স্থবিরকে চতুঃপ্রত্যয়ের দ্বারা সেবা করিত । স্থবির তাহার গৃহে প্রত্যহ ভোজন করিতেন । একদিন জট্টনেক অহং ভিক্ষু দিনের বেলায় পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঐ কুটুম্ব তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ঈর্ষাপথসমূহে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিয়া—‘ভন্তে এই বস্ত্রখানি রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিবেন’ বলিয়া খুব বড় বস্ত্রখণ্ড তাঁহাকে দান করিয়া ‘ভন্তে, আপনার কেশ দীর্ঘ হইয়াছে, আপনার কেশচ্ছেদনের জন্য নাপিত আনিব এবং আপনার শয়নের

চ বো মণ্ডকং গাহাপেত্বা আগমিস্সামী'তি আহ। নিবন্ধং গেহে ভুঞ্জন্তো কুলদপকো ভিক্ষু তং তস্স সঙ্কারং দিম্বা চিত্তং পসাদেতুং নাসক্খি, 'অয়ং তং মদহুত্তং দিট্ঠকস্স এবরুপং সঙ্কারং করোতি, নিবন্ধং গেহে ভুঞ্জন্তস্স পন ময়ংহং ন করোতী'তি চিন্তেত্বা বিহারং অগমাসি। ইতরোপি তেনেব সন্ধিং গন্ত্বা কুটুম্বিকেন দিন্নসাটকং রজ্জিত্বা নিবাসেসি। কুটুম্বিকোপি ন্হাপিতং আদায় গন্ত্বা থেরস্স কেসে ওহারাণেত্বা মণ্ডকং অথরাণেত্বা, 'ভন্তে, ইমস্মিংয়েব মণ্ডকে সয়থা'তি বত্তা বোপি থেরে স্বাতনায় নিমন্তেত্বা পক্কামি।

নেবাসিকো তস্স তং সঙ্কারং কয়িরমানং অধিবাসেতুং নাসক্খি। অথস্স সো সায়ং থেরস্স নিপন্নট্ঠানং গন্ত্বা চতুহাকারেহি থেরং অক্কোসি, 'আবদসো, আগন্তুক কুটুম্বিকস্স তে গেহে থেরং ভুঞ্জনতো বরতরং মীল্হং খাদিতুং,

*

*

*

জন্য একটি পালংক লইয়া আসিব' বলিল। সেই কুলোপগ (=কুলগদুর) ভিক্ষু যিনি প্রত্যহ তাহার গৃহে ভোজন করিতেন তিনি অহ'৭ ভিক্ষুর সংকার দেখিয়া খুশী হইতে পারিলেন না। 'এই কুটুম্ব মদহুত'কাল যাহাকে দেখিয়াছে তাহাকে এরূপ সংকার পূজা করিতেছে। আর আমি প্রত্যহ তাহার গৃহে ভোজন করিতেছি, আমাকে ত তদ্রূপ করিতেছে না!'— ইহা চিন্তা করিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। অন্যজনও (অর্থাৎ অহ'৭ ভিক্ষু) তাহার সহিত যাইয়া কুটুম্ব-প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ড রজ্জিত করিয়া পরিধান করিলেন। কুটুম্ব নাপিত লইয়া যাইয়া (অহ'৭) স্থবিরের কেশচ্ছেদন করাইয়া পালংক পাতিয়া বলিল—'ভন্তে, এই পালংক শয়ন করুন।' এবং দুই স্থবিরকে পরদিবসের জন্য নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আবাসিক ভিক্ষু স্থবিরের প্রতি প্রদর্শিত কুটুম্বের সংকার সহ্য করিতে পারিলেন না। তাই সায়াছে (অহ'৭) স্থবিরের শয়নস্থানে যাইয়া চারি প্রকারে স্থবিরকে গালমন্দ করিলেন—'প্রাতঃ, আগন্তুক কুটুম্বের গৃহে ভোজন করা অপেক্ষা

কুটুম্বিকেন আনীতনাঁপিতেন কেসোহারাপনতো বরতরং
তালট্ঠিকেন কেসে লুণ্ণাপেতুং, কুটুম্বিকেন দিনসাতক-
নিবাসনতো বরতরং নগ্গেন বিচরিতুং, কুটুম্বিকেন
আভতমণ্ণকে নিপজ্জনতো বরতরং ভূমিয়ং নিপজ্জিতু'ন্তি ।
থেরোপি 'মা এস বালো মং নিম্সায় নম্সী'তি নিমন্তনং
অনাঁদিয়িত্তা পাতোব উট্ঠায় যথাসদুখং অগম্মাসি । নেবাসি-
কোপি পাতোব বিহারে কত্ত্বস্বত্ত্বং কত্ত্বা ভিক্ষাচারবেলায়
'ইদানিপি আগন্তুকো নিন্দায়িত্তি, ঘণ্ডিকসদ্দেশন পবদুস্কে-
য়্যা'তি সঞ্ঞায় নখপিট্ঠেনেব ঘণ্ডিং পহরিত্তা গামং
পিণ্ডায় পাবিসি । কুটুম্বিকোপি সঙ্কারং কত্ত্বা থেরানং
আগমনমণ্ণং ওলোকেন্তো নেবাসিকং দিম্বা, 'ভন্তে, থেরো
কুহি'ন্তি পদ্বিচ্ছ । অথ নং নেবাসিকো 'মা, আবদসো, কিণ্ণ
অবচ, তুয়ংহং কুলপকো হিয়ো তব নিক্খন্তবেলায়

*

*

*

গোময় ভক্ষণ করা শ্রেয়ঃ, কুটুম্বের দ্বারা আনীত নাঁপিতের দ্বারা কেশচ্ছেদন
করা অপেক্ষা তালাস্থি দ্বারা কেশোৎপাটন শ্রেয়ঃ, কুটুম্ব প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান
করা অপেক্ষা নগ্ন হইয়া বিচরণ করা শ্রেয়ঃ, কুটুম্বের দ্বারা আনীত পালঙ্কে
শয়ন অপেক্ষা ভূমিতে শয়ন করা শ্রেয়ঃ ।' (অহ'৭) স্থবির চিন্তা করিলেন—
'আমার কারণে যেন এই মৃৎখের বিনাশ না হয়'—এই চিন্তা করিয়া কুটুম্বের
নিমন্ত্রণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া প্রাতঃকালে উঠিত হইয়া যথাসদুখে প্রস্থান
করিলেন । আবাসিক ভিক্ষুও সকালে বিহারের রতকর্তব্য সমাধা করিয়া
ভিক্ষাচারবেলায় 'এখনও আগন্তুক ঘূমাইয়া আছে, ঘণ্টার শব্দে জাগিয়া
উঠিবে' এই ভাবিয়া নখপৃষ্ঠের দ্বারা ঘণ্টা বাজাইয়া গ্রামে পিণ্ডপাতের
জন্য প্রবেশ করিলেন । কুটুম্বও সব ব্যবস্থা করিয়া স্থবিরদের আসার পথে
চাহিয়া থাকিয়া আবাসিক ভিক্ষুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, স্থবির কোথায় ?'

আবাসিক ভিক্ষু বলিলেন—'কিছু বলিও না উপাসক, তোমার কুলগুরু

ওবরকং পবিবসিত্বা নিন্দং ওক্কন্তো পাতোব উট্ঠায় মম
বিহারসম্মজ্জনসন্দম্পি পানীয়ঘটপরিভোজনীয়ঘটেসু
উদকসিগ্গনসন্দম্পি খিণ্ডকসন্দম্পি করোন্তস্স ন জানা-
তী'তি আহ। কুটুম্বিকো চিন্তেসি—‘তাদিসায় ইরিয়া-
পথসম্পত্তিয়া সমন্নাগতস্স মে অয়্যস্স যাব ইমম্হা কালা
নিন্দায়নং নাম নথি, মং পন তস্স সঙ্কারং করোন্তং দিম্বা
অন্ধা ইমিনা ভদন্তেন কিণ্ড বদুত্তং ভবিম্সতী'তি। সো
অন্তুনো পিণ্ডিতভাবেন তং সঙ্কচং ভোজেত্বা তস্স পত্তং
সাধুদকং ধোবিত্বা নানংগরসভোজনস্স পুরেত্বা, ‘ভন্তে, সচে
মে অয়্যং পস্সেয়্যাথ, ইমম্সস পিণ্ডপাতং দদেয়্যাথা’তি
আহ।

ইতরো তং গহেত্বাব চিন্তেসি—‘সচে সো এবরুপং পিণ্ড-
পাতং ভুজ্জিস্সতি, ইমস্মিংয়েব ঠানে পলুদ্ধো ভবিম্সতী'তি

*

*

*

গতকাল তুমি চলিয়া আসিবার পর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া এমন নিদ্রায়
মগ্ন হইয়াছে যে, আমি সকালে উঠিয়া বিহার সম্মাজিত করিয়াছি, পানীয়
ঘট এবং পরিভোজনীয় ঘটে জল পূর্ণ করিয়াছি। ঘন্টার শব্দও করিয়াছি—
কিন্তু তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।’

কুটুম্ব চিন্তা করিল—‘তাদৃশ ঈর্ষাপথসম্পত্তির দ্বারা সমন্বাগত আমাদের
আৰ্ঘ্য এতক্ষণ নিদ্রামগ্ন থাকিবেন, বিশ্বাস হয় না। আমি তাঁহার সেবা সংকার
করিয়াছি দেখিয়া নিশ্চয়ই এই ভদন্ত (ভিক্ষু) তাঁহাকে কিছু বলিয়া
থাকিবেন।’ কুটুম্ব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে সাদরে আবাসিক ভিক্ষুকে ভোজন
করাইয়া তাহার ভিক্ষাপাত্র উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু
ভোজ্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বলিল—‘ভন্তে, যদি আমার আৰ্ঘ্য ভিক্ষুকে
দেখিতে পান, এই পিণ্ডপাত তাঁহাকে দিবেন।’

ভিক্ষু তাহা লইয় চিন্তা করিলেন—‘যদি আগন্তুক ভিক্ষু এই পিণ্ডপাত
ভোজন করে, সে এই স্থানের প্রতি প্রলুপ্ত হইবে’—এই ভাবিয়া আসার পথে

অন্তরামণ্ডে তং পিণ্ডপাতং ছেদেত্বা থেরস্স বসনট্ঠানং
 গম্ব্বা তং তথ ওলোকেন্তো ন অন্দস । অথ নং এত্তকস্স
 কস্সস্স কতত্তা বীসতিবস্সসহস্সানি কতোপি সমগধস্সো
 রক্কখিতুং নাসক্কখি, আয়ুপরিয়োসানে পন কালং কহ্বা
 অবীচিম্হি নিস্বত্তিহা একং বুদ্ধন্তরং মহাদুঃখং অন-
 ভবিহ্বা ইমস্সিং বুদ্ধুপাদে রাজগহনগরে একস্মিং বহুব-
 পানে কুলঘরে নিস্বত্তি । সো পদসা গমনকালতো পট্ঠায়
 নেব সয়নে সয়িতুং, ন ভত্তং ভুঞ্জিতুং ইচ্ছতি, অন্তনো সরীর-
 বলঞ্জমেব খাদতি । ‘বালতায় অজানন্তো করোতী’তি তং
 পোসয়িংসু । মহল্লককালেপি বথং নিবাসেতুং ন ইচ্ছতি,
 নগ্গোব বিচরতি, ভূমিয়ং সয়তি, অন্তনো সরীরবলঞ্জমেব
 খাদতি । অথস্স মাতাপিতরো ‘নায়ং কুলঘরস্স অনুচ্ছ-
 বিকো, কেবলং অলম্ভজনকো আজীবকানং এস অন-

*

*

*

সেই পিণ্ডপাত রাস্তার ধারে নিক্ষেপ করিয়া স্থবিরের বাসস্থানে যাইয়া
 তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না । ভিক্ষুর পাপকর্মের প্রভাবে তিনি
 যে বিংশতি সহস্র বৎসর যাবত শ্রমগধর্ম পালন করিয়াছেন তাহা তাহাকে
 রক্ষা করিতে পারিল না । আয়ুশেষে কালগত হইয়া অবীচি নরকে উৎপন্ন
 হইয়া এক বুদ্ধান্তর কাল মহাদুঃখ ভোগ করিয়া বর্তমান বুদ্ধের সময় রাজ-
 গহনগরে এক সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করিল । হাঁটিতে শেখার বয়স হইতে
 সে কখনও শয্যায় শব্দিত না, খাদ্য ভোজ্য ভোজন করিত না, নিজের মলমূত্র
 নিজেই আহার করিত । মাতাপিতা তাহাকে এই বলিয়া পোষণ করিয়াছেন
 —‘ছেলেমানুষ ত ! না বদ্বিয়া ঐরূপ করিতেছে ।’ কিন্তু যখন প্রাপ্তবয়স্ক
 হইল তখনও বস্ত্র পরিধান করিতে চাহিত না, নগ্ন হইয়া বিচরণ করিত ।
 ভূমিশয্যায় শয়ন করিত । নিজের মলমূত্র নিজে আহার করিত । তখন
 তাহার মাতাপিতা—‘এ সংসারে থাকার উপযুক্ত নহে, কেবল নিলম্ভ
 আজীবকদিগেরই উপযুক্ত ।’ এই ভাবিয়া আজীবকদিগের নিকট লইয়া

ছবিবিকোঁতি ভেসং সন্তিকং নেত্বা 'ইমং দারকং পস্বা-
জেথার্থিত অদংসু। অথ নং তে পস্বাজেসুং। পস্বাজেসুতা
চ পন গলম্পমাণে আবটে ঠপেত্বা দিনং অংসকূটানং উপরি
পদরানি দত্বা তেসং উপরি নিসীদিদত্বা তালট্ঠিখণ্ডেন
কেসে লুণ্ঠিৎসু। অথ নে তস্স মাতাপিতরো স্নাতনায়
নিমন্তেত্বা পক্কমিংসু।

পদুর্নদিবসে আজীবকা 'এহি, গামং পবিবিস্সামা'তি তং
বদিৎসু। সো 'গচ্ছথ তুম্হে, অহং ইধেব ভবিবিস্সামী'তি
ন পদুচ্ছি। অথ নং পদুন্নপদুন্নং বত্বা অনিচ্ছমানং ওহায়
অগমংসু। সোপি তেসং গতভাবং ওত্বা বচকুটিয়া পদরং
বিবরিদত্বা ওরুয়্হ উভোহি হথেহি আলোপং আলোপং
কত্বা গুথং খাদি। আজীবকা তস্স অন্তোগামতো আহারং
পহিণংসু। তম্পি ন ইচ্ছি। পদুন্নপদুন্নং বদুচ্ছমানোপি

*

*

*

যাইয়া 'এই বালককে প্রব্রজিত করুন' বলিয়া দান করিলেন। তাঁহারা তাহাকে
প্রব্রজিত করিলেন। প্রব্রজ্যা প্রদানকালে তাহাকে গলপ্রমাণ গতে স্থাপিত
করিয়া, তাহার দুই স্কন্ধোপরি কাষ্ঠফলক রাখিয়া নিজেরা তাহার উপর
চাপিয়া তালান্ধি দ্বারা তাহার কেশোৎপাটন করিলেন। তাহার মাতাপিতা
পরদিবসের জন্য তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিবসে আজীবকগণ তাহাকে বলিলেন—'চল, গ্রামে যাই।' সে—
'আপনারা যান, আমি এখানেই থাকিব।' বলিয়া যাইতে চাহিল না।
তাঁহারা পদুন্নপদুন্নং বলিলেও সে অনিচ্ছক হওয়াতে তাহাকে রাখিয়া চলিয়া
গেলেন। সে তাঁহাদের গতভাব জানিয়া শোচাগারের দরজা খুলিয়া নীচে
নামিয়া দুই হাতে মূর্দ্ধা মূর্দ্ধা মল ভক্ষণ করিল। আজীবকগণ তাহার
জন্য গ্রাম হইতে ভোজন পাঠাইলেন। সে সেইগুলি খাইতে ইচ্ছা করিল না।
বারবার বলা সত্ত্বেও সে বলিল—'আমার এইগুলির প্রয়োজন নাই। আমার
আহারকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।' 'কোথায় পাইলে?' 'এখানেই পাইয়াছি।'

‘ন মে ইমিনা অথো । লঙ্কো মে আহারো’তি আহ ।
 ‘কহং লঙ্কো’তি ? ‘ইধেব লঙ্কো’তি । এবং দূতীয়ে তীতিয়ে
 চতুর্থোপি দিবসে তেহি বহুদম্পি বুদ্ধমানো ‘অহং ইধেব
 ভবিষ্যামী’তি গামং গম্বুং ন ইচ্ছি । আজীবকা ‘অয়ং
 দিবসে দিবসে নেব গামং পবিসিতুং ইচ্ছতি, ন অম্হেহি
 পহিতাহারং আহরিতুং ইচ্ছতি, ‘ইধেব মে লঙ্কো’তি বদতি,
 কিং নু থো কেরোতি, পরিগ্গণ্হিস্সাম ন’ন্তি গামং
 পবিসন্তা একং দে জনে তস্স পরিগ্গণ্হনথং ওহায়
 গমিৎসু । তে পচ্ছতো গচ্ছন্তা বিয় হুত্ত্বা নিলীয়িৎসু ।
 সোপি তেসং গতভাবং ঐহা পদুরিমনয়েনেব বচ্চকুটিং ওরুয়্হ
 গুথং খাদি ।

ইতরে তস্স কিরিয়ং দিম্বা আজীবকানং আরোচয়িৎসু ।
 তং সন্মুখা আজীবকা ‘অহো ভারিয়ং কম্মং, সচে সমগ্গস্স
 গোতমস্স সাবকা জানেয়্যুং, ‘আজীবকা গুথং খাদমানা
 বিচরন্তী’তি অম্হাকং অকিত্তিং পকাসেয়্যুং, নায়ং

*

*

*

এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিনও তাহাকে বারবার বলা সত্ত্বেও সে
 ‘আমি এখানেই থাকিব’ বলিয়া গ্রামে যাইতে চাহিল না । আজীবকগণ
 ‘এই ব্যক্তি প্রত্যেকদিন গ্রামেও যাইতে চাহে না, আমরা আহাৰ্য পাঠাইলেও
 তাহা ভোজন করে না, ‘আমি এখানেই (আহাৰ্য) পাইয়াছি’ বলে । সে
 কি করে পরীক্ষা করিতে হইবে’—বলিয়া গ্রামে যাইবার সময় দুই-একজনকে
 তাহাকে পাহাড়া দিবার জন্য রাখিয়া গেলেন । তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া
 অদৃশ্য হইলেন । সে তাঁহাদের গতভাব জানিয়া পূর্বের ন্যায় শৌচাগারের
 গতে নামিয়া মল ভক্ষণ করিল । পাহাড়াদার আজীবকগণ তাহার সব
 কাণ্ড দেখিয়া অন্যান্য আজীবকগণকে জানাইলেন । আজীবকগণ তাহা
 শুনিয়া—‘অহো, কি গহিত কাজ ! শ্রমণ গোতমের শিষ্যগণ জানিতে
 পারিলে প্রচার করিবে যে আজীবকগণ মল ভক্ষণ করে । এইভাবে আমাদের
 দুর্নাম ছড়াইবে । এই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে থাকার অনুপযুক্ত’ এই ভাবিয়া

অম্‌হাকং অনদুচ্ছবিকো'তি তং অন্তনো সন্তিকা নীহ-
 রিংসদু। সো তেহি নীহরিতো মহাজনস্স উচ্চারকরণট্ঠানে
 পথরিতো একো পিট্ঠিপাসাগো অথি। তস্মিং মহন্তং
 সো'ন্দি, পিট্ঠিপাসাণং নিস্সায় মহাজনস্স উচ্চারকরণট্ঠা-
 ঠানং। সো তথ গন্ত্বা রত্তিং গুথং খাদিত্বা মহাজনস্স
 সরীরবলঞ্জনথায় আগমনকালে একেন হথেন পাসাণস্স
 একং অস্তং ওলদুভ একং পাদং উক্খাপিত্বা জল্পকে
 ঠপেত্বা উদ্ধং বাতাভিমুখো মদুথং বিবরিত্বা তিট্ঠতি।
 মহাজনো তং দিস্সা উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা, 'ভন্তে, কস্মা
 অয়্যো মদুথং বিবরিত্বা ঠিতো'তি পদুচ্ছতি। 'অহং
 বাতভক্খো, অঞ্‌ঞো মে আহারো নথী'তি। অথ 'কস্মা
 একং পাদং জল্পকে কত্বা ঠিতোসি, ভন্তে'তি? 'অহং
 উগ্গতপো ঘোরতপো, ময়া দ্বীহি পাদেহি অক্কন্তা পথবী

*

*

*

তাহাকে নিজেদের নিকট হইতে বহিস্কার করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বহিস্কৃত
 হইয়া সে সাধারণের জন্য যে শৌচাগার আছে সেখানে গেল। একটি বৃহৎ
 পাষাণখণ্ডকে ভিত্তি করিয়া জনসাধারণের মলত্যাগের জন্য একটি বৃহৎ গুদ
 কুপ নির্মিত হইয়াছিল। জম্বুক রাগিবেলায় সেখানে মল ভক্ষণ করিত।
 লোকেরা মলত্যাগের জন্য আসিয়া বসিলে জম্বুক এক হাতে ঐ পাষাণখণ্ডের
 একপাশ ধরিয়া একটি পা উপরের দিকে তুলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মদুথ
 'হাঁ' করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া থাকিত। লোকেরা ঐ অবস্থায় তাহাকে
 দেখিয়া বন্দনা করিয়া স্তুতিজ্ঞাসা করিত—'মহাশয়, আপনি মদুথ হাঁ করিয়া
 বসিয়া আছেন কেন?'

'আমি বায়ু ভক্ষণ করি। আমার অন্য কোন আহার নাই।'

'কিন্তু মহাশয়, আপনি কেন এক পা তুলিয়া অন্য পায়ের হাঁটু মর্দিয়া
 আছেন?'

'আমি উগ্রতপা, ঘোরতপা। আমি দুই পা একসঙ্গে মাটিতে রাখিলে

কম্পতি, তস্মা একং পাদং উক্খাপিত্বা জম্বুকে ঠপেত্বা
 ঠিতোম্‌হি । অহঞ্‌হি রত্তিন্দিবং ঠিতকোব বীতিনামোমি,
 ন নিসীদামি, ন নিপজ্জামী'তি । মনদুস্সা নাম যেভুয়োন
 বচনমত্তমেব সন্দহন্তি, তস্মা 'অহো অচ্ছরিয়ং, এবরুপাপি
 নাম তপস্সিনো হোন্তি, ন নো এবরুপা দিট্‌ঠপদুস্সা'তি
 যেভুয়োন অঙ্গমগধবাসিনো সঙ্খদুভিত্তা উপসঙ্কমিত্তা মাসে
 মাসে মহন্তং সঙ্কারং অভিহরন্তি । সো 'অহং বাতমেব
 ভক্খামি, ন অঞ্‌ঞং আহারং । অঞ্‌ঞাণ্ড মে খাদন্তুস্স
 তপো নস্সতী'তি তেহি অভিহটং ন কিঞ্চি ইচ্ছতি । মনদুস্সা
 মা নো, ভস্‌সে, নাসেথ, তুম্‌হাদিসেন ঘোরতপেন পরিভোগে
 কতে অম্‌হাকং দীঘরত্তং হিতায় সুখায় সংবত্ততী'তি
 পদনুপদনং যাচন্তি । তস্স অঞ্‌ঞো আহারো ন রুচ্ছতি ।
 মহাজনস্স পন যাচনায় পীলিতো তেহি আভতানি

*

*

*

পৃথিবী কম্পিত হইবে । সেইজন্য এক পা উপরে তুলিয়া অন্য পায়ে হাঁটু
 মর্দিয়া অবস্থান করিতেছি । আমি দিবারাত্র এইভাবেই থাকি । আমি
 উপবেশনও করি না, শয়নও করি না ।'

জনসাধারণ তাহার কথায় বিশ্বাস উৎপাদন করিল । 'অহো কি আশ্চর্য,
 এইরূপ তপস্বীও হয় ! আমরা ইতিপূর্বে এইরূপ ত দেখি নাই ।'—সকল
 অঙ্গ-মগধবাসীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল । সকলে আসিয়া মাসের পর মাস
 তাহার মহা সংকার করিতে লাগিল । কিন্তু সে কিছুই গ্রহণ করিত না ।
 বলিত—'আমি শুধুমাত্র বায়ু ভক্ষণ করি । আমার অন্য কোন আহার নাই ।
 অন্য কিছু আহার করিলে আমার তপস্যা ভঙ্গ হইবে ।' লোকেরা বারবার
 অনুনয় বিনয় করিয়া বলিত—'মহাশয়, আমাদের মহা অনর্থ হইবে ।
 আপনার মত ঘোরতপা (তপস্বী) আমাদের দান গ্রহণ করিলে আমাদের চির
 হিত ও সুখের কারণ হইবে ।' কিন্তু তাহার ত অন্য কোন আহারে রুচি নাই ।
 লোকজনেরা বারবার উৎপীড়ন করাতে তাহাদের দ্বারা আনিত ঘৃত-গুড়াদি

সম্পিফাণিতাদীনি কুসণ্ণেন জিহ্বংগে ঠপেত্বা ‘গচ্ছথ, অলং
বো এত্তকং হিতায় সুখায় চা’তি উয়্যোজ্জেসি । এবং সো
পণ্ডপঞ্ণাস বস্সানি নণ্ণো গুথং খাদন্তো কেসে
লুণ্ণন্তো ভূমিয়ং সমমানো বীতিনামেসি ।

বুদ্ধানস্পি থো পচ্চুসকালে লোকবোলোকনং অবিজ্জিত-
মেব হোতি । তস্মা একদিবসং ভগবতো পচ্চুসসময়ে লোকং
বোলোকেন্তস্স অয়ং জম্বুকাজীবকো ঞ্ণাণজালস্স অন্তো
পঞ্ণায়ি । সথা ‘কিং নু থো ভবিস্সতী’তি আবজ্জেষ্ণা
তস্স সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তস্সুপনিস্সয়ং দিম্বা ‘অহং
এতং আদিং কত্বা একং গাথং ভাসিস্সামি, গাথাবসানে
চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো ভবিস্সতি ।
ইমং কুলপদন্তং নিস্সায় মহাজনো সোখিভাবং পাপদ-
নিস্সতী’তি ঞ্ণেত্বা পুনদিবসে রাজগহে পিণ্ডায় চরিষ্ণা

*

*

*

হইতে কুশাগ্রে সামান্যতম গ্রহণ করিয়া জিহ্বাগ্রে ফেলিয়া বলিত—‘যাও,
ইহাতেই তোমাদের বহু হিতসুখ হইবে ।’ এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিত ।
এইভাবে সে পঞ্চান্ন বৎসর যাবত নগ্ন থাকিয়া গুহ ভ্রমণ করিয়া কেশোৎপাটন
করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিল ।

তথাগত বুদ্ধগণের প্রত্যুষকালে লোকাবলোকন (অর্থাৎ জগতের কোথায়
কি বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইতেছে বা হইবে তাহা বুদ্ধদৃষ্টিতে দেখা)
অপরিহার্য । একদিন প্রত্যুষে ভগবান যখন এইরূপ লোকাবলোকন করিতে-
ছিলেন তখন তাঁহার জ্ঞানজালে এই জম্বুক আজীবক ধরা পড়িল । শাস্ত্রা
‘কি হইতে পারে’ চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিসম্ভিদা সহ অহর্ভুফল প্রাপ্তির
সম্ভাবনা দেখিয়া ‘আমি ইহাকে প্রমুখ করিয়া একটি গাথা ভাষণ করিব,
গাথাবসানে চতুরাঙ্গীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইবে । এই কুলপদন্তের
কারণে বহু লোক স্বাস্থ্যভাব প্রাপ্ত হইবে ।’ জানিয়া পরদিবসে রাজগহে

পিণ্ডপাতপটিক্রান্তে আনন্দথেরং আমন্তেসি—‘আনন্দ, জম্বুকাজীবকস্স সন্তিকং গমিস্সামী’তি । ‘ভন্তে, কিং তুম্হেয়েব গমিস্সথা’তি ? ‘আম, অহমেবা’তি এবং বহ্বা সথা বড্‌টমানকচ্ছায়্য তস্স সন্তিকং পায়্যাসি ।

দেবতা চিন্তয়িসু—‘সথা সায়ং জম্বুকাজীবকস্স সন্তিকং গচ্ছতি, সো চ জেগদুচ্ছে উচ্চারপস্সাবদন্তকট্ঠকিলিট্ঠে পিট্ঠিপাসাণে বসতি, দেবং বস্সাপেতুং বট্ঠী’তি অন্তনো আনুভাবেন তং মদুহুত্তংয়েব দেবং বস্সাপেসুং । পিট্ঠিপাসাণো সুচি নিম্মলো অহোসি । অথস্স উপরি পণ্ণবল্লং পদুপ্ফবস্সং বস্সাপেসুং । সথা সায়ং জম্বুকাজীবকস্স সন্তিকং গম্হা ‘জম্বুকা’তি সন্দমকাসি । জম্বুকো ‘কো নু খো এস দুজ্জনো, মং জম্বুকবাদেন বদতী’তি চিন্তেহা ‘কো এসো’তি আহ ।

*

*

*

পিণ্ডাচরণ করিয়া পিণ্ডপাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনন্দশ্ববিরকে আহ্বান করিলেন—‘আনন্দ, আমি জম্বুক আজীবকের নিকট যাইব ।’

‘ভন্তে, আপনি একাকী যাইবেন কি ?’

‘হ্যাঁ, আমিই যাইব ।’ বলিয়া শান্তা সায়াহকালে তাহার নিকট গেলেন ।

দেবতারী চিন্তা করিলেন—‘শান্তা সায়াহকালে জম্বুক আজীবকের নিকট যাইতেছেন । সে ঘৃণ্য মলমূত্র ও দম্ভকাষ্ঠ ক্রিষ্ট পাষণের উপর থাকে । বৃষ্টিপাত ঘটাইতে হইবে’—ইহা চিন্তা করিয়া নিজেদের প্রভাবে সেই মদুহুতেই বৃষ্টিপাত ঘটাইলেন । সেই পাষণখণ্ড শূচি নির্মল হইল । ইহার উপরে পণ্ণবর্ণের পদুপ বর্ষণ করিলেন । শান্তা সায়াহকালে জম্বুক আজীবকের নিকট যাইয়া ‘জম্বুক’ বলিয়া ডাকিলেন । জম্বুক চিন্তা করিল—‘এই দুর্জন ব্যক্তি কে আমাকে জম্বুক বলিয়া সম্বোধন করিতেছে ?’ সে বলিল—‘তুমি কে ?’

‘আমি শ্রমণ’ ।

‘অহং সমণো’তি । ‘কিং মহাসমণা’তি ? ‘অজ্জ মে একরত্তিং ইধ বসনট্ঠানং দেহী’তি । ‘নথি, মহাসমণ, ইমস্মিং ঠানে বসনট্ঠান’ন্তি । ‘জম্বদুক, মাএবং করি, একরত্তিং মে বসনট্ঠানং দেহি, পব্বজিতানাং পব্বজিতং পথেন্তি, মনুস্সা মনুস্সং, পসবো পসব’ন্তি । ‘কিং পন ত্বং পব্বজিতো’তি ? ‘আম, পব্বজিতোম্হী’তি । সচে ত্বং পব্বজিতো, কহং তে লাবদুকং, কহং ধুমকটচ্ছদুকো, কহং ষণ্ড্‌এসদত্তক’ন্তি ? ‘অথেতং ময়্‌হং, বিসদং বিসদং পন গহেত্বা বিচরণং দুক’ন্তি অভন্তরেনেব গহেত্বা চরামী’তি । সো ‘চরিস্সসি ত্বং এতং অঙ্গগ্‌হিত্বা’তি কুস্মি । অথ নং সখা আহ—‘হোতু, জম্বদুক, মা কুস্ম, বসনট্ঠানং মে আচিক’খা’তি । ‘নথি, মহাসমণ, এথ বসনট্ঠান’ন্তি ।

*

*

*

‘হে মহাশ্রমণ, তোমার এখানে কি প্রয়োজন ?’

‘অদ্য একরাত্রি তোমার এখানে থাকিতে দাও ।’

‘হে মহাশ্রমণ, এখানে থাকার জায়গা নাই ।’

‘জম্বদুক, এইরকম করিয়োনা, একরাত্রি আমাকে থাকিতে দাও । প্রব্রজিতরাই ত প্রব্রজিতকে চায় । যেমন মানুষ মানুষকে চায়, পশু পশুকে চায় ।’

‘তুমি কি প্রব্রজিত ?’ ‘হ্যাঁ আমি প্রব্রজিত ।’

‘যদি তুমি প্রব্রজিত হও, তাহা হইলে কোথায় তোমার অলাবদুনির্মিত ভিক্ষাপাত্র, কোথায় তোমার কাঠের চামচ, কোথায় তোমার ষজ্জোপবীত ?’ ‘আমার সমস্তই আছে । তবে বারবার বাহিরে লইয়া বিচরণ করা কষ্টকর । তাই আমি ভিতরে লইয়াই বিচরণ করি ।’

সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

‘তুমি এইগুদলি সঙ্গে না লইয়া বিচরণ করিতেছ ।’

তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

‘জম্বদুক, রাগ করিও না । কোথায় থাকিব তাহাই বল ।’

‘হে মহাশ্রমণ, এখানে থাকিবার জায়গা নাই ।’

সখা তস্স বসনট্ঠানতো অবিদুৱে একং পব্ভারং অথি, তং
 নিন্দিসন্তো ‘এতস্মিং পব্ভারে কো বসতী’তি আহ । ‘নথি
 কোচি, মহাসমণা’তি । তেন হি এতং ময়হং দেহী’তি ।
 ‘ত্বণ্ণেব জ্ঞান, মহাসমণা’তি । সখা পব্ভারে নিসীদনং
 পণ্ণপেহা নিসীদি । পঠমযামে চত্তারো মহারাজানো
 চতুদ্দিসং একোভাসং করোন্তা সখু উপট্ঠানং আগমিংসু ।
 জম্বুকো ওভাসং দিম্বা ‘কো ওভাসো নামেসো’তি
 চিন্তেসি । মজ্জিমযামে সেক্কো দেবরাজা আগমি । জম্বুকো
 তম্পি দিম্বা “কো নামেসো”তি চিন্তেসি । পচ্ছি-
 মযামে একায় অঙ্গুলিয়া একং, দ্বীহি দে, দসাহি দস চক্ক-
 বালানি ওভাসেতুং সমথো মহব্রহ্মা সকলং অরণ্ণং
 একোভাসং করোন্তো আগমি । জম্বুকো তম্পি দিম্বা

*

*

*

জম্বুকের বাসস্থানের অবিদুৱে একটি পর্বতগুহা আছে । শাস্তা ঐদিকে
 অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—‘ঐ গুহায় কে থাকে ?’

‘হে মহাশ্রমণ, ওখানে কেহ থাকে না ।’

‘তাহা হইলে ঐটা আমাকে দাও ।’

‘হে মহাশ্রমণ, সেটা তুমিই বোঝ ।’

শাস্তা গুহায় আসন পাতিয়া বসিলেন । রাত্রির প্রথম যামেই চারিজন
 দিক্‌পাল মহারাজ চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া শাস্তার সেবার নিমিত্ত
 উপস্থিত হইলেন । জম্বুক সেই আলো দেখিয়া চিন্তা করিল—‘এটা কিসের
 আলো ?’ রাত্রির মধ্যম যামে দেবরাজ শত্রু আসিলেন । জম্বুক তাহাকে
 দেখিয়া চিন্তা করিল—

‘এই ব্যক্তি আবার কে ?’

রাত্রির শেষ যামে এক অঙ্গুলির দ্বারা এক, দুই অঙ্গুলির দ্বারা দুই,
 দশ অঙ্গুলির দ্বারা দশ চক্রবাল আলোকোদ্ভাসিত করিতে সমর্থ মহাব্রহ্মা
 সকল অরণ্যপ্রদেশ আলোকোদ্ভাসিত করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত

‘কো ন্দু খো এসো’তি চিন্তেহা পাতোব সখ্‌দ সন্তিকং
 গন্‌হা পটিসংহারং কহা একমন্তং ঠিতো সখারং পদুছি—
 ‘মহাসমণ, তুম্‌হাকং সন্তিকং চতস্সো দিসা ওভাসেন্তো
 কে আগতা’তি ? ‘চত্তারো মহারাজানো’তি । ‘কিং
 কারণা’তি ? ‘মং উপট্‌ঠাতু’ন্তি । ‘কিং পন ত্বং চতুহি
 মহারাজেহি উত্তরিতরো’তি ? ‘আম, জম্বদক, মহারাজ্‌-
 নম্পি অতিরাজা’তি । ‘মম্বিমযামে পন কো আগতো’তি ?
 ‘সক্কো দেবরাজা, জম্বদকা’তি । ‘কিং কারণাতি ? ‘মং
 উপট্‌ঠাতুমেবা’তি । ‘কিং পন ত্বং সক্কদেবরাজতোপি
 উত্তরিতরো’তি ? ‘আম, জম্বদক, সক্কতোপি উত্তরি-
 তরোম্‌হি, এসো পন ময়্‌হং গিলান্দুপট্‌ঠাকো কম্পিয়-

*

*

*

হইলেন । জম্বদক তাঁহাকে দেখিয়াও ‘ইনি কে ?’ ইহা চিন্তা করিয়া
 প্রাতঃকালেই শান্তার নিকট ঘাইয়া শান্তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া একপার্শ্বে
 দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘হে মহাশ্রমণ, তোমার নিকট চতুর্দিক আলোকিত
 করিয়া কাহারো আসিয়াছে ?’

‘চারি মহারাজ’ ।

‘কেন আসিয়াছে ?’

‘আমার পরিচর্যা করিতে ।’

‘তুমি কি চারি মহারাজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ?’

‘হ্যাঁ জম্বদক, মহারাজাদেরও রাজা ।’

‘মধ্যম যামে কে আসিয়াছে ?’

‘হে জম্বদক, দেবরাজ শত্রু ।’

‘কেন আসিয়াছে ?’

‘আমারই পরিচর্যা করিতে ।’

‘তুমি কি দেবরাজ শত্রু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ?’

‘হ্যাঁ, জম্বদক, আমি শত্রু অপেক্ষাও বড় । ইনি আমার একজন শ্রামণের-
 সদৃশ, যে শ্রামণের আমি অসদৃশ হইলে আমার সেবা করে, আমার বখন ঘা
 প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন করে ।’

কারকসামণেরসাদিসো'তি। 'পশ্চিমযামে সকলং অরঞ্ঞং ওভাসেহা কো আগতা'তি? 'যং লোকে ব্রাহ্মণাদয়ো খিপিহা পক্খলিহা 'নমো মহাব্রহ্মণো'তি বদন্তি, সো এব মহাব্রহ্মা'তি। 'কিং পন ত্বং মহাব্রহ্মতোপি উত্তরিতরো'তি? 'আম, জম্বুক, অহঞ্ছি ব্রহ্মদূনাপি অতিব্রহ্মা'তি। 'অচ্ছরিয়োসি ত্বং, মহাসমণ, ময়্‌হং পন পণ্ডপঞ্ঞাসবস্সানি ইধ বসন্তস্স এতেসদু একোপি মং উপট্ঠাতুং নাগতপদুস্বো। অহঞ্ছি এত্তকং অন্ধানং বাতভক্খো হুহা ঠিতকোব বীতিনামোসিং, ন তাব তে ময়্‌হং উপট্ঠানং আগতপদুস্বা'তি।

অথ নং সখা আহ—'জম্বুক, ত্বং লোকস্মিং অন্ধবালং মহাজনং বণ্ণয়মানো মম্পি বণ্ণেতুকামো জাতো, ননু ত্বং পণ্ড-

*

*

*

'পশ্চিমযামে সকল অরণ্য উদ্ভাসিত করিয়া কে আসিয়াছে?'

'জগতে ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণ যাঁহাকে 'মহাব্রহ্মাকে নমস্কার' বলে সেই মহাব্রহ্মা।'

'তুমি কি মহাব্রহ্মা অপেক্ষাও বড়?'

'হ্যাঁ জম্বুক, আমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও ব্রহ্মা।'

'হে মহাপ্রমণ, তুমি ত অশুভ লোক! আমি এখানে পঞ্চান্ন বৎসর যাবত বাস করিতেছি। ইহাদের একজনও ত আমাকে সেবা করিতে আসে নাই! আমি এতকাল ধরিয়া বায়ুভুক হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আছি। তাহারা ত কেহ আমার সেবার জন্য আসে নাই!'

তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

'জম্বুক, তুমি জগতে মূর্খ জনগণকে ঠকাইয়া এখন আমাকেও ঠকাইতেছ! তুমি কি পঞ্চান্ন বৎসর গৃধ্র ভক্ষণ করিয়া, ভূমিতে শইয়া, নগ্ন হইয়া তালাস্থিখণ্ডের দ্বারা কেশোৎপাটন করিয়া কাটাও নি? অথচ লোকদের বণ্ণনা করিয়া 'আমি বায়ুভুক্, একপায়ে দাঁড়াইয়া থাকি, উপবেশন করি না, শয়ন করি না, বলিয়া বল না, তুমি আমাকেও বণ্ণনা করিতেছ? পূর্বজন্মের

পঞ্‌ঞাস বস্সানি গুথমেব খাদি, ভূমিয়ংয়েব নিপজ্জি,
 নঙ্গো হুত্তরা বিচারি, তালট্ঠিখণ্ডেন কেসে লুণ্ণি । অথ
 চ পন লোকং বণ্ণেন্তো ‘অহং বাতভক্খো, একপাদেন
 তিট্ঠামি, ন নিসীদামি, ন নিপজ্জামী’তি বদেসি, ‘মমম্পি
 বণ্ণেতুকামোসি পুস্বেপি ত্বং পাপিকং লামিকং দিট্ঠিং
 নিস্সায় এত্তকং কালং গুথভক্খো ভূমিসয়ো নঙ্গো
 বিচরন্তো তালট্ঠিখণ্ডেন কেসলুণ্ণনং পত্তো, ইদানিপি
 পাপিকং লামিকং দিট্ঠিমেব গণ্ণহাসী’তি । ‘কিং পন
 ময়া কতং, মহাসম্মণা’তি ? অথস্স সথা পুস্বে কতকম্মং
 আচিক্খি । তস্স সথারি কথেষ্টেয়েব সংবেগো উম্পজ্জি,
 হিরোত্তম্পং উপট্ঠিতং, সো উক্কুটিকো নিসীদি । অথস্স
 সথা উদকসাটিকং খিপিহা অদাসি । সো তং নিবাসেহা
 সথারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদি । সথাপিস্স অনুপুস্বে
 কথং কথেষ্টা ধম্মং দেসেসি । সো দেসনাবসানে সহ পিট্ঠি-
 সম্ভিদাহি অরহন্তং পহা সথারং বন্দিহা উট্ঠায়াসনা

*

*

*

পাপজনক হীন মিথ্যাদৃষ্টির কারণে এতকাল তুমি গুণভক্ষণকারী, ভূমিতে
 শয়নকারী, এবং নগ্ন হইয়া বিচরণকারী হইয়া তালান্ধ্রখণ্ডের দ্বারা কেশোৎ-
 পাটন করিতেছ । এখনও কি তুমি সেই পাপজনক হীন মিথ্যাদৃষ্টির
 বশীভূত থাকিবে ?’

‘হে মহাশ্রমণ, আমি (পূর্বজন্মে) কি করিয়াছি !’ শাস্তা তাহাকে
 তাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করাইলেন । শাস্তা ভাষণপ্রদানকালেই তাহার
 সংবেগ উৎপন্ন হইল, হ্রী-অপগ্রাপ্য উপস্থিত হইল, সে উৎকৃষ্টিক (হাটু
 গাড়িয়া বসা) হইয়া উপবেশন করিল । শাস্তা তাহাকে তাহার উদকবস্ত্র
 প্রদান করিলেন । সে তাহা পরিধান করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এক-
 পার্শ্বে উপবেশন করিল । শাস্তাও আনুপূর্বিকভাবে দান কথা, শীলকথা
 ইত্যাদি বলিয়া তাহার নিকট ধর্মদেশনা করিলেন । সে দেশনাবসানে
 প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হন্ত লাভ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে

পব্বজ্জণ উপসম্পদণ যাচি । এত্তাবতা তস্স পদ্বিরমকম্মং
পরিব্খীণং । অয়ঞ্ছি খীণাসবমহাথেরং চত্বহি
অক্কোসেহি অক্কোসিহা যাবায়ং মহাপথবী নিগাবদুত্থিকং
যোজনং উস্সন্না, তাব অবীচিম্হি পচ্চিহা তথ পক্কাবসেসেন
পণ্ডপঞ্ঞাস বস্সানি ইমং বিম্পকারং পত্তো । তেনস্স
হং কম্মং খীণং । বীসতি পন বস্সসহস্সানি ইমিনা কতস্স
সম্মণধম্মস্স ফলং নাসেতুং ন সক্কা । তস্সা সথা দক্খিণ-
হথং পসারেহা ‘এহি, ভিক্খু, চর ব্রহ্মচারিয়ং সম্মা
দুদক্খস্স অন্তকিরিয়ায়া’তি আহ । তাবদেবস্স গিহিলিঙ্গং
অন্তরধায়ি অট্টপরিব্খারধরো সট্ঠিবস্সিকমহাথেরো
বিয় অহোসি ।

অঙ্গমগধবাসীনং তস্স সন্ধারং গহেহা আগতিদবসো কিরেস,
তস্সা উভয়রট্ঠবাসিনো সন্ধারং গহেহা আগতা তথাগতং

*

*

*

উঠিয়া প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা যাচঞা করিল । এইভাবে তাহার পূর্বকর্ম
বিনষ্ট হইল । (পূর্বজন্মে) এই ব্যক্তি অহং মহাশ্ববিরকে চারিপ্রকারে
অপমানিত করিয়া যতকাল এই মহাপৃথিবী ত্রিগাবদুত অধিক যোজন উদগত
হইয়াছে ততকাল অবীচি নরকে পড়ি হইয়া অবশেষে পঞ্চান্ন বৎসর এইরূপ
বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব তাহার পাপকর্মের ফল বিনষ্ট হইয়াছে ।
বিংশতি সহস্র বৎসর যাবত সে যে শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছে তাহার ফল নষ্ট
হয় নাই । তাই শাস্তা দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষু,
আইস । সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন কর ।’ সঙ্গে
সঙ্গে তাহার গৃহীচিহ্ন অন্তর্হিত হইল, অষ্টপরিষ্কারধারী ষষ্টিবর্ষীয়
মহাশ্ববিরের ন্যায় তাঁহাকে দেখাইতেছিল ।

পরের দিন অঙ্গমগধবাসীগণ জম্বুককে সৎকার করিতে (নানাবিধ খাদ্য
ভোজ্য লইয়া) উপস্থিত হইল । উভয় রাষ্ট্রবাসীগণ সৎকার লইয়া উপস্থিত
হইয়া তথাগতকে দেখিয়া চিন্তা করিল—

দিম্বা ‘কিং ন্দু থো অম্‌হাকং অয়্যো জম্বদুকো
মহা, উদাহু সমণো গোতমো’তি চিন্তেহ্বা ‘সচে সমণো
গোতমো মহা ভবেয়া, অয়ং সমণস্স গোতমস্স সন্তিকং
গচ্ছেয়া, জম্বদুকাজীবকস্স পন মহন্ততায় সমণো গোতমো
ইমস্স সন্তিকং আগতো’তি চিন্তয়িসু। সথা মহাজনস্স
পরিবিতক্কং ঞ্জা, ‘জম্বদুক, তব উপট্ঠাকানং কণ্ঠং
ছিন্দাহী’তি আহ, সো ‘অহম্পি, ভন্তে, এত্তকমেব পচ্চাসী-
সামী’তি বহ্বা চতুথম্মানং সমাপজ্জিহ্বাউট্ঠায় তাল্পমাণং
বেহাসং অবভুগ্গন্হা ‘সথা মে, ভন্তে ভগবা, সাবকোহমস্মী’তি
বহ্বা ওরুয়্‌হ বন্দিহ্বা পদ্বন দ্বিতালমত্তং তিতালমত্তান্তি এবং
সত্ততালমত্তং বেহাসং অবভুগ্গন্হা ওরুয়্‌হ অন্তনো সাবক-
ভাবং জানাপেসি। তং দিম্বা মহাজনো ‘অহো বুদ্ধা নাম
অচ্ছরিয়া অনোপমগুণা’তি চিন্তেসি। সথা মহাজনেন
সন্ধিং কথেন্তো এবমাহ—‘অয়ং এত্তকং কালং তুম্‌হেহি

*

*

*

‘আমাদের আর্থ জম্বদুকই বড়, না শ্রমণ গোতম ?’ তারপর ভাবিল—
‘যদি শ্রমণ গোতম বড় হইতেন তাহা হইলে জম্বদুক শ্রমণ গোতমের নিকট
যাইত। জম্বদুক আজীবক বড় বলিয়াই শ্রমণ গোতম তাঁহার নিকট
আসিয়াছেন।’ শাস্ত্রা জনগণের বিতর্ক জানিতে পারিয়া বলিলেন—

‘জম্বদুক, তোমার ভক্তদের সংশয় বিনোদন কর।’ জম্বদুক ‘ভন্তে, আমিও
তাহাই করিতে চাই’ বলিয়া চতুর্থ ধ্যানে সমাপন্ন হইয়া উদ্বেদ তালবৃক্ষ-
প্রমাণ শূন্যে উঠিয়া বলিল—

‘ভন্তে শাস্ত্রাই আমার ভগবান, আমি তাঁহার শ্রাবক’ বলিয়া অবতরণ
করিয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া পদ্বনরায় দ্বিতালবৃক্ষপ্রমাণ, ত্রিতালবৃক্ষপ্রমাণ
এইভাবে সপ্ততালবৃক্ষপ্রমাণ শূন্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিয়া তাহার
শ্রাবকভাব জ্ঞাপন করিল। তাহা দেখিয়া জনগণ চিন্তা করিল—‘অহো।
বুদ্ধগণ আশ্চর্য অতুলনীয় গুণসম্পন্ন।’ শাস্ত্রা জনগণের সহিত কথা
বলিতে বলিতে বলিলেন—

আভতং সন্ধারং কুসগ্গেন জিব্বহাগ্গে ঠপেত্বা ‘তপচরণং পুরেম্মী’তি ইধ নিবুট্টো, সচ্চাপি ইমিনা উপায়েন বস্সসতং তপচরণং পুরেয়া, যা চস্স ইদানি কালং বা ভত্তং বা কুৰুদ্ধ-
চায়িত্বা অভুজ্জন্তুস্স ভত্তচ্ছেদনকুসলচেতনা, তস্সা তং তপ-
চরণং সোলসিং কলম্পি ন অগ্গ্ঘতী’তি অনদুসন্ধিং ঘটেত্বা
ধম্মং দেসেস্ন্তো ইমং গাথমাহ—

‘মাসে মাসে কুসগ্গেন, বালো ভুজ্জেয়া ভোজনং ।

ন সো সৎখাতধম্মানং, কলং অগ্গ্ঘতি সোলসিস্’ন্তি । ৭০ ।

তস্সথো—সচ্চ ‘বালো’ অপরিপ্লব্ধাতধম্মা শীলাদিগুণা
পরিবাহিরো তিথায়তনে পব্বজিতো ‘তপচরণং পুরে-
স্সাম্মী’তি মাসে মাসে পত্তে কুসগ্গেন ভোজনং ভুজ্জন্তো
বস্সসতং ভুজ্জেয়া ভোজনং । ‘ন সো সৎখাতধম্মানং কলং
অগ্গ্ঘতি সোলসিস্’ন্তি’ সৎখাতধম্মা বুদ্ধান্তি প্লব্ধাতধম্মা
তুলিতধম্মা । তেসদু হেট্ঠিমকোটিয়া সোতাপন্নো সৎখাত-

*

*

*

‘এই ব্যক্তি এতকাল তোমাদের আনীত সংস্কার কুশাগ্গের দ্বারা জিব্বহাগ্গে
স্থাপন করিয়া ‘তপশ্চর্যা পূর্ণ’ করিতেছি’ বলিয়া এখানে অবস্থান করিয়াছে ।
যদি এই উপায়ে একশত বৎসর তপশ্চর্যা পূর্ণ করিত, তাহা হইলে ঐ
তপশ্চর্যা বর্তমানের ঘৃণাবশতঃ কুশলচেতনা জনিত অনাহার অপেক্ষা ষোল
ভাগের একভাগেরও সমতুল্য হইতনা ।’—এই বলিয়া সমবধান করিয়া
ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মুখ’ ব্যক্তি মাসে মাসে কুশাগ্গ দ্বারা অন্ন ভোজন করিলেও সে ধর্মপরিজ্ঞাত
অহংদের ষোড়শাংশের একাংশের উপযুক্তও নহে ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৭০ ।

ইহার অর্থ : ‘মুখ’ অপরিজ্ঞাতধর্মী, শীলাদিগুণবিবর্হিত তীর্থিক
সম্প্রদায়ে প্রব্রজিত হইয়া ‘তপশ্চর্যা পূর্ণ করিব’ বলিয়া মাসে মাসে কুশাগ্গে
ভোজন করিয়া বর্ষশত অতিবাহিত করিলেও, ‘সে ধর্মপরিজ্ঞাতদের
ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত নহে ।’ ‘সৎখাতধম্মা’ বলিতে জ্ঞাতধর্মী,
তুলিতধর্মী । ইহাদের মধ্যে সর্বনিম্নস্তরের জ্ঞাতধর্মী হইতেছেন স্নোতাপন্ন

ধম্মো, উপরিমকোটিয়া খীণাসবো । ইমেসং সঙ্খাতধম্মানং
সো বালো কলং ন অগ্ঘতি সোলসিস্তি পদ্গলাধিট্ঠানা
দেসনা । অয়ং পন্থে অথো—যা চস্স তথা তপচরণং
পদ্বেন্তস্স বস্সসতং চেতনা যা চ সঙ্খাতধম্মানং কালং বা
ভত্তং বা কুঙ্কচ্চারিয়হা অভুঞ্জন্তানং একা ভত্তচ্ছেদনকুসল-
চেতনা, তস্সা চেতনায় সা তাব দীঘরত্তং পবত্তচেতনা
সোলসিং কলং ন অগ্ঘতি । ইদং বদত্তং হোতি—যং তস্সা
সঙ্খাতধম্মানং চেতনায় ফলং, তং সোলস কোট্ঠাসে কহা
ততো একেকং পদ্বন সোলস সোলস কোট্ঠাসে কহা ততো
একস্স কোট্ঠাসস্স যং ফলং, তদেব তস্স বালস্স তপ-
চরণতো মহপ্ফলতরন্তি ।

দেসনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো
অহোসীতি ।

জম্বদ্বকথেরবথদ্ একাদসমং

*

*

*

এবং সর্বোপরি জ্ঞাতধর্ম্য হইতেছেন ক্ষীণান্নব অর্হৎ । এইসকল জ্ঞাতধর্ম্যদের
ষোড়শাংশের একাংশের উপযুক্ত সেই মর্খ নহে ।—ইহাই পদ্গলাধিষ্ঠান
দেশনা । ইহার এখানে এই অর্থ—তাহার তপশ্চর্যা পূরণকারীর শতবর্ষের
চেতনা, আর জ্ঞাতধর্ম্যদের কুল বা ভোজনকে ঘৃণা করিয়া ভোজন না করা
জ্ঞানিত কুশল চেতনা—(এই দুই চেতনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে)
তাহার ঐ চেতনা অপেক্ষা দীর্ঘকাল প্রবর্তিত চেতনা—ষোড়শাংশের
একাংশও নহে । তাই বলা হইয়াছে—জ্ঞাতধর্ম্য সৎপদ্বরুষণের চেতনার ফল,
তাহাকে ষোলভাগে ভাগ করিয়া তাহা হইতে পদ্বনরায় ষোল ষোল ভাগে
ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগের যে ফল তাহাও সেই মর্খের তপশ্চর্যা
অপেক্ষা মহত্তর ফলযুক্ত ।

দেশনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্ম্যভিসময় হইয়াছিল ।

॥ জম্বদ্বক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অহিপেতবন্ধু । ১২

‘ন হি পাপং কতং কস্মিন্’ ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলুবনে
বিহরন্তো অঞ্ঞতরং অহিপেতং আরভ্ত কথেসি ।

একস্মিঞ্ঞ হি দিবসে জটিলসহস্সস্স অন্ডন্তরো আয়স্মা
লক্খণথেরো চ মহামোঙ্গল্লানথেরো চ ‘রাজগেহে পিণ্ডায়
চরিস্সামা’তি গিৎতাকূটতো ওতরন্তি । তেসদ্ আয়স্মা
মহামোঙ্গল্লানথেরো একং অহিপেতং দিস্সা সিতং পাত্তা-
কাসি । অথ নং লক্খণথেরো ‘কস্মা, আব্দসো, সিতং
পাত্তুরোসী’তি সিতকারণং পদ্বিচ্ছি । ‘অকালো, আব্দসো
লক্খণ, ইমস্স পঞ্ছস্স, ভগবতো সন্তিকে মং পদ্বিচ্ছিয়া-
সী’তি থেরো আহ । তেসদ্ রাজগেহে পিণ্ডায় চরিত্তা ভগবতো
সন্তিকং গম্ব্বা নিসিন্বেসদ্ লক্খণথেরো পদ্বিচ্ছি, ‘আব্দসো

*

*

*

অহিপেতের উপাখ্যান । ১২ ।

‘পাপকর্ম কৃত হইলে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগুবনে অবস্থানকালে
জ্ঞানেক অহিপ্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন জটিলসহস্রের অভ্যন্তরে আয়ুত্সান্ লক্ষণস্থবির ও আয়ুত্সান্
মহামোদ্গল্যায়ন স্থবির ‘রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিব’ বলিয়া গৃধ্রকূট
(পর্বত) হইতে অবতরণ করিলেন । তাহাদের মধ্যে আয়ুত্সান্ মহামোদ্-
গল্যায়ন স্থবির একটি অহিপ্রেতকে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন । তখন লক্ষণ-
স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বন্ধু, কেন আপনি স্মিত হাসিলেন ?’

স্থবির বাঁললেন—‘বন্ধু লক্ষণ, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ইহা সময় নহে ।
ভগবানের নিকট যাইয়া তুমি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ।’

তারপর তাহারা রাজগৃহে পিণ্ডাচরণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত
হইয়া (একপার্শ্বে) উপবেশন করিয়া লক্ষণস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

মোংগল্লান, ত্বং গিষ্ণুকুটা ওতরন্তো সিতং পাতু করিহা
 ময়া সিতকারণং পদুট্টো ‘ভগবতো সন্তিকে মং পদুচ্ছেয়া-
 সী’তি অবচ, কথোহি ইদানি কারণ’ন্তি । থেরো আহ—
 ‘অহং, আবদুসো, একং পেতং দিম্বা সিতং পাত্বাকাসিং ।
 তস্স এবরুপো অন্তভাবো—মনুস্সসীসং বিয় অস্স সীসং,
 অহিস্স বিয় সেসো অন্তভাবো, অহিপেতো নামেস
 পমাণতো পণ্ডবীসতিযোজনিকো, তস্স সীসতো উট্ঠিতা
 অগ্নিজালা যাব নঙ্গুট্টা গচ্ছন্তি, নঙ্গুট্টতো উট্ঠিতা
 অগ্নিজালা যাব সীসা, মম্বোাসীসতো উট্ঠিতা হ্বে পস্সানি
 গচ্ছন্তি, দ্বীহি পস্সেহি উট্ঠিতা মম্বো ওতরন্তী’তি ।
 দ্বিন্নংয়েব কির পেতানং অন্তভাবো পণ্ডবীসতিযোজনিকো,
 অবসেসানং নিগাবদুত্পমাণো । ইমস্স চেব অহিপেতস্স
 কাকপেতস্স চ পণ্ডবীসতিযোজনিকো । তেসদু অয়ং তাব

*

*

*

‘বন্ধু, মোদগল্যায়ন, আপনি গৃধ্রকূট হইতে অবতরণকালে স্মিত
 হাসিলেন । আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আপনি বলিলেন—‘ভগবানের
 নিকট ষাইয়া জিজ্ঞাসা করিও ।’ এখন আপনি ঐ হাসির কারণ বলুন ।
 শ্রুতির বলিলেন—

‘বন্ধু, আমি একটি প্রেতকে দেখিয়া স্মিত হাসিয়াছিলাম । তাহার
 বিচিত্র শরীর—ইহার মাথা মানুষের মাথার মত, আর বাকী শরীর সাপের
 মত । ইহার নাম অহিপ্রেত । দৈর্ঘ্য পণ্ডবিংশতি যোজন । ইহার মস্তক
 হইতে উৎখিত অগ্নিজ্বালা ইহার লেজ অবধি বিস্তৃত হয়, লেজ হইতে উৎখিত
 অগ্নিজ্বালা মস্তক অবধি, মস্তক হইতে শরীরের মাঝামাঝি অংশ হইতে উৎখিত
 হইয়া শরীরের দুই পাশে, দুই পাশ হইতে উৎখিত হইয়া মধ্যস্থলে বিস্তৃত
 হয়’ ।

দুইজন প্রেতের শরীর পণ্ডবিংশতি যোজন, অন্যান্যদের ত্রিগাবদুত্পমাণ ।
 অহিপ্রেত এবং কাকপ্রেতের শরীর পণ্ডবিংশতি যোজন । ইহাদের মধ্যে অহি-

অহিপ্রেতো । কাকপেতম্পি মহামোংগল্লানো গিঙ্ককূটমথকে
পচ্চমানং দিম্বা তস্স পদ্বকম্মং পদুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ—

‘পণ্ডযোজনিকা জিহ্বা, সীসং তে নবযোজনং ।

কায়ো অচ্চুগতো তুয়ুহং, পণ্ডবীসতিযোজনং ।

কিং নু কম্মং করিত্তান, পত্তোসি দদুখমীদস’ন্তি ॥

অথস্স পেতো আচিক্খন্তো—

‘অহং ভন্তে মোংগল্লান, কস্সপস্স মহেসিনো ।

সণ্ঘস্স আভতং ভত্তং, আহারেসিং যদিচ্ছক’ন্তি ॥

গাথং বহ্বা আহ—‘ভন্তে, কস্সপবুদ্ধকালে সম্বহুলা ভিকখু
গামং পিণ্ডায় পবিংসিঙ্গু । মনুস্সা থেরে দিম্বা সিম্পয়ায়-
মানা আসনশালায়ং নিসীদাপেহ্বা পাদে ধোবিহ্বা তেলং
মক্খেহ্বা যাগুং পায়েহ্বা খজ্জকং দহ্বা পিণ্ডপাতকালং

*

*

*

প্রেতের কথাই বলা হইতেছে । কাকপ্রেতকেও গৃধ্রকূট পর্বতের মাথায়
পচ্যমান দেখিয়া মহামৌদ্গল্যায়ন তাহার পূর্বজন্মকথা জানিবার জন্য এই
গাথাটি বলিলেন—

‘তোমার জিহ্বা পণ্ডযোজন, মাথা নয়যোজন, তোমার কায় পণ্ডবিংশতি
যোজন বিস্তৃত । তোমার কোন পাপের ফলে তুমি এইরূপ দুঃখ ভোগ
করিতেছ ?’

জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেত বলিল—

‘ভন্তে মৌদ্গল্যায়ন, আমি কশ্যপ বুদ্ধের সময় সঙ্ঘের জন্য আনীত অন্ন
ষথেষ্ট ভোজন করিয়াছিলাম ।’

এই গাথা ভাষণ করিয়া আবার বলিল—

‘ভন্তে, কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে অনেক ভিক্ষু গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ
করিয়াছিলেন । লোকেরা তাহাদের দেখিয়া আনন্দিত হইয়া আসনশালায়
তাঁহাদের বসাইয়া পাদ ধোত করিয়া তৈল মর্দন করিয়া, যাগু পান করাইয়া
খাজা (কিছু শুষ্ক খাদ্য) প্রদান করিয়া পিণ্ডপাতকালে আসিয়া ধর্মকথা

আগময়মানা ধম্মং সদ্গন্তা নিসীদিংসু । ধম্মকথাবসানে
 থেরানং পত্তে আদায় অন্তনো অন্তনো গেহা নানংগরস-
 ভোজনস্স পুরেত্তা আহরিংসু । তদা অহং কাকো হুত্তা
 আসনশালায় ছদনপিট্ঠে নিলীনো তং দিম্বা একেন
 গহিতপত্ততো তিক্খত্তুং মদুখং পুরেত্তো তয়ো কবলে
 অঙ্গহেসিং । তং পন ভত্তং নেব সঙ্ঘস্স সন্তকং, ন সঙ্ঘস্স
 নিয়মেত্তা দিনং, ন ভিক্খুহি গহিতাবসেসকং । অন্তনো
 অন্তনো গেহং নেত্তা মনুস্সেসিহি ভুঞ্জিতব্বকং, কেবলং সঙ্ঘং
 উদ্দিম্মস্স অহিভট্টমত্তমেব । ততো ময়া তয়ো কবলা গহিতা,
 এত্তকং মে পদ্ববকম্মং । স্বাহং কালং কত্তা তস্স কম্মস্স
 বিপাকেন অবীচিম্হি পচ্ছিত্তা তথ পক্কাবসেসেন ইদানি
 গিগ্গাকূটে কাকপেতো হুত্তা নিব্বত্তো ইমং দদুখং পচ্ছানদ-
 ভোমী'তি । ইদং কাকপেতস্স বথু ।

ইধ পন থেরো, 'অহিপেতং দিম্বা সিতং পাত্তাকাসি'ন্তি
 আহ । অথস্স সখা সন্ধী হুত্তাপি উট্ঠায় 'সচ্চং,

*

*

*

শুদ্বিনিবার জন্য উপবেশন করিয়াছিল । ধর্মকথাবসানে শ্রবিরদের পাত্র লইয়া
 নিজ নিজ গৃহ হইতে নানাবিধ অগ্ররসভোজনের দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া
 আনয়ন করিল । তখন আমি ছিলাম কাক । আমি আসনশালায় পেছনে
 লুকাইয়াছিলাম এবং একজনের পাত্র হইতে তিনবার মদুখ ভর্তি করিয়া
 তিনটি গ্রাস গ্রহণ করিয়াছিলাম । সেই অন্ন সঙ্ঘেরও নহে, সঙ্ঘের জন্য
 আনীতও নহে, ভিক্ষুরাও সংগ্রহ করেন নাই । লোকেরা নিজ নিজ ঘরে
 বাইয়া সমগ্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে ঐ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল । তাহা হইতে
 আমি মাত্র তিন গ্রাস খাদ্য খাইয়াছি । ইহারই পরিণামে আমি কালগত
 হইয়া অবীচি নরকে পক হইয়া পক্কাবশেষে এখন গৃধ্রকূট পর্বতে কাকপ্রেত
 হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুঃখ অনুভব করিতেছি ।—ইহাই কাকপ্রেতের
 উপাখ্যান ।

আর এখন শ্রবির 'অহিপ্রেতকে দেখিয়া স্মিত হাসি হাসিয়াছেন'
 বলিলেন । তখন শাস্তা সাক্ষী হইয়া উঠিয়া বলিলেন—

ভিক্খবে, মোঙ্গল্লানো আহ। ময়্যাপেস সম্বোধিপত্তাদিব-
সেয়েব দিট্ঠো, অপিচাহং ‘ষে মে বচনং ন সম্ভহেয়্যং
তেসং অহিতায় ভবেয়্যা’তি পরানন্দয়ায় ন কথেসি’ন্তি
আহ। লক্খণসংযদন্তেপি হি মহমোঙ্গল্লানেন দিট্ঠ-
কালেয়েব সথা তস্স সন্ধী হুত্বা বিনীতবত্থানি কথেসি,
ইদম্পি তেন তথৈব কথিতং। তং সদ্বা ভিক্খু তস্স
পদ্বকম্মং পদুচ্ছিংসু। সথাপি তেসং কথেসি—

অতীতে কির বারাগসিং নিস্সায় নদীতীরে পচেকবুদ্ধস্স
পল্লসালং করিংসু। সো তথ্ব বিহরন্তো নিবন্ধং নগরে
পিণ্ডায় চরতি। নাগরাপি সায়ং পাতং গন্ধপদুপ্পাদিহত্থা
পচেকবুদ্ধস্সপট্টানং গচ্ছন্তি। একো বারাগসিবাসী
পদুরিসো তং মগ্গং নিস্সায় খেত্তং কসি। মহাজনো সায়ং-
পাতং পচেকবুদ্ধস্সপট্টানং গচ্ছন্তো তং খেত্তং মদন্তো

*

*

*

“হে ভিক্কুগণ, মোদগল্যায়ন সত্য কথাই বলিয়াছে। আমিও আমার
সম্বোধিপ্ৰাপ্তির দিবসে ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু আমি ‘বাহারা আমার কথা
বিশ্বাস করিবে না, তাহাদের অকল্যাণ হইবে’ ভাবিয়া পরানন্দকম্পাবশতঃ
ইহা বলি নাই।” [লক্ষণসংযদন্তেও মহামোদগল্যায়নের দ্বারা দৃষ্টকালেই
শাস্তা ইহার সাক্ষী হইয়া বিনীত উপাখ্যানসমূহ (পাঠান্তর বিংশতি
উপাখ্যান সমূহ) ভাষণ করিয়াছেন।] এখানেও তিনি তাহাই ভাষণ
করিলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্কুগণ ঐ প্রেতের পূর্বকর্মকথা জিজ্ঞাসা
করিলেন। শাস্তাও তাহাদের নিকট বলিলেন—

অতীতে বারাগসীর উপকণ্ঠে নদীতীরে প্রত্যেক বুদ্ধের জন্য পর্ণশালা
নির্মাণ করা হইয়াছিল। তিনি সেখানে অবস্থানকালে প্রত্যহ নগরে পিণ্ড-
পাতের জন্য বিচরণ করিতেন। নগরবাসিগণও সকাল সন্ধ্যায় গন্ধপদুপ্পাদি
হস্তে প্রত্যেক বুদ্ধের সেবার জন্য উপস্থিত হইত। বারাগসীবাসী জনৈক
কৃষক সেই রাস্তার ধারে একটি ক্ষেত্রে চাষ করিত। বহু মনুষ্য সকাল সন্ধ্যায়
প্রত্যেক বুদ্ধের সেবার জন্য যাতায়াতকালে ঐ ক্ষেত্র মর্দন করিয়া যাইত।

গচ্ছতি । কস্সকো চ ‘মা মে খেত্তং মন্দথা’তি বারেন্তোপি
 বারেতুং নাসক্খি । অথস্স এতদহোসি—‘সচে ইমস্মিং
 ঠানে পচ্চেকবুদ্ধস্স পল্লসাদা ন ভবেয়া, ন মে খেত্তং মন্দে-
 য়ান্টি । সো পচ্চেকবুদ্ধস্স পিণ্ডায় পবিট্ঠকালে পরি-
 ভোগভাজনানি ভিন্দিহা পল্লসালং কাপেসি । পচ্চেকবুদ্ধো
 তং কামং দিস্বা যথাসুখং পক্কামি । মহাজনো গন্ধমালং
 আদায় আগতো কামপল্লসালং দিস্বা ‘কহং নু খো নো
 অয়েয়া গতো’তি আহ । সোপি মহাজনেনেব সন্ধিং গতো
 মহাজনমস্বে ঠিতকোব এবমাহ—‘ময়া তস্স পল্লসাদা
 কাপিতা’তি । অথ নং ‘গগ্হথ, ইমং পাপিমং নিস্সায়
 ময়ং পচ্চেকবুদ্ধং দট্ঠং ন লভিম্হা’তি দণ্ডাদীহি
 পোথেহা জীবিতক্খয়ং পাপেসং । সো অবীচিম্হি
 নিব্বত্তিহা যাবায়ং মহাপথবী যোজনমত্তং উস্সমা, তাব

*

*

*

কৃষক ‘আপনারা আমার ক্ষেত্র মর্দন করিয়া যাইবেন না’ এইভাবে নিবারণিত
 করার ইচ্ছা হইলেও কিছু বলিতে পারিল না । তখন সে ভাবিল—‘যদি
 এখানে প্রত্যেক বুদ্ধের পর্ণশালা না থাকিত, তাহা হইলে লোকেরা আমার
 ক্ষেত্র মর্দন করিত না । একদিন প্রত্যেক বুদ্ধ পিণ্ডপাতের জন্য নগরে প্রবেশ
 করিলে কৃষক প্রত্যেক বুদ্ধের পর্ণশালায় যাইয়া তাঁহার ব্যবহার্য জিনিসপত্র
 নষ্ট করিয়া পর্ণশালা পোড়াইয়া দিল । প্রত্যেক বুদ্ধ দম্প পর্ণশালা দেখিয়া
 যথাসুখে চলিয়া গেলেন । লোকজন গন্ধমালাদি লইয়া আসিয়া দম্প পর্ণ-
 শালা দেখিয়া—‘আমাদের আর্ষ কোথায় গেলেন ?’ বলিয়া পরস্পর বলাবলি
 করিতে লাগিল । সেই কৃষকও লোকজনের সঙ্গে আসিয়া সকলের মধ্যে
 দাঁড়াইয়া বলিল—‘আমিই পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়াছি ।’ তখন লোকজনেরা
 ‘ইহাকে ধর, এই পাপীর জন্যই আমরা প্রত্যেক বুদ্ধের দর্শন পাইতেছি না’
 বলিয়া দণ্ডাদির দ্বারা প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল । সে অবীচি-
 নরকে উৎপন্ন হইয়া যতকাল এই পৃথিবী এক যোজন পর্যন্ত উর্ধগত হয়

পক্খিপতি, যাব দধিভাজনাদিকং অম্বলভাজনং ন
 পাপদুগ্ধাতি, তাব পক্খিতং অবিজ্জাহিত্বা পচ্ছা জহতি, এবমেব
 পাপকম্মম্পি করিয়মানমেব ন বিপচ্ছতি । যদি বিপচ্চেয়্যা,
 ন কোচি পাপকম্মং কাতুং বিসহেয়্য । যাব পন কুসলা-
 ভিনিব্বত্তা খন্ধা ধরন্তি, তাব নং তে রক্খন্তি । তেসং
 ভেদা অপায়ে নিব্বত্তক্খন্ধেসদু বিপচ্ছতি, বিপচ্ছমানণ্ড
 ‘ডহন্তং বালমব্বে’তি । ‘কিং বিয়া’তি । ‘ভম্মচ্ছনো ব
 পাবকো’তি । যথা হি ছারিকায় পটিচ্ছনো বীতিচ্ছিতঙ্গারো
 অক্কন্তোপি ছারিকায় পটিচ্ছনত্তা ন তাব ডহতি, ছারিকং
 পন তাপেহ্বা চম্মাদীনং ডহনবসেন যাব মথলদুঙ্গা ডহন্তো
 গচ্ছতি, এবমেব পাপকম্মম্পি যেন কতং হোতি, তং বালং
 দদুতিয়ে বা ততিয়ে বা অন্তভাবে নিরয়াদীসদু নিব্বত্তং
 ডহন্তং অনদুগচ্ছতীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসদুন্তি ।

অহিপেতবথু দ্বাদসমং ।

*

*

*

অম্বল প্রক্ষিপ্ত না হইলে, দধিভাজনাদি বা অম্বলভাজনাদির সংস্পর্শে না
 আসিলে সেই দুগ্ধ তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিকত্ব না হারাইয়া পরে বিকৃত হয়,
 তদ্রূপ পাপকর্ম ও সম্পাদন করা মাত্রই ফলদান করে না । যদি করিত
 তাহা হইলে কেহ পাপকর্ম করিতে সাহস পাইত না । যতদিন কুশল
 কর্মবিপাক বর্তমান থাকে ততদিন ঐ পাপকর্ম ফলদান করে না । কুশলকর্ম-
 বিপাক সমাপ্ত হইলেই পাপকারী নরকে উৎপন্ন হইয়া পক্ক হয়, পাপকর্ম
 ‘দুগ্ধমান মূর্খের ন্যায়’ তাহার অনুগমন করে । কি প্রকার ? ‘ভম্মাচ্ছাদিত
 অগ্নির ন্যায়’, যেমন ছারিকার দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন অর্চিবিহীন অঙ্গারকে
 মাড়াইলেও ছারিকার দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন থাকাতে তাহা দগ্ধ করে না, ইহা
 ছারিকাকে তপ্ত করিয়া চর্মাদির দহনবশে মস্তকলদুঙ্গ পর্য্যন্ত দহন করিয়া
 চলে, তদ্রূপ পাপকর্ম যে সম্পাদন করে সেই কর্ম দ্বিতীয় বা তৃতীয় জন্মে
 নরকাদিতে উৎপন্ন সেই মূর্খকে দগ্ধ করিতে করিতে অনুসরণ করে ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপন্নাদি হইয়াছিলেন ।

॥ অহিপ্রেতের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সট্ঠিকূটপেত্তথু । ১০

‘যাবদেব অনথায়’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে
বিহরন্তো সট্ঠিকূটপেত্তং আরব্ভ কথেসি ।

পদুরিমনয়েনেব হি মহামোঙ্গল্লানথেরো লক্খণথেরেন
সদ্ধিং গিঙ্গাকূটা ওরোহন্তো অঞ্জতরস্মিং পদেসে সিতং
পাত্তাকাসি । থেরেন সিতকারণং পদুট্টো ‘ভগবতো সন্তিকে
মং পদুচ্ছেয়াসী’তি বহ্বা পিণ্ডায় চরিহ্বা সথারং উপসঙ্ক-
মিত্বা বন্দিহ্বা নিসিন্ধকালে পদুন পদুট্টো আহ—‘অহং,
আবদুসো, একং পেত্তং অদ্দসং তিগাবদুতম্পমাণেন অন্ত-
ভাবেন, তস্স সট্ঠি অয়কূটসহস্সানি আদিত্তানি সম্পজ্জলি-
তানি উপরিমথকে পতিহ্বা উট্টহন্তি সীসং ভিন্দন্তি,

*

*

*

ষট্ঠিকূট পেত্তের উপাখ্যান । ১০ ।

এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেগবনে অবস্থানকালে ষট্ঠিকূট প্রেতকে উদ্দেশ্য
করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

পূর্বের ন্যায় (অর্থাৎ অহিপ্রেত উপাখ্যানের ন্যায়) মহামোদগল্যায়ন
স্থবির লক্ষণ স্থবিরের সঙ্গে গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণ করার সময়
একটি স্থানে আসিয়া স্মিত হাসিলেন । স্থবির স্মিত হাসির কারণ জিজ্ঞাসা
করিলে ‘ভগবানের নিকট আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে’ বলিয়া পিণ্ডাচরণ
করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলে পদুনরায় (লক্ষণ
স্থবির) তাহাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন । তখন স্থবির বলিলেন—‘বন্ধু, আমি
একটি প্রেতকে দেখিয়াছি যাহার শরীর ত্রিগাবদুত প্রমাণ উচ্চ । প্রদীপ্ত ও
সংপ্রজ্জ্বলিত ষাট হাজার অয়কূট তাহার মস্তকোপরি পদনঃ পদনঃ পতিত হই-
তেছে । পদনঃ পদনঃ অয়কূট সমূহ তাহার মস্তকাস্থি ভঙ্গ করিতেছে, মস্তকাস্থি
আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে । তাহাকে দেখিয়া আমি স্মিত

ভিন্নং ভিন্নং পদ্বন সমুদট্ঠহতি, ইমিনা অন্তভাবেন ময়া
এবরুপো অন্তভাবেনে দিট্ঠপদ্বো, অহং তং দিম্বা সিতং
পাত্বাকাসি'ন্তি । পেতবথু'স্মিঞ'হি—

‘সট্ঠি কূটসহস্সানি, পরিপদ্বানি সৰ্ব্বসো ।

সীসে তুয়'হং নিপতন্তি, বোভিন্দন্তেব মথক'ন্তি ॥

আদি—

ইমমেব পেতং সন্ধ্যায় বদন্তং । সখা থেরস্স কথং সদ্বাব,
‘ভিক্খবে, ময়াপেস সন্তো বোধিম'শ্চে নিসিন্বেনেব দিট্ঠো
‘যে চ পন মে বচনং ন সন্দহেয়'দ্যং, তেসং অহিতায়
ভবেয়্যা'তি পরেসং অন'কম্পায় ন কথেসিং, ইদানি পন
মো'গগল্লানস্স স'ক'খী হ'দ্বা কথেমী'তি আহ । তং সদ্বা
ভিক্খু তস্স পদ্ববকম্মং প'দ্বিচ্ছংস'দ্ব । সখাপি নেসং
কথেসি—

অতীতে কির বারাণসিয়ং সালিত্তক'সিম্পে নিপ'ফ'ন্তি পন্তো

*

*

*

হাসিয়াছিলাম । কারণ আমার এই জন্মে এইরকম প্রাণী ইতিপূর্বে দেখি নাই ।
আমি তাহাকে দেখিয়া স্মিত হাসিয়াছি । ‘পেতবথু’ (= প্রেতবস্তু) নামক
পালি গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

‘সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ষাট হাজার অয়কট তোমার মস্তকে পতিত
হইতেছে, যেন তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিতেছে ।’ ইত্যাদি ।

এই প্রেতকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে । শাস্তা স্থবিরের কথা
শুনিবামাত্রই বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমি যখন বোধিম'ডপে উপবিষ্ট
ছিলাম তখন আমি তাহাকে দেখিয়াছি । যাহারা আমার কথা বিশ্বাস
করিবে না তাহাদের অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া অন্যদের প্রতি অন'কম্পাবশতঃ
বলি নাই । এখন মো'দ'গল্যা'য়নের সাক্ষী হিসাবে বলিতেছি ।’ ইহা শুনিয়া
ভিক্ষুগণ ঐ প্রেতের পূর্বজন্মকথা জানিতে ইচ্ছা করিলে শাস্তা তাঁহাদের
বলিলেন—

অতীতে বারাণসীতে একজন কুস্ক বাস করিত যে পাথর-ছোঁড়ার বিদ্যাতে

একো পীঠসম্পি অহোসি । সো নগরদ্বারে একস্স বট-
 রুদুখস্স হেট্টা নিসিনো সকুখরানি থিপিহা তস্স
 পন্নানি । ছিন্দন্তো ‘হিথিরুপকং নো দস্সেসিহি, অস্সরুপকং
 নো দস্সেসহী’তি গামদারকোহি বুদ্ধমানো ইচ্ছিত্তিচ্ছিত্তানি
 রুপানি দস্সেসহা তেসং সন্তিকা খাদনীয়াদীনি লভতি ।
 অথেকাদিবসং রাজা উয়্যানং গচ্ছন্তো তং পদেসং পাপদুণি ।
 দারকা পীঠসম্পিং পারোহন্তরে কহা পলায়িংসু । রওৎঞো
 ঠিতমস্সান্তিকে রুদুখমুদলং পবিট্টস্স ছিদ্রাবিচ্ছিদ্রছায়া
 সরীরং ফরি । সো ‘কিং নু থো এত’ন্তি উদ্ধং ওলোকেন্তো
 রুদুখপল্লেসু হিথিরুপকাদীনি দিম্বা ‘কস্সেসতং কস্স’ন্তি
 পদুচ্ছিয়া ‘পীঠসম্পিনো’তি সুহা তং পক্কোসাপেহা
 আহ—‘ময়ং পুরোহিতো অতিমুখরো অম্পমত্ত-
 কোপি বুদ্ধে বহুং ভগন্তো মং উপদবোতি, সকুখিস্সসি
 তস্স মুখে নালিমত্তা অজলন্ডিকা থিপিহু’ন্তি ? ‘সকুখি-

*

*

*

নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল । সে নগরদ্বারে একটি বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া ডিল
 ছুড়িয়া তাহার পত্রগুলি ছেদন করিতেছিল । গ্রাম্য বালকেরা তাহাকে
 ‘আমাদের হস্তীরূপ দেখাও, অশ্বরূপ দেখাও’ এইরূপ বলিলে সে তাহাদের
 ইচ্ছামত রূপ দর্শন করাইত এবং তাহাদের নিকট হইতে নানাবিধ খাদ্যভোজ্য
 লাভ করিত । একদিন রাজা উদ্যানে গমনকালে ঐস্থানে উপনীত হইলেন ।
 বালকেরা কুস্জকে ঐ বৃক্ষের নীচে রাখিয়া পলায়ন করিল । রাজা মধ্যাহ্নকালে
 বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ছিদ্রাবিচ্ছিদ্র ছায়া তাহার শরীরে পতিত
 হইতেছে । তিনি ‘এটা কি হইল’ ভাবিয়া উপরে তাকাইয়া দেখিলেন বৃক্ষের
 পত্রসমূহে হস্তী প্রভৃতির রূপ নির্মিত হইয়াছে । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘ইহা কাহার কাজ ?’ ‘ঐ কুস্জ ব্যক্তির’ এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে
 ডাকাইয়া বলিলেন—‘আমার পুরোহিত খুব মুখরা (বেশী কথা বলে) ।
 সামান্য কথা বলিলেও সে বহু ভাষণ দিয়া আমাকে বিরক্ত করে । তুমি কি
 তাহার মুখে কিছ্ অজলন্ডিকা নিক্ষেপ করিতে পারিবে ?’ ‘হ্যাঁ মহারাজ,

স্মামি, দেব। অজলি'ডকা আহরাপেহা পুরোহিতেন সন্ধিং তুম্‌হে অন্তোসাণিয়ং নিসীদথ, অহমেথ কন্তুস্বং জানিস্সামী'তি। অথ রাজা তথা কারেসি। ইতরো কতরিয়প্পেন সাণিয়া ছিন্দং কহা পুরোহিতস্স রও'ঞা সন্ধিং কথেন্তস্স মূখে বিবটমন্তে একেকং অজলি'ডকং থিপি। পুরোহিতো মূখং পবিট্ঠং পবিট্ঠং গিলি। পীঠসম্পী খীণাসু অজলি'ডকাসু সাণিং চালেসি। রাজা তায় সও'ঞায় অজলি'ডকানং খীণভাবং ওহা আহ— 'আচরিয়, অহং তুম্‌হেহি সন্ধিং কথেন্তো কথং নিথরিতুং ন সন্ধিস্সামি, তুম্‌হে অতিমুখরতায় নালিমন্তা অজলি'ডকা গিলন্তাপি তুণ্‌হীভাবং নাপজ্জথা'তি। ব্রাহ্মণো মণ্ডুভাবং আপজ্জহা ততো পট্ঠায় মূখং বিবরিহা রও'ঞা সন্ধিং সল্লপিহুং নসন্ধি। রাজা পীঠসম্পীগুণং অনু-স্সরিহা তং পক্কোসাপেহা 'তং নিস্সায় মে সুখং লদ্ধ'ন্তি

*

*

*

পারিব।' 'অজলি'ডকা আহরণ করিয়া পুরোহিতের সঙ্গে আপনি পদার আড়ালে বসিবেন। আমি আমার কাজ ঠিক করিব।' রাজা তখন তাহাই করিলেন। কুজ্জ কাটারীর অগ্রভাগ দ্বারা পদায় একটি ছিদ্র করিয়া পুরোহিত যখন রাজার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার মূখ খোলামাত্রই এক একটি অজলি'ডকা তাহার মূখে নিক্ষেপ করিল। পুরোহিতও মূখে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই গিলিয়া ফেলিলেন। কুজ্জ অজলি'ডকা শেষ হইলে পদা নাড়াইয়া রাজাকে ইঙ্গিত করিল। রাজা তাহার ইঙ্গিতে অজলি'ডকা শেষ হইয়াছে জানিয়া বলিলেন—'আচার্য, আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলি, কথা শেষ করিতে পারি না। আপনি এতই মূখরা যে এতগুলি অজলি'ডকা গিলিয়া ফেলিয়াও আপনি নিশ্চূপ হইতে পারেন নাই।'।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ চূপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে কখনও মূখ খুলিয়া রাজার সহিত আলাপ করিতে পারেন নাই। রাজা কুজ্জ-ব্যক্তির গুণ স্মরণ করিয়া তাহাকে ডাকাইয়া 'তাহার জন্যেই আমি' সুখ লাভ

তুট্ঠো তস্স সম্বট্ঠকং নাম ধনং দত্তা নগরস্স চতুস্দ
দিসাস্দ চত্তারো বরগামে অদাসি । তমথং বিদিত্তা রঞ্ণে
অথধম্মানুসাসকো অমচো ইমং গাথমাহ—

‘সাধু থো সিম্পকং নাম, অপি যাদিস কীদিসং ।

পস্স খঞ্জম্পহারেন, লদ্ধা গামা চতুদ্দিসা’তি ॥

সো পন অমচো তেন সময়েন অয়মেব ভগবা অহোসি ।
অথেকো পুৱিসো পীঠসম্পিনা লদ্ধসম্পত্তিং দিম্বা
চিন্তেসি—‘অয়ং নাম পীঠসম্পী হুৱা ইমং সিম্পং নিস্সায়
মহাসম্পত্তিং পত্তো, যয়া পেতং সিক্খিতুং বট্ঠতী’তি । সো
তং উপসম্ভবিত্তা বন্দিয়া ‘ইদং মে, আচারিয়, সিম্পং
দেথা’তি আহ । ‘ন সদ্ধা, তাত, দাতু’ন্তি । সো তেন
পটিক্খিত্তো ‘হোতু, আরাধেস্সামি ন’ন্তি তস্স হথপাদ-
পরিকম্মাদীনি করোন্তো চিরস্সং তং আরাধেয়া পুনঃপুনং
যাচি, পীঠসম্পী ‘অয়ং মে অতিবিয় উপকারো’তি তং পটি-

*

*

*

করিয়াছি’ ভাবিয়া তুট্ঠ হইয়া তাহাকে সৰ্বাষ্টক ধন দিলেন এবং নগরের
চতুর্দিকে চারিটি বড় বড় গ্রাম দান করিলেন । তাহা জানিয়া রাজার
অর্থধর্মাদ্ভাসক মন্ত্রী এই গাথা বলিলেন—

‘যেরূপই হউক না কেন শিষ্য (= বিদ্যা) উপকারী । দেখ, খঞ্জপ্রহারের
দ্বারা চতুর্দিকে গ্রাম লাভ করিয়াছে ।’

তখন এই ভগবান ছিলেন সেই অমাত্য । তখন এক ব্যক্তি কুস্জের দ্বারা
লব্ধ সম্পত্তি দেখিয়া চিন্তা করিল—‘এই ব্যক্তি কুস্জ হইয়াও এই বিদ্যার জন্য
মহাসম্পত্তি লাভ করিয়াছে । আমাকেও এই বিদ্যা শিখিতে হইবে ।’ সে
তখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া ‘হে আচার্য, আমাকে এই
বিদ্যা শিক্ষা দিন ।’ ‘বৎস, দেওয়া সম্ভব নহে ।’ সে তাহার দ্বারা প্রতিশ্রুতি
হইয়া ‘দেখা যাক, তাহাকে আরাধনা করিব’ বলিয়া তাহার হাত পায়ের সেবা
করিতে করিতে বহুকাল আরাধনা করিয়া পুনঃপুনঃ যাচঞা করিল । কুস্জ
‘এই ব্যক্তি আমার বহু উপকারী’ বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া

বাহিতুং অসক্কোত্তো সিম্পং সিক্খাপেত্তা ‘নিপ্ফল্লং তে, তাত, সিম্পং, ইদানি কিং করিস্সসী’তি ? ‘বাহি গন্ত্বা সিম্পং বীমংসিস্সামী’তি । ‘কিং করিস্সসী’তি ? ‘গাবিং বা মনুস্সং বা পহরিত্তা মারেস্সামী’তি । ‘তাত, গাবিং মারেস্সস সতং দণ্ডো হোতি, মনুস্সং মারেস্সস সহস্সং, ত্বং সপদুত্তদারোপ তং নিথরিত্তুং ন সক্খিস্সসি, মা বিনস্স, যম্হি পহটে দণ্ডো নথি, তাদিসং নিমাতাপিতিকং কণ্ঠ উপধারেহী’তি । সো ‘সাধু’তি সক্খরা উচ্ছস্কে কত্তা তাদিসং উপধারয়মানো বিচরন্তো গাবিং দিম্বা ‘অয়ং সসামিকা’তি পহরিত্তুং ন বিসহি, মনুস্সং দিম্বা ‘অয়ং সমাতাপিতিকো’তি পহরিত্তুং ন বিসহি ।

তেন সময়েন সূনেত্তো নাম পচেকবদুত্তো তং নগরং নিস্সায়

*

*

*

তাহাকে (তাহার) বিদ্যা শিক্ষা দিল । শেষে বলিল—‘বৎস, তোমার বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে । এখন তুমি কি করিবে ?’

সে বলিল—‘বাহিরে যাইয়া পরীক্ষা করিব ।’

‘কি করিবে ?’

‘গাভী মানুষ্য ধরিয়া মারিব ।’

‘বৎস, গাভী মারিলে একশত দণ্ড (শাস্তিস্বরূপ অর্থ প্রদেয়), মানুষ্য মারিলে এক সহস্র দণ্ড দিতে হইবে । সপদুত্তদার তুমি এই অর্থ শোধ দিতে পারিবে না । অতএব তুমি হত্যা করিও না । যাহাকে প্রহার করিলে কোন শাস্তি হইবে না সেইরকম মাতৃপিতৃহীন কাহাকেও গ্রহণ কর ।’ সে ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া কিছূঁ ঢিল কোমরে বাঁধিয়া তাদৃশ কাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বিচরণরত গাভীকে দেখিয়া ‘ইহার মালিক আছে’ বলিয়া প্রহার করিতে পারিল না । মনুষ্য দেখিয়া ‘ইহার মাতাপিতা আছে’ বলিয়া প্রহার করিতে পারিল না ।

সেই সময় সূনেত্র নামক প্রত্যেক বুদ্ধ সেই নগরের নিকটে একটি পর্ণ-

পল্লসালায় বিহরতি । সো তং পিণ্ডায় পবিসন্তং নগর-
 দ্বারন্তরে দিম্বা 'অয়ং নিমাতাপিতিকো, ইমস্মিং পহটে
 দণ্ডো নখি, ইমং পহরিয়া সিম্পং বীমংসিস্সামী'তি পচ্চেক-
 বুদ্ধস্স দক্খিণকল্লসোতং সন্ধ্যায় সন্ধায়ং খিপি । সা
 দক্খিণকল্লসোতেন পবিসিয়া বামেন নিক্খমি, দক্খা
 বেদনা উম্পপিজ্জ । পচ্চেকবুদ্ধো ভিক্খায় চরিতুং নাসক্খি,
 আকাসেন পল্লসালং গম্বা পরিনিব্বায়ি । মনুস্সা পচ্চেক-
 বুদ্ধে অনাগচ্ছন্তে 'কিণ্ড অফাসুদ্ধং ভবিস্সতী'তি চিস্তেত্বা
 তথ গম্বা তং পরিনিব্বদুতং দিম্বা রোদিংসু পরিদেবিস্সু ।
 সোপি মহাজনং গচ্ছন্তং দিম্বা তথ গম্বা পচ্চেকবুদ্ধং
 সজ্জানিত্বা 'অয়ং পিণ্ডায় পবিসন্তো দ্বারন্তরে মম সম্মুখী-
 ভূতো, অহং অন্তনো সিম্পং বীমংসন্তো ইমং পহরি'ন্তি
 আহ । মনুস্সা 'ইমিনা কির পাপকেন পচ্চেকবুদ্ধো

শালায় অবস্থান করিতেছিলেন । সেই ব্যক্তি ঐ প্রত্যেক বুদ্ধকে পিণ্ডপাতের
 জন্য নগরে প্রবেশদ্বারে দেখিয়া ভাবিল—'ইনি নিশ্চয়ই পিতৃমাতৃহীন, ইহাকে
 প্রহার করিলে শাস্তি হইবে না । ইহাকে প্রহার করিয়া আমার বিদ্যা
 পরীক্ষা করিব' এই ভাবিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের দক্ষিণকর্ণ লক্ষ্য করিয়া ঢিল
 ছুড়িল । ঐ ঢিল দক্ষিণকর্ণ ভেদ করিয়া বামকর্ণ দিয়া বাহির হইল ।
 তাহার দঃখ বেদনা উৎপন্ন হইল । প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য বিচরণ
 করিতে পারিলেন না । আকাশপথে পর্ণশালায় ষাইয়া পরিনিব্বাণ লাভ
 করিলেন । মনুষ্যগণ প্রত্যেকবুদ্ধকে না আসিতে দেখিয়া 'তাঁহার কোন
 অসুখ করিয়া থাকিবে' ইহা চিন্তা করিয়া সেখানে যাইয়া তাঁহাকে
 পরিনিব্বৃত্ত দেখিয়া রোদন পরিদেবন করিতে লাগিল । সেই ব্যক্তিও
 মহা জনতাকে ষাইতে দেখিয়া সেখানে যাইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের কথা জানিয়া
 বলিল—'ইনি পিণ্ডপাতের জন্য গমনকালে নগরদ্বারে আমার সম্মুখীভূত
 হইয়াছেন । আমি নিজের অধিগত বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে
 প্রহার করিয়াছি ।' মনুষ্যগণ—'এই পাপীর দ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধ প্রহৃত

পহটো, গণ্হথ গণ্হথার্থিত পোথেহ্বা তথেব নং জীবিত-
ক্খয়ং পাপেসদং । সো অবীচিম্হি নিব্বত্তিত্বা যাবায়ং
মহাপথবী যোজনমত্তং উস্সন্ন্য, তাব পচ্চিহ্বা বিপাকাব-
সেসেন গিঙ্ককুটমথকে সট্ঠিক্‌টপেতো হুহ্বা নিব্বত্তি ।
সথা তস্স ইমং পদ্ববকম্মং কথেহ্বা, 'ভিক্খবে, বালস্স নাম
সিম্পং বা ইস্সরিয়ং বা উপ্পজ্জমানং অনথায় উপ্পজ্জতি ।
বালো হি সিম্পং বা ইস্সরিয়ং বা লভিত্বা অন্তনো অনথমেব
করোতী'তি অনুসন্ধিৎ ঘটেহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং
গাথম্মাহ—

‘যাবদেব অনথায়, ঐত্তং বালস্স জায়তি ।

হন্তি বালস্স সদ্ধংসং, মদ্ধমস্স বিপাতয়'ন্তি । ৭২ ।

তথ ‘যাবদেবাতি’ অবধিপরিচ্ছেদনখে নিপাতো । ‘ঐত্তন্তি’
জাননসভাবো । যং সিম্পং জানাতি, যম্হি বা ইস্সরিয়ে

*

*

*

হইয়াছেন । ইহাকে ধর, ধর ।’ বলিয়া মারধর করিয়া সেইখানেই
তাহার জীবননাশ ঘটাইল । সে অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া যতদিন এই
মহাপৃথিবী যোজনমাত্র উৎগত হইয়াছে ততদিন ঐ নরকে পক্ক হইয়া বিপাকা-
বশেষে গৃধ্রকুটমস্তকে ষষ্ঠিকুট প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । শাস্তা তাহার
পূর্বজন্মের কথা বলিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তির নিকট উৎপদ্যমান
বিদ্যা বা ঐশ্বর্য অনর্থের কারণ হইয়া থাকে । মূর্খ ব্যক্তি বিদ্যা বা ধন
লাভ করিয়া নিজের অনর্থই ঘটাইয়া থাকে ।’ এই বলিয়া জাতকের
সমবধান করিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মূর্খের জ্ঞান তাহার অনর্থেরই কারণ হয় । ঐ জ্ঞান (বজ্রের মত)
তাহার মাথায় আঘাত করিয়া তাহার সৌভাগ্য নাশ করে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৭২ ।

অম্বয় : ‘যতদিন’ অবধিপরিচ্ছেদনার্থে নিপাত । ‘জ্ঞপ্ত’ অর্থাৎ জান-
স্বভাব । যে বিদ্যা জানে, যাহাতে ঐশ্বর্য, যশ এবং সম্প্রীকিতে স্থিত জনের

যসে সম্পত্তিয়ণ্ড ঠিতো জনেন ঐয়াতি, পাকটো পঞ-
 ঐয়াতো হোতি, তস্সেতং নামং । সিম্পং বা হি ইস্সরিয়াদি-
 ভাবো বা বালস্স অনথায়েব জায়তি । তং নিস্সায় সো
 অন্তনো অনথমেব কেরোতি । ‘হন্তীতি’ বিনাসেতি ।
 ‘সদ্ধংস’ন্তি কুসলকোট্ঠাসং, বালস্স হি সিম্পং বা
 ইস্সরিয়ং বা উম্পজ্জমানং কুসলকোট্ঠাসং ঘাতেন্তমেব
 উম্পজ্জতি । ‘মদ্ধন্তি’ পঞ্ঞায়েতং নামং । ‘বিপাতয়’ন্তি
 বিদ্ধংসয়মানং । তস্স হি তং সদ্ধংসং হনন্তং পঞ্ঞা-
 সত্ত্বাতং মদ্ধং বিপাতেন্তং বিদ্ধংসেন্তমেব হন্তীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসু ।

সট্ঠিকূটপেতবথু তেরসমং ।

*

*

*

দ্বারা জ্ঞাত হয়, প্রকট হয়, প্রজ্ঞাপ্ত হয়, তাহার এই নাম । বিদ্যা বা
 ঐশ্বর্যাদি ভাব মূর্খের অনর্থের কারণই হইয়া থাকে । তাহার জন্য সে
 নিজের অনর্থই ঘটাইয়া থাকে । ‘নষ্ট করে’ বিনাশ করে । ‘শুদ্ধাংশ’ অর্থাৎ
 কুশল অংশ । মূর্খের নিকট বিদ্যা বা ঐশ্বর্য উৎপাদ্যমান কুশলাংশকেই
 বিনষ্ট করিবার জন্য উৎপন্ন হয় । ‘মূর্খা’ হইতেছে প্রজ্ঞা । ‘বিপাতশীল’
 বিধবংসমান । মূর্খের শুদ্ধাংশ বিনষ্ট হয়, প্রজ্ঞানামক মূর্খা ধবংসপ্রাপ্ত হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিল ।

॥ ষষ্ঠিকূট প্রেতের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

চিত্তগৃহপাতিবন্ধু । ১৪

‘অসন্তং ভাবনমিচ্ছেয়া’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো সদ্ধম্মথেরং আরব্ধ কথেসি । দেসনা মচ্ছিকা-
সণ্ডে সমুট্ঠায় সাবথিয়ং নিট্ঠিতা ।

মচ্ছিকাসণ্ডনগরস্মিণ্ণহি চিত্তো নাম গহপতি পণ্ডবাগ্গ-
য়ানং অব্ভন্তরং মহানামথেরং নাম পিণ্ডায় চরমানং দিস্বা
তস্স ইরিয়াপথে পসীদিহা পত্তং আদায় গেহং পবেসেহা
ভোজেহা ভত্তিক্কাবসানে ধম্মকথং সুগন্তো সোতাপত্তি-
ফলং পহা অচলসঙ্কো হুহা অম্বাটকবনং নাম অন্তনো
উয়্যানং সঙ্ঘারামং কত্তুকামো থেরস্স হথে উদকং পাতেহা
নিয়্যাদেসি । তস্মিং থণে ‘পতিট্ঠিতং বুদ্ধসাসন’ন্তি
উদকপরিয়ন্তং কহা মহাপথবী কম্পি । মহাসেট্ঠি উয়্যানে
মহাবিহারং কারেহা সৰ্ব্বাদিসাহি আগতানং ভিক্খুনং ব্রিট-

*

*

*

চিত্ত গৃহপাতির উপাখ্যান । ১৪ ।

‘মহা বর্তমান নাই তাহা ইচ্ছা করা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে
বিহারকালে সদ্ধর্মস্ববিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন । দেশনা
মচ্ছিকাসণ্ডে উৎপন্ন হইয়া শ্রাবস্তীতে সমাপ্ত হইয়াছিল ।

মচ্ছিকাসণ্ডনগরে চিত্ত নামক গৃহপতি পণ্ডবাগ্গীয় ভিক্ষুদের অভ্যন্তরস্থ
মহানাম স্ববিরকে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার ঈষাপথ
দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র লইয়া গৃহে প্রবেশ করাইয়া ভোজন
করাইয়া ভোজনাশ্বে ধর্মকথা শ্রবণ করিতে করিতে স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়া
অচলশ্রদ্ধ হইয়া অম্বাটকবন নামক নিজের উদ্যানকে সঙ্ঘারামে পরিণত
করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্ববিরের হস্তে জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিয়া দিলেন ।
সেই মূহুর্তে ‘বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল’ বলিয়া আসমুদ্রব্যাপ্ত মহাপৃথিবী
কম্পিত হইল । মহাপ্রেক্ষী উদ্যানে মহাবিহার নির্মাণকরাইয়া সমস্ত দিক

দ্বারো অহোসি । মচ্ছিকাসণ্ডে সদ্ধম্মথেরো নাম
নেবাসিকো অহোসি ।

অপরেণ সময়েন চিন্তস্স গদ্বণকথং সদ্ধা দ্বে অঙ্গসাবকা তস্স
সঙ্গহং কত্তুকামা মচ্ছিকাসণ্ডং অগমংসু । চিন্তো গহপতি
তেসং আগমনং সদ্ধা অদ্ভযোজনমঙ্গং পচ্ছদ্বগন্ত্বা তে
আদায় অন্তনো বিহারং পবেসেত্বা আগন্তুকবত্তং কত্বা, ‘ভন্তে
থোকং ধম্মকথং সোতুকামোম্হী’তি ধম্মসেনাপতিং যাচি ।
অথ নং থেরো, ‘উপাসক, অন্ধানেন আগতাম্হা কিলন্ত-
রূপা, অপিচ থোকং সদ্ধাগাহী’তি তস্স ধম্মং কথেসি । সো
থেরস্স ধম্মং সদ্ধণন্তোব অনাগামিফলং পাপদ্বণি । সো দ্বে
অঙ্গসাবকে বন্দিত্বা ‘ভন্তে, স্বে ভিক্খুসহস্সেন সন্ধিা
মম্ম গেহে ভিক্খং গণ্হথা’তি নিমন্তেত্বা পচ্ছা নেবাসিকং
সদ্ধম্মথেরং ‘তুম্হেপি, ভন্তে, স্বে থেরেহি সন্ধিা

*

*

*

হইতে আগত ভিক্ষুদের জন্য দ্বার অবারিত করিলেন । তখন মচ্ছিকাসণ্ডে
সদ্ধর্মস্থবির নামক একজন আবাসিক ভিক্ষু ছিলেন । অন্য এক সময়ে চিন্ত
গৃহপতির গদ্বণকথা শুনিয়া দুইজন অগ্রপ্রাবক তাঁহার কল্যাণ কামনায়
মচ্ছিকাসণ্ডে আগমন করিলেন । চিন্তা গৃহপতি তাঁহাদের আগমনবাত্তা
শুনিয়া অর্ধযোজনপথ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের
লইয়া নিজ বিহারে প্রবেশ করাইয়া আগন্তুক ব্রত সম্পাদন করিয়া বলিলেন—
‘ভন্তে, কিছু ধর্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি’ বলিয়া ধর্মসেনাপতি
নিকট যাচঞা করিলেন । তখন স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—‘উপাসক,
আমরা পথপ্রান্ত, তবে একটু শুনুন’ বলিয়া তাঁহার নিকট ধর্মদেশনা
করিলেন । তিনি স্থবিরের ধর্ম শুনিবামাত্রই অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন ।
তিনি অগ্রপ্রাবকদ্বয়কে বন্দনা করিয়া—‘ভন্তে, আগামীকল্য ভিক্ষুসহস্রের সঙ্গে
আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন’ বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পরে আবাসিক
ভিক্ষু সূমন স্থবিরকে ‘ভন্তে আপনিও আগামীকল্য স্থবিরগণের সহিত

আগচ্ছেয়া’তি নিমন্তেসি । সো ‘অয়ং মং পচ্ছা নিমন্তেতী’তি কুদ্ধো পটিক্খিপিহা প্ধনস্পদনং যাচিয়-
মানোপি পটিক্খিপি এব । উপাসকো ‘পঞ্‌ঞায়িস্সথ,
ভন্তে’তি পক্কমিহা প্ধনদিবসে অন্তনো নিবেসনে মহাদানং
সঙ্কেজ্জিসি । সুধম্মথেরোপি পচ্ছদসকালেয়েব ‘কীদিসো ন্ধ
থো গহপতিনা অঙ্গসাবকানং সঙ্কারো সঙ্কজতো, স্বে গম্ভা
পস্সিস্সামী’তি চিন্তেহা পাতোব পত্তচীবরং আদায় তস্স
গেহং অগমাসি ।

সো গহপতিনা ‘নিসীদথ, ভন্তে’তি বুদ্ধমানোপি ‘নাহং
নিসীদামি, পিণ্ডায় চরিস্সামী’তি বহা অঙ্গসাবকানং
পটিয়াদিতং সঙ্কারং ওলোকেহা গহপতিং জাতিয়া ঘটেতু-
কামো ‘উলারো তে, গহপতি, সঙ্কারো, অপিচেথ একঞ-
ঞেব নথী’তি আহ । ‘কিং, ভন্তে’তি ? ‘তিলসংগদলিকা,

*

*

*

আসদন’ বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন । সেই ভিক্ষু ‘আমাকে ইনি পরে নিমন্ত্রণ
করিলেন কেন ?’ এই ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং
প্ধনঃ প্ধনঃ যাচিত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিলেন । উপাসক ‘ভস্বে, আমি
আপনার উপস্থিতি কামনা করিব’ বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং পরের দিন
নিজের গৃহে মহাদানের ব্যবস্থা করিলেন । সুধর্ম স্থবিরও প্রতুষকালেই
‘গৃহপতি অগ্রপ্রাবকদের জন্য কিরূপ সংকারের ব্যবস্থা করিলেন আগামীকলা
যাইয়া দেখিব’ এই চিন্তা করিয়া প্রাতঃকালেই পাণ্ডচীবর লইয়া তাঁহার গৃহে
চলিয়া গেলেন ।

গৃহপতি তাঁহাকে ‘ভস্বে, বসদন’ বলিলেও ‘আমি বসিব না, পিণ্ডপাতের
জন্য বিচরণ করিব’ বলিয়া অগ্রপ্রাবকদের জন্য ব্যবস্থাপিত সংকারের দিকে
অবলোকন করিয়া গৃহপতিকে বিব্রত করিবার জন্য বলিলেন—‘হে গৃহপতি,
আপনি প্রভূত সংকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু একটি জিনিষের
অভাব আছে ।’ ‘কি, ভস্বে ?’

গৃহপতী'তি বহু গৃহপতিনা কাকোপমায় অপসাদিতো
কুষ্টিভাষা 'এসো তে, গৃহপতি, আবাসো, পক্ষিমিস্সামহ'ন্তি
বহু যাবর্ততিয়ং বারিয়মানোপি পক্ষিমিহা সখদু সন্তিকং
গন্ত্বা চিন্তেন চ অন্তনা চ বদন্তবচনং আরোচেসি। সখা
'তয়া উপাসকো সন্ধো পসন্নো হীনেন খুংসিতো'তি তস্মৈব
দোসং আরোপেহা পটিসারণীয়কস্মং কারাপেহা 'গচ্ছ,
চিন্তাগৃহপতিং খমাপেহী'তি পেসেসি। সো তথ গন্ত্বা,
'গৃহপতি, ময়'হমেব সো দোসো, খমাহি মে'তি বহুপি
'নাহং খমামী'তি তেন পটিক্খিত্তো মণ্ডুভূতো তং
খমাপেতুং নাসক্খি। পদনদেব সখদু সন্তিকং পচাগমাসি।
সখা 'নাস্স উপাসকো খমিস্সতী'তি জানন্তোপি 'মানথদ্ধো
এস, তিংসযোজনং তাব মগ্গং গন্ত্বা পচাগচ্ছতু'তি খমনু-

*

*

*

'গৃহপতি, তিলের নাড়ু'। গৃহপতি তখন তাঁহাকে কাকের সঙ্গে
তুলনা করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'গৃহপতি, আপনার নিবাস
ছাড়িয়া আমি চলিয়া যাইতেছি।' গৃহপতি তাঁহাকে তিনবার বারণ করা
সত্ত্বেও তিনি চলিয়া গেলেন এবং শাস্তার নিকট যাইয়া চিন্তা গৃহপতির সঙ্গে
তাঁহার যেসকল কথাবার্তা হইয়াছে সবই শাস্তাকে বলিলেন। শাস্তা—'তুমি
প্রজ্ঞাবান এবং (সৎস্বের প্রতি) প্রসন্ন উপাসকের নিকট হীনমন্যতার পরিচয়
দিয়াছ।' বলিয়া তাহার দোষ সাব্যস্ত করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহাকে
উক্ত গৃহপতির নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন—'যাও, চিন্তাগৃহপতির নিকট
ক্ষমা প্রার্থনা কর।' তিনি সেখানে যাইয়া 'হে গৃহপতি, আমারই অপরাধ
হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন' বলিলেও 'আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে
পারি না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রত্যাখ্যাত ও লজ্জিত হইয়াও
তিনি গৃহপতির নিকট ক্ষমা পাইলেন না। পদনরায় তিনি শাস্তার নিকট
চলিয়া গেলেন। শাস্তা 'উপাসক ইহাকে ক্ষমা করিবেন না' জানিয়াও

(১) কাক যেমন রক্তবর্ণের মুক্তিকাখণ্ড দেখিয়া ইহাকে 'মাংস' মনে করিয়া
তাহা ভক্ষণের জন্য বারবার চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়ায় এবং অবশেষে 'চৌকরাইয়া'
বুদ্ধিতে পারে উহা মাংসখণ্ড নহে, তখন হুঃশী হইয়া চলিয়া যায় তদ্রূপ।

পায় অনাচিক্খিহাব উয়োজোসি। অথস্স পদ্নাগজ্জ-
কালে নিহতমানস্স অনন্দতং দহ্বা ‘গচ্ছ, ইমিনা সন্ধি গন্হা
উপাসকং থমাপেহী’তি বহ্বা “সমগেন নাম ময়্হং বিহারো,
ময়্হং নিবাসট্ঠানং ময়্হং উপাসকো, ময়্হং উপাসিকা”তি
মানং বা ইস্সং বা কাতুং ন বট্টিতি। এবং করোন্তস্স হি
ইচ্ছামানাদয়ো কিলেসা বড্ঢন্তী’তি অনন্দসন্ধিঃ ষট্ঠেহ্বা ধম্মং
দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘অসন্তং ভাবনমিচ্ছেয়া, পদুরেক্খারণ্ণ ভিক্খুসু।

আবাসেসু ইস্সরিয়ং, পূজা পরকুলেসু চ। ৭৩।

‘মমেব কতমণ্ড্ৰেণ্ডু, গিহী পব্বজিতা উভো।

মমেবাতিবসা অস্সু, কিচ্চাকিচ্চেসু কিস্মিচি।

ইতি বালস্স সঙ্কম্পো, ইচ্ছা মানো চ বড্ঢতী’তি। ৭৪।

পাঠাইয়াছিলেন। ‘এই ভিক্ষু বড়ই অহংকারী। ত্রিশ যোজন ঘাইয়া
পদনরায় ফিরিয়া আসুক’ বলিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু
বলিলেন না যে ঐটাই হইবে তাঁহার ক্ষমা। প্রত্যাগমন করিবার পর মানশূন্য
তাঁহাকে একজন দূতকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন—‘ইহার সঙ্গে যাও। ঘাইয়া
উপাসকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর।’ কোন শ্রমণের এই বলিয়া মান বা ঈর্ষা
করা উচিত নহে যে ‘এইটা আমার বিহার, এইটা আমার নিবাসস্থান’ ইনি
আমার উপাসক, ইনি আমার উপাসিকা ইত্যাদি’ এইরূপ করিলে ঈর্ষা-
মানাদি ক্রেশ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়।’ এই বলিয়া শাস্তা পূর্বের এবং পরের ঘটনার
সমবধান করিয়া ধর্ম দেশনাকালে এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘যে সম্মান তাহার প্রাপ্য নহে, মূর্খ ভিক্ষু তাহাই পাইতে চায়। সে
আরও চায় ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, বিহারের কর্তৃত্ব ও গৃহীদের
পূজা।

—ধর্মপদ, স্লোক ৭৩।

‘গৃহী আর প্রব্রজিত উভয়েই ভাবুক যে এই কাজ আমি করিয়াছি।
সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্যে তাহার আমারই বশবর্তী হউক।’ যে মূঢ় ভিক্ষু
এই স্বকম ইচ্ছা পোষণ করে তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা ও অহংকার বাড়িয়াই
চলে।’

—ধর্মপদ, স্লোক ৭৪।

তথ্য ‘অসন্তোষিত’ যো বালো ভিক্ষু অবিজ্ঞমানং সম্ভাবনং ইচ্ছয়া, “অসন্তোষিত সমানো ‘সন্তোষিত মং জনো জানাতু’তি ইচ্ছতী’তি । পাপিচ্ছতানিন্দেসে বদন্তনয়েনেন বালো ‘অসন্তো দস্সীলো অস্পস্সতো অস্পবিবিত্তো কুসীতো অনপট্ঠিতস্সতি অসমাহিতো দস্পপেপ্পো অখীণাসবোব সমানো ‘অহো বত মং জনো অয়ং সন্তো, সীলবা, বহুস্সতো, পবিবিত্তো, আরদ্ধবীরিয়ো, উপট্ঠিতস্সতি, সমাহিতো, পেপ্পো খীণাসবো’তি জানেয়্যা’তি ইদং অসন্তুসম্ভাবনং ইচ্ছতি । ‘পুরেক্খারস্তু’ পরিবারং, ‘অহো বত মং সকলবিহারে ভিক্ষু পরিবারেহা পেপ্পং পুচ্ছন্তা বিহরেয়্য’ন্তি এবং ইচ্ছাচারে ঠহা পুরেক্খারং ভিক্ষুসু ইচ্ছতি । ‘আবাসেসু’তি সঙ্ঘিকেসু চ আবাসেসু যানি বিহারমধ্যে পণীতসেনাসনানি, তানি অন্তনো সন্দিট্ঠ-সম্ভত্তাদীনং ভিক্ষুং ‘তুম্হে ইখ বসথা’তি বিচারেন্তো

*

*

*

অন্বয় : ‘যাহা বর্তমান নাই’ অর্থাৎ যে মূর্খ ভিক্ষু অবিদ্যমান সম্ভাবনাকে ইচ্ছা করে । শ্রদ্ধাবান না হইলেও ‘লোকে আমাকে শ্রদ্ধাবান বলিয়া জানুক’—এই পাপেচ্ছা ‘নিষেদস’ গ্রন্থে উক্ত প্রকারে মূর্খ, অশ্রদ্ধ, অক্ষীণাস্রব, দঃশীল, অস্পশ্রুত, অপ্রবিবিত্ত, কুৎসিত, স্মৃতিবিহীন, অসমাহিত, দস্প্রাজ্ঞ, হইলেও ‘অহো লোকেরা আমাকে ইনি শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, প্রবিবিত্ত, আরদ্ধবীর্য, স্মৃতিমান, সমাহিত, প্রজ্ঞাবান, ক্ষীণাস্রব’ বলিয়া জানুক—এইভাবে অবিদ্যমান সম্ভাবনাকে ইচ্ছা করে । ‘পুরেক্খার’ অর্থাৎ পরিবার । ‘অহো সকলবিহারে ভিক্ষুগণ আমাকেই পরিবৃত্ত করিয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বিহার করুক’ এই প্রকার মিথ্যাচারে থাকিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে ‘পুরেক্খার’ ইচ্ছা করে । ‘আবাসসমূহে’ অর্থাৎ সাংঘিক আবাস সমূহে অর্থাৎ বিহারমধ্যে যেগুলি উত্তম থাকার জায়গা সেইগুলি নিজের খুব নিকটের ভিক্ষুদের ‘তোমরা এখানে থাক’ বলিয়া প্রদান করিয়া

সন্ন্যাসি বরতরং সেনাসনং পালিবোধেন্তো, সেনানং আগন্তুক-
ভিক্ষুদ্বয়ং পচ্ছন্তিমানি লামকসেনাসনানি চেব অমনদ্দস-
পরিপ্পাহিতানি চ ‘তুম্হে ইধ বসথা’তি বিচারেন্তো
আবাসেসদ্ ইন্দ্রিয়ং ইচ্ছতি । ‘পূজা পরকুলেসদ্ চাতি
নেব মাতাপিতৃনং ন ঐতাকানং পরেসদুয়েব কুলেসদ্ ‘অহো
বতিমে ময়্হমেব দদেয়দ্যং, ন অণ্ডেণ্ডেস’ন্তি এবং চতু-
প্পচ্ছয়েহি পূজং ইচ্ছতি ।

‘মমেব কতমণ্ড-এন্তদ্বীতি’ যস চ বালস্স ‘যকিঞ্চি বিহারে
উপোসথাগারাদিকরণবসেন কতং নবকম্মং, তং সম্বং অম্-
হাকং থেরেন কতন্তি’ এবং গিহী চ পব্বজিতা চ উভোপি
মমেব নিস্সায় কতং পরিকম্মং নিট্ঠিতং মণ্ড-এন্তদ্বীতি
সংকম্পো উম্পজ্জতি । ‘মমেবাতিবসা’ অস্সদ্বীতি ‘গিহী
চ পব্বজিতা চ সম্বেপি মমেব বসে বত্তন্তু, সকটগোণ-
বাসিফরসদ্ আদীন বা লঙ্কাবানি হোন্তু, অন্তমসো যাগদ্-
মত্তম্পি তাপেহা পিবনাদীন বা, এবরুপেসদ্ কিচ্চাকিচ্চেসদ্

*

*

*

স্বয়ং আরও উত্তম বাসস্থান গ্রহণ করিয়া অন্যান্য আগন্তুক ভিক্ষুদের বিহার-
প্রাপ্তিস্থ সাধারণ এবং অমনদ্দ্যপরিগৃহীত বাসস্থানগুলি ‘তোমরা এখানে থাক’
বলিয়া প্রদান করিয়া বাসস্থান বণ্টনের মধ্যেই দ্বিধাভাব পোষণ করে ।

‘পরকুলে পূজা’ অর্থাৎ মাতাপিতা বা জ্ঞাতীদের ব্যতিরেকে অন্যান্য কুলে
‘অহো, ইহারা আমাকেই দান করুন, অন্যদের নহে’ বলিয়া চতুর্প্রত্যয়ের
পূজা কামনা করে । ‘আমারই’ অর্থাৎ যে মূর্খের এইরূপ সংকল্প হয়—
‘বিহারে যাহা কিছু উপোসথাগারাদি করণবশে নবকর্ম কৃত হইয়াছে, তাহার
সমস্তই আমাদের স্থিতির দ্বারা কৃত হইয়াছে এই ভাবিয়া গৃহী এবং প্রব্রজিত
উভয়ে যেন মনে করে যে আমারই জন্য কৃত পরিকর্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে ।’
‘আমারই অতিবশে থাকুক’ অর্থাৎ গৃহী এবং প্রব্রজিত সকলেই আমারই বশে
থাকুক । শকট-গো-বাসি-কুঠার প্রভৃতি যেন উপলব্ধ হয়, এমন কি যাগদ্মাত্রও
তপ্ত করিয়া পানাদি দ্বিধা—এইভাবে কৃত্য-অকৃত্য ক্ষুদ্রক-মহন্ত করণীয়সমূহে

খন্দকমহন্তেসদ করণীয়েসদকিস্মিণ্ড এককিচ্চোপি মমেব বসে বন্তস্তু, মমেব আপদ্বিচ্ছা করোন্ত্'তি সঙ্কম্পো উপ্পজ্জতি । 'ইতি বালস্সা'তি যস্স বালস্স সা চ ইচ্ছা অয়ণ্ড এবরূপো সঙ্কম্পো উপ্পজ্জতি, তস্স নেব বিপস্সনা, ন মঙ্গফলানি বড্ঢন্তি । কেবলং পনস্স চন্দোদয়ে সমুদস্স উদকং বিয় ছসদ্বারেসদ্ব উপ্পজ্জমানা তণ্হা চেব নববিধমানো চ বড্ঢতীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসদ্বিতি ।

সুধম্মথেরোপি ইমং ওবাদং সদ্বা সখারং বন্দিদ্বা উট্ঠায়া-
সনা পদক্খিণং কদ্বা তেন অনদ্বদ্বতেন ভিক্কুনা সন্ধিগ
গন্হা উপাসকস্স চক্কুপথে আপত্তিং পটিকরিদ্বা উপাসকং
খমাপেসি । সো উপাসকেন 'খমামহং, ভন্তে, সচে ময়হং
দোসো অখি, খমথ মে'তি পটিখমাপিতো সখারা দিনে
ওবাদে ঠদ্বা কতিপাহেনেব সহ পটিসম্ভিদাহি অরহন্তং

*

*

*

যে কোন কিছুর আমারই বশে থাকুক । আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই অন্যেরা কাজ করুক'—এই সংকল্প উৎপন্ন হয় । 'ইতি মূর্খের' অর্থাৎ যে মূর্খের তদ্রূপ ইচ্ছা এবং এইরূপ সংকল্প উৎপন্ন হয়, তাহার বিপর্য্যনা বামার্গ ফল কোনটাই বর্ধিত হয় না । কেবল চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলের যে অবস্থা হয় তদ্রূপ তাহার ছয় দ্বারে উৎপদ্যমান তৃষ্ণা এবং নয়প্রকার মান বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিল । সুধর্ম স্থবিরও এই উপদেশ শুনিন্যা শাস্ত্রকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রদীক্ষণ করিয়া তাহার অনদ্বদ্বত ভিক্ষুর সহিত যাইয়া (চিত্ত গৃহপতি) উপাসকের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন । তিনি উপাসকের দ্বারা 'ভন্তে, আমি ক্ষমা করিতেছি, যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, আপনি ক্ষমা করুন ।' ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রপ্রদত্ত উপদেশ শিরোধার্য করিয়া অবস্থান করিয়া কল্লেকদিনের মধ্যে প্রতীক্ষিতা সহ অহং প্রাপ্ত

পাপদুর্গ। উপাসকোপি চিন্তেতি—‘ময়া সখারং অদিস্বাব সোতাপিত্তফলং পত্তং, অদিস্বা এব অনাগামিফলে পতিট্ঠিতো, সখারং মে দট্ঠং বটুতী’তি। সো তিলতদ্ভুল-সম্পিফাণিতবথচ্ছাদনাদীহি পরিপদুরানি পণ্ড সকটসতানি যোজাপেত্বা ‘সখারং দট্ঠকামা আগচ্ছন্তু, পিণ্ডপাতাদীহি ন কিলমিস্সন্তী’তি ভিক্ষুসঙ্ঘস্স আরোচাপেত্বা ভিক্ষু-গণীসঙ্ঘস্সাপি উপাসকানিম্পি উপাসিকানিম্পি আরোচাপেতি। তেন সন্ধিং পণ্ডসতা পণ্ডসতা ভিক্ষু চ ভিক্ষু-নিয়ো চ উপাসকা চ উপাসিকায়ো চ নিক্কমিংসু। সো তেসেণেব অন্তনো পরিসায় চাতি তিন্নং জনসহস্সানং যথা তিংসযোজনে মণ্ণে যাগদুভত্তাদীহি কিণ্ড বেকল্লং ন হোতি, তথা সংবিদহি। তস্স পন নিক্কন্তভাবং ঐত্বা যোজনে যোজনে দেবতা খন্ধাবারং বন্ধিত্বা দিব্বেহি যাগদুখজকভত্ত-পানকাদীহি তং মহাজনং উপট্ঠহিংসু, কস্সচি কেনচি

*

*

*

হইলেন। উপাসকও চিন্তা করিলেন—‘আমি শাস্তাকে না দেখিয়াই স্নোতাপিত্তফল প্রাপ্ত হইয়াছি। না দেখিয়াই অনাগামিফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার এখন উচিত শাস্তাকে দর্শন করা।’ তিনি তখন তিল-তদ্ভুল-ঘৃত-গুড়-বস্ত্রাচ্ছাদনাদি দ্বারা পণ্ডশত শকট পূর্ণ করিয়া শকটগুলি যোজনা করাইয়া ‘যাঁহারা শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আসুন, পিণ্ডপাতাদির কোন কষ্ট হইবে না’—এইভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘ, ভিক্ষুগণীসঙ্ঘ, উপাসকবৃন্দ এবং উপাসিকাবৃন্দকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সহিত পণ্ডশত ভিক্ষু, পণ্ডশত ভিক্ষুগণী, পণ্ডশত উপাসক, পণ্ডশত উপাসিকা গমন করিলেন। তিনি যাহাতে তাঁহাদের এবং নিজ পরিষদের মোট তিন সহস্র ব্যক্তির ত্রিশ যোজন গমন মার্গে (অর্থাৎ মচ্ছিকাসন্ড নগর হইতে শ্রাবস্তী) যাগদুভাত প্রভৃতির কোন অভাব না হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার নিষ্কমণের কথা জানিয়া প্রতিটি যোজন স্থানে দেবতারা স্কন্ধাবার বন্ধন করিয়া (অর্থাৎ বিশ্রাম স্থান নির্মাণ করিয়া) দিব্য যাগদুখাদ্যভাতপানীয়াদির দ্বারা সেই বিশাল

বেকল্পং ন হোতি । এবং দেবতাহি উপট্ঠিয়মানো দেবসিকং
যোজনং গচ্ছন্তো মাসেন সাবখিং পাপদুগ্ধি, পণ্ডসকটসতানি
ষথাপদুরিতানেব অহেসদুং । দেবতাহি চেব মনুস্বেসিহি চ
অভিহট্টং পল্লাকারং বিস্সজেজন্তোব অগমাসি ।

সখা আনন্দথেরং আহ—‘আনন্দ, অজ্ঞ বড্‌টমানকচ্ছায়ায়
চিন্তো গহপতি পণ্ডিহি উপাসকসতেহি পরিবদুতো আগন্স্বা
মং বন্দিস্সতী’তি । ‘কিং পন, ভন্তে, তস্স তুম্‌হাকং
বন্দনকালে কিণ্ড পাটিহারিয়ং ভবিস্সতী’তি ? ‘ভবিস্সতি,
আনন্দা’তি, ‘কিং, ভন্তে’তি ? তস্স আগন্স্বা ‘মং বন্দন-
কালে রাজমানেন অট্ঠকরীসমত্তে পদেসে জল্পুকমত্তেন
ওধিনা পণ্ডবল্লানং দিব্বপদুপ্‌ফানং ঘনবস্সং বস্সিস্সতী’তি ।

*

*

*

জনতাকে সেবা করিলেন । কাহারও কোন কিছুর অভাব হয় নাই । এইভাবে
দেবতাদের দ্বারা উপসেবিত হইয়া প্রত্যহ এক যোজন পথ গমন করিয়া তিনি
এক মাসে শ্রাবস্তীতে পৌঁছিছিলেন । পণ্ডশত শকট যেমন পরিপূর্ণ ছিল
তেমন পরিপূর্ণই থাকিল । দেবমনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহারসামগ্রী
বিতরণ করিতে করিতেই গেলেন ।

শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে বলিলেন—‘আনন্দ, অদ্য অপরাহ্নে চিন্তা
গৃহপতি পণ্ডশত উপাসকের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া আসিয়া আমাকে বন্দনা
করিবে ।’

‘ভস্বে, তিনি আপনাকে বন্দনা করা কালে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে
কি ?’

‘হে আনন্দ, ঘটিবে বৈ কি !’

‘ভস্বে, কি ঘটিবে ?’

‘তিনি আসিয়া আমাকে বন্দনা করা কালে অষ্টকরীসমাত্র প্রদেশে জানু
পরিমাণ গভীর পণ্ডবর্ণের দিব্যপদুপের ঘনবর্ষা বর্ষিত হইবে এবং ঐ সমস্ত
প্রদেশ জাজ্বল্যমান হইবে ।’

তং কথং সূত্বা নগরবাসিনো ‘এবং মহাপদুঞ্ঞো কির চিত্তো নাম গহপতি আগম্হা অজ্জ সখারং বন্দিমস্‌তি, এবরুপং কির পাটিহারিয়ং ভবিস্‌সতি, ময়্যম্পি তং মহাপদুঞ্ঞং দট্ঠং লভিস্‌সামা’তি পল্লাকারং আদায় মঙ্গম্‌স উভোসু পম্‌সেসু অট্ঠংসু। বিহারসমীপে আগতকালে পণ্ড ভিক্ষুসতানি পঠমং আগমিংসু। চিত্তো গহপতি, ‘অম্মা, তুম্‌হে পচ্ছতো আগচ্ছথা’তি মহা উপাসিকায়ো ঠপেত্বা পণ্ডিহি উপাসকসতেহি পরিবৃত্তে সখু সন্তিকং অগমাসি। বুদ্ধানং সম্মুখট্ঠানে পন ঠিতা বা নিসিন্ধা বা ইতো বা এত্তো বা ন হোন্তি, বুদ্ধবীথিয়া দ্বীসু পম্‌সেসু নিচ্চলাব তিট্ঠন্তি। চিত্তো গহপতি মহন্তং বুদ্ধবীথিং ওক্কমি। তীণি ফলানি পত্তেন অরিয়সাবকেন ওলোকিতোলোকিতট্ঠানং কম্পি। ‘এসো কির চিত্তো গহপতী’তি মহাজনো ওলোকেসি। সো সখারং উপ-

*

*

*

ইহা শূন্যিয়া নগরবাসিগণ ‘এইরুপ মহাপদুগ্যবান চিত্ত গহপতি নাকি অদ্য আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিবেন, এইরকম নাকি প্রাতিহার্য ঘটিবে, আমরাও সেই মহাপদুগ্যবান্ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইব’—এই চিন্তা করিয়া অনেক উপহার লইয়া রাস্তার উভয়পাশেব দাঁড়াইল।

বিহার নিকটস্থ হইলে পণ্ডিত ভিক্ষু প্রথমেই আগমন করিলেন।

চিত্ত গহপতি—‘মা আপনারা পরে আসুন’ বলিয়া মহাউপাসিকাদের নিষারিত করিয়া স্বয়ং পণ্ডিত উপাসক-পরিবৃত্ত হইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধগণের সম্মুখস্থানে স্থিত, বা উপবিষ্ট কেহ থাকে না বা এইদিক-ঐদিকে গমনাগমন কাহারও হয় না। বুদ্ধবীথির দুই পাশেব সকলে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। চিত্ত গহপতি বিশাল বুদ্ধবীথি অতিক্রম করিলেন। ত্রিফলপ্রাপ্ত আৰ্য্যশ্রাবক ষোদিকেই অবলোকন করিলেন সেইদিকেই সেই স্থান কম্পিত হইল। জনগণ বুঝিতে পারিলেন—‘ইনিই সেই চিত্ত গহপতি।’ তিনি শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ষড়্‌বর্ষের বুদ্ধরক্ষ্মর

সংকমিত্বা ছন্দগানং বুদ্ধরক্ষ্মীনাং অন্তো পবিসিত্বা স্বীসু
 গোপ্ফকেসু সখ্যু পাদে গহেত্বা বন্দি । তং খণ্ডেৎ
 বদন্তপকারং পদপ্ফবসং বসি, সাধুকারসহস্মানি পবন্ত-
 য়িংসু । সো একমাসং সখ্যু সন্তিকে বসি, বসমানো চ
 সকলং বুদ্ধপমুখং ভিকখুসঙ্ঘং বিহারেয়েব নিসীদাপেত্বা
 মহাদানং অদাসি, অন্তনা সন্ধিং আগতেপি অন্তোবিহারে-
 য়েব কত্বা পটিজ্জিগ। একাদিবসম্পি অন্তনো সকটেসু
 কিঞ্চি গহেত্বং নাহোসি, দেবমনুসেসিহ আভতপল্লাকারে-
 নেব দানং অদাসি, সৰ্ব্বকিচ্চানি অকাসি । সো সখ্যারং
 বন্দিত্বা আহ—“ভন্তে, অহং ‘তুম্‌হাকং দানং ক্সাম্মী’তি
 আগচ্ছন্তো মাসং অন্তরামগ্গে অহোসিং । ইধেব মে
 মাসো বীতিবত্তো, ময়া আভতং পল্লাকারং কিঞ্চি গহেতুং ন
 লভামি, এতকং কালং দেবমনুসেসিহ আভতপল্লাকারেনেব

*

*

*

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শাস্তার দুই পদের গোড়ালি জড়াইয়া ধরিয়া
 শাস্তাকে বন্দনা করিলেন । সেই মূহূর্ত্তেই উক্ত প্রকারে (অর্থাৎ উপরে
 যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে) পদ্পবৃষ্টি হইল । জনগণ সহস্র সহস্র সাধুবাদ
 ধর্নি প্রদান করিল ।

তিনি একমাস বুদ্ধের নিকটে অবস্থান করিলেন । তখন বুদ্ধপ্রমুখ সকল
 ভিক্ষুসঙ্ঘকে বিহারেই উপবেশন করাইয়া মহাদান দিয়াছিলেন । নিজের
 সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিলেন তাহাদেরও বিহারাভ্যন্তরেই সেবা-শুশ্রূষা
 করিয়াছিলেন । একদিনের জন্যও তাহার নিজের শকট হইতে কোন দ্রব্য
 গ্রহণ করিতে হয় নাই । দেবমনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহার সামগ্রীর দ্বারাই
 দানকার্য্য এবং সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তিনি শাস্তাকে বন্দনা
 করিয়া বলিলেন—

‘ভন্তে, আমি আপনাকে দান দিব বলিয়া আসিতে আসিতে পৃথিমধ্যে
 একমাস কাটিয়া গেল । এখানেও একমাস অতিবাহিত হইল । আমার দ্বারা
 আনীত কোন কিছই আপনাকে দান করিতে পারিলাম না । এককাল
 যাবত দেবমনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহারসামগ্রীর দ্বারাই দানকার্য্য নিষ্পন্ন

দানং অদাসিং, সোহং সচোপি ইধ সংবচ্ছরং বসিস্সামি, নেব
মম দেয়্যধম্মং দাতুং লভিস্সামি । অহং সকটানি ওতারেত্থা
গন্তুং ইচ্ছামি, পটিসামনট্ঠানং মে আরোচাপেথা”তি ।

সথা আনন্দথেরং আহ—‘আনন্দ, উপাসকস্স একং পদেসং
তুচ্ছং কারেত্থা দেহী”তি । থেরো তথা অকাসি । কম্পিয়-
ভূমি কির চিত্তস্স গহপতিনো অনুৎসহোত্তমো । উপাসকোপি
অন্তনা সন্ধিং আগতেহি তীহি জনসহস্সেহি সন্ধিং তুচ্ছ-
সকটোহি পদুন মগ্গং পটিপত্তি । দেবমনুস্সা উট্ঠায়,
‘অয়্য, তয়া তুচ্ছসকটোহি গমনকম্মং কত’ন্তি সত্তীহ রতনেহি
সকটানি পদুরিয়ংসু । সো অন্তনো আভতপল্লাকারেনেব
মহাজনং পটিজ্জগন্তো অগমাসি । আনন্দথেরো সথারং
বন্দিত্বা আহ—“ভন্তে, তুম্হাকং সন্তিকং আগচ্ছন্তোপি
মাসেন আগতো, ইধাপি মাসমেব বদুট্ঠো, এত্তকং কালং

*

*

*

হইয়াছে । আমি যদি এখানে এক বৎসরও থাকি, আমি আমার প্রদেয়
(যাহা আমি আনিয়াছি দান দিতে) দান করিতে পারিব না । আমি
আমার শকটগুলি খালি করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছি । আপনি
(অনুগ্রহপূর্বক) বলিয়া দিন কোথায় এইগুলি রাখিব ।’

শাস্তা আনন্দ স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন—‘আনন্দ, একটি জায়গা খালি
করিয়া এই উপাসককে দাও ।’ স্থবির তাহাই করিলেন । চিত্ত গৃহপতিকে
জানানো হইল কোথায় তিনি তাঁহার দ্রব্যগুলি রাখিবেন । উপাসকও তাঁহার
সঙ্গে আগত ত্রিসহস্র লোকের সহিত শূন্য শকট লইয়া পদুনরায় পথে
নামিলেন । দেবমনুষ্যগণ উঠিয়া ‘আষ’, আপনি শূন্য শকট লইয়া যাইবেন
কেন ?’ বলিয়া সপ্ত রত্নের দ্বারা শকটসমূহ পূর্ণ করিল । তিনি নিজে
যাহা আনিয়াছিলেন তদ্বারা জনগণের সেবা করিতে করিতে চলিলেন ।

আনন্দ স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, আপনার
নিকট আসিবার সময়ও একমাসে আসিয়াছেন, এখানে আসিয়াও একমাস

দেবমনুস্বেহি অভিহটপল্লাকারেনেব মহাদানং অদাসি,
 ইদানি পঞ্চ শকটসতানি তুচ্ছানি কস্মা মাসেনেব কির
 গমিস্সতি, দেবমনুস্সা পনস্স উট্ঠায়, ‘অয়্য, তস্সা তুচ্ছ-
 শকটেহি গমনকস্মং কত’ন্তি পঞ্চ শকটসতানি সত্তরতনেহি
 পুরিয়িস্সু । সো পুন্ন অন্তনো আভতপল্লাকারেনেব কির
 মহাজনং পটিজ্জগন্তো গমিস্সতী’তি । কিং পন, ভন্তে,
 এতস্স তুম্হাকং সন্তিকং আগচ্ছন্তস্সেবায়ং সন্ধারো
 উপপজ্জতি, উদাহু অএৎথে গচ্ছন্তস্সাপি উপপজ্জতী’তি ?
 ‘আনন্দ, মম সন্তিকং আগচ্ছন্তস্সাপি অএৎথে গচ্ছন্ত-
 স্সাপি এতস্স উপপজ্জতেব । অয়এহি উপাসকো সন্ধো
 পসস্সো সম্পন্নসীলো, এবরুপো পুঙ্গলো যং যং পদেসং
 ভজ্জতি, তথ তথেবস্স লাভসন্ধারো নিব্বত্ততী’তি বস্সা সথা
 ইমং পকিণ্ণকবণ্ণে গাথমাহ—

*

*

*

অবস্থান করিয়াছেন । এতকাল যাবত দেবমনুষ্যগণের দ্বারা আনীত উপহার-
 সামগ্রীর দ্বারাই তিনি মহাদান দিয়াছেন । এখন পঞ্চশত শকট খালি করিয়া
 একমাসে স্বস্থানে গমন করিবেন । দেবমনুষ্যগণ আসিয়া ‘আৰ্ঘ্য, আপনি
 শূন্য শকটগুলি লইয়া চলিয়াছেন’ এই বলিয়া সপ্তবিধ রত্নের দ্বারা শকটগুলি
 পূর্ণ করিয়া দিলেন । তিনি নিজের দ্বারা আনীত দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা
 জনগণের সেবা করিতে করিতে যাইবেন । ভাস্তে, তিনি আপনার নিকট
 আসিবার কারণেই কি তাঁহার এত সংকার উৎপন্ন হইয়াছে, নাকি অন্যত্র
 গেলেও এইরূপ হয় ?’

‘আনন্দ, আমার নিকট আসার সময়ও উৎপন্ন হয়, অন্য কোথাও যাইবার
 সময়ও উৎপন্ন হয় । এই উপাসক শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন, শীলবান্ । এইরূপ
 ব্যক্তি যেখানেই যান না কেন তাঁহার ঐরূপ লাভসংকার উৎপন্ন হইবে’ বলিয়া
 প্রকীর্ত্তবর্গস্থ এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘সন্ধো সীলেন সম্পন্নো, যসো ভোগসম্পিতো ।

যং যং পদেসং ভজতি, তথ তথৈব পূজিতো’তি ॥

অথো পনস্সা তথৈব আবিভবিস্সতি ।

এবং বুদ্ধে আনন্দথেরো চিত্তস্স পূব্বকম্মং পূচ্ছি । অথস্স
সন্না আচিক্খন্তো আহ—

আনন্দ, অসং পদমুত্তরস্স ভগবতো পাদমূলে কতাভিনী-
হারো কম্পসতসহস্সং দেবমনুস্সেসদু সংসরিত্ত্বা কস্সপবুদ্ধ-
কালে মিগলন্দককূলে নিব্বত্তো বুদ্ধিমন্বায় একদিবসং
দেবে বস্সন্তে মিগানং মারণত্তায় সত্তিং আদায় অরঞ্ঞং
গম্ম্বা মিগে ওলোকেন্তো একস্মিং অকটপত্তারে সসীসং
পারুপিষ্ণা একং ভিক্খুং নিসিন্নং দিম্বা ‘একো, অয়েয়া,
সমগধম্মং করোন্তো নিসিন্নো ভবিস্সতি, ভত্তমস্স আহরি-

*

*

*

‘শ্রদ্ধাবান শীলবান যশ এবং ধনশালী ব্যক্তি যে যে স্থানেই যান না কেন,
সেই সেই স্থানে পূজিত হন ।’*

এইরূপ উক্ত হইলে আনন্দ স্থবির চিহ্নের পূর্বজন্মকথা (শাস্ত্রকে)
জিজ্ঞাসা করিলেন । শাস্ত্র জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন—

‘আনন্দ, এই ব্যক্তি পদমুত্তর ভগবানের পাদমূলে স্তম্ভকল্প গ্রহণ করিয়া
শত সহস্র কল্প দেবমনুষ্যালোকে সংসরণ করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের সময় মৃগ-
লন্দক (=ব্যাধ) কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একদিন বৃষ্টি-
পাতের সময় মৃগ হত্যা করিবার জন্য শস্ত্র লইয়া অরণ্যে যাইয়া মৃগের
সম্মুখে এদিকে ওদিকে তাকাইতে তাকাইতে দেখিতে পাইল একটি প্রাকৃতিক
গুহায় একজন ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গের দ্বারা মাথা ঢাকিয়া বসিয়া আছেন ।
তাঁহাকে দেখিয়া সে ভাবিল—‘নিশ্চয়ই ইনি কোন আর্য হইবেন, শ্রমগধর্ম
পালন করিবার জন্য বসিয়া থাকিবেন । আমি তাঁহার জন্য অনেক বাবস্থা

* ধম্মপদ গাথা সংখ্যা ৩০৩ ।

[ইহার অর্থ সেখানেই অর্থাৎ প্রকীরণবর্গেই প্রকটিত হইবে]

স্বামী'তি বেগেন গেহং গম্ভা একস্মিং উজ্জনে হির্যো
 আভতমংসং, একস্মিং ভক্তং পচাপেত্বা অঞ্জে পিণ্ডপাত-
 চারিকে ভিক্ষু দিম্বা তেসম্পি পত্তে আদায় পঞ্জেত্তা-
 সনে নিসীদাপেত্বা ভিক্ষং সম্পাদেত্বা, 'অয়ো, পরিবিস-
 থা'তি অঞ্জে আশাপেত্বা তং ভক্তং পদুটকে পক্খিপিহ্বা
 আদায় গচ্ছন্তো অন্তরামণে নানাপদুপ্ফানি ওচিনিহ্বা
 পত্তপদুটে কত্বা থেরস্স নিসিন্ণট্ঠানং গম্ভা 'ময়্হং, ভন্তে,
 সঙ্গহং করোথা'তি বহ্বা পত্তং আদায় পদুরেত্বা থেরস্স হথে
 ঠপেত্বা তেহি পদুপ্ফেহি পদুজং কত্বা 'যথা মে অয়ং রস-
 পিণ্ডপাতো পদুপ্ফপদুজায় সন্ধিং চিত্তং তোসেসি, এবং
 নিব্বত্তিনিব্বত্তট্ঠানে পল্লাকারসহস্সানি আদায় আগম্ভা
 ময়্হং চিত্তং তোসেন্তু, পণ্ডবল্লকুসুমবস্সপণ্ডবস্সত্'তি পথনং
 পট্ঠপেসি। সো যাবজ্জীবং কুসলং কত্বা দেবলোকে

*

*

*

করিব।' এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া একটি চুল্লীতে গতকল্যের
 মাংস এবং অপর একটি চুল্লীতে অন্ন রন্ধন করিয়া অন্য পিণ্ডপাতচারিক
 ভিক্ষুদের দেখিয়া তাঁহাদের পাত্র লইয়া (স্বগৃহে) প্রস্তুত আসনে বসাইয়া
 ভিক্ষা দান করিয়া একজনকে ডাকিয়া বলিল—'আম'দের পরিবেশন কর'।
 এই বলিয়া স্বয়ং কিছু অন্নব্যঞ্জন পদুট্টলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে যাইতে
 পথিমধ্যে নানাবিধ পদুপ চয়ন করিয়া পত্রপদুটে লইয়া ঐ স্থবিরের বাসস্থানে
 যাইয়া—'ভন্তে, আমার দান গ্রহণ করুন' বলিয়া পাত্র লইয়া পদুর্ণ করিয়া
 স্থবিরের হাতে দিয়া ঐ পদুপের দ্বারা স্থবিরের পদুজা করিয়া—'যে প্রকারে
 আমার এই রসপিণ্ডপাত পদুপপদুজার সহিত আমার চিত্তকে তুষ্ট করিয়াছেন,
 তদ্রূপ জন্মজন্মান্তরে ইহা সহস্র সহস্র উপহার লইয়া আসিয়া আমার চিত্তকে
 তুষ্ট করুক, পণ্ডবর্ণের কুসুম বর্ষিত করুক'—এই প্রার্থনা করিলেন। সে
 যাবজ্জীবন কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইল। জন্মস্থানে

নিব্বত্তি, নিব্বত্তট্ঠানে জল্পকমত্তেন ওধিনা দিব্বপদ্মপ্ফ-
বস্সং বস্সি । ইদানিপিঙ্গ জাতদিবসে চেব ইধ চ আগতঙ্গ
পদ্মপ্ফবস্সবস্সনণ পল্লাকারাভিহারো চ সত্তাহি রতনেহি
সকটপূরগণ তস্সেব কম্মঙ্গ নিঙ্গন্দোতি ।

চিত্তগহপতিবত্থ চুদ্দসমং ।

*

*

*

জানু গভীর দিব্য পদ্মপব্ধিট হইল । এখনও তাহার জন্মদিনে এবং এখানে
আগত হইলে পদ্মপব্ধিটর বর্ষণ, (অগণিত) উপহারের উপস্থিতি এবং
সম্প্রদায়ের দ্বারা (পণ্ডিত) শকট পূর্তি—সেই (পূর্বজন্মের) কর্মফলের
দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে ।

॥ চিত্ত গহপতির উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



বনবাসী তিস্য সন্মানে বনবাসী । ১৫

‘অণ্ড্ৰোহি লাভূপনিসাতি’ ইমং ধম্মদেশনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো বনবাসিকতিস্সথেরং আরম্ভ কথেসি । দেসনা
রাজগহে সমুট্ঠিতা ।

সারিপদত্তথেরস্সকিরপিতু বঙ্গন্তব্রাহ্মণস্স সহায়কো মহাসেন-
ব্রাহ্মণো নাম রাজগহে বসতি । সারিপদত্তথেরো একাদিবসং
পিণ্ডায় চরন্তো তস্মিং অনুকম্পায় তস্স গেহদ্বারং
অগমাসি । সো পন পরিক্খীণবিভবো দলিদ্দো । সো
‘মম পদত্তো ময়্হং গেহদ্বারং পিণ্ডায় চরিতুং আগতো
ভবিস্সতি, অহণ্ণম্হি দদ্ধংগতো, ময়্হং দদ্ধংগতভাবং ন
জানাতি মণ্ড্ৰেণ, নথি মে কোচি দেয়াধম্মো’তি থেরস্স
সম্মুখা ভবিতুং অসক্কোন্তো নিলীয়ি । থেরো অপরম্পি
দিবসং অগমাসি, ব্রাহ্মণো তথেব নিলীয়ি । ‘কিণ্ণদেব

•

•

•

বনবাসী তিস্য সন্মানে বনবাসী । ১৫ ।

‘লাভের পথ এক’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
বনবাসী তিস্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন । যে ঘটনার পরি-
প্রেক্ষিতে এই দেশনার অবতারণা তাহার উৎপত্তিস্থল রাজগৃহ ।

বলা হইয়াছে যে শারিপদত্ত স্থবিরের পিতা বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণের বন্দু মহাসেন
ব্রাহ্মণ রাজগৃহে বাস করিতেন । শারিপদত্ত স্থবির একদিন পিণ্ডপাতের জন্য
বিচরণ করা কালে তাহার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাহার গৃহদ্বারে গিয়া-
ছিলেন । তিনি ছিলেন বৈভবশূন্য দরিদ্র । তিনি ‘আমার পদত্ত আমার গৃহদ্বারে
পিণ্ডপাতের জন্য আসিয়া থাকিবে । কিন্তু আমি ত দূর্গত, আমার
দূর্গতভাবের কথা সে হয়ত জানে না, আমার ত দেওয়ার মত কিছুই নাই ।’
এই ভাবিয়া স্থবিরের মদুখোমুখি হইতে অসমর্থ হইয়া সরিয়া পড়িলেন ।
স্থবির আরও একদিন গেলেন, ব্রাহ্মণ সেইভাবেই সরিয়া পড়িলেন । ‘কিছু

লভিত্বা দম্ভসামী'তি চিন্তেত্তো'পি নালভি । অথেকাদিবসং
 একস্মিং ব্রাহ্মণবাচকে থূলসাটকেন সন্ধি পায়সপাতিং
 লভিত্বা আদায় গেহং গম্বাব থেরং অনদ্দসরি, 'ইমং
 পি'ডপাতং ময়া থেরস্স দাতুং বট্টতী'তি । থেরো'পি তং
 খণং বানং সমাপজ্জিত্বা সমাপত্তিতো বট্ট'ঠায় তং ব্রাহ্মণং
 দিম্বা 'ব্রাহ্মণো দেয়্যধম্মং লভিত্বা মম আগমনং পচ্চা-
 সীসতি, ময়া তথ গম্বুং বট্টতী'তি সঙ্ঘাটিং পারু'পিত্বা
 পত্তং আদায় তস্স গেহদ্বারে ঠিতমেব অন্ত্রাং দস্বেসি ।
 ব্রাহ্মণো থেরং দিম্বাব চিত্তং পসীদি । অথ নং উপসঙ্ক-
 মিত্বা বন্দিত্বা পটিসংহারং কত্বা অন্তোগেহে নিসীদাপেত্বা
 পায়সপাতিং গহেত্বা থেরস্স পত্তে আকিরি । থেরো উপড্ঢং
 সম্পটিচ্ছিত্বা হথেন পত্তং পিদিহি । অথ নং ব্রাহ্মণো আহ—
 'ভন্তে, একপটিবীসমত্তোব অয়ং পায়সো, পরলোকসঙ্গং

*

*

*

পাইলে দিতাম' চিন্তা করিয়াও কিছুই পাইলেন না । অনন্তর এক অনদ্দুষ্ঠানে
 মন্ত্র পাঠ করিয়া একখানি স্থূল কাপড়ের সহিত একপাত্র পায়স লাভ করিয়া
 গৃহে আসিয়াই স্থবিরের কথা স্মরণ করিলেন—'এই পি'ডপাত আমি
 স্থবিরকে দিব ।' স্থবিরও সেই মূহূর্তে ধ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন । তিনি
 ধ্যান হইতে উঠিয়া (দিব্যদৃষ্টিতে) সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া—'ব্রাহ্মণ দান
 করিবার মত কিছু পাইয়া আমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন, আমার
 সেখানে যাওয়া উচিত' ভাবিয়া সঙ্ঘাটি উপরে পরিধান করিয়া পাত্র লইয়া
 তাঁহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের দর্শন দিলেন ।

স্থবিরকে দেখামাত্রই ব্রাহ্মণের চিত্ত প্রসন্ন হইল । তাঁহার নিকট উপস্থিত
 হইয়া বন্দনা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে বসাইয়া
 পায়সপাত্র লইয়া স্থবিরের পাত্রে সমস্ত প্রদান করিলেন । স্থবির অধেক মাত্র
 লইয়া হাতের দ্বারা পাত্র ঢাকিয়া দিলেন । তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন—
 'ভন্তে এখানে সামান্যমাত্রই পায়স আছে । আমাকে পরলোকে সন্ধানী করুন ।

করোথ, মা ইধলোকসঙ্গং, নিরবসেসমেব দাতুকামোম্-
 হী'তি সৰ্বং আকিরি । থেরো তথ্বেব পরিভুঞ্জি । অথস্স
 ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে তম্পি সাটকং দহ্বা বন্দিহ্বা
 এবমাহ—‘ভন্তে, অহম্পি তুম্হেহি দিট্ঠধম্মমেব
 পাপদুগ্গেয়্য'ন্তি । থেরো ‘এবং হোতু ব্রাহ্মণা'তি তস্স
 অনন্মোদনং কহ্বা উট্ঠায়াসনা পক্কমন্তো অনদ্পদুস্বেন
 চারিকং চরন্তো জেতবনং অগমাসি । ‘দদুগ্গতকালে
 দিন্নদানং পন অতিবিয় তোসতী'তি ব্রাহ্মণোপি তং দানং
 দহ্বা পসন্নচিত্তো সোমনস্সজাতো থেরে অধিমন্তং সিনেহ-
 মকাসি । সো থেরে সিনেহেনেব কালং কহ্বা সাবাথিয়ং
 থেরস্সদুপট্ঠাককুলে পটিসম্মিৎ গণ্হি । তং থণ্ণেযেব পনস্স
 মাতা ‘কুচ্ছিয়ং মে গম্ভো পতিট্ঠিতো'তি ঐহ্বা সামিকস্স
 আরোচেসি । সো তস্সা গম্ভপরিহারং অদাসি ।

*

*

*

ইহলোকে সখ আমি চাই না । আমি নিঃশেষে সমস্ত পায়স আপনাকে দিতে
 ইচ্ছা করি’ বলিয়া সমস্ত তাঁহার পাত্রে প্রদান করিলেন । স্থবির সেখানেই
 তাহা ভোজন করিলেন । অনন্তর তাঁহার ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ
 সেই বস্ত্র তাঁহাকে দিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে আপনি যাহা
 অধিগত করিয়াছেন, আমি যেন তাহা লাভ করিতে পারি ।’ স্থবির—‘ব্রাহ্মণ,
 তাহাই হউক’ বলিয়া তাঁহার দান অনন্মোদন করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া
 যাইবার সময় আনন্দপূর্ব্বকভাবে চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে জেতবনে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

‘দদুগ্গতকালে প্রদত্তদান চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ দান করে’ এই বাক্য
 ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । ব্রাহ্মণও সেই দান দিয়া প্রসন্নচিত্ত ও আনন্দিত
 হইয়া স্থবিরের প্রতি অধিকমাত্রায় স্নেহ উৎপাদন করিলেন ।

স্থবিরের প্রতি স্নেহবশতঃ মৃত্যুর পর তিনি শ্রাবস্তীতে স্থবিরের এক
 সেবকের পরিবারে প্রতিসম্মিৎ গ্রহণ করিলেন । সেই মৃত্যুতে, তাঁহার মাতা
 ‘আমার কুক্ষিতে গম্ভস্কার হইয়াছে’ জানিয়া স্বামীকে জানাইলেন । তিনি

তস্মা অচ্ছদ্গ্হঅতিসীতঅতিঅম্বিলাদিপরিভোগংবজ্জেন্না
 সুখেন গব্ভং পরিহরিয়মানায় এবরুপো দোহলো
 উম্পজ্জি ‘অহো বতাহং সারিপদত্তথেরম্পমদুখানি পণ্ড
 ভিক্খুসতানি নিমন্তেজ্জা গেহে নিসীদাপেজ্জা অসম্ভিন্ন-
 খীরপায়সং দত্তা সয়ম্পি কাসায়বথানি পরিদাহিহা সুবল্ল-
 সরকং আদায় আসনপরিয়ন্তে নিসীদিহা এত্তকানং
 ভিক্খুনং উচ্ছিট্ঠপায়সং পরিভুজেয়্যন্তি । তস্মা কির
 সো কাসায়বথপরিদহনে দোহলো কুচ্ছিয়ং পদত্তস্স বুদ্ধ-
 সাসনে পব্বজ্জায় পদ্বর্নিমিত্তং অহোসি । অথস্সা এতাকা
 ‘ধম্মিকো নো ধীতায় দোহলো’তি সারিপদত্তথেরং সঙ্ঘথেরং
 কত্তা পণ্ডনং ভিক্খুসতানং অসম্ভিন্নখীরপায়সং অদংসু ।
 সাপি একং কাসাবং নিবাসেজ্জা একং পারদুপিহা সুবল্লসরকং
 গহেজ্জা আসনপরিয়ন্তে নিসিন্না উচ্ছিট্ঠপায়সং পরিভুঞ্জি,

*

*

•

তাঁহার গর্ভরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন । তিনি অতুষ্ক, অতিশীতল, অত্যগ্নাদি
 ভোগ বর্জন করিয়া সুখেই গর্ভ রক্ষা করিতেছিলেন । একদিন তাঁহার এই
 দোহদ (খাইবার সাধ) উৎপন্ন হইল—‘অহো, আমি যেন শারিপদত্ত স্থবির
 প্রমুখ পণ্ডশত ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে বসাইয়া অনবরত ক্ষীরপায়স
 দান করিয়া স্বয়ং কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া সুবর্ণপাত্র লইয়া ভিক্ষুদের
 আসনের অস্তিমভাগে বসিয়া এতগুণি ভিক্ষুর উচ্ছিষ্ট পায়স ভোজন করিতে
 পারি ।’ তাঁহার সেই কাষায়বস্ত্র পরিধানের দোহদ (= সাধ) তাঁহার
 গর্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যার পদ্বর্নিমিত্ত মাত্র । তখন তাঁহার
 জ্ঞাতিরা ‘এই কন্যার দোহদ ধার্মিকই’ ভাবিয়া শারিপদত্ত স্থবিরকে সঙ্ঘস্থবির
 করিয়া পণ্ডশত ভিক্ষুকে অনবরত ক্ষীরপায়স প্রদান করিলেন । তিনিও
 (ভাষা) একখানি কাষায়বস্ত্র অন্তবাস এবং আর একখানি কাষায়বস্ত্র
 বহিবাসরূপে পরিধান করিয়া সুবর্ণপাত্র লইয়া (ভিক্ষুদের) আসনের
 অস্তিমপ্রান্তে বসিয়া উচ্ছিষ্ট পায়স ভোজন করিলেন, তাঁহার দোহদ প্রশমিত

দোহলো পটিম্পস্সম্ভি । তস্সা যাব গব্ভবদুট্টানা অন্তর-
ন্তরা কতমঙ্গলেসদুপি, দসম্মাসচ্চযেন পদুত্তং বিজাতায়
কতমঙ্গলেসদুপি সারিপদুত্তথেরম্পমদুখানং পণ্ণন্নং ভিক্ষু-
সতানং অম্পোদকমধুপায়সমেব অদংসু । পদুবে কিরেস
দারকেন ব্রাহ্মণকালে দিনপায়সস্স নিস্সন্দো ।

জাতমঙ্গলদিবসে পন তং দারকং পাতোব ন্হাপেত্বা মণ্ডেত্বা
সিরিসয়নে সতসহস্সম্মনিকস্স কম্বলস্স উপরি নিপজ্জা-
পেসদুং । সো তথ নিপন্নকোব থেরং ওলোকেত্বা ‘অয়ং মে
পদুস্বাচারিয়ো, ময়া থেরং নিস্সায় অয়ং সম্পত্তি লঙ্কা, ময়া
ইমস্স একং পরিচ্চাগং কাতুং বটুতী’তি সিক্খাপদগহণথায়
আনীয়মানো তং কম্বলং চ্দুলঙ্গুলিয়া বেঠেত্বা অঙ্গহেসি ।
অথস্স ‘অঙ্গুদলিয়ং কম্বলো লণ্ণো’তি তে তং হরিতুং
আরভিৎসু । সো পরোদি । এতাকা ‘অপেথ, মা দারকং
রোদাপেথা’তি কম্বলেনেব সন্ধিং আনয়িংসু । সো থেরং

*

*

*

হইল । তাঁহার গর্ভোৎপত্তির পর হইতে যত মঙ্গলকর্ম কৃত হইয়াছে, দশ মাস
পরে পদুত্তের জন্মোপলক্ষে যত মঙ্গলকর্ম কৃত হইয়াছে সর্বগ্রহই শারিপদুত্ত স্থবির
প্রমুখ পণ্ণশত ভিক্ষুদের নির্জলা মধুপায়স প্রদান করা হইয়াছে । ইহা
পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকালে বালকের দ্বারা প্রদত্ত পায়সদানেরই ফল ।

জাতমঙ্গলদিবসে সেই বালককে প্রাতঃকালেই স্নান করাইয়া মণ্ডিত
করিয়া শ্রীশয্যায় শতসহস্র মূল্যের কম্বলের উপরে তাহাকে শোয়ান হইল ।
সে সেখানে শায়িত অবস্থাতেই স্থবিরকে দেখিয়া—‘ইনি আমার পূর্বাচার্য,
স্থবিরের জন্যই আমি এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছি । তাঁহাকে আমার একটা
জিনিষ প্রদান করিতে হইবে ।’—তাহাকে শিক্ষাপদ গ্রহণের জন্য আনয়ন
করা হইলে সে কনিষ্ঠ অঙ্গুদলির দ্বারা কম্বলকে বেটন করিয়া উপরে তুলিয়া
ধরিল । তখন ‘আঙ্গুদলে কম্বল লগ্ন হইয়াছে’ বলিয়া তাহারা তাহা ছাড়াইতে
গেলে বালক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল । জ্ঞাতিগণ—‘ষাও যাও বালককে
কাঁদাইও না’ বলিয়া কম্বলের সহিত তাহাকে লইয়া আসিল । সে স্থবিরকে

বন্দনকালে কম্বলতো অঙ্গুলিঃ অপকঙ্কটিকা কম্বলং ধেরুস
পাদমূলে পাতেসি। ঐতকা 'দহরকুমারেণ অজানিত্বা
কত'ন্তি অবস্থা 'পদন্তেণ নো দিমং, পরিচ্ছত্তমেব হোতু,
ভন্তে'তি বস্তা, 'ভন্তে, সতসহস্রাশ্বনিকেন কম্বলেন পূজা-
কারকস্স তুম্হাকং দাসস্স সিক্খাপদানি দেথা'তি
আহংসু। 'কো নামো অয়ং দারকো'তি? 'ভন্তে, অস্মেয়
সমাননামকো, ভিস্সা নামেস ভবিম্সতী'তি। থেরো
কির গিহিকালে উপতিস্সমাণবো নাম অহোমি। মাতাপিস্স
চিন্তেমি—'ন ময়া পুত্তস্স অম্বাসয়ো ভিন্দিভস্সো'তি।
এবং দারকস্স নামকরণমঙ্গলং কথ্য পুন তস্স আহা-
রপরিভোগমঙ্গলোপি পুন তস্স কল্পবিম্বনমঙ্গলোপি
দুস্সগহনমঙ্গলোপি চূলাকপ্পনমঙ্গলোপি সারিপপুত্তথেরুপ-
মুখানং পণ্ডমং ভিক্খু সতানং অম্পাদকমধুপায়সমেব
অদংসু।

*

*

*

বন্দনা করার সময় কম্বল হইতে আঙুল অপসারণ করিয়া কম্বলখানি
স্থবিরের পাদমূলে ফেলিয়া দিল। জ্ঞাতিগণ—'ছোট ছেলে না জানিয়া
করিয়াছে' না বলিয়া 'ভন্তে, পুত্র বাহা দিয়াছে তাহা গ্রহণ করুন' বলিয়া
'ভন্তে, শতসহস্র মূল্যের কম্বলের দ্বারা পূজাকারী আপনার এই দাসকে
শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিন।' এই কথা বলিলেন।

‘এই বালকের নাম কি?’

‘ভন্তে আপনার নাম অনুসারেই ইহার নাম তিষ্য রাখা হইবে।’

গৃহীকালে স্থবিরের নাম ছিল উপতিষ্য মাণব। তাঁহার মাতাও চিন্তা
করিলেন—‘পুত্রের বাহা সঙ্কল্প তাহা আমাদের ভঙ্গ করা উচিত হইবে না।’
এইভাবে বালকের নামকরণ মঙ্গল, অন্নপ্রাশনমঙ্গল, কণ্ঠভেদমঙ্গল, বস্ত্রপরিধান-
মঙ্গল, চূড়াকরণমঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গলোৎসবে শারিপপুত্র স্থবির প্রমুখ পণ্ডিত
ভিক্কুদের নিজেরা মধুপায়স প্রদান করা হইয়াছিল।

দারকো বুদ্ধিমন্ত্যায় সন্তব্ধিসককালে মাতরং আহ—‘অম্ম
থেরস্স সন্তিকে পব্বজিস্সামী’তি । ‘সাধু, তাত, পদুস্বেবাহং
‘ন ময়া পদুস্স অত্থাসস্সো ভিদ্দিভস্সো’তি মনং অকামিং,
পব্বজ্জ, পদুত্তা’হি থেরং নিম্মতাপেত্তা তস্স আগত্তস্স
ভিক্ষুণ্ণ দত্তা, ‘ভন্তে, তুম্হাকং দাসো ‘পব্বজিস্সামী’তি
বদতি, ইমং আদায় সাযং বিহারং আগমিস্সামী’তি থেরং
উয়োজেত্তা সাযহুসময়ে মহন্তেন সঙ্কারসম্মানেন পদুত্তং
আদায় বিহারং গন্তা থেরস্স নিয়াদেসি । থেরো তেন
সন্ধিং কথেসি—‘তিস্স, পব্বজ্জা নাম দুদ্ধরা, উণ্হেন অথে
সতি সীতং লভতি, সীতেন অথে সতি উণ্হং লভতি,
পব্বজিতা কিচ্ছেন জীবন্তি, ত্বং সুখোধিতো’তি । ‘ভন্তে,
অহং তুম্হেহি বদন্তনিয়ামেনেব সব্বং কাতুং সন্ধিস্সা-

*

*

*

বালক বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সপ্তবর্ষ বয়সকালে মাতাকে বলিল—‘মা, আমি
স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইব ।’

‘বেশ বাবা, পূর্বেই আমি মনস্থির করিয়াছিলাম যে তোমার সংকল্পে
আমি বাধাসৃষ্টি করিব না । হে পুত্র, তুমি প্রব্রজ্যা নাও ।’ বলিয়া স্থবিরকে
নিমন্ত্ৰণ করিয়া তিনি আসিলে তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া বলিলেন—‘ভন্তে,
আপনার দাস বলিতেছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে । আমি ইহাকে লইয়া সন্ধ্যায়
বিহারে আসিব’ এই বলিয়া স্থবিরকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যাহুসময়ে মহা সৎকার-
সম্মানের সহিত পুত্রকে লইয়া বিহারে যাইয়া স্থবিরকে প্রদান করিলেন ।
স্থবির তাহার সহিত কথা বলিলেন—‘তিষ্য, প্রব্রজ্যা খুব দুষ্কর । উষ্ণতার
প্রয়োজন হইলে শৈত্যলাভ করে, শৈত্যের প্রয়োজন হইলে উষ্ণতা লাভ করে ।
প্রব্রজিতগণ কৃচ্ছতার মধ্যে জীবন যাপন করে । তোমায় ত সুখের শরীর ।’

‘ভন্তে, আপনি যাহা যাহা বলিবেন আমি সেইভাবেই সমস্ত কাজ করিতে
পারিব ।’

মণীতি । থেরো 'সাধু'তি বহ্বা তস্স পটিকূলমনসিকার-
বসেন তচপণ্ডককম্মট্ঠানং আচিক্খিত্বা তং পব্বাজেসি ।
সকলম্পি হি দ্বিত্তংসাকারং কথेतুং বটুতিয়েব । সৰ্ব্বং
কথेतুং অসক্কোন্তেন পন তচপণ্ডককম্মট্ঠানং কথेतব্ব-
মেব । ইদঞ্হি কম্মট্ঠানং সৰ্ব্ববুদ্ধানং অবিজহিতমেব ।
কেসাদীসদ্দ একেককোট্ঠাসেসদ্দ অরহত্তং পত্তানং ভিক্খু-
নম্পি ভিক্খুনীনম্পি উপাসকানম্পি উপাসিকানম্পি
পরিচ্ছেদো নথি । অব্যাত্তা ভিক্খু পন পব্বজেষ্টা
অরহত্তস্সুপনিষসয়ং নাসেত্তি । তস্মা থেরো কম্মট্ঠানং
আচিক্খিত্বা পব্বাজেষ্টা দসসদ্দ সীলেসদ্দ পতিট্ঠাপেসি ।
মাতাপিতরো পুত্তস্স পব্বজিতসঙ্কারং করোন্তা সত্তাহং

*

*

*

শ্রবির 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাহার প্রতিকূল মনস্কারবশে 'স্বক্-
পণ্ডক' কর্মস্থান বলিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন ।

[এখানে বর্ণিত প্রকার অশুচি দ্রব্য যদ্বারা এই শরীর গঠিত তাহার
সমস্তই উল্লেখ করিতে হইবে ।] যাহারা অক্ষম তাহাদের জন্য কেবল স্বক্-
পণ্ডক কর্মস্থান দিতে হইবে । সকল বুদ্ধগণই এই কর্মস্থান প্রয়োগ
করিয়াছেন । কেশাদি এক একটি দ্রব্যকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কর্মস্থানরূপে
গ্রহণ করিয়া অহংত্ব লাভ করিয়াছেন এইরূপ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং
উপাসিকাদের সংখ্যা গণনার অতীত । অদক্ষ ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদানকালে
প্রব্রজিতদের অহংত্বের উপনিশ্রয় বিনষ্ট করিয়া থাকে । অর্থাৎ যথাযথ-
ভাবে কর্মস্থান দিতে পারে না । সেইজন্য (শারিপুত্র) শ্রবির প্রথমে
কর্মস্থান দিয়া পরে তিষাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া দশশীলে প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছিলেন ।]

মাতাপিতা পুত্রের প্রব্রজিত-সংস্কার করিতে করিতে সপ্তাহকাল বিহারেই

১ । অথি ইমস্মি কাসে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো । তচো, দন্তা,
নখা, লোমা, কেসা ইত্যাদি ।

বিহারেয়েব বুদ্ধম্মখস্স ভিক্খুসঙ্ঘস্স অম্পাদকমধু-
 পায়সমেব অদংসু । ভিক্খুপি ণিবন্ধং অম্পাদকমধু-
 পায়সং পরিভুঞ্জিতুং ন সন্ধোমা'তি উম্মায়িংসু । তস্সপি
 মাতাপিতরো সত্তমে দিবসে সায়াং গেহং অগমংসু । সামণেরো
 অট্টমে দিবসে ভিক্খুহি সন্ধিং পি'ডায় পাবিসি । সারথি-
 বাসিনো 'সামণেরো কির অম্ভজ পি'ডায় পাবিসিস্সতি,
 সন্ধারমস্স করিস্সামা'তি পণ্ণহি সাটকসতোহি চুম্বটকানি
 কত্থা পণ্ণ পি'ডপাতসতানি সম্ভেজত্থা আদায় পটিপথে ঠত্থা
 অদংসু, পুনদিবসে বিহারস্স উপবনং আগম্ভা অদংসু ।
 এবং সামণেরো দ্বীহেব দিবসেহি সাটকসহস্সেহি সন্ধিং
 পি'ডপাতসহস্সং লভিত্থা ভিক্খুসঙ্ঘস্স দাপেসি । ব্রাহ্মণ-
 কালে দিন্নথুলসাটকস্স কিরেস নিস্সন্দো । অথস্স
 ভিক্খু পি'ডপাতদায়কতিস্সো'তি নামং করিংসু ।

*

*

*

বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিজ্জ'লা মধুপায়সই প্রদান করিয়াছিলেন । ভিক্ষুগণও
 'আমরা প্রত্যেকদিন নিজ্জ'লা মধুপায়স খাইতে পারিব না' বলিয়া অসন্তোষ
 প্রকাশ করিলেন । তিস্যের মাতাপিতাও সপ্তম দিনে সম্ভায়া নিজ্জগৃহে চলিয়া
 গেলেন । শ্রামণের অষ্টম দিনে ভিক্ষুদের সঙ্গে পি'ডপাতের জন্য (নগরে)
 প্রবেশ করিলেন । শ্রাবস্তীবাসিগণ 'অদ্য নাকি শ্রামণের পি'ডপাতের জন্য
 প্রবেশ করিবে—আমরা তাহার সংকার করিব'—এই বলিয়া পঞ্চশত বস্ত্রের
 দ্বারা পঞ্চশত পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পঞ্চশত পি'ডপাত সন্নিহিত করিয়া
 লইয়া গমনপথে শ্রামণের সহ পঞ্চশত ভিক্ষুকে দান করিলেন । পরের দিন
 বিহারের উপবনে আসিয়া তদ্রূপ দান দিলেন । এই প্রকারে শ্রামণের দুই
 দিনে এক সহস্র বস্ত্রের সহিত এক সহস্র পি'ডপাত লাভ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে
 দান করাইয়াছিলেন । ব্রাহ্মণকালে তিনি যে (শারিপুত্র স্ববিরকে) স্থূল বস্ত্র
 দান করিয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি এই সব লাভ করিলেন । অনন্তর
 ভিক্ষুগণ তাহার নাম রাখিলেন—'পি'ডপাতদায়ক তিস্য' ।

পূর্বেকদিবসং সামগেরো সীতকালে বিহারচারিকং চরন্তো
 ভিক্ষু তথ তথ অগ্নিসালাদীসু বিসিষ্বেন্তে দিম্বা
 আহ—‘কিং, ভন্তে, বিসিষ্বেন্তা নিসিন্নাথা’তি ? ‘সীতং
 নো পীলোতি সামগেরো’তি । ‘ভন্তে, সীতকালে নাম
 কম্বলং পারদাপিতুং বট্টিতি । সো হি সীত পটিবাহিতুং
 সমথো’তি । ‘সামগের, ত্বং মহাপদেণ্ডেণ্ডো কম্বলং লভেয়্যাসি,
 অম্‌হাকং কুতো কম্বলো’তি । ‘তেন হি, ভন্তে, কম্বলখিকা
 ময়া সন্ধিং আগচ্ছন্তু’তি সকলি বহারে আরোচাপেসি ।
 অথ ভিক্ষু ‘সামগেরেন সন্ধিং গন্ত্বা কম্বলং আহরিষ্সামা’-
 তি সত্তব্ধিসকসামগেরং নিষ্সায় সহস্সমত্তা ভিক্ষু নিক্‌খ-
 মিৎসু । সো ‘এত্তকানং ভিক্ষুদনং কুতো কম্বলং লভি-
 স্সামী’তি চিত্তম্পি অনুপ্পাদেহা তে আদায় নগরাভিমুখো
 পায়্যাসি । সুদদিবসস হি দানস্স এবরুপো আনুভাবো
 হোতি । সো বহিনগরেয়েব ঘরপটিপাটিয়া চরন্তো পণ্ড

*

*

*

পূর্নরায় একদিন শীতকালে শ্রামণের বিহারচারিকায় বিচরণ করিতে
 করিতে দেখিলেন এখানে সেখানে ভিক্ষুগণ অগ্নিশালাদিতে আগুন
 পোহাইতেছেন । দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, আপনারা আগুন
 পোহাইতেছেন কেন ?’ ‘হে শ্রামণের, আমরা শীতে কষ্ট পাইতেছি ।’ ‘ভন্তে,
 শীতকালে কম্বলগায়ে দিতে হয়, কম্বলই শীত নিবারণ করিতে পারে ।’

‘শ্রামণের, আমরা কম্বল কোথায় পাইব, মহাপদগ্যবান, তুমি পাইতে পার ।’

‘তাহা হইলে ভন্তে, যাঁহাদের কম্বলের প্রয়োজন তাঁহারা আমার সঙ্গে
 আসুন ।’—সকল বিহারে এই কথা ঘোষণা করা হইল । অনন্তর ভিক্ষুগণ
 ‘শ্রামণেরের সহিত যাইয়া কম্বল গ্রহণ করিব’ বলিয়া সপ্তবর্ষীয় শ্রামণেরকে
 ভিত্তি করিয়া এক হাজার ভিক্ষু রওনা হইলেন । তিনি ‘এতজন ভিক্ষুর
 জন্য কম্বল কোথায় পাইব’—এই কথা মনের কোণেও স্থান না দিয়া তাঁহাদের
 লইয়া নগরাভিমুখে রওনা দিলেন । [সুপ্রদত্ত দানের এইরূপই ফল হইয়া
 থাকে ।] তিনি নগরের বাহিরেই প্রতি ঘরে ঘরে বিচরণ করিতে করিতে

কম্বলসতানি লভিত্বা অন্তোনগরং পার্বিসি । মনুস্সা ইজো চিতো চ কম্বলে আহরন্তি ।

একো পন পুৱিসো আপগদ্বারেন আগচ্ছন্তো পণ্ড কম্বল-সতানি পসারেহা নিসিন্নং একং আপণিকং দিম্বা আহ—‘অম্ভো, একো সামণেরো কম্বলে সংহরন্তো আগচ্ছতি, তব কম্বলে পটিচ্ছাদেহী’তি ? ‘কিং পন সো দিন্নকে গণ্হাতী’তি, উদাহু অদিন্নকে’তি ? ‘দিন্নকে গণ্হাতী’তি । ‘এবং সন্তে সচে ইচ্ছামি, দম্সামি, নো চে, ন দম্সামি, গচ্ছ ত্ব’ন্তি উয়্যোজ়েসি । মচ্ছরিনো হি অন্ধবালা এবরুপেসু দানং দদমানেসু মচ্ছরায়িত্বা অসদিদসদানং দিম্বা মচ্ছরায়ন্তো কালো বিয় নিরয়ে নিব্বত্তন্তি । আপণিকো চিন্তেসি—‘অয়ং পুৱিসো অন্তনো ধম্মতার আগচ্ছমানো ‘তব কম্বলে পটিচ্ছাদেহী’তি মং আহ ।

*

*

*

পণ্ডশত কম্বল লাভ করিয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা এদিক সেইদিক হইতে কম্বল আনিতে লাগিল ।

জৈনৈক ব্যক্তি এক দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন এক দোকানদার পণ্ডশত কম্বল প্রসারিত করিয়া (বিক্রয়ের জন্য) বসিয়া আছেন । তাঁহাকে দেখিয়া ঐ ব্যক্তি বলিলেন—‘ওহে এক শ্রামণের কম্বল সংগ্রহ করিতে করিতে আসিতেছে । তুমি তোমার কম্বল ঢাকিয়া রাখ ।’

‘তিনি কি (কম্বল) দান হিসাবে নিতেছেন না অন্যভাবে ?’

‘তিনি দান হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন ।’

‘যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা হইলে দিব না হয় দিব না । তুমি যাও ।’ এই বলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল । [কৃপণ ও মূৰ্খ ব্যক্তির এইভাবে দান দিতেছে দেখিয়া হিংসা করে, যেমন কোশলরাজের অসদৃশ (অতুলনীয়) দান দেখিয়া কাল (= মার) হিংসা করিয়াছিল । এবং তাহারা নরকে পতিত হয় ।] দোকানদার চিন্তা করিলেন—‘এই ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া ‘তোমার কম্বল ঢাকিয়া রাখ’ বলিয়া আমাকে

‘সচৌপি সো দিন্নকং গণ্হা’তি, অহং পন ‘মম সন্তকং সচে ইচ্ছামি, দস্সামি, নো চে, ন দস্সামী’তি অবচং, দিট্ঠকং পন অদেত্তস্স লজ্জা উপ্পজ্জতি, অন্তনো সন্তকং পটিচ্ছা-দেত্তস্স দোসো ন’থি, ইমেসু পণ্ড কম্বলসতেসু দ্বে কম্বলানি সতসহস্সগ্ঘনিকানি, ইমানেব পটিচ্ছাদেতুং বটুতী’তি । দ্বৌপি কম্বলে দসায় দসং সম্বন্ধিত্বা তেসং অন্তরে পক্খিপিহ্বা পটিচ্ছাদেসি । সামণেরৌপি ভিক্খু-সহস্সেন সন্ধিং তং পদেসং পাপদুগ্গি । আপণিকস্স সামণেরং দিম্বাব পদুত্তসিনেহো উপ্পজ্জি, সকলসরীরং সিনেহেন পরিপদুগ্গং অহোসি । সো চিন্তেসি—‘তীত্ঠতু কম্বলানি, ইমং দিম্বা হদয়মংসম্পি দাতুং যদুত্ত’ন্তি । তে দ্বৌপি কম্বলে নীহরিহ্বা সামণেরস্স পাদমূলে ঠপেহ্বা বন্দিহ্বা, ‘ভন্তে, তয়া দিট্ঠধম্মস্স ভাগী অস্স’ন্তি অবচ । সৌপি স্স ‘এবং হোতু’তি অনুমোদনং অকাসি ।

*

*

*

বলিল । যদিও তিনি দানই গ্রহণ করেন, আমি তাহাকে বলিয়াছি—‘আমার যাহা আছে ইচ্ছা হইলে দান করিব । নোচেং দান করিব না’ । কিন্তু চোখের সম্মুখে পড়িলে না দিলে লজ্জা হয় । কিন্তু ঢাকিয়া রাখিলে দোষ নাই । এই পণ্ডশত কম্বলের মধ্যে দু’খানি কম্বল শতসহস্র মূল্যের । এই দু’খানিই ঢাকিয়া রাখিতে হইবে ।—এই ভাবিয়া ঐ দু’খানি কম্বল পাড়ে পাড় বাঁধিয়া অন্যগুলির মধ্যে লুকাইয়া রাখিল । শ্রামণেরও ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দোকানদার শ্রামণেরকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদ্রস্নেহ উৎপন্ন হইল । তাঁহার সমস্ত শরীর পদ্রস্নেহে পরিপূর্ণ হইল । তিনি চিন্তা করিলেন—

‘কম্বলের কথা দূরেই থাকুক, ইহাকে দেখিলে হৃদয়মাংসও দান করা উচিত ।’ তিনি ঐ দু’খানি (মূল্যবান) কম্বল টানিয়া বাহির করিয়া শ্রামণেরের পাদমূলে রাখিয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভস্বে, আপনি যে সত্য লাভ করিয়াছেন, আমিও যেন তাহা লাভ করিতে পারি ।’ শ্রামণেরও ‘তাহাই হউক’ বলিয়া অনুমোদন করিলেন ।

সামণেরো অন্তোনগরেপি পণ্ড কম্বলসতানি লভি । এবং
 একদিবসংয়েব কম্বলসহস্সং লভিত্বা ভিক্ষুসহস্সস
 অদাসি । অথস্স কম্বলদায়কতিস্সথেরোতি নামং করিৎসু ।
 এবং নামকরণদিবসে দিনকম্বলো সত্তবস্সিককালে কম্বল-
 সহস্সভাবং পাপুগি । বুদ্ধসাসনএহি ঠপেত্বা নথএ-এং
 তং ঠানং, যথ অম্পং দিনং বহুং হোতি, বহুং দিনং বহুতরং ।
 তেনাহ ভগবা—

‘তথারূপোয়ং, ভিক্ষবে, ভিক্ষুসঙ্ঘো, যথারূপে ভিক্ষু-
 সঙ্ঘে অম্পং দিনং বহুং হোতি, বহুং দিনং বহুতর’ন্তি—
 এবং সামণেরো এককম্বলস্স নিস্সন্দেন সত্তবস্সিকোব কম্বল-
 সহস্সং লভি । তস্স জেতবনে বিহরন্তস্স অভিক্ষণং
 ঞ্জাতিদায়কা সন্তিকং আগত্বা কথাসল্লাপং করোন্তি । সো

*

*

*

এইভাবে শ্রামণের নগরের অভ্যন্তরেও পণ্ডিত কম্বল লাভ করিলেন ।
 এইভাবে একদিনেই সহস্র কম্বল লাভ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলেন ।
 তখন (ভিক্ষুসঙ্ঘ) তাঁহার নাম রাখিলেন—‘কম্বলদায়ক তিষ্য স্থবির’ ।
 এইভাবে তাঁহার নামকরণদিবসে যে কম্বল দান করা হইয়াছিল তাহারই
 ফলশ্রুতি হিসাবে সপ্তবর্ষব্যয়কালে তিনি এক সহস্র কম্বল লাভ করিয়াছেন ।
 বুদ্ধশাসন ব্যতীত অন্য কোন স্থান নাই যেখানে অল্প দান করিলেও বহু
 হয় । বহু দান করিলে বহুতর হয় । তাই ভগবান বলিয়াছেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুসঙ্ঘও তদ্রূপ । যেমন ভিক্ষুসঙ্ঘকে অল্প দান
 করিলেও বহু হয়, বহু দান করিলে বহুতর হয় ।’ তদ্রূপ এই শ্রামণের
 একটিমাত্র কম্বলদানের ফলে মাত্র সপ্তবর্ষ ব্যয়কালে এক সহস্র কম্বল
 লাভ করিয়াছে । জেতবনে অবস্থানকালে সর্বক্ষণ তাঁহার ঞ্জাতিদায়কগণ
 তাঁহার নিকট আসিয়া বাতলাপ করিত । তিনি ভাবিলেন—‘আমি এখানে

চিন্তেঁসি—‘ময়া ইধ বসন্তেন ঐতিদায়কেসু আগন্হা
কথেন্তেসু অকথেন্তুস্পি ন সন্ধা, এতেহি সন্ধিং কথাপপণ্ণেন
অন্তনো পতিট্টং কাতুং ন সন্ধা, যংনুনাহং সখু সন্তিকে
কম্মট্ঠানং উগ্গণ্হিত্বা অরঞ্-এং পবিসেয়া’ন্তি । সো
সথারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা যাব অরহত্তা কম্মট্ঠানং
কথাপেত্বা উপস্খায়ং বন্দিত্বা পত্তচীবরমাদায় বিহারা নিক্-
খমিত্বা ‘সচে আসন্নট্ঠানে বসিস্সামি ঐতাকা মং পক্কোসি-
স্সন্তী’তি বীসতি যোজনসতং মগ্গং অগ্গমাসি । অথেকেন
গামদ্বারেণ গচ্ছন্তো একং মহল্লকপদুরিসং দিস্বা পদুছি—
‘কিং নু খো, মহাউপাসক, ইমস্মিং পদেসে বসন্তানং আর-
ঞ্-একবিহারো অথী’তি ? ‘অথি, ভন্তে’তি । ‘তেন হি
মে মগ্গং আচিক্খাহী’তি । মহল্লকউপাসকস্স পন তং

*

*

*

থাকিলে আমার জ্ঞাতিদায়কেরা* আসিয়া কথা বলে, আমিও কথা না বলিয়া
থাকিতে পারি না (অর্থাৎ আমি কথা না বলিলে খারাপ দেখায়) । অতএব
আমি শান্তার নিকট কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিব ।’ তিনি
শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া অহং প্রাপ্তি অর্বাধ কর্মস্থান
শিক্ষা করিয়া উপাধ্যায়কে বন্দনা করিয়া পাত্ৰচীবর লইয়া বিহার হইতে
নিষ্কান্ত হইয়া ‘যদি কাছাকাছি থাকি তাহা হইলে জ্ঞাতিরা আমাকে
ডাকাডাকি করিবে’ এই ভাবিয়া বিংশতিশত যোজন দূরে চলিয়া গেলেন ।
একদিন একটি গ্রামদ্বার দিয়া গমনকালে একজন বৃদ্ধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘হে মহা উপাসক, এখানে বাসযোগ্য কোন অরণ্যবিহার আছে কি ?’

‘ভস্তু, আছে ।’

‘তাহা হইলে আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিন ।’

দিম্বাব পদ্বাসিনেহো উদপাদি । অথস্স তথ্বে ঠিতো
 অনাচিক্খিহা ‘এহি, ভন্তে, আচিক্খিস্সামি তে’তি
 গহেহা অগম্মাসি । সামণেরো তেন সন্ধিং গচ্ছন্তো অন্তরা-
 মণ্ণে নানাপদ্পফলপটিম্মিডিতে রুদ্ধপব্বতপদেসে দিম্বা
 ‘অয়ং, উপাসক, কিং পদেসো নাম, অয়ং উপাসক, কিং
 পদেসো নামা’তি পদ্বিচ্ছি । সোপিপ্স তেসং নামানি আচিক্-
 খন্তো আরণ্ণকবিহারং পহ্বা ‘ইদং, ভন্তে, ফাসদকট্টানং,
 ইধেব বসাহী’তি বহ্বা, ‘ভন্তে, কো নামো হ্ব’ন্তি নামং
 পদ্বিচ্ছিহা ‘অহং বনবাসীতিস্সো নাম উপাসকা’তি বদ্বন্তে,
 ‘স্বে অম্হাকং গামে ভিক্খায় চরিতুং বট্টতী’তি বহ্বা
 নিবত্তিহা অন্তোগামমেব গতো । ‘বনবাসীতিস্সো নাম
 বিহারং আগতো, তস্স যাগদুভত্তাদীনি পটিয়াদেথা’তি
 মনদ্বস্সানং আরোচেসি ।

*

*

*

বৃদ্ধ উপাসক তাঁহাকে দেখামাত্রই পদ্বস্নেহ উৎপন্ন হইল । তিনি
 সেখানে দাঁড়াইয়া পথ না দেখাইয়া সন্ধে লইয়া চলিলেন—‘ভস্তু আসদন,
 আমি পথ দেখাইতেছি ।’ শ্রামণের তাঁহার সহিত যাইতে যাইতে মাঝপথে
 নানা পদ্পফলপ্রতিম্মিডিত বৃক্ষরাজ্যী ও পব্বতপ্রদেশ* দেখিয়া—‘উপাসক,
 এই স্থানের নাম কি ? উপাসক ঐ স্থানের নাম কি ?’ জিজ্ঞাসা করিলেন ।
 তিনিও ঐসকল স্থানের নাম বলিতে বলিতে অরণ্যবিহারে উপস্থিত হইয়া
 ‘ভস্তু, এই স্থান সুখকর, এইখানেই থাকুন’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভস্তু, আপনার নাম কি ?’

‘হে উপাসক, আমার নাম বনবাসী তিষ্য ।’

‘আগামীকল্য আমাদের গ্রামে ভিক্ষার জন্য আসিবেন ।’ বলিয়া ফিরিয়া
 আসিয়া উপাসক গ্রামে প্রবেশ করিলেন । তিনি সকল মনুষ্যদের
 জানাইলেন—

‘বনবাসী তিষ্য এই বিহারে আসিয়াছেন । তাঁহার জন্য যাগদু-ভাত
 ইত্যাদির ব্যবস্থা কর ।’

সামগেরো পঠমমেব তিস্সো নাম হুত্তা ততো পিণ্ডপাত-
 দায়কতিস্সো কম্বলদায়কতিস্সো বনবাসীতিস্সোতি তীণি
 নামানি লভিত্বা সত্তবস্সবত্তত্তরে চত্তারি নামানি লভি ।
 সো পদ্বনদিবসে পাতোব তং গামং পিণ্ডায় পার্বিসি ।
 মনুস্সা ভিক্খং দত্তা বন্দিংসু । সামগেরো ‘সুখিতা
 হোথ, দদুখা মুচ্ছথা’তি আহ । একমনুস্সোপি তস্স
 ভিক্খং দত্তা পদ্বন গেহং গত্তুং নাসক্খি, সস্বেব ওলোকেস্সা
 অট্ঠংসু । সোপি অন্তনো যাপনমত্তমেব গগ্গিহি । সকল-
 গামবাসিনো তস্স পাদমূলে উরেন নিপজ্জিত্বা, ‘ভস্কে,
 তুম্হেসু ইমং তেমাংসং ইধ বসস্কেসু ময়ং তীণি সরগানি
 গহেত্তা পণ্ডসু সীলেসু পতিট্ঠায় মাংসস্স অট্ঠ উপোসথ-
 কম্মানি উপবসিস্সাম, ইধ বসনথায় নো পটিঞ্‌ঞং
 দেথা’তি । সো উপকারং সল্লক্খেত্তা তেংসং পটিঞ্‌ঞং

*

*

*

শ্রামণের তিনটি নাম হইয়াছে : পিণ্ডপাতদায়ক তিষ্য, কম্বলদায়ক
 তিষ্য এবং বনবাসী তিষ্য । এই তিনটি নাম লাভ করিয়া তিনি সপ্তবর্ষাভ্যন্তরে
 চারিটি নাম লাভ করিয়াছিলেন । পরের দিন সকালেই তিনি পিণ্ডপাতের
 জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকেরা ভিক্ষা দিয়া বন্দনা করিত । শ্রামণের
 বলিতেন—

‘সুখী হউন, দুঃখ হইতে মুক্ত হউন ।’ একজন ব্যক্তিও তাহাকে ভিক্ষা
 দিয়া গৃহে ফিরিতে পারিত না । সকলেই তাহার মূখের দিকে তাকাইয়া
 থাকিত । তিনিও নিজের প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতেন । সকল গ্রামবাসী
 তাহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল—‘ভস্কে, এই তিন মাস আপনার এখানে
 অবস্থানকালীন সময়ে আমরা ত্রিশরূপ গ্রহণ করিয়া, পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত
 ইহায় প্রতিমাসে আটটি উপোসথ পালন করিব । আপনি আমাদের কথা
 দিন যে, আপনি এখানেই থাকিবেন ।’ তিনিও তাহাদের উপকারের কথা
 শ্রবণ করিয়া তাহাদের কথা দিলেন (যে তিনি সেখানেই থাকিবেন) এবং

দত্তা নিবন্ধং তথৈব পিণ্ডপাতচারং চরি । বন্দিতবন্দিত-
ক্খণে চ 'সুখীতা হোথ, দদুখা মদুখা'তি পদদ্বয়মেব
কথেষা পক্কামি । সো তথৈব পঠমমাসণ্ড দ্বিতীয়মাসণ্ড
বীতিনামেষা ততীয়মাসে গচ্ছন্তে সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহন্তং পাপদুগি ।

অথস্স পবারেষা বট্টঠবস্সকালে উপজ্জায়ো সথারং উপ-
সংকমিত্তা বন্দিত্তা আহ—‘অহং, ভস্সে, তিস্সসামণেরস্স
সন্তিকং গচ্ছামী’তি । ‘গচ্ছ, সারিপদত্তা’তি । সো অন্তনো
পরিবারে পণ্ডসতে ভিক্খু আদায় পক্কন্তো, ‘আবুসো
মোঙ্গল্লান, অহং তিস্সসামণেরস্স সন্তিকং গচ্ছামী’তি
আহ । মহামোঙ্গল্লানথেরো ‘অহম্পি, আবুসো গচ্ছামী’তি
পণ্ডহি ভিক্খুসতেহি সন্ধিং নিক্খমি । এতেন্দুপায়েন

*

*

*

প্রত্যহ সেখানেই পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতেন । যখনই কেহ তাঁহাকে
বন্দনা করিত তিনি ‘সুখী হউন, দুঃখ হইতে মুক্ত হউন’ এই দুইটি মাত্র
কথা উচ্চারণ করিয়া চলিয়া যাইতেন । তিনি সেইখানেই প্রথম মাস এবং
দ্বিতীয় মাস অতিবাহিত করিয়া তৃতীয়মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে
প্রতিসম্ভিদা সহ অহং লাভ করিলেন ।

বনবাস এবং প্রবারণার পরে শ্রামণের উপাধ্যায় (শারিপদত্ত স্থবির)
শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভস্সে, আমি তিষ্য
শ্রামণের নিকট যাইব ।’

‘শারিপদত্ত যাও ।’

তিনি নিজের পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া নির্গত হইয়া যাইবার সময় (বন্ধু
মৌদ্‌গল্যায়নকে) বলিলেন—‘বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন, আমি তিষ্য শ্রামণের
নিকট যাইতেছি ।’

মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির বলিলেন—‘বন্ধু, আমিও যাইব’ বলিয়া নিজের
পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন । এইভাবে মহাকশ্যপ স্থবির,

মহাকস্সপথেরো অনুরুদ্ধথেরো উপালিথেরো পদ্মথেরোতি
সব্বে মহাসাবকা পণ্ডহি পণ্ডহি ভিক্খুসত্তেহি সন্ধিং নিক্-
খমিংসু। সবেপি মহাসাবকানং পরিবারা চত্তালীস
ভিক্খুসহস্সানি অহেসুং। তে বীসতিযোজনসতং মগ্গং
গন্ত্বা গোচরগামং সম্পত্তা। সামণেরস্স নিবদ্ধপট্টাকো
উপাসকো দ্বারেয়েব দিম্বা পচ্ছদগন্ত্বা বন্দি।

অথ নং সারিপপ্তথেরো পদ্বিচ্ছি—‘অথি নু খো, উপাসক,
ইমস্মিং পদেসে আরএৎঞকবিহারো’তি? ‘অথি, ভন্তে’তি।
‘সভিক্খুকো, অভিক্খুকো’তি? ‘সভিক্খুকো, ভন্তে’তি।
‘কো নামো তথ বসতী’তি? ‘বনবাসীতিস্সো, ভন্তে’তি।
‘তেন হি মগ্গং নো আচিক্খা’তি। কে তুম্হে, ভন্তে’তি?

*

*

*

অনুরুদ্ধ স্থবির, উপালি স্থবির, পদ্ম স্থবির ইত্যাদিক্রমে সমস্ত মহাপ্রাবক
প্রত্যেকে পণ্ডশত পণ্ডশত ভিক্ষু শিষ্য লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমস্ত
মহাপ্রাবকদের ভিক্ষুশিষ্য সংখ্যা চল্লিশ হাজার। তাঁহারা একশত কুড়ি
যোজন মার্গ গমন করিয়া সেই গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন (যেখানে ঐ শ্রামণের
থাকেন)। শ্রামণেরের নিত্য সেবক উপাসক দ্বারদেশেই তাঁহাদের দেখিয়া
প্রত্যুদগমন করিয়া বন্দনা করিলেন। অনন্তর শারিপপ্ত স্থবির তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে উপাসক, এই স্থানে কি কোন অরণ্যবিহার আছে?’

‘আছে, ভন্তে।’

‘সেখানে ভিক্ষু আছে কি নাই?’

‘ভিক্ষু আছে ভন্তে।’

‘সেখানে কে থাকে?’

‘ভন্তে, বনবাসী তিষ্য থাকেন।’

‘তাহা হইলে আমাদের রাস্তা দেখাও।’

‘আপনারা কে ভন্তে?’

‘ময়ং সামণেরস্স সন্তিকং আগতা’তি । উপাসকো ওলোকেত্বা ধম্মসেনাপতিং আদিং কত্বা সম্বেপি মহাসাবকে সজ্জানিত্বা নিরন্তরং পীতিয়া ফট্ঠসরীয়ো হুত্বা ‘তিট্ঠথ তাব, ভন্তে’তি বেগেন গামং পবিসিত্বা ‘এতে, অয়্যা, সারিপপ্তথেরং আদিং কত্বা অসীতি মহাসাবকা অন্তনো অন্তনো পরিবারেহি সন্ধিং সামণেরস্স সন্তিকং আগতা, মণ্ডপীঠ-পচ্চথরণদীপতেলাদীনি গহেত্বা বেগেন নিক্খমথা’তি উৎথাসেসি । মনুস্সা, ‘তাবদেব মণ্ডাদীনি গহেত্বা থেরানং পদানুপাদিকা হুত্বা থেরেহি সন্ধিংয়েব বিহারং পবিসিংসু । সামণেরো ভিক্ষুসঙ্ঘং সজ্জানিত্বা কতিপয়ানং মহাথেরানং পত্তচীবরানি পটিংগহেত্বা বত্তমকাসি । তস্স থেরানং বসনট্ঠানং সংবিদহন্তস্স পত্তচীবরং পটিসামেত্তস্সেব অন্ধকারো জাতো’তি । সারিপপ্তথেরো উপাসকে আহ— ‘গচ্ছথ, উপাসকা, তুম্হাকং অন্ধকারো জাতো’তি । ‘ভন্তে,

*

*

*

‘আমরা শ্রামণেরের নিকট আসিয়াছি ।’ উপাসক তাকাইয়া দেখিয়া ধর্মসেনাপতিপ্রমুখ সকল মহাপ্রাবকদের চিনিতে পারিলে তাহার শরীর প্রীতিতে রোমাঞ্চিত হইল এবং ‘ভন্তে, আপনারা দাঁড়ান’ বলিয়া দ্রুতবেগে গ্রামে প্রবেশ করিয়া—‘ওহে তোমরা দেখ, শারিপপ্ত স্থবির প্রমুখ অশীতি মহাপ্রাবক নিজের নিজের পণ্ডিত ভিক্ষুপরিবার সহ (আমাদের) শ্রামণেরের নিকট আসিয়াছেন । তোমরা সকলে খাট, বিছানা, প্রদীপ, তৈলাদি লইয়া শীঘ্র যাও’—এই বলিয়া ঘোষণা করিলেন । লোকজনেরা ঐ ঘোষণা শোনা-মাত্রই খাট, প্রভৃতি লইয়া স্থবিরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গেই বিহারে প্রবেশ করিলেন । শ্রামণের ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেখিয়া কয়েকজন মহাস্থবিরের পত্তচীবর লইয়া বৃত্ত সম্পাদন করিলেন । তিনি স্থবিরগণের বাসস্থান ঠিক করিতে করিতে পত্তচীবর সামলাইয়া রাখিতে রাখিতে অন্ধকার হইয়া গেল । শারিপপ্ত স্থবির উপাসকদের বলিলেন—‘উপাসকগণ, আপনারা যান, অন্ধকার হইয়াছে ।’

অজ্জ ধম্মস্সবনাদিবসো, ন ময়ং গমিস্সাম, ধম্মং সদ্দণিস্সাম,
ইতো পদ্বে ধম্মস্সবনম্পি নখী'তি । 'তেন হি, সামণের,
দীপং জালেহা ধম্মস্সবনস্স কালং ঘোসেহী'তি । সো
তথা অকাসি । অথ নং থেরো আহ—'তিস্স তব উপট্-
ঠাকা 'ধম্মং সোতুকামাম্হা'তি বদন্তি, কথোহি তেসং
ধম্ম'ন্তি । উপাসকা একম্পহারেনেব উট্ঠায়, 'ভস্কে,
অম্হাকং অয়্যা 'সদ্দণিতা হোথ, দ্ধক্খা ম্হচ্ছথা'তি
ইমানি বে পদানি ঠপেহা অএঃএঃ ধম্মকথং ন জানাতি,
অম্হাকং অএঃএঃ ধম্মকথিকং দেথা'তি বদিংসু ।
'সামণেরো পন অরহত্তং পত্থাপি নেব তেসং ধম্মকথং
কথেসী'তি ।

তদা পন নং উপজ্জাম্যো, 'সামণের, কথং পন সদ্দণিতা হোন্তি,
কথং পন দ্ধক্খা ম্হচ্ছন্তী'তি ইমেসং নো দ্বিন্নং পদানং
অথং কথোহী'তি আহ । সো 'সাধু, ভস্কে'তি চিত্তবীজনিং

•

•

•

'ভস্কে অদ্য ধর্মশ্রবণের দিন । আমরা যাইব না । ধর্ম শ্রবণ করিব ।
ইতিপূর্বে ধর্ম শ্রবণ করিতে পারি নাই ।'

'হে শ্রামণের, তাহা হইল দীপ জ্বালাইয়া ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষণা কর ।'
তিনি তাহাই করিলেন ।

তখন স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—

'তিষ্য, তোমার উপাসকেরা ধর্মশ্রবণ করিতে চান । তুমিই তাহাদের
ধর্মদেশনা কর ।' উপাসকেরা উঠিয়া সমস্বরে বলিলেন—'ভস্কে, আমাদের
আর্ম (শ্রামণের) 'সদ্দণী হউন, দ্ধক্খ হইতে ম্হচ্ছ হউন' এই দুইটি কথা ছাড়া
অন্য ধর্মকথা জানেন না । আমাদের জন্য অন্য ধর্মকথিক দিন ।' শ্রামণের
অহঁত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদের ধর্মকথা বলেন নাই ।

তখন উপাখ্যায় (শারিপদ) তাঁহাকে বলিলেন—'হে শ্রামণের, কিভাবে
সদ্দণী হওয়া যায় এবং কিভাবে দ্ধক্খ হইতে ম্হচ্ছ হওয়া যায় এই দুই পদের
ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের শোনাও ।'

গহেহা ধম্মাসনং আরদুয়্হ পণ্ণহি নিকায়োহি অথণ্ণ কারণণ্ণ
 আকড়্টিত্বা ঘনবস্সং বস্সন্তো চাতুদীপকমহামেঘো বিয়
 খন্ধধাতুআয়তনবোধিপক্খিয়ধম্মে বিভজন্তো অরহত্তকুটেন
 ধম্মকথং কথেহা, ‘ভস্কে, এবং অরহত্তপ্পত্তস্স স্দুখং হোতি,
 অরহত্তং পত্তোয়েব দ্দুক্খা ম্দুচ্চতি, সেসজনা জাতিদুক্খা-
 দীহি চেব নিরয়দুক্খাদীহি চ ন পরিমুচ্ছন্তী’তি আহ ।
 ‘সাধু, সামণের, স্দুর্কথিতো তে পটিভাগো, ইদানি সর-
 ভঞ্ঞং ভগাহী’তি । সো সরভঞ্ঞম্পি ভণি । অরুণে
 উপগচ্ছন্তে সামণেরস্স উপট্ঠাকমনুস্সা দ্বে ভাগা অহেসুং ।
 একস্কে ‘ন বত নো ইতো প্দুস্বে এবরুপো কক্খলো
 দিট্ঠপ্দুস্বে । কথঞ্ঞহি নাম এবরুপং ধম্মকথং জানন্তো
 এত্তকং কালং মাতাপিতুট্ঠানে ঠহা উপট্ঠহস্তানং মনুস্সানং
 একম্পি ধম্মপদং ন কথেসী’তি কুচ্ছিংসু । একস্কে ‘লাভা

*

*

*

তিনি ‘সাধু ভস্কে’ বলিয়া চিত্রব্যাজন লইয়া ধর্মাসনে আরোহণ করিয়া পণ্ণ
 নিকায় হইতে অর্থ এবং কারণ উদ্ধার করিয়া যেমন চাতুদীপক মহামেঘ
 ঘনবর্ষা বর্ষণ করে তদ্রূপ স্কন্ধ-ধাতু-আয়তন-বোধিপক্ষিয় ধর্মসমূহকে ব্যাখ্যা
 করিতে করিতে অহঁত্বকুট পষঁস্ত ধর্মকথা বলিয়া—‘ভস্কে, এইভাবে অহঁত্বপ্রাপ্ত
 ব্যক্তির সুখ হয়, অহঁত্বপ্রাপ্ত হইলেই দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, অবশিষ্ট লোকেরা
 জন্মদুঃখাদি এবং নরকদুঃখাদি হইতে মুক্ত হয় না ।’

‘সাধু শ্রামণের, তোমার (বুদ্ধদেশিত পণ্ণনিকায়ের) ভাষণ স্দুর্কথিত
 হইয়াছে । এখন কিছুটা স্মরণ করিয়া পাঠ কর ।’ তিনি তাহাও করিলেন ।
 অরুণোদয় হইলে শ্রামণেরের সেবকগণ দ্বাইভাগে বিভক্ত হইল । একভাগ
 বলিল—‘আমরা এইরকম নিষ্ঠুর ত ইতিপূর্বে দেখি নাই । এইটা কি
 রকম হইল যে তিনি এত ধর্মকথা জানা সত্ত্বেও এতকাল মার্তপিতৃস্থানে
 থাকিয়া সেবাকারী মনুষ্যদের একটা ধর্মপদও বলেন নাই ।’ বলিয়া ক্রোধ
 প্রকাশ করিল । আর এক দল—‘আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে । যেহেতু

বত নো, য়ে ময়ং এবরুপং ভদন্তং গুণং বা অগুণং বা
অজানন্তাপি উপট্ঠহিম্হ, ইদানি চ পনস্স সন্তিকে ধম্মং
সোতুং লভিম্হাণীত তুস্সিসংসদু ।

সম্মাসম্বুদ্ধোপি তং দিবসং পচ্ছুসসময়ে লোকং বোলো-
কেন্তো বনবাসীতিস্সস্স উপট্ঠাকে অন্তনো ঐণণজালস্স
অন্তো পবিট্ঠে দিম্বা ‘কিং নু খো ভবিস্সতী’তি আব-
জ্ঞেন্তো ইমমথং উপধারেসি ‘বনবাসীতিস্সসামণেরস্স
উপট্ঠাকা একচ্ছে তুট্ঠা, একচ্ছে কুদ্ধা, ময়্হং পদুস্স
পন সামণেরস্স কুদ্ধা নিরয়ভাগিনো ভবিস্সন্তি, গন্তস্সমেব
তথ ময়া, ময়ি গতে সস্সেপি তে সামণেরে মেত্তাচিত্তং কত্তা
দুস্সখা মদুস্সিসন্তী’তি । তেপি মনুস্সা ভিক্খুস্সস্সং
নিমন্তেত্বা গামং গন্ত্বা মণ্ডপং কারেত্বা ষাগদুভাতাদীনি
সম্পাদেত্বা আসনানি পঞ্ঞাপেত্বা সস্সস্স আগমনম্মগং
ওলোকেন্তা নিসীদিংসদু । ভিক্খুপি পটিজ্জগগং কত্তা

*

*

*

আমরা এইরূপ ভদন্তের গুণ বা অগুণ কিছুই না জানিয়া তাঁহার সেবা
করিয়াছি । এখন হইতে আমরা তাঁহার নিকট ধর্ম শুনিতে পারিব’ বলিয়া
আনন্দ প্রকাশ করিল ।

সম্যকসম্বুদ্ধও সেই দিন প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকন করিতে করিতে
বনবাসী তিষ্যের সেবকদের তাঁহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া ‘কি
হইতে পারে’ ইহা চিন্তা করিতে করিতে ইহা বদ্বিলেন—‘বনবাসী তিষ্য
শ্রামণেরের সেবকগণ কেহ কেহ তুষ্ট, কেহ কেহ বা রুষ্ট ; আমার পুত্র
শ্রামণেরের প্রতি ষাহারা রুষ্ট তাহারা নরকগামী হইবে । অতএব আমাকে
সেখানে যাইতে হইবে । আমি গেলে সকলেই শ্রামণেরের প্রতি মৈত্রীচিন্ত
হইয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে ।’ (সেই গ্রামের) লোকেরাও ভিক্ষুসস্সঘকে
নিমন্ত্রণ করিয়া গ্রামে যাইয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ষাগদুভাত প্রভৃতি প্রস্তুত
করিয়া আসনসমূহ প্রজ্জপ্ত করিয়া ভিক্ষুসস্সঘের আগমন মার্গের দিকে চাহিয়া
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ভিক্ষুগণও শরীরকৃত্যাদি সমাপন করিয়া

ভিক্ষাচারবেলায় গামং পিণ্ডায় পবিসন্তা সামণেরং
 পদ্বিচ্ছংসু—‘কিং, তিস্স, ত্বং অম্‌হেহি সন্ধিং গমিস্সসি,
 উদাহু পচ্ছা’তি ? ‘মম গমনবেলায়মেব গমিস্সামি, গচ্ছথ
 তুম্‌হে, ভন্তে’তি । ভিক্ষু পত্তচীবরমাদায় পবিসংসু ।
 সথা জেতবনস্মিংয়েব চীবরং পারুপিহা পত্তমাদায় এক-
 চিত্তক্‌থণেনেব গন্ত্বা ভিক্ষুদ্বং পদুরতো ঠিতমেব অন্ত্রাণং
 দস্সেসি । ‘সম্মাসম্বুদ্ধো আগতো’তি সকলগামো সঙ্ঘু
 ভিহ্বা এককোলাহলো অহোসি । মনুস্সা উদগ্গচিত্তা
 বুদ্ধম্পমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিসীদাপেহা যাগুং দহ্বা খজ্জকং
 অদংসু । সামণেরো ভন্তে অনিট্‌ঠিতেযেব অন্তোগামং
 পাবিসি । গামবাসিনো নীহরিহ্বা তস্স সঙ্কচ্চং ভিক্ষুং
 অদংসু । সো যাপন মত্তং গহেহ্বা সঙ্ঘু সন্তিকং গহেহ্বা
 পত্তং উপনামেসি । সথা, ‘আহর, তিস্সা’তি হথং

*

*

*

ভিক্ষাচার বেলায় গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিবার জন্য শ্রামণেরকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি তিষ্য, তুমি কি আমাদের সহিত যাইবে, না পরে
 যাইবে ?’ ‘আমার সময় হইলে যাইব, ভন্তে, আপনারা যান।’ ভিক্ষুগণ
 পাত্ৰচীবর লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।

শাস্তা জেতবনেই চীবর (উত্তরাসঙ্গ) (বহির্গমনোপযোগী করিয়া)
 পরিধান করিয়া পাত্ৰ লইয়া একচিত্তক্‌থণেই যাইয়া ভিক্ষুদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
 ভিক্ষুদের দর্শন দান করিলেন । ‘সম্যক্‌সমুদ্ধ আসিয়াছেন’ বলিয়া সমস্ত
 গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল এবং চতুর্দিকে একই কোলাহল উঠিল যে ‘বুদ্ধ
 আসিয়াছেন’ । মনুষ্যগণ আনন্দিত হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া
 যাগু দান করিয়া খাদ্যাদি প্রদান করিল । তাঁহাদের ভোজনকৃত্য শেষ না
 হইতেই শ্রামণের গ্রামে প্রবেশ করিলেন । গ্রামবাসিগণ বহির্গত হইয়া
 সাদরে তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন । তিনি তাঁহার প্রয়োজনমত গ্রহণ
 করিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ভিক্ষাপাত্ৰ প্রদান করিলেন । শাস্তা—‘হে তিষ্য,

পসারেহা পত্তং গহেহা ‘পস্স, সারিপদত্ত, তব সামণেরস্স
পত্ত’ন্তি থেরস্স দস্সেসি। থেরো সখ্ণ হথতো পত্তং
গহেহা সামণেরস্স দহা ‘গচ্ছ, অন্তনো পত্তট্ঠানে নিসীদিহা
ভত্তিকিচ্চং করোহী’তি আহ।

গামবাসিনো বুদ্ধপ্পমদুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিহা সখারং
বন্দিহা অনন্মোদনং যাচিংসু। সখা অনন্মোদনং করোন্তো
এবমাহ—‘লাভা বত ভো উপাসকা, যে তুম্হে অন্তনো
কুল্পকং সামণেরং নিস্সায় সারিপদত্তং মোগল্লানং কস্সপং
অনুরুদ্ধন্তি, অসীতিমহাসাবকে দস্সনায় লভথ, অহম্পি
তুম্হাকং কুল্পকমেব নিস্সায় আগতো, বুদ্ধদস্সনম্পি
বো ইমং নিস্সায়েব লঙ্কং, লাভা বো, সুলঙ্কং বো’তি।
মনস্সা চিন্তয়িংসু—‘অহো অম্হাকং লাভা, বুদ্ধানণ্ণেব
ভিক্ষুসঙ্ঘস্স চ আরাধনসমথং অম্হাকং অয়াং দস্সনায়

*

*

*

লইয়া আস’ বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া পাত্র গ্রহণ করিয়া ‘হে শারিপদত্ত,
তোমার শ্রামণেরের পাত্র দেখ’ বলিয়া স্থবিরকে দেখাইলেন। স্থবির শাস্তার
হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রামণেরকে দিয়া বলিলেন—‘যাও, নিজের
জায়গায় বসিয়া ভোজনকৃত্য সম্পন্ন কর।’

গ্রামবাসীরা বুদ্ধপ্রমদুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া শাস্তাকে বন্দনা
করিয়া অনন্মোদন প্রার্থনা করিল। শাস্তা দানানন্মোদন করা কালে এইরূপ
বলিলেন—‘হে উপাসকগণ, আপনাদের অনেক লাভ হইয়াছে, যে আপনারা
আপনাদের কুলোপগ শ্রামণেরের কারণে শারিপদত্ত, মৌদ্গল্যায়ন, কশ্যপ,
অনুরুদ্ধ প্রভৃতি অশীতি মহাপ্রাবকদের দর্শন লাভ করিয়াছেন। আমিও
আপনাদের কুলোপগ শ্রামণেরের কারণেই এখানে আসিয়াছি। ইহারই
নিমিত্ত আপনাদের বুদ্ধদর্শন হইল। আপনাদের অনেক লাভ সুলব্ধ
হইয়াছে।’

লোকেরা তখন ভাবিল—‘অহো আমাদেরই ত লাভ হইয়াছে। আমাদের
আম’ শ্রামণেরের কারণেই ত আমরা বুদ্ধ, ভিক্ষুসঙ্ঘ ইত্যাদি আরাধ্যগণের

লভাম, দেয়াধম্মণ্ডস্স দাতুং লভামা'তি সামণেরস্স কুন্ধ্যা মনুস্সা তুস্সিসংসু। তুট্ঠা মনুস্সা ভিয়োসোমত্তায় পসীদিংসু। অনন্মোদনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্গিংসু। সথা উট্ঠায়াসনা পক্কামি। মনুস্সা সথারং অনুগন্ধ্যা বন্দিহা নিবত্তিৎসু। সথা সামণেরেন সন্ধিং সমধুরেন গচ্ছন্তো, 'সামণের, অয়ং পদেসো কোনামো, অয়ং পদেসো কোনামো'তি পদুস্বে তস্স উপাসকেন দস্সিতপদেসে পদুচ্ছন্তো অগমাসি। সামণেরোপি, 'ভস্বে, অয়ং ইথন্নামো, অয়ং ইথন্নামো'তি আচিক্খমানোব অগমাসি। সথা তস্স বসনট্ঠানং গন্ধ্যা পব্বতমথকং অভিরুহি। তথ ঠিতানং পন মহাসমুদ্দো পঞ্ঞায়তি। সথা সামণেরং পদুচ্ছি—'তিস্স, পব্বতমথকে ঠিতো ইতো চিতো চ ওলোকেহা কিং পস্সসী'তি ?

*

*

*

দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের যথাযোগ্য দানও করিতে পারিয়াছি।—এই বলিয়া শ্রামণেরের প্রতি ব্রুদ্ধ মনুষ্যগণও সন্তুষ্ট হইল। তুট্ঠ মনুষ্যগণ আরও অধিকমাত্রায় প্রসন্ন হইল। দান অনন্মোদনের শেষে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছেন। শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মনুষ্যগণ শাস্তাকে অনুগমন করিয়া বন্দনা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। [শ্রামণেরও শাস্তার সঙ্গে গিয়াছিলেন]।

শ্রামণেরের সহিত যাইতে যাইতে শাস্তা সন্মধুর স্বরে বলিলেন— 'শ্রামণের, এই প্রদেশের নাম কি ? এই প্রদেশকে কি বলে ?' এইভাবে পূর্বে (শ্রামণেরের) উপাসক যেইভাবে তাঁহাকে দর্শন করাইয়াছিলেন সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শাস্তা অগ্রসর হইলেন। শ্রামণেরও,— 'ভস্বে, এইটার এই নাম, ঐটার এই নাম' এইভাবে (শাস্তাকে) বলিতে বলিতে আগাইয়া চলিলেন। শাস্তা তাঁহার বাসস্থানে যাইয়া পর্বতশীর্ষে আরোহণ করিলেন। সেইখানে দাঁড়াইলে মহাসমুদ্র দেখা যায়। শাস্তা শ্রামণেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তিষ্য, পর্বতশীর্ষে দাঁড়াইয়া এইদিকে ঐদিকে তাকাইয়া তুমি কি দেখিতেছ ?'

‘মহাসমুদ্রং ভস্তু’তি । ‘মহাসমুদ্রং দিম্বা কিং চিস্তে-
সী’তি ? ‘মম দুঃখিতকালে রোদন্তস্স চতুহি মহা-
সমুদ্রোহি অতিরেকতরেন অস্সদনা ভবিতম্বান্তি ইদং, ভস্তু,
চিস্তেসি’ন্তি । ‘সাধু সাধু, তিস্স, এবমেতং । একেকস্স হি
সন্তস্স দুঃখিতকালে পম্বরিতঅস্সদনি চতুহি মহা-
সমুদ্রোহি অতিরেকতরানাবা’তি । ইদং পন বহা ইমং
গাথমাহ—

‘চতুস্ সমুদ্রেসু জলং পরিস্ককং,

ততো বহুং অস্সজলং অনম্পকং ।

দুঃখেন ফুট্ঠস্স নরস্স সোচনা,

কিংকারণা সম্ম তুবং পমম্বসী’তি ॥

অথ নং পুন পুচ্ছ—‘তিস্স, কহং বসসী’তি ? ‘ইমস্মিং
পম্বভারে, ভস্তু’তি । ‘তথ পন বসন্তো কিং চিস্তেসী’তি ?

*

*

*

‘ভস্তু, মহাসমুদ্র’ ।

‘মহাসমুদ্র, দেখিয়া তুমি কি চিন্তা করিয়াছিলে ?’

‘ভস্তু, আমি চিন্তা করিয়াছিলাম—আমি দুঃখিত হইয়া (জন্ম জন্মান্তরে)
যে রোদন করিয়াছি সেই অশ্রুজল চারি মহাসমুদ্রের জল অপেক্ষাও বেশী ।’

‘সাধু সাধু, তিষ্য, ইহা এইরূপই । এক একজন সত্ত্ব দুঃখিত হইয়া
যে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে তাহা চারি মহাসমুদ্রের জল অপেক্ষাও বেশী ।’
—এই কথা বলিয়া ভগবান এই গাথা বলিলেন—

‘চারি সমুদ্রের জল অম্প, অশ্রুজল তদপেক্ষা অনেক বেশী । দুঃখের
দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া মানুষ্য শোচনা করে । সৌম্য, তুমি কি কারণে প্রমত্ত
হইতেছ ?’

তৎপর তাহাকে পুনরায় (শাস্তা) জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তিষ্য, তুমি কোথায় থাক ?’

‘ভস্তু, এই পর্বতগৃহায় ।’

‘সেখানে থাকার সময় তোমার কি মনে হয় ?’

‘ময়া মরন্তেন ইমস্মিং ঠানে কতস্স সরীরনিক্খপস্স
পরিচ্ছেদো নথী’তি চিন্তেসিং, ভন্তে’তি । ‘সাধু সাধু,
তিস্স, এবমেতং । ইমেসঞ্ছি সত্তানং পথবিয়ং নিপজ্জিহ্বা
অমতট্ঠানং নাম নথী’তি বহ্বা—

‘উপসালকনামানি, সহস্সানি চতুদ্দস ।

অস্মিং পদেসে দড্ঢানি, নথি লোকে অনামতং ॥

‘যম্হি সচ্চণ্ড ধম্মো চ, অহিংসা সংঘমো দমো ।

এতং অরিয়া সেবস্তু, এতং লোকে অনামত’ন্তি ॥

ইমং দুক্কনিপাতে ‘উপসালকজাতকং’ কথেসি । ইতি
পথবিয়ং সরীরনিক্খপং কহ্মা মরন্তেসু সন্তেসু অমতপদ্ব-
পদেসে মরন্তা নাম নথি, আনন্দথেরসদিসা পন অমতপদ্ব-
পদেসে পরিনিব্বায়ন্তি ।

আনন্দথেরো কির বীসবস্সসতিককালে আয়ুসুত্তারং

*

*

*

‘ভন্তে, আমার মনে হয়, আমার মৃত্যুর পর কতবার যে এইস্থানে আমার
দেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই ।’

‘সাধু সাধু, তিষ্য, ঠিক তাহাই । এই পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই
যেখানে এই সত্ত্বগণ শয়ন করে নাই এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই ।’ এই
কথা বলিয়া আবার গাথায় ভাষণ করিলেন—

‘উপসাদ্ধক নামে চৌদ্দ হাজার ব্যক্তিকে এইস্থানে দগ্ধ করা হইয়াছে ।
জগতের এমন কোন স্থান নাই যেখানে মানুষ্যের মৃত্যু হয় নাই । যেখানে
সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংঘম ও দমগুণ আছে, সেই স্থানকেই আর্ষরা ভজনা
করে, সেই লোকে মৃত্যু নাই ।’ [দুক্ক নিপাতে উপসাদ্ধক জাতক (নং ১৬৬)
দ্রষ্টব্য । এই পৃথিবীতে শরীর নিক্ষেপ করিয়া যে সকল সত্ত্বগণের মৃত্যু
হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যু এমন স্থানে হয় নাই যেখানে কেহ কোনদিন মরে
নাই । কেবল আনন্দ স্থবিরের ন্যায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এমন স্থানে
তাঁহার পরিনির্বাণ হইয়াছে যেখানে কেহ কোনদিন মরে নাই ।

[আনন্দস্থবির নাকি একশত কুড়িবৎসর বয়ঃকালে আয়ুসংস্কার অবলোকন

ওলোকেন্তো পরিক্খীণভাবং ঐত্ত্বা 'ইতো সত্তমে দিবসে
 পরিনিব্বায়িস্সামা'ণি আরোচেসি। তং পবন্তিং সদ্ভা
 রোহিণীন্দিয়া উভয়তীরবাসিকেসু মনুস্সেসু ওরিমতীর-
 বাসিকা 'ময়ং থেরস্স বহুপকারা, অম্‌হাকং সন্তিকে
 পরিনিব্বায়িস্সতী'ণি বদিংসু। পরতীরবাসিকাপি 'ময়ং
 থেরস্স বহুপকারা, অম্‌হাকং সন্তিকে পরিনিব্বায়িস্সতী'-
 তি বদিংসু। থেরো তেসং বচনং সদ্ভা 'উভয়তীরবাসিনো
 ময়ংহং উপকারা, ইমে নাম অনুপকারাতি ন
 সন্ধা বত্তুং, সচাং ওরিমতীরে পরিনিব্বায়িস্সামি,
 পরতীরবাসিনো ধাতুগহণথং তেহি সন্ধিং কলহং
 করিস্সন্তি। সচে পরতীরে পরিনিব্বায়িস্সামি, ওরিমতীর-
 বাসিনোপি তথা করিস্সন্তি, কলহো উম্পজ্জমানোপি মং
 নিস্সায়েব উম্পজ্জিস্সতি, ব্দপসমমানোপি মং নিস্সায়েব
 ব্দপসমিস্সতী'ণি চিন্তেত্ত্বা 'ওরিমতীরবাসিনোপি ময়ংহং

*

*

*

করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আয়ু পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি
 জানাইয়া দিলেন—‘এখন হইতে সপ্তম দিবসে আমি পরিনিবাণ লাভ করিব।’
 এই কথা শুনিয়া রোহিণীন্দীর উভয়তীরবাসী মনুষ্যগণের মধ্যে এই তীরের
 অধিবাসীরা বলিল—‘আমরা স্থবিরের বহু উপকারী। আমাদের নিকটেই
 তিনি পরিনিবাণ লাভ করিবেন।’ পরতীরবাসীরাও বলিল—‘আমরা
 স্থবিরের বহু উপকারী। আমাদের নিকটেই স্থবির পরিনিবাণ লাভ করিবেন।’
 স্থবির তাহাদের কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—‘উভয়তীরের অধিবাসীরাই
 আমার বহু উপকারী। ইহারা অনুপকারী এই কথা বলা সম্ভব নহে।
 যদি আমি এই তীরে পরিনিবাণ লাভ করি তাহা হইলে পরতীরবাসী আমার
 শরীরধাতু গ্রহণ করার জন্য ইহাদের সহিত বিবাদাপন্ন হইবে। যদি
 পরতীরে পরিনিবাণ লাভ করি তাহা হইলে এই তীরবাসীরাও তাহাই
 করিবে। কলহ উৎপন্ন হইলে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়াই হইবে, উপশম
 হইলেও আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই উপশম হইবে।’ তিনি তাই বলিলেন—

উপকারা, পরতীরবাসিনোপি ময়্‌হং উপকারা, অন্দুপ-
কারাপি নাম নখি, ওরিমতীরবাসিনো ওরিমতীরেয়েব
সন্নিপতন্তু, পরতীরবাসিনোপি পরতীরেষেবা'তি আহ।
ততো সন্তমে দিবসে মজ্জেন্নদিয়া সন্ততালম্পমাণে আকাসে
পল্লঙ্কেন নিসীদিহা মহাজনস্স ধম্মং কথেষা 'মম সরীরং
মজ্জে ভিজ্জিহা একো ভাগো ওরিমতীরে পততু, একো
ভাগো পরতীরে'তি অধিট্ঠায় যথানিসিনোব তেজোধাতুং
সমাপজ্জি, জালা উট্ঠহিংসু। সরীরং মজ্জে ভিজ্জিহা
একো ভাগো ওরিমতীরে পতি, একো ভাগো পরতীরে।
ততো মহাজ্জেনো পরিদেবি, পথাবিউন্দিয়নসন্দো বিয়
আরোদনসন্দো অহোসি। সথদ্ পরিনিব্বানে আরোদন-
সন্দতোপি কারুণ্ণ্ণতরো অহোসি। মনুস্সা চত্তারো
মাসে রোদন্তা পরিদেবন্তা 'সথদ্ পত্তচীবরংগাহকে

*

*

*

‘এই তীরবাসীরাও আমার উপকারী, ঐ তীরবাসীরাও আমার উপকারী।
অনুপকারী কেহই নহে। এই তীরের অধিবাসীরা এই তীরেই সম্মিলিত
হউন, ঐ তীরের অধিবাসীরা ঐ তীরে।’ তারপর সপ্তম দিবসে নদীর
মধ্যস্থানে সপ্ততালবৃক্ষ প্রমাণ উচ্চতায় আকাশে পদ্মাসনে বসিয়া জনতার
নিকট ধর্মদেশনা করিয়া—‘আমার শরীর মধ্যস্থানে ভিন্ন হইয়া একভাগ এই
তীরে পড়ুক এবং অন্যভাগ অপরতীরে পড়ুক’ এই অধিষ্ঠান করিয়া উপবিষ্ট
অবস্থাতেই তেজোধাতু উৎপন্ন করিলেন। শরীর হইতে জ্বালা উদ্ভিত হইল।
শরীর মধ্যস্থানে ভিন্ন হইয়া একভাগ এই তীরে পতিত হইল, অন্যভাগ
অন্যতীরে পতিত হইল। তখন জনতা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।
যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে এইরূপ রোদন শব্দ উদ্ভিত হইল। শাস্ত্রা
পরিনিবাণপ্রাপ্ত হইলে যে রোদন শব্দ হইয়াছিল তদপেক্ষাও এই রোদন শব্দ
বেশী করুণার উদ্বেক করে। মনুষ্যগণ চারিমােস ষাবত রোদন, পরিদেবনা
ও বিলাপ করিতে করিতে এই বলিয়া বিচরণ করিয়াছিল—‘শাস্ত্রার পাণ্ডচীবর

তিট্টন্তে সখ্ণ ঠিতকালো বিয় নো অহোসি, ইদানি
নো সখা পরিনিব্বৃত্তো'তি বিম্পলপন্তা বিরবন্তা
বিচরিংসু'তি ।

পদ্বন সখা সামগেরং পদ্বিচ্ছ—'তিস্স, ইমস্মিং বনসন্ডে
দাপিআদীনং সম্মেন ভায়সি, ন ভায়সী'তি ? 'ন ভায়ামি
ভগবা, অপিচ খো পন মে এতেসং সম্মং সদ্ধা বনরতি নাম
উম্পজ্জতী'তি বহ্বা সট্ঠিমত্তাহি গাথাহি বনবল্লনং নাম
কথেসি । অথ নং সখা 'তিস্সা'তি আমন্তেসি । 'কিং,
ভন্তে'তি ? 'ময়ং গচ্ছাম, স্বং গমিস্সসি, নিবত্তিস্সসী'তি ।
'ময়্হং উপম্বায়ে মং আদায় গচ্ছন্তে গমিস্সামি,
নিবত্তে'তি নিবত্তিস্সামি, ভন্তে'তি । সখা ভিক্খুসম্মেঘেন
সন্ধিং পক্কামি । সামগেরস্স পন নিবত্তিতুমেব অম্বাসয়ো,

*

*

*

গ্রাহক বর্তমান থাকাতে আমরা শাস্তা পরিনিবৃত্ত হইয়াছেন ভাবিনি ।
এখন মনে হইতেছে বাস্তবিকই আমাদের শাস্তা পরিনিবৃত্ত হইয়াছেন ।']

পদ্বনরায় শাস্তা শ্রামণেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তিষ্য, এই বনে চিতাবাঘ প্রভৃতির শব্দে তুমি ভয় পাওনা ?'

'ভগবন্, আমি ভয় পাই না, বরং ইহার শব্দ শুনিয়া আমার বনরতি
নামক আনন্দ উৎপন্ন হয় ।'—এই কথা বলিয়া ষাট্টি গাথার দ্বারা বন বর্ণনা
করিলেন । তখন শাস্তা তাঁহাকে ডাকিলেন—

'তিষ্য !'

'কি ভস্তু ?'

'আমরা যাইব । তুমি ফিরিয়া যাইবে কি ?'

'আমার উপাধ্যায় আমাকে লইয়া গেলে যাইব । ফিরিয়া আসিলে
ফিরিয়া আসিব, ভস্তু ।'

শাস্তা ভিক্কুসম্মেঘের সহিত প্রস্থান করিলেন । শ্রামণেরের কিন্তু ইচ্ছা
ছিল প্রত্যাবর্তন করার । (শারিপদ্বত) স্থবির তাহা জানিয়া বলিলেন—

থেরো তং এত্বা 'তিস্স, সচে নিবত্তিতুকামো, নিবত্তা'তি
আহ । সো সখারণ্ড ভিক্খুসঙ্ঘে বন্দিহা নিবত্তি । সখা
জেতবনমেব অগমাসি ।

ভিক্খুদ্বং ধম্মসভায়ং কথা উদপাদি--‘অহো বত বন-
বাসীতিস্সসামণেরো দূক্করং কেরোতি, পটিসন্ধিগ্গহণতো
পট্টায়স্স এতাকা সত্তস্দ মঙ্গলেস্দ পণ্নং ভিক্খুসতানং
অম্পাদকমধুপায়সমেব অদংস্দ, পব্বজিতকালে অন্তো-
বিহারে বুদ্ধপ্পমদুথস্স ভিক্খুসঙ্ঘস্স সত্ত দিবসানি
অম্পাদকমধুপায়সমেব অদংস্দ । পব্বজিত্বা অট্টমে
দিবসে অন্তোগামং পবিসন্তো দ্বীহেব দিবসেহি সাটক-
সহস্সেন সন্ধিং পিণ্ডপাতসহস্সং লভি, পুনেকদিবসং
কম্বলসহস্সং লভি । ইতিস্স ইধ বসনকালে মহালাভ-
সক্কারো উপপিজ্জ, ইদানি এবরুপং লাভসক্কারং ছেত্ত্বা
অরুণ্ণং পবিসিত্বা মিস্সকাহারেন যাপেতি, দূক্করকারকো

*

*

*

‘তিষ্য, যদি ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা কর, ফিরিয়া চল ।’

তিনি শান্তা এবং ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । শান্তা
জেতবনেই চলিয়া গেলেন ।

ভিক্ষুদের ধর্মসভায় কথা উঠিল—‘অহো, এই বনবাসী তিষ্য শ্রামণের
দূক্কর কর্ম করিয়াছে । (মাতৃকৃষ্ণিতে) প্রতিসন্ধি গ্রহণ হইতে শূন্য
করিয়া তাহার জ্ঞাতিরা সাতটি মঙ্গলকার্যের (অর্থাৎ নামকরণ, চূড়াকরণ
ইত্যাদি) প্রতিটিতে পণ্ডিত ভিক্ষুদের নিজেরা মধুপায়স দান করিয়াছে ।
প্রব্রজিতকালে বিহারাভ্যন্তরে বুদ্ধপ্রমদুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সাতদিন ধরিয়া নিজেরা
মধুপায়স দান করিয়াছে । প্রব্রজিত হইয়া অষ্টম দিবসে গ্রামে প্রবেশ
করিবার সময় দুই দিনেই শাটকসহস্র সহ একসহস্র ভিক্ষুর পিণ্ডপাত লাভ
করিয়াছে । পুনরায় একদিন একসহস্র কম্বল লাভ করিয়াছে । এখানে
বসবাসকালে তাহার কত লাভ সংকার উপপন্ন হইয়াছে । এখন ঈদৃশ লাভ
সংকার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মিশ্রক আহারের দ্বারা দিন-

বত তিস্সসামণেরো’তি । সখা আগন্ত্বা, ‘কায় নুত্থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পদুচ্ছিত্ত্বা ইমায় নামা’তি বদন্তে ‘আম, ভিক্খবে, লাভূপনিসা নামেসা অঞ্ঞা, নিব্বানগামিনী পটিপদা অঞ্ঞা । ‘এবং লাভং লাভিস্সামী’তি হি আরঞ্ঞিকাদিধুতঙ্গসমাদানবসেন লাভূপনিসং রক্খন্তস্স ভিক্খুনো চত্তারো অপায়া বিবট- দ্বারা এব তিট্ঠন্তি, নিব্বানগামিনিয়া পন পটিপদায় উম্পন্নং লাভসক্কারং পহায় অরঞ্ঞং পবিসিত্ত্বা ঘটেন্তো বায়মন্তো অরহন্তং গণ্হাতী’তি অনদুসন্ধিং ঘটেত্ত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী ।

এবমেতং অভিঞ্ঞায়, ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো ।

সক্কারং নাভিনন্দেয়্য, বিবেকমনদুরহয়ে’তি ॥ ৭৫

*

*

*

ষাপন করিতেছে । বাস্তবিকই তিস্য শ্রামণের দূষকরকারক ।’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে ভস্তু ।’

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, লাভসংকার এক জিনিষ আর নির্বাণগামিনী প্রতিপদা (মার্গ) অন্য জিনিষ । ‘আমি এইরূপ লাভসংকার লাভ করিব’ বলিয়া আরণ্যক প্রভৃতি ধূতাদ্ধারী কোন ভিক্ষু যদি লাভসংকারের দিকেই মন দেয়, তাহার জন্য চারি অপায় দ্বার উন্মুক্ত থাকে । আর নির্বাণগামী প্রতিপদা রক্ষণশীল ভিক্ষু লাভসংকার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা অহংত্ব লাভ করে’—বলিয়া উভয় ঘটনার সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা বলিলেন—

‘লাভের পথ এক এবং নির্বাণের পথ অন্য—বুদ্ধাশিষ্য ভিক্ষু ইহা জানিয়া সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে না । বিবেক অবলম্বনপূর্বক বিহার করে অর্থাৎ সংসার, অসচ্ছিত্তা এবং উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ অনদুসন্ধান করে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৭৫ ।

তথ 'অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী'তি
লাভূপনিসা নামেসা অঞ্ঞা এব, অঞ্ঞা নিব্বানগামিনী
পটিপদা । লাভূপ্পাদকেন হি ভিক্খুনা থোকং অকুসল-
কম্মং কাতুং বট্টিতি, কায়বৎকাদীনি কাতব্বানি হোন্তি ।
যস্মিঞ্ঞহি কালে কায়বৎকাদীসু কিঞ্ঞ করোতি, তদা
লাভো উম্পজ্জতি । পায়সপাতিয়ঞ্ঞহি বৎকং অকত্তা
উজ্জুকমেব হথং ওতারেত্তা উক্খিপন্তস্স হথো মক্খিত-
মত্তকোব হোতি, বৎকং কত্তা ওতারেত্তা উক্খিপন্তস্স পন
পায়সপিণ্ডং উদ্ধরন্তোব নিক্খমতি, এবং কায়বৎকাদীনি
করণকালেয়েব লাভো উম্পজ্জতি । অয়ং অধম্মিকা লাভূ-
পনিসা নাম । উপধিসম্পদা চীবরধারণং বাহুসচ্চং পরি-
বারো অরঞ্ঞবাসোতি এবরূপেহি পন কারণেহি উম্পন্নো
লাভো ধম্মিকো নাম হোতি, নিব্বানগামিনিং পটিপদং
পূরেন্তেন পন ভিক্খুনা কায়বৎকাদীনি পহাতব্বানি ।
অনন্ধেনেব অন্ধেন বিয়, অম্মগেনেব ম্মগেন বিয়, অবধি-

*

*

*

অন্বয় : লাভেচ্ছা এক আর নির্বাণগামী মার্গ অন্য । লাভেচ্ছা ভিক্ষুকে
একটু অকুশল কর্ম করিতে হয় । তাহাকে কায়বৎকাদি (অর্থাৎ শরীরকে
বাঁকাইয়া চলা) প্রভৃতি মিথ্যাকর্ম সম্পাদন করিতে হয় । যে সময় কায়বৎকাদি
কৃত্য করে তখন তাহার লাভসংকার উৎপন্ন হয় । পায়সপাত্রে হাত না বাঁকাইয়া
সোজাসুজি পাত্রে নামাইয়া উর্ধ্বে উঠাইলে হাতই ঘ্র্ষ্মিত হয় মাত্র (অর্থাৎ
বিশেষ কোন লাভ হয় না) । কিন্তু হাত বাঁকাইয়া পাত্রে নামাইয়া উৎক্ষেপ
করিয়া পায়সপিণ্ড গ্রহণ করিলে কিছু বহির্গত হয় ঠিক, তবে বেশী লাভ
হয় । তবে এই লাভের প্রাপ্তি অধার্মিক । উপধিসম্পদ, চীবরধারণ,
বহুসত্যতা, ভিক্ষুপরিবার, অরণ্যবাস—ইত্যাদি উপায়ে লব্ধ লাভই
ধার্মিক লাভ । যে ভিক্ষু নির্বাণগামী মার্গ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে
কায়বৎকাদি ছলনা ত্যাগ করিতে হইবে । অনন্ধকে অন্ধের ন্যায়, অম্মকে

রেনেব বধিরেন বিয় ভবিতুং বট্টিতি । অসঠেন অমায়েন
 ভবিতুং বট্টিতি । ‘এবমেতিত্তি’ এতং লাভুস্পাদনং পটিপদণ্ড
 নিম্বানগামিনিং পটিপদণ্ড এবং এত্বা সম্বেসং সঙ্খতা-
 সঙ্খতধম্মানং বুদ্ধানট্টেন ‘বুদ্ধস্স’ সবনন্তে জাতট্টেন
 ওবাদান্দুসাসনিং বা সবনট্টেন ‘সাবকো ভিক্কু’
 অধম্মিকং চতুপচ্চয়সঙ্কারং নাভিনন্দেয়া, ন চেব ধম্মিকং
 পটিক্কোসেয়া, কায়বিবেকাদিকং ‘বিবেকং অনুরূহয়ে’ । তথ
 ‘কায়বিবেকোতি’ কায়স্স একীভাবো । ‘চিত্তবিবেকোতি’
 অট্ট সমাপত্তিয়ো । ‘উপধিবিবেকোতি’ নিম্বানং । তেসু
 কায়বিবেকো গগসঙ্গণিকং বিনোদেতি, চিত্তবিবেকো
 কিলেসসঙ্গণিকং বিনোদেতি, উপধিবিবেকো সঙ্খারসঙ্গণিকং
 বিনোদেতি । কায়বিবেকো চিত্তবিবেকস্স পচ্চয়ো
 হোতি, চিত্তবিবেকো উপধিবিবেকস্স পচ্চয়ো হোতি ।
 বুদ্ধম্পিহেতং—

*

*

*

মূকের ন্যায়, অবধিরকে বধিরের ন্যায় হইতে হইবে । অশঠ. অমায়াবী
 হইতে হইবে । এইভাবে, লাভ উৎপাদনের মার্গ এবং নিবাণগামী মার্গ
 উভয়ই জানিয়া সকল সংস্কৃত (সকল পরিবর্তনশীল বস্তু) এবং অসংস্কৃত
 ধর্মসমূহের (নিবাণ) বোধ যাঁহার হইয়াছে সেই বুদ্ধের শ্রাবক [শ্রবণান্তে
 জাত হওয়ায় শ্রাবক, উপদেশ অনুশাসন শ্রবণ যাহার হইয়াছে সেই শ্রাবক]
 ভিক্ষু অধার্মিক উপায়ে চতুর্প্রত্যয় লাভকে অভিনিন্দিত করিবে না ।
 ধার্মিককে প্রতিক্রোশ করিবে না, কায়বিবেকাদি বিবেক বর্ধন করিবে ।
 এখানে কায়বিবেক বলিতে কায়ের একীভাবকে বুঝাইয়াছে । চিত্তবিবেক
 বলিতে অষ্ট সমাপত্তিকে বুঝাইয়াছে । উপধিবিবেক হইতেছে নিবাণ ।
 ইহাদের মধ্যে কায়বিবেক জনসান্নিধ্যের কামনাকে তিরোহিত করে, চিত্তবিবেক
 ক্লেশসান্নিধ্যকে তিরোহিত করে এবং উপধিবিবেক সংস্কার সান্নিধ্যকে
 তিরোহিত করে । কায়বিবেক চিত্তবিবেকের প্রত্যয়, চিত্তবিবেক উপধি-
 বিবেকের প্রত্যয় । তাই বলা হইয়াছে—

‘কায়বিবেকো চ বিবেকট্ঠকায়ানং নেক্খম্মাভিরতানং,
চিন্তাবিবেকো চ পরিসুদ্ধাচিন্তানং পরমবোদানম্পত্তানং,
উপাধিবিবেকো চ নিরুপধীনং পদুগলানং বিসংখার-
গতান’স্তু ।—

ইমং তিবিধম্পি বিবেকং ‘ব্রূহয়ে’ বড্‌ঢ়েয্য উপসম্পজ্জ
বিহরেয়্যাতি অস্থো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপাতিফলাদীনি পাপদুর্গাংসদৃতি ।

বনবাসীতিস্সসামণেরবথু পন্নরসমং ।

বালবগ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

পণ্ডমো বগ্গো ।

*

*

*

কায়বিবেক হইতেছে বিবেকার্থকায়দের নৈস্কম্ম্যাভিরতদের । চিন্তাবিবেক
হইতেছে পরিশুদ্ধাচিন্ত পরমশুদ্ধিপ্রাপ্তদের । উপাধিবিবেক হইতেছে নিরুপাধি
পদুগলগণের বিসংস্কারগত পদুগলগণের ।—

এই তিন প্রকার বিবেকই বর্ধন করিবে, তাহাতে বিহার করিবে, অবস্থান
করিবে ইহাই নিগলিতার্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপাতি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

॥ বনবাসী তিষ্য শ্রামণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ বালবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

৬ । গণ্ডিতবগ্নগো

রাধথেরবন্ধন । ১

‘নিধীনংব পবত্তারন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো আরম্মন্তং রাধথেরং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির গিহিকালে সাবাখিয়ং দঙ্গতব্রাক্কণো অহোসি ।
সো ‘ভিক্খুনং সন্তিকে জীবিস্সামী’তি চিন্তেহা বিহারং
গন্ত্বা অম্পহরিতকং করোন্তো পরিবেণং সম্মজ্জন্তো মদুখ-
ধোবনাদীনি দদন্তো অন্তোবিহারেয়েব বসি । ভিক্খুদিপ
নং সজ্জগ্গহিংসু, পম্বাজেতুং পন ন ইচ্ছন্তি । সো পম্বজ্জং
অলভমানো কিসো অহোসি । অথেকদিবসং সখা পচ্ছ-
সকালে লোকং বোলোকেন্তো তং ব্রাক্কণং দিম্বা ‘কিং নু
থো’তি উপধারেন্তো ‘অরহা ভবিম্সতী’তি ঐহা সায়হু-

*

*

*

৬ । গণ্ডিত বর্গ

রাধ স্থবিরের উপাখ্যান । ১ ।

‘গদুপ্তনিধি প্রদর্শকের ন্যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থান-
কালে আরম্মান রাধ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (রাধ স্থবির) নাকি গৃহীকালে শ্রাবস্তীতে একজন দূর্গত ব্রাক্কণ
ছিলেন । তিনি ‘ভিক্ষুদের নিকটে জীবন যাপন করিব’ এই চিন্তা করিয়া
বিহারে যাইয়া পরিবেণ সম্মার্জন করিয়া, মদুখধোবনাদি দিয়া বিহারের
মধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন । ভিক্ষুরাও তাঁহাকে ভালভাবেই গ্রহণ
করিলেন কিন্তু তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিতে ইচ্ছা করেন নাই । তিনি প্রব্রজ্যা
লাভ করিতে না পারিয়া দুর্বল হইয়া গেলেন । অনন্তর একদিন শাস্ত্রা
প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন করিতে করিতে সেই ব্রাক্কণকে দেখিয়া ‘ব্যাপারটি
কি’ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন ‘এই ব্রাক্কণ অহং হইবে’ জানিয়া

সময়ে বিহারচারিকং চরন্তো বিয় ব্রাহ্মণস্স সন্তিকং গন্ত্বা,
 ‘ব্রাহ্মণ, কিং করোন্তো বিচরসী’তি আহ। ‘ভিক্ষুদ্বং
 বত্তপটিবত্তং করোন্তো, ভন্তে’তি। ‘লভসি নেসং সন্তিকা
 সঙ্গহ’ন্তি? ‘আম, ভন্তে, আহারমত্তং লভামি, ন পন মং
 পব্বাজেন্তী’তি। সথা এতস্মিং নিদানে ভিক্ষুদ্বং
 সনিপাতাপেত্তা তমথং পদুচ্ছিহ্বা, ‘ভিক্ষবে, অথি কোচি
 ইমস্স ব্রাহ্মণস্স অধিকারং সরতী’তি পদুচ্ছি। সারিপদত্ত-
 থেরো ‘অহং, ভন্তে, সরামি, অয়ং মে রাজগহে পিণ্ডায়
 চরন্তস্স অন্তনো অভিহটে কটচ্ছুভিক্ষং দাপেসি, ইমম-
 স্সাহং অধিকারং সরামী’তি আহ। সো সথারা ‘কিং পন
 তে, সারিপদত্ত, এবং কত্পকারং দদুখতো মোচেতুং ন

*

*

*

সায়ংকালে বিহারচারিকায় বিচরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের নিকট ষাইয়া—
 ‘হে ব্রাহ্মণ, তুমি এখানে কি কর?’ জিজ্ঞাসা করিলেন।

‘ভন্তে, আমি ভিক্ষুদের ব্রতকৃত্যাদি সম্পাদন করি।’

‘তুমি তাহাদের নিকট কিছদ পাত ত?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, তাঁহারা আমাকে খাইতে দেন। কিন্তু প্রব্রজ্যা দিতে
 চাহেন না।’

শান্তা এই উদ্দেশ্যে ভিক্ষুদের সম্মেলন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণের কোন উপকারের কথা কেহ স্মরণ করিতে
 পার কি?’

শারিপদত্ত স্থবির বলিলেন—

‘ভন্তে, আমি স্মরণ করি। আমি একদিন রাজগহে পিণ্ডপাতের জন্য
 বিচরণ করা কালে এই ব্রাহ্মণ স্বলম্ব এক চামচ ভিক্ষা আমাকে দিয়াছিলেন।
 আমি তাঁহার এই অধিকারের কথা স্মরণ করিতে পারি।’

শান্তা শারিপদত্তকে বলিলেন—

‘হে শারিপদত্ত, এইরূপ কৃতোপকারী ব্যক্তিকে কি দণ্ড হইতে মুক্ত করা
 যায় না?’

বটুতী'তি বদন্তে, 'সাধু, ভন্তে, পম্বাজেস্সামী'তি তং
ব্রাহ্মণং পম্বাজেসিস। তস্ম ভন্তুগে আসনপরিয়ন্তে আসনং
পাপদুর্গাতি, যাগদুভাতাদীহিপি কিলমতি। ধেরো তং
আদায় চারিকং পক্কামি, অভিক্খণ্ণং নং 'ইদং তে কত্তব্বং,
ইদং তে ন কত্তব্ব'ন্তি ওবাদি অনুসাসি। সো সুবচো
অহোসি পদক্খিণ্ণগাহী। তস্মা যথানুসিট্ঠং পটিপজ্জ-
মানো কতিপাহেনেব অরহন্তং পাপদুগি।

ধেরো তং আদায় সখু সন্তিকং গন্ত্বা বন্দিষ্য নিসীদি।
অথ নং সখা পটিসম্হারং কহ্বা আহ—'সুবচো নু খো,
সারিপদুত্ত, তে অন্তেবাসিকো'তি। 'আম, ভন্তে, অতিবির
সুবচো, কিস্মিণ্ণ দোসে বুদ্ধমাণে ন কুদ্ধপদম্বো'তি।
'সারিপদুত্ত, এবরুপে সন্ধিবহারিকে লভন্তো কিত্তকে

*

*

*

'সাধু ভন্তে, আমি তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিব' বলিয়া শারিপদুত্ত ব্রাহ্মণকে
প্রব্রজ্যা দিলেন। তিনি ভোজনশালায় একেবারে শেষের দিকের আসনটি
লাভ করেন এবং অতিকণ্ঠে যাগদুভাত প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকেন।
(শারিপদুত্ত) স্থবির তাঁহাকে লইয়া চারিকায় বাহির হইলেন এবং সর্বক্ষণ
'ইহা তোমার করা উচিত, ইহা তোমার করা উচিত নহে' বলিয়া উপদেশ
দিতেন, অনুশাসন দিতেন। তিনি (অচিরেই) সুবিনীত এবং শিক্ষণীয়
বিষয়কে শিক্ষা করিবার উপযুক্ত হইলেন। সুতরাং যথানুশিষ্ট থাকিয়া
অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(শারিপদুত্ত) স্থবির তাঁহাকে লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া
উপবেশন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন—

'হে শারিপদুত্ত, তোমার শিষ্য সুবিনীত হইয়াছে ত?'

'হ্যাঁ ভন্তে, খুবই সুবিনীত হইয়াছে। কোন প্রকার দোষের কথা বলিলেও
কুদ্ধ হয় না, যেমন আগে হইত।'

'হে শারিপদুত্ত, এইরূপ সার্থবিহারিক (=এক সঙ্গে থাকার উপযুক্ত
শিষ্য) পাইলে তুমি কতজন নিতে ইচ্ছুক?'

গণ্হেয়াসী'তি ? 'ভন্তে, বহুর্কোপি গণ্হেয়ামেবা'তি ।
 অথেকদিবসং ধম্মসভায়ং কথং সমুদুট্ঠাপেসদুং—'সারিপদন্ত-
 থেরো কির কতএুৎএুৎ কতবেদী, কটচ্ছুভিক্খামন্তং
 উপকারং সরিষা দুগ্গতব্রাহ্মণং পব্বাজেসি । থেরোপি
 ওবাদক্খমো ওবাদক্খমমেব লভী'তি । সথা তেসং কথং
 সদুস্সা 'নং ভিক্খবে, ইদানেব, পুৰ্বেপি সারিপদন্তো
 কতএুৎএুৎ কতবেদীয়েবা'তি বস্সা তমথং পকাসেতুং—

‘অলীনচিত্তং নিস্সায়, পহট্ঠা মহতী চম্ ।
 কোসলং সেনাসমুদুট্ঠং, জীবগ্গাহং অগাহয়ি ॥
 ‘এবং নিস্সয়সম্পন্নো, ভিক্খু আরদ্ধবীরয়ো ।
 ভাবয়ং কুসলং ধম্মং, যোগক্খেমস্স পত্তিয়া ।
 পাপদুগ্গে অনদুপদুস্সেন, সস্বসংযোজনক্খয়'ম্ভি ॥

ইমং দুকনিপাতে ‘অলীনচিত্তজাতকং’ বিখ্যারেত্বা কথেসি ।

*

*

*

‘ভন্তে, আমি অনেককে গ্রহণ করিতে পারি ।’

অনন্তর একদিন ধর্মসভায় কথা সমুদ্বাপিত হইল—‘শারিপদন্ত স্থবির
 নাকি কৃতজ্ঞকৃতবেদী, একচামচ মাত্র ভিক্ষার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া
 দুর্গত এক ব্রাহ্মণকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন । স্থবিরও উপদেশপটু এবং
 উপদেশযোগ্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন ।’ শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া
 বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, শূদ্র তখনই নহে, পূর্বেও শারিপদন্ত কৃতজ্ঞকৃতবেদীই
 ছিল’ এবং পূর্বেই সেই ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

‘কুমার অলীনচিত্তের আশ্রয় পাইয়া স্তুটমতি (কাশীর) বিশাল
 সেনাবাহিনী (নিজরাজ্যে) অসমুদুট কোশলরাজকে জীবন্ত অবস্থায় ধরিয়া
 আনিল । তদুপ নিশ্রয়সম্পন্ন দুটবীষ ভিক্ষু নিবাণ প্রাপ্তির জন্য (সর্বদা)
 কুশল ধর্মের ভাবনা করে এবং ক্রমে তাহার সমস্ত সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় ।’

[দুকনিপাতে ‘অলীনচিত্তজাতক’ (নং ১৫৬) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত

তদা কিং বড়টকীহি পাদস্স অরোগকরণভাবেন কহং
অন্তুনো উপকারং এত্থা সৰ্বসেতস্স হিথিপোতকস্স দায়কো
একচারিকো হত্থী সারিপদন্তথেরো অহোসীতি এথং থেরং
আরব্ভ জাতকং কথেষ্ছা রাধথেরং আরব্ভ, ‘ভিক্খবে,
ভিক্খুনা নাম রাধেন বিয় সুবচেন ভবিতব্বং, দোসং
দস্সেত্থা ওবাদিয়মানেনাপি ন কুস্সিতব্বং, ওবাদদায়কো পন
নিধিআচিক্খণকো বিয় দট্ঠেব্বো’তি বত্থা অনদুসন্ধিং
ঘটেত্থা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘নিধীনংব পবত্তারং, যং পস্সে বজ্জদস্সিনং ।

নিগ্গয়্হবাদিং মেধাবিং, তাদিসং পণ্ডিতং ভজে ।

তাদিসং ভজমানস্স, সেয়্যো হোতি ন পাপিয়ো’তি ॥ ৭৬

তথ ‘নিধীনন্তি’ তথ তথ নিদাহিত্য ঠপিতানং হিরণ্ণ্য-

*

*

*

হইয়াছে। তখন বর্ধকীর দ্বারা নিজের পায়ের রোগমুক্তির কথা চিন্তা করিয়া
একচারিক হস্তী নিজের সর্বস্বত্ব হস্তিশাবককে দান করিয়াছিল। সেই হস্তী
আর কেহই নহেন, স্বয়ং শ্রবির শারিপদ্র।—এইভাবে শ্রবিরকে উদ্দেশ্য
করিয়া জাতক বর্ণনা করিয়া রাধ শ্রবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, সকল ভিক্ষুর উচিত রাধের ন্যায় সুবিদিত হওয়া। দোষ
দর্শন করাইয়া যিনি উপদেশ দেন তাহার প্রতি ক্রোধ করা অনুচিত।
উপদেশদাতাকে নিধি (= গুপ্তধন) প্রদর্শনকারীর ন্যায় দেখিতে হইবে।’—
এই কথা বলিয়া অতীত এবং বর্তমানের ঘটনার সম্বন্ধ সাধন করিয়া ধর্ম
দেশনাকালে শাস্তা এই গাথা বলিয়াছিলেন—

‘গুপ্তধন প্রদর্শকের ন্যায় যে বর্জনীয় বিষয় দেখাইয়া দেয়, যে দোষ
দেখিলে ভৎসনা করে, যে জ্ঞানী, এইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুসরণ করিবে।
তাদৃশ ব্যক্তিকে ভজনা করিলে অমঙ্গল হয় না, মঙ্গলই হয়।

—ধম্মপদ, স্লোক ৭৬ ।

অর্থঃ : ‘নিধিসমূহের’ বলিতে এখানে খনন করিয়া স্থাপিত হিরণ্য-

সুবর্ণাদিপদ্রানং নিধিকুশ্ভীনং । ‘পবত্তারন্তি’ কিচ্ছজীবিবে
 দ্গতমনদ্রস্স অনদ্রকম্পং কহ্বা ‘এহি, সুথেন জীবান্দ্রপায়ং
 দ্রস্সেস্সামী’তি নিধিট্ঠানং নেহ্বা হথং পসারেহ্বা ‘ইমং
 গহেহ্বা সুথেন জীবা’তি আচিক্খিতারং বিয় । ‘বজ্জদ্রস্স-
 নন্তি’ হে বজ্জদ্রস্সিনো ‘ইমিনা নং অসারদ্রপ্পেন বা
 খলিতেন বা সঙ্ঘমজ্জে নিগ্গণ্হিস্সামী’তি রন্ধগবেসকো চ,
 অএওঁএাতং এাপনথায় এাতং অন্দ্রগহণথায় সীলাদীন-
 মস্স বদ্র্ধিকামতায় তং তং বজ্জং ওলোকনেন উল্লদ্রপন-
 সভাবসণ্ঠিতো চ । অয়ং ইধ অধিপ্পেতো । যথা হি
 দ্গতমনদ্রস্সো ‘ইমং গণ্হাহী’তি তজ্জেহ্বাপি পোথেহ্বাপি
 নিধিং দ্রস্সেন্তে কোপং ন করোতি, পমদ্রিতো এব হোতি,
 এবমেব এবরূপে পদ্র্গলে অসারদ্রপ্পং বা খলিতং বা দ্রিস্স্বা
 আচিক্খন্তে কোপো ন কাতব্বো, তুট্ঠেনেব ভবিতব্বং,

*

*

*

সুবর্ণাদি দ্বারা পরিপূর্ণ নিধিকুশুম্ভসমূহকে বদ্বাইতেছে । ‘প্রবত্তাকে’
 কৃচ্ছ্রজীব এবং দ্গতমনদ্রস্যদের প্রতি অনদ্রকম্পা করিয়া ‘আইস, সুথে
 জীবন ধারণের উপায় তোমাকে দেখাইব’ বলিয়া নিধিস্থানে যাইয়া হস্ত
 প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া যেমন বলেন ‘ইহা লইয়া সুথে জীবন যাপন
 কর ।’—এইরূপ প্রবত্তার ন্যায় । ‘বজ্রদ্রশীকে’ বলিতে দুই প্রকার বজ্রনীয়
 প্রদর্শনকারীর করা বলা হইয়াছে—১ । যিনি অপরাধীকে এইটা তোমার
 অনদ্রচিত হইয়াছে, এইটা তোমার স্থলিত, সঙ্ঘমধ্যে তোমাকে নিগ্গহীত
 করিব বলিয়া তিরস্কার করেন । ২ । যিনি অজ্ঞাতকে জ্ঞাপন করিতে,
 জ্ঞাতকে ধারণ করিতে, তাহার শীলাদির বদ্র্ধি কামনা করিয়া সেই সেই
 বজ্রনীয় বিষয় দর্শন করাইয়া অপরাধীকে রক্ষা করিয়া থাকেন । ইহাই
 এখানে অভিপ্রেত । যেমন দ্গত মনদ্রস্য ‘ইহা গ্রহণ কর’ বলিয়া তর্জন
 করিয়া, প্রহার করিয়াও নিধি দর্শন করাইলে ক্রুদ্ধ হয় না, আনন্দিত হয়, ঠিক
 তদ্রূপ এইরূপ ব্যক্তিদের অসারদ্রপ্য (অনদ্রচিত) ও কিছ্রু দোষ দর্শন করাইলে
 কোপ করা উচিত নহে, তুট্ঠই হওয়া উচিত—‘ভস্বে, আপনি আমাদের মহা

‘ভন্তে, মহন্তং বো কন্মং কতং, মন্হং আচারিস্পুস্বায়ট্-
ঠানে ঠায়া ওবদন্তেহি পুনপি মং বদেয়্যাথা’তি পবারেতব্ব-
মেব । ‘নিগ্গয়্হবাদিন্তি’ একচো হি সন্ধিবিসারিকাদীনং
অসারুপ্পং বা খলিতং বা দিস্সা ‘অয়ং মে মদুখোদকদানা-
দীহি সন্ধচ্ছং উপট্ঠহতি, সচে নং বক্খামি ন মং উপট্ঠ-
হিস্সতি, এবং মে পরিহানি ভবিষ্সতী’তি বথুং অবি-
সহন্তো ন নিগ্গয়্হবাদী নাম হোতি । সো ইমস্মিং সাসনে
কচবরং আকিরতি । যো পন তথারুপ্পং বজ্জং দিস্সা বজ্জানু-
রুপ্পং তজ্জেন্তো পণামেন্তো দন্ডকন্মং করোন্তো বিহারা
তং নীহরন্তো সিক্খাপেতি, অয়ং নিগ্গয়্হবাদী নাম
সেযাথাপি সম্মাসব্বুদ্ধো । বুদ্ধুংহেতং—নিগ্গয়্হ নিগ্গয়্হ-
হাহং, আনন্দ, বক্খামি, পবয়্হ পবয়্হ, আনন্দ, বক্খামি,

*

*

*

উপকার করিয়াছেন, আমাদের আচার্য ও উপাধ্যায়গণের ন্যায় উপদেশ
দিয়াছেন, আরও উপদেশ দিন’ বলিয়া বলিতে হইবে । ‘দোষ দেখিলে
ভৎসনাকারী’ কেহ কেহ সার্থবিহারিকদের অনর্দচিত কোন কিছু এবং দোষ
দেখিয়াও ‘এই ব্যক্তি আমার মদুখোদকদানাদি ক্রিয়া সাদরে পালন করে ।
যদি আমি বলি এই ব্যক্তি আমার সেবা করে না ইহাতে আমারই ক্ষতি
হইবে’—এই কথা যে বলিতে পারে না তাহাকে দোষ দেখিলে ভৎসনাকারী
বলা যায় না । বরং সে এই বুদ্ধশাসনে জঞ্জালস্বরূপ । যে ব্যক্তি তাদৃশ
বর্জনীয় কিছু দেখিয়া বজ্জানুরূপ তর্জন করিয়া, নমিত করিয়া, দন্ডকর্ম
করিয়া, এমন কি বিহার হইতে নিষ্কান্ত করিয়াও শিক্ষা দেয় সেই যথার্থ
পরোপকারী শিক্ষক, যেমন সম্যকসম্বুদ্ধ । তাই বলা হইয়াছে—‘হে আনন্দ,
আমি নিরন্তর নিগ্রহ করিয়া মালিন্য দূর করিয়া কথা বলিব । যাহা সারবান,
তাহা স্থায়ী হইবে ।’*

যো সারো সো ঠস্সতী^৩তি । ‘মেবারিন্তি’ ধম্মোজপণ্ডেয়
সম্মাগতং । ‘তাদিসন্তি’ এবরুপং ‘পণ্ডিতং’ ভজ্জেয়া
পস্সিরুপাসেয়া । তাদিসণ্ডহি আচরিয়ং ভজ্জমানস্স অন্তে-
বাসিকস্স ‘সেয়েয়া হোতি, ন পাপিয়ো’ বুদ্ধটিয়েব হোতি,
নো পরিহানীতি ।

দেসনাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধি-
সুতি ।

রাধথেরবথু পঠমং ।

*

*

*

মেধাবী অর্থাৎ ধর্মোজপ্রজ্ঞার দ্বারা সম্মাগত ব্যক্তি । ‘তাদৃশ’ অর্থাৎ
এইরূপ পণ্ডিতকেই ভজনা করা উচিত, পূজা করা উচিত । তাদৃশ
আচার্যকে ভজনা করিলে শিষ্যের শ্রেয়ই হয়, তাহার পাপ বর্ধিত হয় না ।
তাহার কোন ক্ষতি হয় না ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

॥ রাধ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অস্‌সজ্জিগুনবস্তুকবন্ধু । ২

‘ওবদেয়্যানদুসাসেয়্যাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো অস্‌সজ্জিপদনব্বসদ্ধকভিক্‌খু আরব্ধ কথেসি । দেসনা পন কীটীগিরিস্মিং সমুট্ঠিতা ।

তে কিরু দ্বে ভিক্‌খু কিণ্ঠাপি অঙ্গসাবকানং সন্ধিবহারিকা, অলম্ভজনো পন অহেসুং পাপভিক্‌খু । তে পাপকেহি অন্তনো পরিবারেহি পণ্ণহি ভিক্‌খুসতোহি সন্ধিং কীটীগিরিস্মিং বিহরন্তা ‘মালাবচ্ছং রোপেত্তিপি রোপা-পেত্তিপী’তি আদিকং নানম্পকারং অনাচারং করোন্তা কুলদুসককম্মং কত্তা ততো উম্পনোহি পচ্চযোহি জীবিকং কম্পেস্তা তং আবাসং পেসলানং ভিক্‌খুনং অনাবাসং অকংসু । সথা তং পবত্তিং সুত্তা তেসং পব্বাজনীয়কম্ম-করণথায় সপরিবারে দ্বে অঙ্গসাবকে আমন্তেত্তা ‘গচ্ছথ, সারিপদন্তা, তেসু য়ে তুম্‌হাকং বচনং ন করোন্তি, তেসং

*

*

*

অস্‌সজ্জিগুনবস্তুকের উপাখ্যান । ২ ।

‘উপদেশ দিবে, শাসন করিবে’ এই ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অস্‌সজ্জি এবং পদনব্বসদ্ধ ভিক্ষুদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন । দেশনার উৎপত্তিস্থল কীটীগিরিতে ।

সেই দুইজন ভিক্ষু নাকি অগ্রশ্রাবকদের শিষ্য ছিল । তথাপি তাহারা ছিল নির্লজ্জ এবং পাপী ভিক্ষু । নিজেদের পণ্ডিত ভিক্ষু পরিবারের সহিত কীটীগিরিতে অবস্থানকালে তাহারা পদুপবৎসাদি রোপণ, অন্যদের দ্বারা রোপণ করান ইত্যাদি নানাপ্রকার অনাচারে লিপ্ত হইয়া কুলদুষক কর্ম করিয়া তদ্বারা উৎপন্ন প্রত্যয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত এবং বিহার সদাচারী ভিক্ষুদের অনাবাসযোগ্য করিয়া ফেলিল । শাস্তা সেই ব্যাপার জানিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে সপরিবার দুই অগ্রশ্রাবককে ডাকাইয়া বলিলেন—‘সারিপদ, তাহারা তোমাদের কথা শুনিলে

পশ্বাজনীয়কম্মং কৰোথ, যে পন কৰোন্তি, তে ওবদথ
অনুসাসথ । ওবদন্তো হি অনুসাসন্তো অপ'ডিতানংষেব
অ'পিয়ো হোতি অমনাপো,পি'ডিতানং পন পিয়ো হোতি
মনাপো'তি অনুসন্धिং ঘটেত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘ওবদেয়্যানুসাসেয়া, অসব্ভা চ নিবারয়ে ।

সতএ'হি সো পিয়ো হোতি, অসতং হোতি

অ'পিয়ো'তি ॥ ৭৭

তথ ‘ওবদেয়্যাতি’ উপ্পন্নে বথ'দুস্মিং বদন্তো ওবদ'তি নাম,
অনু'প্পন্নে বথ'দুস্মিং ‘অযসো'পি তে সিয়া'তি আদিবসেন
অনাগতং দস্সে'ন্তো অনুসাস'তি নাম । সম্ম'দুখা বদন্তো
ওবদ'তি নাম, পর'স্মদুখা দ'তং বা সাসনং বা পেসে'ন্তো
অনুসাস'তি নাম । স'কিং বদন্তো ওবদ'তি নাম, পদ'নুপদ'নং
বদন্তো অনুসাস'তি নাম । ওবদন্তো এব বা অনুসাস'তি

নাহঁতাহাদের বহিস্কার কর । যাহারা তোমাদের কথা শোনে তাহাদিগকে
উপদেশ দাও, শাসন কর । উপদেশ এবং অনুশাসন দিলে ম'র্খদের নিকট
অপ্রিয় এবং মন্দ হইতে হয়, কিন্তু বিজ্ঞদের নিকট প্রিয় এবং ভাল হয় ।
এই প্রসঙ্গে ধর্মদেশনা করিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘প'ডি'ত ব্যক্তি তিরস্কার করিবে, শাসন করিবে, অন্যায় আচরণ হইতে
নিবৃত্ত করিবে । এইরূপ ব্যক্তি সংলোকের প্রিয়পাত্র হইবে এবং অসং-
লোকের অপ্রিয় হইবে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৭৭ ।

অম্বয় : ‘তিরস্কার করিবে’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঘটনা দর্শন করিয়া সাবধান
করা ‘উপদেশ’, অপ্রত্যক্ষ ঘটনায় ‘তোমার নিন্দা হইবে’ ইত্যাদি বলিয়া
ভবিষ্যৎ দর্শন করানোর নাম ‘অনুশাসন’ । সম্ম'দুখে বলা উপদেশ, পরোক্ষে
দ'ত প্রেরণ বা সংবাদ প্রেরণের নাম অনুশাসন । একবার বলা উপদেশ, বারবার
বলা অনুশাসন । উপদেশ প্রদানেরই অপর নাম অনুশাসন—তাই বলা

নামাতি এবং ওবদেয়া অন্দুসাসেয়া । ‘অসম্ভা চাতি’ অকুসলধম্মা চ নিবारेয়া । কুসলধম্মে পতিট্টাপেয়াতি অথো । ‘সতএহি সো পিয়ো হোতী’ তি সো এবরুপো পুঙ্গলো বুদ্ধাদীনং সম্পদ্রিসানং পিয়ো হোতি । যে পন অদিট্টধম্মা অবিতিগ্নপরলোকা আমিসচক্খুকা জীবিকথায় পস্বজিতা, তেসং ‘অসতং’ সো ওবাদকো অন্দু-সাসকো, ‘ন হুং অম্হাকং উপস্সায়ে, ন আচারিয়ে, কস্মা অম্হে ওবদসী’তি এবং ম্খসত্তীহি বিস্বন্তানং অপিপয়ো হোতী’তি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিংসুতি । শারিপদুত্তমোগল্লানাপি তথ গন্তা তে ভিক্খু ওবিদিংসু অন্দুসাসিংসু । তেসু একচে ওবাদং সম্পটিচ্ছত্তা সম্মা বত্তিংসু, একচে বিবভিমিংসু, একচে পস্বাজনীয়কম্মং পাপদুগিংসুতি ।

অস্সজিপদনবসুদকবথু দুতিয়ং ।

*

*

*

হইয়াছে ‘উপদেশ দিবে, শাসন করিবে।’ পাপকার্য হইতে বিরত করা ও পুণ্যকার্যে নিষ্কৃত করাকে ‘অসভ্যতা হইতে নিবারণ’ বদ্বায় । এইরূপ উপদেশটা ব্যক্তি বুদ্ধাদি ‘সংপদ্রুগণের প্রিয় হয়।’ যাহারা ধর্মবিষয়ে অনাভিজ্ঞ, পরলোক অবিশ্বাসী, আমিষচক্ষুক (অর্থাৎ লোভী) ও জীবিকা-নিবাহের জন্য প্রব্রজিত, তাহাদের ন্যায় অসং ব্যক্তিকে উপদেশ ও অনুশাসন করা হইলে তাহারা বলে ‘তুণি আগাদের উপাধ্যায় নও, আচার্য নও, কেন আমাদের উপদেশ দিতেছে ?’—এইরূপ বাক্যবাণের দ্বারা বিদ্বাকারী ব্যক্তিদের নিকট অপ্রিয় হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন । শারিপদুত্ত এবং মৌদগল্যায়ন সেখানে যাইয়া ঐ সকল ভিক্ষুদের উপদেশ ও অনুশাসন দিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপদেশ মানিয়া সংপথে আসিয়াছে, অন্য কেহ কেহ বিদ্রাস্ত হইয়াছে এবং সম্ব হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে ।

॥ অস্বজিৎ-পদনবসুকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ছন্নথেরবথু । ৩

‘ন ভজে পাপকে মিত্তেতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো ছন্নথেরং আরব্ধ কথেসি ।

সো কির আয়স্মা ‘অহং অম্‌হাকং অয়্যপদুত্তেন সন্ধিং
মহাভিনিক্‌খমনং নিক্‌খন্তো তদা অঞ্‌ঞং একম্পি ন
পস্সামি, ইদানি পন ‘অহং সারিপদুত্তো নাম, অহং
মোঙ্গল্লানো নাম, ময়ং অগ্গসাবকম্‌হা’তি বহ্বা ইমে
বিচরন্তী’তি দে অগ্গসাবকে অক্কোসতি । সথা ভিক্‌খুণ্ণং
সন্তিকা তং পবতিং সদ্‌হ্বা ছন্নথেরং পক্কোসাপেহ্বা ওবদতি ।
সো তত্ত্বণেয়েব তুণ্‌হী হদ্‌হ্বা পদ্বন গন্ত্বা থেরে অক্কো-
সতিয়েব । এবং যাবততিয়ং অক্কোসন্তং পক্কোসাপেহ্বা
সথা ওবদিত্বা ‘ছন্ন, দে অগ্গসাবকা নাম তুয়্‌হং কল্যাণমিত্তা
উত্তমপদুরিসা, এবরূপে কল্যাণমিত্তে সেবস্সদ্‌ ভজ্জস্সদ্‌’তি বহ্বা
ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

*

*

*

ছন্ন স্থবিরের উপাখ্যান । ৩ ।

‘পাপমিত্তের ভজনা করিবে না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
বিহারকালে ছন্ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই আয়ুস্মান নাকি ‘আমি আমাদের আশ্রপুত্রদের সঙ্গে মহাভিনিস্ক্রমণে
নিষ্কান্ত হইয়া তখন কাহাকেও দেখি নাই । আর এখন আমি শারিপুত্র,
আণি যৌদ্‌গল্যায়ন, আমরা অগ্রপ্রাবক বলিয়া বিচরণ করিতেছেন’—এই
বলিয়া অগ্রপ্রাবকদ্বয়ের প্রতি আক্ৰোশভাবাপন্ন হইয়াছিল । শাস্তা ভিক্ষুগণের
নিকট সেই ঘটনার কথা জানিয়া ছন্ন স্থবিরকে ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন ।
সে ঐ মূহূর্তে নীরব থাকিয়া পদ্বনরায় যাইয়া স্থবিরদের আক্ৰোশ করিত ।
এই প্রকারে তিনবার আক্ৰোশ করিলে শাস্তা তাহাকে ডাকাইয়া উপদেশ দিয়া
বলিলেন—‘ছন্ন, এই দুই অগ্রপ্রাবক তোমার কল্যাণমিত্ত উত্তম পদুরূষ ।
এইরূপ কল্যাণমিত্তদের সেবা কর, ভজনা কর ।’—এই বলিয়া ধর্ম দেশনাকালে
এই গাথা ভাষা করিলেন—

‘ন ভজে পাপকে মিত্তে, ন ভজে পদ্বিসাধমে
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে, ভজেথ পদ্বিসদ্বত্তমে’তি ॥ ৭৮

তস্মস্‌থো—কায়দদুচ্চারিতাদি অকুসলকম্মাভিরতা ‘পাপমিত্তা’
নাম । সন্ধিচ্ছেদনাদিকে বা একবীসীতিঅনেসনাদিভেদে
বা অট্ঠানে নিয়োজকা ‘পদ্বিসাধমা’ নাম । উভোপি বা
এতে পাপমিত্তা চেব পদ্বিসাধমা চ, তে ন ভজেয়্য ন পয়ি-
রুপাসেয়্য, বিপরীতা পন কল্যাণমিত্তা চেব সম্পদ্বিসা চ,
তে ভজেথ পয়িরুপাসেথাতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগিংসুতি ।
ছন্নথেরো পন তং ওবাদং সুহ্মাপি পদ্বিরমনযেনেব ভিক্খু
অক্কোসীতি পরিভাসীতি । পদ্বনিপ সথু আরোচেসুং । সথা,
‘ভিক্খবে, ময়ি ধরন্তে ছন্নং সিক্খাপেতুং ন সক্খিম্‌সথ,

*

*

*

‘পাপী মিত্তকে ভজনা করিবে না, পদ্বিষাধমকে ভজনা করিবে না,
কল্যাণমিত্তকে ভজনা করিবে, পদ্বিষোত্তমকে ভজনা করিবে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৭৮ ।

ইহার অর্থ : কায়দদুচ্চারিতাদি পাপাচরণে যাহারা রত থাকে তাহারাই
পাপমিত্ত । যাহারা চৌৰ্যবৃত্তি ও একুশ প্রকার মিথ্যাজীবিকা বা অসদুপায়
অবলম্বন করে তাহারাই পদ্বিষাধম । পাপমিত্ত হউক বা পদ্বিষাধম হউক
উভয় প্রকার ব্যক্তিদের ভজনা বা সেবা করা উচিত নহে । ইহার বিপরীত
হইতেছে কল্যাণমিত্ত এবং সম্পদ্বিষ । তাহাদেরই ভজনা এবং সেবা করা
উচিত ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিল ।

ছন্ন স্থবির কিন্তু এই উপদেশ শ্রুতিয়াও পদ্বির ন্যায় ভিক্কুদের আক্ৰোশ
এবং নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল । পদ্বিরায় শাস্তাকে এই ব্যাপার
জানানো হইল । শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্কুগণ, আমার জীবদ্দশায়
তোমরা ছন্নকে শিখাইতে পারিবে না, আমার পরিনির্বাণ হইলেই ‘তাহাকে

ময় পন পরিনিব্বদতে সন্ধিস্থাতি বহা পরিনিব্বান-
কালে আয়স্মতা আনন্দেন, 'ভন্তে, কথং ছন্নথেরে
অমহেহি পটিপজ্জিতব্ব'ন্তি বুদ্ধে, 'আনন্দ, ছন্নস্স
ভিক্ষুদনো ব্রহ্মদণ্ডো দাতব্বো'তি আণাপেসি । সো
সথারি পরিনিব্বদতে আনন্দথেরেন আরোচিতং ব্রহ্মদণ্ডং
সদ্বহা দদুখী দদুম্মনো তিক্খত্ত্বং মদুচ্ছিতো পতিহা 'মা
মং, ভন্তে, নাসযিথা'তি যাচিস্সা সম্মা বত্তং পুরেন্তো ন
চিরস্সেব সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপদুর্গীতি ।

ছন্নথেরবদ্ধ ততিয়ং ।

*

*

*

শিক্ষা দিও ।' শাস্তার পরিনিব্বানকালে আয়স্মান আনন্দ স্থবির শাস্তাকে
বলিলেন—'ভন্তে, ছন্ন স্থবিরের প্রতি আমরা কিরূপ আচরণ করিব ?'

শাস্তা আদেশ দিলেন—'আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিবে ।'
সে (ছন্ন) শাস্তা পরিনিব্বত হইলে আনন্দ স্থবিরের দ্বারা প্রজ্ঞাপিত ব্রহ্মদণ্ডের
কথা শুনিয়া দুঃখী ও দুঃমনা হইয়া তিনবার মদুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইয়া
বলিল—'ভন্তে, আমার সর্বনাশ করিবেন না !'—এইভাবে যাচঞা করিয়া
সম্যকভাবে ব্রত পূর্ণ করিয়া অচিরেই প্রতिसম্ভিদা সহ অহত্ত্ব প্রাপ্ত
হইলেন ।

॥ ছন্ন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মহাকর্পিনথের বন্ধু । ৪

‘ধম্মপীতি সদুখং সেতীতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো মহাকর্পিনথেরং আরব্ধ কথেসি ।

তদ্রায়ং অনদুপদ্বী কথা—অতীতে কির আয়স্মা মহাকর্পিনো পদমুত্তরবুদ্ধস্স পাদমূলে কতাভিনীহারো সংসারে সংসরন্তো বারাগসিতো অবিদুরে একস্মিং পেসকারগামে জেট্ঠকপেসকারো হুত্ত্বা নিব্বাতি । তদা সহস্সমত্তা পচ্ছেকবুদ্ধা অট্ঠ মাসে হিমবন্তে বসিত্বা বসিসকে চত্তারো মাসে জনপদে বসন্তি । তে একবারং বারাগসিয়া অবিদুরে ওতরিত্বা ‘সেনাসনকরণথায় হথকস্মং যাচথা’তি রঞ্ণেণো সন্তিকং অট্ঠ পচ্ছেকবুদ্ধে পহিণিংসু । তদা পন রঞ্ণেণো বস্পমঙ্গলকালো হোতি । সো ‘পচ্ছেকবুদ্ধা কির আগতা’ তি সুত্তা তস্মিং খণে নিক্কমিত্বা আগতকারণং

*

*

*

মহাকর্পিন স্থবিরের উপাখ্যান । ৪ ।

‘ধার্মিক ব্যক্তি সুখে বাস করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে মহাকর্পিন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । ইহার এই আনুপূর্বিক কথা—অতীতে আয়স্মান মহাকর্পিন পদমুত্তরবুদ্ধের পাদমূলে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিভিন্ন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বারাগসীর অবিদুরে একটি তন্তুবায়গ্রামে এক জ্যেষ্ঠ তন্তুবায় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তখন এক সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধ আট মাস হিমালয়ে থাকিয়া বর্ষার চারি মাস জনপদে বাস করিতেন । তাঁহারা একবার বারাগসীর অবিদুরে অবতরণ করিয়া রাজার নিকট আটজন প্রত্যেকবুদ্ধকে পাঠাইলেন এই বলিয়া—‘আমাদের বাসস্থানের বিনিময়ে আমাদের হাতের কাজ দিন ।’ তখন ছিল রাজার হলকর্ষণ উৎসবের সময় । তিনি ‘প্রত্যেকবুদ্ধগণ নাকি আসিয়াছেন’ শ্রুতিয়া সেই মহাতে নিস্তান্ত হইয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ

পদাচ্ছিন্না ‘অজ্ঞ, ভন্তে, ওকাসো নথি, স্বে অম্‌হাকং বম্প-
মঙ্গলং, ততিয়দিবসে করিস্সামী’তি বহা পচেকবদ্বন্ধে
অনিমন্তেত্তাব পার্বিসি। পচেকবদ্বন্ধা ‘অএৎ এত্তথ গমি-
স্সামা’তি পক্কমিস্সু। তস্মিং খণে জেট্‌ঠপেসকারস্স
ভরিয়া কেন্‌চিদেব করণীয়েন বারাগসিং গচ্ছন্তী তে
পচেকবদ্বন্ধে দিস্সা বন্দিয়া ‘কিং, ভন্তে, অবেলায় অয়্যা
আগতা’তি পদাচ্ছিন্না আদিতো পট্‌ঠায় কথেস্সুং। তং
পবন্তিং স্দুয়া সদ্ধাসম্পন্না এণসম্পন্না ইথী ‘স্বে, ভন্তে,
অম্‌হাকং ভিক্‌খং গণ্‌হথা’তি নিমন্তেসি। ‘বহুকা ময়ং
ভাগিনী’তি। ‘কিন্তুকা, ভন্তে’তি? ‘সহস্সমত্তা’তি।
‘ভন্তে, ইমস্মিং গামে সহস্সপেসকারা বসিস্সুহ। একেকো
একেকস্স ভিক্‌খং দস্সতি, ভিক্‌খং অধিবাসেথ, অহমেব

*

*

*

জানিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, অদ্য অবকাশ নাই। আগামীকল্য হলকষ’ণ উৎসব,
তৃতীয় দিবসে আপনাদের কথা চিন্তা করিব।’ তারপর তিনি তাঁহাদের
নিমন্ত্ৰণ না করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেকবদ্বন্ধগণ ‘চল অন্যত্র
যাইব’ বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই মূহূর্তে জ্যেষ্ঠ তন্তুবায়ের ভাষা কোন
কারণে বারাগসী ষাইবার সময় প্রত্যেকবদ্বন্ধগণকে দেখিয়া বন্দনা করিয়া ‘ভন্তে
আপনারা অসময়ে আসিয়াছেন’ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাপন
করিলেন। সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রদ্ধাসম্পন্না জ্ঞানসম্পন্না সেই নারী ‘ভন্তে
আগামীকল্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন’ বলিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্ৰণ
করিলেন।

‘ভাগিনি, আমরা সংখ্যায় কিন্তু অনেক।’

‘কতজন ভন্তে?’

‘এক সহস্র’।

‘ভন্তে, এই গ্রামে আমরা একসহস্র তন্তুবায় বাস করি। এক একজন
এক একজনকে ভিক্ষা দিবে। ভন্তে, ভিক্ষা অনুরোধ করুন। আমিই

অগমিংসু। অথেকদিবসং বিহারে ধম্মস্সবনং সঙ্ঘট্টং ।
 ‘সত্থা ধম্মং দেসেস্সতী’ তি সুত্থা সবেপি তে
 কুট্টুম্বিকা ‘ধম্মং সোম্সামা’তি ভরিয়াহি সন্ধিং
 বিহারং অগমিংসু। তেসং বিহারমত্ত্বং পবিট্টক্খণে
 বস্সং উট্টহি। যেসং কুলপকা বা ঞ্জাতিসামণেরাদয়ে
 বা অথি, তে তেসং পরিবেণানি পবিসিংসু। তে
 পন তথারূপানং নথিতায় কথ্খাচি, পবিসিতুং অবিসহস্তা
 বিহারমত্ত্বাযেব অট্টংসু। অথ নে জেট্টককুট্টুম্বিকো
 আহ—‘পস্সথ অম্হাকং বিম্পকারং, কুলপদত্তেহি নাম
 এত্তকেন লজ্জিতুং যদুত্ত’ন্তি। ‘অয়্য, কিং পন করোমা’তি ?
 ‘ময়্যং বিস্সাসিকট্টানস্স অভাবেন ইমং বিম্পকারং পত্তা,
 সবেব ধনং সংহরিত্বা পরিবেণং করোমা’তি। ‘সাধু,
 অয়্যা’তি জেট্টকো সহস্সং অদাসি, সেসা পণ্ড পণ্ড

*

*

*

সেই গৃহেই (বিবাহসূত্রে) গেলেন। অনন্তর একদিন বিহারে ধর্মশ্রবণের
 কথা ঘোষিত হইল। ‘শাস্তা ধর্ম দেশনা করিবেন’ শুনিয়া তাহাদের সকলেই
 ‘ধর্ম শ্রবণ করিব’ বলিয়া নিজ নিজ ভাষাদের সঙ্গে বিহারে গেলেন। তাঁহারা
 বিহার মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্রই বৃষ্টি সুরু হইল। যাঁহাদের কুলোপগ
 বা জ্ঞাতিপ্রামাণ্যগণ (বিহারে) ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের পরিবেণে প্রবেশ
 করিলেন। যাঁহাদের তাদৃশ কেহ ছিলেন না তাঁহারা কোথাও প্রবেশ করিতে
 না পারিয়া বিহারমধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। জ্যেষ্ঠকুট্টুম্বিক তাঁহাদের
 বলিলেন—‘আমাদের দৃদৃশা দেখুন। এইরূপ দৃদৃশাতে কুলপদগ্রগণের
 লজ্জিত হওয়া উচিত।’

‘আর্ষ, আমরা কি করিব ?’ আমাদের বিশ্বস্ত কেহ না থাকাতে আমরা
 এইরূপ দৃদৃশা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সকলে ধন সংগ্রহ করিয়া পরিবেণ
 তৈয়ার করাইব।’

‘বৈশ, আর্ষগণ, তাহাই হউক।’—এই বলিয়া জ্যেষ্ঠক এক সহস্র (ধন)
 দিলেন। অন্যেরা পঞ্চশত পঞ্চশত দিলেন। স্ত্রীগণ আড়াই আড়াই শত

সতানি । ইথিয়ো অড্‌চতেয়্যানি সতানি । তে তং ধনং
সংহরিষ্বা সহস্রকুটাগারপরিবারং সখ্যং বসনথায় মহাপরি-
বেণং নাম আরভিসন্ । নবকস্মস্স মহন্ততায় ধনে অস্পহোন্তে
পদ্বৈব দিন্নধনতো পদ্বন উপড্‌চ্দপড্‌চং অদংসন্ । নিট্‌ঠিতে
পরিবেণে বিহারমহং করোন্তা বুদ্ধপ্পমদুখস্স ভিক্‌খু-
সস্সস্স সত্তাহং মহাদানং দত্ত্বা বীসতিয়া ভিক্‌খুসহস্সানং
চীবরানি সিজ্জংসন্ ।

জেট্‌ঠককুট্‌দম্বিকস্স পন ভরিয়া সস্বেহি সমানং অকস্সা
অন্তনো পঞ্‌ঞায় ঠিতা ‘অতিরেকতরং কস্সা সখারং পদ্‌জে-
স্সামী’তি অনোজপদ্পফবল্লেন সহস্সমদুলেন সাটকেন সন্ধিং
অনোজপদ্পফচচ্চেকাটকং গহেত্ত্বা অনদুমোদনকালে সখারং
অনোজপদ্পফেহি পদ্‌জেত্ত্বা তং সাটকং সখন্ পাদমদুলে
ঠপেত্ত্বা, ‘ভস্কে, নিব্বত্তনিব্বত্তট্‌ঠানে অনোজপদ্পফবল্লংযেব

*

*

*

দিলেন । তাঁহারা সেই ধন একত্রিত করিয়া সহস্রকুটাগারযুক্ত মহাপরিবেণ
শান্তার জন্য নিৰ্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু বৃহদাকারে বিহার
প্রস্তুত করিতে যাইয়া তাহাদের অর্থের সংকুলান হইল । ফলে পূর্বে যে
যাহা ধন দিয়াছিলেন আবার প্রত্যেকে তাহার অর্ধেক ধন প্রদান করিলেন ।
পরিবেণ নিৰ্মাণ সম্পন্ন হইলে বিহারোৎসব করা কালে বুদ্ধপ্রমদুখ ভিক্ষু-
সস্সকে সপ্তাহকাল যাবত মহাদান দিয়া বিংশতিসহস্র ভিক্ষুকে ত্রিচীবর দান
করা হইল ।

জ্যেষ্ঠকুট্‌দম্বিকের ভাষা চিন্তা করিলেন—‘আমি ত সকলের সঙ্গে যাহা
দিবার দিয়াছি । আমি অতিরিক্ত কিছু শান্তাকে প্রদান করিব’ ইহা চিন্তা
করিয়া সহস্রমূল্যের অনোজ (—কমলা রঙের) পদ্পবর্ণের চীবরের সহিত
অনোজপদ্পের দ্বারা পরিপূর্ণ পদ্পস্থালী লইয়া অনদুমোদন কালে শান্তাকে
ঐ অনোজপদ্পের দ্বারা পূজা করিয়া সেই চীবর শান্তার পাদমদুলে রাখিয়া
এই প্রার্থনা করিলেন—‘ভস্কে, জন্মজন্মান্তরে আমার গাত্রবর্ণ যেন অনোজ-

মে সরীরং হোতু, অনোজা এব চ মে নামং হোতু’তি পথনং
 পট্টপেসি। সখা ‘এবং হোতু’তি অনুমোদনং অকাসি।
 তে সৰ্ব্বোপি যাবতায়দুকং ঠস্বা ততো চুতা দেবলোকে
 নিব্বত্তিস্বা ইমস্মিং বুদ্ধপ্পাদে দেবলোকা চবিহ্বা জেট্ঠক-
 কুট্টম্বিকো কুন্ধটবতীনগরে রাজকুলে নিব্বত্তিস্বা বয়ম্পত্তো
 মহাকম্পিনরাজা নাম অহোসি। সেসা অমচ্চকুলে
 নিব্বত্তিসু। জেট্ঠককুট্টম্বিকস্স ভরিয়্যা মন্দরট্ঠে
 সাগলনগরে রাজকুলে নিব্বত্তি, অনোজপদ্পফবল্লমেবস্সা
 সরীরং অহোসি, অনোজাজ্জেবস্সা নামং করিৎসু। সা
 বয়ম্পত্তা মহাকম্পিনরঞ্ণো গেহং গম্ব্বা অনোজাদেবী
 নাম অহোসি। সেসিথিযোপি অমচ্চকুলেসু নিব্বত্তিস্বা
 বয়ম্পত্তা তেসংয়েব অমচ্চপদন্তানং গেহানি অগমৎসু। তে
 সৰ্ব্বে রঞ্ণো সম্পত্তিসাদিসং সম্পত্তিং অনুভবিংসু।
 যদা রাজা সৰ্ব্বালংকারপটিমণ্ডিতো হিথিং অভিরুহিস্বা

*

*

*

পদ্পের মত হয়। আমার নামও যেন হয় অনোজা।’ শাস্তা ‘তাহাই হউক’
 বলিয়া অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা সকলে যতদিন আয়ু ততদিন থাকিয়া
 সেখান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বুদ্ধের আবির্ভাব
 হইলে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া জ্যেষ্ঠকুট্টম্বিক কুন্ধটবতী নগরে রাজকুলে
 জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাকম্পিন নামক রাজা হইলেন।
 অন্যান্যরা অমাত্যকুলে জন্ম নিলেন। জ্যেষ্ঠকুট্টম্বিকের ভাষাও মদুরাজ্যে
 সাগলনগরে রাজকুলে জন্ম নিলেন। তাঁহার গাঠবর্ণ অনোজ পদ্পের মত
 এবং তাঁহার নামও রাখা হয় অনোজা। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা মহা-
 কম্পিনের গৃহে যাইয়া অনোজাদেবী নামে পরিচিত হইলেন। অন্যান্য
 স্ত্রীলোকেরাও অমাত্যকুলে জন্ম লইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অমাত্যপদ্প্রগণের
 সহিতই তাঁহাদের বিবাহ হইল। তাঁহারা সকলে রাজার ন্যায় সম্পত্তির
 অধিকারিণী হইলেন। যখন রাজা সৰ্ব্বালংকারবিভূষিত হইয়া হস্তীতে

বিচরি, তদা তেপি তথৈব বিচরন্তি । তস্মিং অস্মেন বা
 রথেন বা বিচরন্তে তেপি তথৈব বিচরন্তি । এবং তে একতো
 হৃদ্বা কতানং পদুপ্-ঞানং আনুভাবেন একতোব সম্পত্তিং
 অনুভবিসু । রপ্-ঞো পন বলো, বলবাহনো, পদুপ্ফো,
 পদুপ্ফবাহনো, স্দপত্তোতি পণ্ড অস্মা হোন্তি । রাজা
 তেসু স্দপত্তং অস্মং সয়ং আরোহতি, ইতরে চত্তারো
 অস্মারোহানং সাসনাহরণথায় অদাসি । রাজা তে পাতোব
 ভোজেহা 'গচ্ছথ ধ্বে বা তীণি বা যোজনানি আহি'ডিত্বা
 বুদ্ধস্স বা ধম্মস্স বা সঙ্ঘস্স বা উম্পন্নভাবং ঞ্জহা
 ময়'হং সুখসাসনং আহরথা'তি পেসেসি । তে চতু'হি
 দ্বারোহি নিক্খমিত্বা তীণি যোজনানি আহি'ডিত্বা সাসনং
 অলভিত্বা পচাগচ্ছন্তি ।

অথেকদিবসং রাজা স্দপত্তং অস্মং আরু'হ অমচ্চসহস্স-
 পরিবৃত্তো উয়্যানং গচ্ছন্তো কিলন্তরুপে পণ্ডসতবাণিজকে

*

*

*

আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহারাও তাহাই করেন । রাজা অশ্ব বা
 রথে করিয়া বিচরণ করিলে তাঁহারাও তাহাই করেন । এইভাবে তাঁহারা
 একত্র হইয়া পদুণ্যকর্ম সম্পাদন করার প্রভাবে একত্রেই সব সম্পত্তি উপভোগ
 করিতে লাগিলেন । রাজার পাঁচটি অশ্ব ছিল—বল, বলবাহন, পদুপ,
 পদুপবাহন এবং স্দপত্ত । রাজা স্বয়ং স্দপত্ত অশ্বের আরোহণ করিতেন এবং
 অন্য চারিটি অশ্বকে সংবাদাদি আহরণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।
 রাজা তাহাদের প্রাতঃকালে ভোজন করাইয়া এই বলিয়া প্রেরণ করিতেন—
 'ঘাও, দুই বা তিন যোজন হাঁটিয়া বুদ্ধ বা ধর্ম বা সঙ্ঘের উৎপত্তিভাব
 জানিয়া আমার জন্য সুখের সংবাদ লইয়া আইস ।' তাহারা চারিটি দরজা
 দিয়া নিষ্কান্ত হইয়া তিন যোজন হাঁটিয়া কোন সংবাদ না পাইয়া
 প্রত্যাবর্তন করে ।

একদিন রাজা স্দপত্ত অশ্বের আরোহণ করিয়া অমাত্যসহস্রপরিবৃত্ত হইয়া
 উদ্যানে গমনকালে দেখিলেন পণ্ডশত ক্রান্ত বণিক নগরে প্রবেশ করিতেছে ।

নগরং পাবিসন্তে দিম্বা 'ইমে অন্ধানকিলন্তা, অন্ধা ইমেসং সন্তিকা একং ভন্দকং সাসনং সোম্সামী'তি তে পক্কো-সাপেত্বা 'কুতো আগচ্ছথা'তি পদ্বিচ্ছ। 'অথি, দেব, ইতো বীসতিযোজনসতমথকে সাবাথি নাম নগরং, ততো আগচ্ছামা'তি। 'অথি পন বো পদেসে কিণ্ডি সাসনং উম্পন্ন'ন্তি। 'দেব, অণ্ড্ণং কিণ্ডি নথি, সম্মাসম্বুদ্ধো পন উম্পন্নো'তি। রাজা তাবদেব পণ্ডবল্লায় পীতিয়া ফুট্ঠসরীরো কিণ্ডি সল্লক্খেতুং অসক্কোন্তো মদ্বুত্তং বীতিনামেত্বা, 'তাতা, কিং বদেথা'তি পদ্বিচ্ছ। 'বুদ্ধো, দেব, উম্পন্নো'তি। রাজা দ্বিতীয়ম্পি ততীয়ম্পি তথৈব বীতিনামেত্বা চতুথে বারে 'কিং বদেথ, তাতা'তি পদ্বিচ্ছত্বা 'বুদ্ধো, দেব, উম্পন্নো'তি বদন্তে,

*

*

*

তিনি বলিলেন—'ইহারা পথপ্রমে ক্লান্ত। নিশ্চয়ই ইহাদের নিকট কোন ভাল সংবাদ শুনিতে পাইব'—এই মনে করিয়া তাহাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন ?'

'মহারাজ, এখান হইতে একশত কুড়ি যোজন দূরে শ্রাবস্তী নামক নগর আছে। সেখান হইতে আসিতেছি।'

'আপনাদের দেশের কোন সুখবর আছে কি ?'

'মহারাজ, অন্য কোন খবর নাই, তবে সম্যক্সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন।'

শোনা মাত্রই রাজার শরীর পঞ্চবর্ণের প্রীতিতে ভরপূর হইল এবং ঐ মদ্বর্তে আনন্দের আতিশয্যে কিছু ভাবিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনারা কি বলিলেন ?'

'মহারাজ, বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন।' রাজা দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার সেইভাবে কাটাইয়া চতুর্থবার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনারা কি বলিলেন ?'

'মহারাজ, বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন।'

‘তাতা, বো সতসহস্রং দদামী’তি বহ্না ‘অঞ্-ঞম্পি কঁকিণ
 সাসনং অখী’তি পদুচ্ছি । ‘অখি, দেব, ধম্মো উম্পনো’তি ।
 রাজা তম্পি সদ্ভা পদুরিমনয়েনব তয়ো বারে বীতিনামেহা
 চতুথে বারে ‘ধম্মো উম্পনো’তি বদুত্তে ‘ইধাপি বো সত-
 সহস্রং দম্মী’তি বহ্না ‘অপরম্পি সাসনং অখি তাতা’তি
 পদুচ্ছি । ‘অখি, দেব, সঙ্ঘরতনং উম্পন’ন্তি । রাজা
 তম্পি সদ্ভা তয়ো বারে বীতিনামেহা চতুথে বারে ‘সঙ্ঘো’তি
 পদে বদুত্তে ‘ইধাপি বো সতসহস্রং দম্মী’তি বহ্না অমচ্চ
 সহস্রং ওলোকেহা, ‘তাতা, কিং করিস্সথা’তি পদুচ্ছি ।
 ‘দেব, তুম্হে কিং করিস্সথা’তি ? “অহং, তাতা, ‘বদুত্তো
 উম্পনো, ধম্মো উম্পনো, সঙ্ঘো উম্পনো’তি সদ্ভা ন পুন
 নিবত্তিস্সামি, সথারং উম্মিদস্স গহ্না তস্স সন্তিকে পম্বজি-

*

*

*

‘বন্ধুগণ, আমি আপনাদের শত সহস্র মদ্রা দিব । বলুন অন্য কোন
 সুসংবাদ আছে কি ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ, ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে ।’ রাজা তাহা শুনিয়াও পূর্বের
 ন্যায় দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার অতিবাহিত করিয়া চতুর্থবারে জিজ্ঞাসা করিলে
 ‘ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিলে ‘আপনাদের আরও শতসহস্র দিব’ বলিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘বন্ধুগণ, অন্য কোন সুখবর আছে কি ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ, সংঘ উৎপন্ন হইয়াছে ।’ ইহা শুনিয়াও রাজা তৃতীয়বার
 পৰ্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া চতুর্থবারে ‘সংঘ’ এই কথা শুনিয়া বলিলেন—
 ‘আমি আপনাদের আরও শতসহস্র দিব ।’ তারপর সহস্র অমাত্যদের দিকে
 তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘বন্ধুগণ, আপনারা কি করিবেন ?’

‘মহারাজ আপনি কি করিবেন ?’

‘বন্ধুগণ, আমি বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সংঘ উৎপন্ন
 হইয়াছে শুনিয়া আর ফিরিয়া যাইব না । শাস্তার উদ্দেশ্যে যাইয়া তাঁহঁর
 নিকট প্ররজ্যা গ্রহণ করিব ।’

স্বামী'তি । 'ময়াম্পি, দেব, তুম্‌হেহি সন্ধিং পম্বজি-
স্বামী'তি । রাজা সদ্বর্ণপত্রে অক্‌খরানি লিখাপেহা
বাণিজকে আহ—“অনোজা নাম দেবী তুম্‌হাকং তীণি
সতসহস্সানি দস্সতি, এবণ পন নং বদেয়্যাথ 'রঞ্‌ঞা
কির তে ইস্সরিয়ং বিস্সট্‌ঠং, যথাসদুখং সম্পত্তিং পরি-
ভুজাহী'তি, সচে পন বো 'রাজা কহ'ন্তি পদুচ্ছতি, 'সথারং
উন্দিস্স পম্বজিস্সামীতি বহা গতো'তি আরোচেয়্যাথা'তি ।
অমচ্চাপি অন্তনো অন্তনো ভরিয়ানং তথৈব সাসনং
পহিণিংসু । রাজা বাণিজকে উয়েয়্যজেহা অস্সং অভিৰুয়্‌হ
অমচ্চসহস্সপরিবদতো তং খণ্‌য়েব নিক্‌খমি ।

সথাপি তং দিবসং পচ্ছদুসকালে লোকং বোলোকেন্তো মহা-
কাম্পিনরাজানং সপরিবারং দিম্বা 'অয়ং মহাকাম্পিনো
বাণিজকানং সন্তিকা তিল্লং রতনানং উম্পন্নভাবং সুদ্বা

*

*

*

‘মহারাজ, আমরাও আপনার সঙ্গে যাইয়া প্রব্রজিত হইব ।’

রাজা সদ্বর্ণপত্রে অক্ষরসমূহ লিখাইয়া বণিকদের বলিলেন—“অনোজা
নামক দেবী আপনাদের তিন লক্ষ মদ্রা দিবেন । তাঁহাকে আপনারা এইরূপ
বলিবেন—‘রাজা আপনাকে সমস্ত ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন, আপনি সুখে
উপভোগ করুন ।’ যদি জিজ্ঞাসা করেন—‘রাজা কোথায় ?’ বলিবেন ‘শান্তার
উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইব’ বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।’

অমাত্যগণ নিজ নিজ ভাষাগণের নিকট অনুরূপ সংবাদই পাঠাইলেন ।
রাজা বণিকদের প্রেরণ করিয়া (নিজের) অশ্ব আরোহণ করিয়া অমাত্য-
সহস্র পরিবৃত্ত হইয়া সেই মদ্রতেই নিষ্কান্ত হইলেন ।

শান্তাও সেইদিন প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন করিতে করিতে সপরিবার
মহাকাম্পিন রাজাকে তাঁহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িতে দেখিতে পাইলেন এবং
চিন্তা করিলেন—

‘এই মহাকাম্পিন বণিকদের নিকট তিনটি রত্নের উৎপন্নভাবের কথা শুনিয়া

তেসং বচনং তীহি সতসহস্ৰেহি পদ্ভেদা রজ্জং পহায়
 অমচ্চসহস্ৰেহি পবিবদতো মং উদ্ভিদ্ভস পব-
 জিতুকামো স্বে নিক্খমিস্সতি । সো সপরিবারো সহ
 পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপদগ্গিস্সতি, পচ্ছদগ্গমনমস্স
 করিস্সামী’তি পদ্বনিদবসে চক্রবত্তী বিয় খদ্দকগামভোজকং
 পচ্ছদগ্গচ্ছন্তো সয়মেব পত্তচীবরং গহেত্বা বীসয়োজনসতং
 মগ্গং পচ্ছদগ্গন্ত্বা চন্দ্রভাগায় নদিয়া তীরে নিগ্রোধরুদ্ধ-
 মূলে ছব্বল্লরস্মিয়ো বিস্সজেজন্তো নিসীদি । ‘রাজাপি
 আগচ্ছন্তো একং নদিং পহ্বা ‘কা নামেসা’তি পদ্বিচ্ছ ।
 ‘অপরচ্ছা নাম, দেবা’তি । ‘কিমস্সা পরিমাণং, তাতা’তি ?
 ‘গম্ভীরতো গাবদত্তং, পদ্বথুলতো হে গাবদতানি, দেবা’তি ।
 ‘অথি পনেথ নাবা বা উলদ্পো বা’তি ? ‘নথি, দেবা’তি ।
 ‘নাবাদীনি ওলোকেন্তে অম্হে জাতি জরং উপনেতি,

*

*

*

তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা তাহাদের সম্মুখ করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া
 অমাত্যসহস্র পরিবৃত্ত হইয়া আমার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছক হইয়া
 আগামীকল্য নিষ্কান্ত হইবেন । তিনি সপরিবারে অমাত্যসহস্রের সঙ্গে
 প্রতিসম্ভিদা সহ অহং ভু লাভ করিবেন । তাহার প্রত্যুদগমন করা উচিত—
 এই চিন্তা করিয়া পরের দিন যেমন চক্রবর্তী রাজার ক্ষুদ্র গ্রামের প্রধানকে
 প্রত্যুদগমনের ন্যায় পাগ্গচীবর লইয়া একশত কুড়ি যোজন রাস্তা অগ্রসর
 হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে ষড়বর্ণরস্মি বিচ্ছুরিত করিয়া
 উপবেশন করিলেন । রাজাও আসিতে আসিতে একটি নদী পাইয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ইহার নাম কি ?’

‘মহারাজ, ইহার নাম অরবচ্ছা (= অপরচ্ছা) ।’

‘বন্ধুগণ, ইহার দৈর্ঘ্য বা গভীরত্ব কত ?’

‘মহারাজ ইহা গভীরে এক যোজন এবং বিশ্ভারে দুই যোজন ।’

‘পারাপারের জন্য কোন নৌকা বা ভেলা আছে কি ?’

‘মহারাজ নাই ।’

‘মানুষ নৌকা বা ভেলার খোঁজেই জীবন কাটাইয়া দেয় । জন্ম জরায়

জরা মরণ । অহং নিষ্বেদমিতকো হৃদ্বা তীর্ণ রতনানি
উদ্ভিদস্ নিক্খন্তো, তেসং মে আনুভাবেন ইমং উদকং
উদকং বিয় মা অহোসী'তি তিগ্গং রতনানং গুণং আবজ্জহা
'ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো'তি বুদ্ধানুস্মৃতিং
অনুস্মরন্তো সপরিবারো অস্সসহস্সেন উদকপিট্ঠিং
পক্খন্দি । সিন্ধবা পিট্ঠিপাসাণে বিয় পক্খন্দিসু ।
খুরানং অঙ্গা নেব তেমিসু ।

সো তং উত্তরিহ্বা পদুরতো গচ্ছন্তো অপরিম্প নদিং দিম্বা
'অয়ং কা নামা'তি পদুচ্ছি । 'নীলবাহিনী নাম, দেবা'তি ।
'কিমস্সা পরিমাণ'ন্তি ? 'গম্ভীরতোপি পদুফুলতোপি
অড্ঢযোজনং, দেবা'তি । সেসং পদুবিমসাদিসমেব । তং
পন নদিং দিম্বা 'স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মা'তি ধম্মা-

*

*

*

দিকে লইয়া যায়, জরা মৃত্যুর দিকে । আমি নিঃসংশয় হইয়া ত্রিরস্ত্রের
উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি । তাঁহাদের প্রভাবে এই জল আমার নিকট জল
বলিয়া প্রতিভাত না হউক ।' এই বলিয়া ত্রিরস্ত্রের গুণ স্মরণ করিতে
লাগিলেন—'তিনি ভগবান অহং সম্যক্‌সম্বুদ্ধ' ইত্যাদি বুদ্ধানুস্মৃতি স্মরণ
করিতে করিতে সপরিবার সহস্র অব সহ জলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন ।
সিন্ধুঘোটকেরা যেন বিস্তৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর ধাবিত হইল । ইহাদের
খুরাগ্রও জলে সিক্ত হইল না ।

তিনি ইহা উত্তীর্ণ হইয়া সম্মুখে যাইতে যাইতে আর একটি নদী দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই নদীর নাম কি ?'

'মহারাজ, ইহার নাম নীলবাহনা ।'

'ইহার পরিমাণ কত ?'

'মহারাজ গভীরতায় এবং বিস্তারে অর্ধযোজন ।'

[ইহার পরের ঘটনা পূর্ববৎ]

সেই নদী দেখিয়া রাজা 'ভগবানের দ্বারা ধর্ম স্‌ব্যাক্ষ্যাত হইয়াছে'

নন্দস্মৃতিং অনন্দসরন্তো পক্খন্দি । তস্মি অতিক্রমিত্বা
গচ্ছন্তো অপরস্মি নদিং দিস্বা ‘অয়ং কা নামা’তি পদচ্ছি ।
‘চন্দভাগা নাম, দেবা’তি । ‘কিমস্মা পরিমাণ’ন্তি ? ‘গম্ভীর-
তোপি পদ্বতুলতোপি যোজনং, দেবা’তি । সেসং পদরি-
মসাদিসমেব । ইমং পন নদিং দিস্বা ‘সদুপটিপন্নো ভগবতো
সাবকসঙ্ঘো’তি সঙ্ঘানন্দস্মৃতিং অনন্দসরন্তো পক্খন্দি । তং
পন নদিং অতিক্রমিত্বা গচ্ছন্তো সত্ব সরীরতো নিক্খন্তা
ছবল্লরস্মিয়ো অন্দস । নিগ্গোধরদ্বক্খস্স সাখাবটপপলাসানি
সোবল্লময়ানি বিষ অহেসসুং । রাজা চিন্তেসি—‘অয়ং পন
ওভাসো নেব চন্দস্স, ন সুরিয়স্স, ন দেবম্মারবল্লনাগ-
সদুপ্পাদীনং অঞেত্তরস্স, অন্ধা অহং সথারং উদ্দিস্স
আগচ্ছন্তো মহাগোত্তমবুদ্ধেন দিট্ঠো ভবিস্সামী’তি । সো

*

*

*

ইত্যাদি বলিয়া ধর্ম্মানন্দস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে ঐ নদীও পূর্ববৎ অতিক্রম
করিলেন । সম্মুখে আরও একটি নদীর সম্মুখীন হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘এই নদীর নাম কি ?’

‘মহারাজ, ইহার নাম চন্দ্রভাগা ।’

‘ইহার পরিমাণ কত ?’

‘মহারাজ, গম্ভীরতায় এবং বিস্তারে এক যোজন ।’

[ইহার পরের ঘটনা পূর্ববৎ]

এই নদী দেখিয়া রাজা ‘ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সদুপাতিপন্ন’ ইত্যাদি বলিয়া
সঙ্ঘানন্দস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে ঐ নদীও উত্তীর্ণ হইলেন । এই নদী
অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে শান্তার শরীর হইতে নিগত ষড়বর্ণরশ্মি
দেখিতে পাইলেন । ন্যগ্গোধবুদ্ধে শাখা প্রশাখা পল্লপদুপাদি সুবর্ণময় বলিয়া
প্রতিভাত হইতেছে । রাজা চিন্তা করিলেন—

‘এই অশ্রুভাস চন্দ্রেরও নহে, সূর্যেরও নহে । কোন দেবম্মারবল্লনাগ-
সদুপাতিপন্নও নহে, নিশ্চয়ই আমি শাস্তাকে উদ্দেশ্য করিয়া আসিবার সময়ে
মহাগোত্তমবুদ্ধের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছি ।’ তিনি তৎক্ষণাৎ অবপুষ্ঠ হইতে

তাবদেব অস্মপিট্ঠিতো ওতরিহা ওনতসরীরো রস্মিঅনু-
সারেন সথারং উপসঙ্কমিত্বা মনোসিলারসে নিমুজ্জন্তো
বিয় বুদ্ধরস্মীনং অস্তো পবিসিত্বা সথারং বন্দিহা একমন্তং
নিসীদি সন্ধিং অমচ্চসহস্সেন, সথা তস্স অনুপদ্বিৎ কথং
কথেসি । দেশনাবসানে রাজা সপরিবারো সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠিহি । অথ সবেব উট্ঠিহিত্বা পব্বজ্জং যাচিংসু ।
সথা ‘আগমিস্সতি নু খো ইমেসং কুলপদ্বত্তানং ইন্ধিময়পত্ত-
চীবর’ন্তি উপধারেন্তো ‘ইমে কুলপদ্বত্তা পচ্চেকবুদ্ধসহস্সস
চীবরসহস্সং অদংসু, কস্সপসম্মাসম্বুদ্ধকালে বীসতিয়া
ভিক্খুসহস্সানপি বীসতিচীবরসহস্সানপি অদংসু ।
অনচ্ছরিয়ং ইমেসং ইন্ধিময়পত্তচীবরাগমন’ন্তি এত্বা
দক্খিণহথং পসারেত্বা ‘এথ, ভিক্খবো, চরথ ব্রহ্মচরিয়ং
সম্মা দক্খস্স অন্তকিরিয়া’তি আহ । তে তাবদেব

*

*

*

অবতরণ করিয়া অবনতশরীরে ঐ (ষড়বর্ণরশ্মিকে) রশ্মি অনুসরণ করিয়া
শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া মনোশিলারসে নিমজ্জিত হওয়ার ন্যায় বুদ্ধ-
রশ্মির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া অমাত্যসহস্র সহ এক
পার্শ্বে উপবেশন করিলেন । শান্তা তাহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা
জ্ঞাপন করিলেন । দেশনাবসানে রাজা সপরিবার স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন । অনন্তর সকলেই গাত্রোখান করিয়া প্রব্রজ্যা যাচঞা করিলেন ।
শান্তা চিন্তা করিলেন—

‘ইহাদের নিকট ঐন্ধিময় পাত্র চীবর উপস্থিত হইবে কি ?’ (অতীতের
ঘটনা শান্তার মানসপটে প্রতিভাত হইল)—‘এই কুলপদ্বত্তগণ সহস্র প্রত্যেক-
বুদ্ধকে এক সহস্র চীবর দান করিয়াছিল । কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে
বিংশতি সহস্র ভিক্ষুকে বিংশতি সহস্র চীবর দান করিয়াছিলেন । ইহাদের
নিকট ঐন্ধিময় পাত্রচীবর উৎপন্ন হওয়া আশ্চর্যের নহে !’—ইহা জানিয়া
দাক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া—‘এস ভিক্ষুগণ, দত্ত্বের সম্যক কল্পের জন্য

অট্টপরিষ্কারধরা বস্সসট্টিকথেরা বিয় হুহা বেহাসং
অব্ভুগ্গন্ডা পচোরোহিহা সখারং বন্দিহা নিসীদিংসু ।

তোপি বাণিজকা রাজকুলং গন্ডা রঞ্ঞা পহিতভাবং
আরোচাপেহা দেবিয়া ‘আগচ্ছন্ত’তি বুদ্ধে পবিসিহা
বন্দিহা একমন্তং অট্টংসু । অথ নে দেবী পুচ্ছি—‘তাতা,
কিং কারণা আগতাখা’তি ? ‘ময়ং রঞ্ঞা তুম্হাকং
সন্তিকং পহিতা, তীণি কির নো সতসহস্সানি দেখা’তি ।
‘তাতা, অতিবহুং ভণথ, কিং তুম্হেহি রঞ্ঞা কতং,
কিস্মিং বো রাজা পসল্লো এত্তকং ধনং দাপেসী’তি ?
‘দেবি, ন অঞ্ঞাং কিণ্ডি কতং, রঞ্ঞা পন একং সাসনং
আরোচয়িম্হা’তি । ‘সক্কা পন, তাতা, ময়্হং আরো-
চেতু’ন্তি ? ‘সক্কা, দেবী’তি । ‘তেন হি, তাতা, বদেথা’তি ।

*

*

*

ব্রহ্মচর্য আচরণ কর ।’ তৎক্ষণাৎ তাঁহারা অষ্টপরিষ্কারধারী ষষ্টিবৎসর বয়স্ক
ভিক্ষুর ন্যায় হইয়া আকাশে উদ্গমন করিয়া আবার নীচে অবতরণ করিয়া
শান্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন ।

সেই বণিকগণও রাজকূলে যাইয়া দেবীকে রাজার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন
জানাইয়া ‘তাঁহারা ভিতরে আসুন’ বলাতে প্রবেশ করিয়া বন্দনা করিয়া এক
পাশে দাঁড়াইলেন । তখন দেবী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মহাশয়গণ,
আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন ?’

‘রাজা আমাদের আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন । আমাদের তিন লক্ষ
মুদ্রা দিন ।’

‘আপনারা বড় অংক দাবী করিতেছেন । আপনারা রাজার কী
করিয়াছেন ? রাজা আপনাদের কোন কাজে প্রসন্ন হইয়া এত ধন
দিতেছেন ?’

‘দেবি, আমরা বিশেষ কিছুই করি নাই । আমরা রাজাকে একটি
সুসংবাদ দিয়াছিলাম ।’

‘মহাশয়গণ, আমাকেও কি কোন সুসংবাদ জানাইতে পারেন ?’

‘হ্যাঁ দেবি !’

‘তাহা হইলে বলুন ।’

‘দেবি বুদ্ধো লোকে উৎপন্নো’তি । সাপি ‘তং সূত্বা পুর্নি-
মনয়েনৈব পীতিয়া ফুট্টসরীরা তিক্খত্তং কিণ্ড অসল্লক্-
খেত্বা চতুথে বারে ‘বুদ্ধো’তি পদং সূত্বা, তাতা, ইমস্মিং
পদে রঞ্ঞা কিং দিন’ন্তি ? ‘সতসহসং, দেবী’তি ।
‘তাতা, অননুচ্ছবিকং রঞ্ঞা কতং এবরুপং সাসনং সূত্বা
তুম্হাকং সহসহসং দদমানেন । অহঞ্ছি বো মম
দুগতপল্লাকারে তীণি সতসহসানি দস্মি, অপরস্মি
তুম্হেহি রঞ্ঞা কিং আরোচিত’ন্তি ? তে ইদিণ্ড-
দণ্ডাতি ইতরানিপি বে সাসনানি আরোচয়িসু । দেবী
পুর্নিমনয়েনৈব পীতিয়া ফুট্টসরীরা তিক্খত্তং কিণ্ড
অসল্লক্খেত্বা চতুথে বারে তথেব সূত্বা তীণি তীণি
সতসহসানি দাপেসি, এবং তে সস্বানিপি দ্বাদস সতসহ-
সানি লভিসু ।

*

*

*

‘দেবি, জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন ।’ তিনিও তাহা শুনিয়া পূর্বের
ন্যায় প্রীতিতে রোমাঞ্চিত গাত্রে পরপর তিনবার শুনিয়াও আনন্দের আতি-
শয্যে ‘কি শুনিলাম’ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া চতুর্থবারে ‘বুদ্ধ’ এই
কথা শুনিয়া (হৃদয়ঙ্গম করিয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মহাশয়গণ, এই কথার
জন্য রাজা আপনাদের কত ধন দিয়াছেন ?’

‘দেবি, এক লক্ষ দিয়াছেন ।’

‘মহাশয়গণ, রাজা ঠিক করেন নাই । এটা খুব সামান্য মূল্য ।
আমি আপনাদের তিন লক্ষ মদ্রা দিব । অন্য কি সুসংবাদ রাজাকে
জানাইয়াছেন ?’

‘তাহারা এইটা ঐটা (অর্থাৎ ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সত্য উৎপন্ন হইয়াছে)
করিয়া আরও দুইটি সুসংবাদের কথা জানাইলেন । দেবী পূর্বের ন্যায়
প্রীতিতে রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া ‘কি শুনিলাম’ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া
চতুর্থবারে ঐ কথা শুনিয়া তিন তিন লক্ষ মদ্রা দান করিলেন । এইভাবে
তাহারা দ্বাদশ লক্ষ মদ্রা লাভ করিলেন ।

অথ নে দেবী পুচ্ছি—‘রাজা কহং, তাতা’তি ? “দেবি, সখারং উদ্ভিস্স ‘পব্বজিস্সামী’তি গতো”তি । ‘ময়ং তেন কিং সাসনং দিন’ন্তি ? ‘সব্বংকির তেন তুম্হাকং ইম্মসিয়ং বিস্সট্ঠং, তুম্হে কির যথারুচিয়া সম্পত্তিং অনদ্ভবথা’তি । ‘অমচ্চা পন, কহং, তাতা’তি ? “তেপি ‘রঞ্ঞা সন্ধিংয়েব পব্বজিস্সামা’তি গতা, দেবী’তি । সো তেসং ভরিয়ায়ো পক্কোসাপেত্তা, “অম্মা, তুম্হাকং সামিকা ‘রঞ্ঞা সন্ধিং পব্বজিস্সামা’তি গতা, ‘তুম্হে কিং করিস্সথা’তি ? ‘কিং পন তেহি অম্হাকং সাসনং পহিতং, দেবী’তি ? ‘তেহি কির অন্তনো সম্পত্তি তুম্হাকং বিস্সট্ঠা, তুম্হে কির তং সম্পত্তিং যথারুচি পরিভুজথা’তি । ‘তুম্হে পন, দেবি, কিং করিস্সথা’তি ? ‘অম্মা, সো তাব

*

*

*

তখন দেবী তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘মহাশয়গণ রাজা এখন কোথায় ?’

“দেবি, তিনি ‘শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইব’ বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।”

‘আমার জন্য তিনি কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন ?’

‘তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন । আপনার যথারুচি সেইগুলি ভোগ করিতে পারেন ।’

‘অমাত্যগণ কোথায় গেলেন ?’

“দেবি, তাঁহারাও ‘রাজার সঙ্গে প্রব্রজিত হইব’ বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।’

তিনি তখন তাঁহাদের (অর্থাৎ অমাত্যগণের) ভাষ্যাদের ডাকাইয়া বলিলেন—

‘মাতৃগণ, আপনাদের পতিগণ ‘রাজার সহিত প্রব্রজিত হইব’ বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন । আপনারা এখন কি করিবেন ?’

‘দেবি, তাঁহারা কি আমাদের জন্য কোন সংবাদ পাঠাইয়াছেন ?’

‘তাঁহারা নিজ নিজ সম্পত্তি আপনাদের দান করিয়াছেন । আপনারা যথারুচি তাহা ভোগ করিতে পারেন ।’

‘দেবি, আপনি কি করিবেন ?’

রাজা সাসনং সদ্বা মণ্ণে ঠিতকোব তীহি সতসহস্কেহি
 তীণি রতনানি পুজ্জেন্না খেলপিণ্ডং বিয় সম্পত্তিং পহায়
 ‘পব্বজিস্সামী’তি নিক্খন্তো, ময়া পন তিগ্গং রতনানং
 সাসনং সদ্বা তীণি রতনানি নবহি সতসহস্কেহি পুজ্জিতানি,
 ন খো পনেসা সম্পত্তি নাম রঞ্ণেয়েব দ্ধক্খা, ময়্হম্পি
 দ্ধক্খায়েব । কো রঞ্ণে ছাড্ধিতখেলপিণ্ডং জাণুকেহি
 পতিট্ঠহিহ্না মদুথেন গণ্হিস্সতি, ন ময়্হং সম্পত্তিয়া
 অথো, অহম্পি সথারং উদ্দিস্স গন্না পব্বজিস্সামী’তি ।
 ‘দেবি, ময়ম্পি তুম্হেহেব সন্ধিং পব্বজিস্সামা’তি । ‘সচে
 সঙ্কোথ, সাধু, অম্মা’তি ? ‘সঙ্কোম, দেবী’তি । ‘সাধু,
 অম্মা, তেন হি এথা’তি রথসহস্সং যোজাপেত্তা রথং
 আরুয়্হ তাহি সন্ধিং নিক্খমিস্সা অন্তরামণ্ণে পঠমং নদিং
 দিস্সা যথা রঞ্ণে পুট্ঠং, তথেব পুচ্ছিত্তা সত্ত্বপবত্তিং

*

*

*

“মাতৃগণ, সেই রাজা সদুসংবাদ শুনিয়াই রাষ্ট্রায় দাড়াইয়া তিন লক্ষ মদ্রার
 দ্বারা ত্রিরত্নের পূজা করিয়াছেন এবং তদুৎসব সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ‘প্রব্রজিত
 হইব’ বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন । আমি ত্রিরত্নের সংবাদ শুনিয়া তিনটি রত্নকে
 নয় লক্ষ মদ্রা দ্বারা পূজা করিয়াছি । এই সম্পত্তি শুদ্ধ রাজার নিকটই
 দ্রুৎদায়ক নহে, আমারও দ্রুৎথের কারণ । রাজার পরিত্যক্ত তদুৎসব কে
 হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মদুখ দিয়া লেহন করিবে ? আমারও সম্পত্তির প্রয়োজন
 নাই । আমিও শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে যাইয়া প্রব্রজিত হইব ।”

‘দেবি, আমরাও আপনার সঙ্গে যাইয়া প্রব্রজিত হইব ।’

‘মাতৃগণ, যদি পারেন ত ভালই হয় ।’

‘হ্যাঁ দেবি, পারিব ।’

‘মাতৃগণ, বেশ তাহাই হউক । তাহা হইলে চল যাই ।’ বলিয়া এক
 সহস্র রথ যোজনা করাইয়া রথে আরোহণ করিয়া তাহাদের সহিত নিষ্কান্ত
 হইয়া মাঝপথে প্রথম নদী দেখিয়া যেমন রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

সদ্বা 'রঞ্ঞা গতম্গং ওলোকেথা'তি বহা 'সিন্ধবানং
পদবলঞ্জং ন পস্সাম, দেবী'তি বদন্তে 'রাজা তীণি রতনানি
উদ্দিস্স নিক্খন্তো সচ্চাকিরিয়ং কহা গতো ভবিম্সতি ।
অহম্পি তীণি রতনানি উদ্দিস্স নিক্খন্তা, তেসমেব
আনুভাবেন ইদং উদকং উদকং বিয় মা অহোসী'তি তিল্লং
রতনানং গুণং অনুস্সরিহা রথসহস্সং পেসেসি । উদকং
পিট্ঠিপাসাণসাদিসং অহোসি । চক্কানং অঙ্গগ্গনেমিবাট্টিয়ো
নেব তেমিসদু । এতেনেব উপায়েন ইতরা দ্বে নদিয়ো
উত্তরি ।

অথ সথা তস্সাগমনভাবং ঞ্জহা যথা অন্তনো সন্তিকে
নিসিন্না ভিক্খু নপঞ্ঞায়ন্তি, এবমকাসি । সাপি গচ্ছন্তী
গচ্ছন্তী সখু সরীরতো নিক্খন্তা ছব্বল্লরস্মিয়ো দিম্বা
তথেব চিস্তেহা সথারং উপসঙ্কমিহা বন্দিহা একমন্তং ঠিতা

*

*

*

তদ্রূপভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া 'রাজার গমনপথ নিরীক্ষণ
কর' বলিলেন ।

'দেবি, ঘোটকদের পদচিহ্নও দেখা যাইতেছে না ।'

'রাজা ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিশ্চয়ই সত্য ক্রিয়া করিয়া
থাকিবেন । আমিও ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি । তাঁহাদের
প্রভাবে এই জল জল না থাকুক' বলিয়া ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিয়া এক সহস্র
রথ প্রেরণ করিলেন । জল শুকাইয়া গেল । রথচক্রের অগ্রাগ্রভাগ বা
নেমি কিছুই সিস্ত হয় নাই । এই উপায়েই পরবর্তী দুইটি নদীও উত্তীর্ণ
হইলেন ।

শাস্তাও তাঁহার আগমনভাব জানিয়া এমন করিলেন যাহাতে তাঁহার
নিকট উপবিষ্ট ভিক্ষুগণ দৃষ্টিগোচর না হয় । তিনিও যাইতে যাইতে
শাস্তার শরীর হইতে নিগত ষড়বর্ণরশ্মি দেখিয়া তদ্রূপ চিন্তা করিয়া
শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা

পদ্বিচ্ছ—‘ভণ্তে, মহাকপ্পিনো তুম্হাকং উদ্দিস্স নিক্-
 খন্তো আগতেথ মএণ্ণে, কহং সো, অম্হাকপ্পি নং
 দস্সেথাত্তি ? ’নিসীদথ তাব, ইথেব নং পস্সিস্সথাত্তি । তা
 সৰ্ব্বাপি তুট্ঠচিত্তা ‘ইথেব কির নিসিন্না সামিকে পস্সিস্সা-
 মা’ত্তি নিসীদিংসু । সথা তাসং অনুপদ্বিচ্ছং কথং কথেসি,
 অনোজাদেবী দেসনাবসানে সপরিবারা সোতাপত্তিফলং
 পাপদ্বিগ্গি । মহাকপ্পিনথেরো তাসং বড্ঢিত্তধম্মদেসনং
 সুগন্তো সপরিবারো সহ পটিসম্মিভদাহি অরহত্তং পাপদ্বিগ্গি ।
 তস্মিৎ থণে সথা তাসং তে ভিক্খু অরহত্তপত্তে দস্সেসি ।
 তাসং কির আগতক্খণেয়েব অন্তনো সামিকে কাসাবধরে
 ম্হুডকসীসে দিস্সা চিত্তং একগংগং ন ভবেয়া, তেন মগ্গফলানি
 পত্তুং ন সঙ্কুণ্ণেয়ুং । তস্মা অচলসঙ্কায় পতিট্ঠিত্তকালে
 তাসং তে ভিক্খু অরহত্তপত্তেয়েব দস্সেসি ।

*

*

*

করিলেন—‘ভণ্ডে, মহাকপ্পিন আপনার উদ্দেশ্যে নিষ্কান্ত হইয়া এখানে
 আসিয়াছেন মনে হয় । তিনি কোথায় ভণ্ডে, আমাদের দেখান ।’

‘এখানে বস, এখানেই তাহাদের দেখিতে পাইবে ।’

তাহারা সকলেই তুট্ঠচিত্ত হইয়া ‘এখানেই আমাদের পতিদের দেখিতে
 পাইব’ বলিয়া বসিয়া পড়িলেন । শাস্তা তাহাদের আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা
 ব্যক্ত করিলেন । অনোজাদেবী দেশনাবসানে সপরিবার স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত
 হইলেন । মহাকপ্পিন স্থবির ভগবানের দ্বারা স্ত্রীদের নিকট দোষিত ধর্ম-
 দেশনা শুনিয়া সপরিবার প্রতিসম্মিতা সহ অহৰ্ভু প্রাপ্ত হইলেন । সেই
 মূহুর্তে শাস্তা অহৰ্ভুপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের তাহাদের (স্ত্রীদের) দৃষ্টিগোচর
 করাইলেন । তাহারা আসা মাত্রই কাষায়বস্ত্রধারী, মূণ্ডিতমস্তক নিজ নিজ
 স্বামীদের দেখিলে তাহাদের চিত্ত একাগ্র নাও হইতে পারিত, ফলতঃ মার্গফলও
 প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না । তাই অচল শ্রদ্ধায় যখন তাহারা প্রতিষ্ঠিত
 হইয়াছেন তখনই অহৰ্ভুপ্রাপ্ত সেই ভিক্ষুদের (তাহাদের স্বামীদের) দর্শন
 করাইলেন ।

তাপি তে দিম্বা পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিহা, 'ভন্তে, তুম্-
 হাকং তাব পব্বজিতকিচ্চং মথকং পত্ত'ন্তি বহ্বা সথারং
 বন্দিহা একমন্তং ঠিতা পব্বজ্জং যাচিংসু। এবং কির বুদ্ধে
 'সথা উম্পলবল্লায় আগমনং চিন্তেসী'তি একচে বদন্তি।
 সথা পন তা উপাসিকায়ো আহ—'সাবথিং গন্তা ভিক্-
 খুদ্বীউপস্সয়ে পব্বজেথা'তি। তা অনুপদুবেন জনপদ-
 চারিকং চরমানা অন্তরামণ্ণে মহাজনেন অভিহটসক্কার-
 সম্মানা পদসাব বীসয়োজনসতিকং গন্তা ভিক্খুদ্বী-
 উপস্সয়ে পব্বজিত্তা অরহত্তং পাপুণিংসু। সথাপি ভিক্খু-
 সহস্সং আদায় আকাসেনেব জেতবনং অগমাসি। তত্র
 সুদং আয়স্মা মহাকাৰ্পিনো রত্তিট্ঠানদিবাট্ঠানাদীসু
 'অহো সুখং, অহো সুখ'ন্তি উদানং উদানেন্তো বিচরতি।
 ভিক্খু ভগবতো আরোচেসুং—'ভন্তে, মহাকাৰ্পিনো

*

*

*

তাহারাও (স্ত্রীগণ) তাহাদের (স্বামীদের) দেখিয়া পণ্ড প্রতিষ্ঠিতের
 দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিলেন—'ভন্তে, আপনাদের প্ররজ্যাকৃত্য পরিপূর্ণতা
 লাভ করিয়াছে।' বলিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া প্ররজ্যা
 যাচঞা করিলেন। এইরূপ উক্ত হইলে, কেহ কেহ ভাবিলেন—'শাস্তা
 উৎপলবর্ণার (থেরীর) আগমন চিন্তা করিতেছেন।' শাস্তা সেই উপাসিকাদের
 বলিলেন—'শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভিক্ষুগণীনিবাসে প্ররজ্যা গ্রহণ কর।' তাহারা
 ক্রমে জনপদচারিকায় বিচরণ করিতে করিতে মাঝপথে জনগণের দ্বারা আনীত
 সংকার সম্মান লাভ করিয়া পদব্রজেই একশত কুড়ি যোজন পথ অতিক্রম
 করিয়া ভিক্ষুগণী নিবাসে প্ররজ্যা গ্রহণ করিয়া অহ'ত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শাস্তাও
 ভিক্ষুসহস্রকে সঙ্গে লইয়া আকাশপথে জেতবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
 তখন আয়স্মান মহাকাৰ্পিন দিবাবিহারস্থানে এবং রাত্রিবিহারস্থানে 'অহো
 কি সুখ!' 'অহো কি সুখ!' বলিয়া স্বগতোক্তি করিতে করিতে বিচরণ
 করিতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই কথা জানাইলেন—

‘অহো সদ্ধং, অহো সদ্ধ’ন্তি উদানং উদানেন্তো বিচরতি,
 অন্তনো কামসদ্ধং রজ্জসদ্ধং আরব্ভ কথেসি মণ্ড্ণে’তি ।
 সত্থা তং পক্কোসাপেত্বা ‘সচ্চং কিরুং, কম্পিন, কামসদ্ধং
 রজ্জসদ্ধং আরব্ভ উদানং উদানেসী’তি । ‘ভগবা মে;
 ভন্তে, তং আরব্ভ উদানভাবং বা অনুদ্ধানভাবং বা
 জানাতী’তি ? সত্থা ‘ন, ভিক্ষবে, মম পুত্তো কামসদ্ধং
 রজ্জসদ্ধং আরব্ভ উদানং উদানেতি, পুত্তস্স পন মে
 ধম্মপীতি নাম ধম্মরতি নাম উপ্পজ্জতি, সো অমতমহানি-
 ব্বানং আরব্ভ এব উদানং উদানেসী’তি অনুদ্ধানিং ঘটেত্বা
 ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘ধম্মপীতি সদ্ধং সেতি, বিম্পসল্লেন চেতসা ।

অরিয়ম্পবেদিতে ধম্মে, সদা রমতি পণ্ডিতো’তি । ৭৯ ।

*

*

*

‘ভন্তে, মহাকম্পিন ‘অহো কি সদ্ধ ?’ ‘অহো, কি সদ্ধ !’ এই স্বগতোক্তি
 করিতে করিতে বিচরণ করেন । নিজের কামসদ্ধ, রাজ্যসদ্ধের কথাই
 স্মরণ করেন মনে হয় ।’ শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—‘কম্পিন,
 তুমি সত্যই কি কামসদ্ধ, রাজ্যসদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া ঐরূপ স্বগতোক্তি
 কর ?’

‘ভন্তে, ভগবান আপনিই জানেন কি উদ্দেশ্যে আমি স্বগতোক্তি করি বা
 না করি ।’ শাস্তা (তখন ভিক্ষুদের) বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র, কামসদ্ধ বা রাজ্যসদ্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া
 স্বগতোক্তি করে না । আমার পুত্রের ধর্মপ্রীতি ও ধর্মরতি উৎপন্ন হয় । সে
 অমৃতমহানিবাণকে উদ্দেশ্য করিয়াই ঐরূপ স্বগতোক্তি করিয়া থাকে ।’
 বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাঙ্কলে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘ধর্মামৃত পানকারী অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তি সদ্ধে প্রসন্নাস্তঃকরণে (চারি
 ঋদ্ধি পথে) বাস করেন । পণ্ডিত ব্যক্তি আর্য (বৌদ্ধ সাধনমার্গে আয়ুত
 ব্যক্তিগণ কর্তৃক) প্রদর্শিত ধর্মে সর্বদা বিচরণ করায় আনন্দবোধ করেন
 অর্থাৎ রমিত হন ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক, ৭৯ ।

তথ ‘ধম্মপীতীতি’ ধম্মপায়কো, ধম্মং পিবন্তোতি অথো ।
 ‘ধম্মো’ চ নামেস ন সন্ধা ভাজনেন যাগদুআদীনি বিয়
 পাতুং । নববিধং পন লোকুত্তরধম্মং নামকায়েন ফুসন্তো
 আরম্মণতো সচ্ছিকরোন্তো পরিঞ্ঞাভিসময়াদীহি দদু-
 খাদীনি অরিয়সচ্ছানি পটিবিম্বন্তো ধম্মং পিবতি নাম ।
 ‘সুখং সেতীতি’ দেসনামত্তমেবেতং, চতুহীপি ইরিয়াপথেহি
 সুখং বিহরতীতি অথো । ‘বিম্পসম্মেনাতি’ অনাবিলেন
 নিরুপক্কিলেসেন । ‘অরিয়ম্পবেদিতে’তি বুদ্ধাদীহি অরি-
 য়েহি পবেদিতে সতিপট্ঠানাদিভেদে বোধিপক্খিয়ধম্মে ।
 ‘সদা রমতীতি’ এবরূপো ধম্মপীতি বিম্পসম্মেন চেতসা বিহ-
 রন্তো পিণ্ডিচেন সমম্মাগতো সদা রমতি অভি রমতীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুন্তি ।

। মহার্ক্যম্পনথেরবথু চতুথং ।

*

*

*

অন্বয় : ‘ধর্মপীতি’ অর্থাৎ ধর্মপানকারী । ধর্মকে পাত্রের দ্বারা যাগদুপ্রভৃতির
 ন্যায় পান করা যায় না । নববিধ লোকোত্তর ধর্মকে নামকায়ের দ্বারা স্পর্শ
 করিয়া ধ্যানাবলম্বনকে প্রত্যক্ষ করতঃ চারি আর্ষসত্যকে পরিজ্ঞা (= পূর্ণ
 জ্ঞান), অভিসময় (পূর্ণ উপলব্ধি) প্রভৃতি দ্বারা উপলব্ধি করিলে প্রকৃত
 ধর্মরসপায়ী হওয়া যায় । ‘সুখে শয়ন করে’ ইত্যাদি দেশনামাত্রই । চারি-
 প্রকার ঈর্ষাপথে থাকিয়া সুখ অনুভব করে—এই অর্থ । ‘প্রসন্নাস্তঃকরণে
 অর্থাৎ অনাবিল নিরুপক্বেশে ‘আর্ষপ্রবর্তিত’ অর্থাৎ বুদ্ধাদি আর্ষগণের দ্বারা
 প্রদর্শিত স্মৃত্যুপস্থানভেদে বোধিপক্ষীয় ধর্মে ‘সর্বদা রমিত হন’ এইরূপ
 ধর্মরসপায়ী প্রসন্ন চিন্তে বিহারকারী পাণ্ডিত্যের দ্বারা সমম্মাগত ব্যক্তি সর্বদা
 রমিত হন, অভি রমিত হন । আনন্দ পান ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপন্নাদি হইয়াছিলেন ।

॥ মহার্ক্যম্পন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

গণ্ডিতসাম্ভারবন্ধ । ৫

‘উদকঞ্ছি নয়ন্তীতি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পণ্ডিতসাম্ভারং আরম্ভ কথেসি ।

অতীতে কির কস্সপসম্মাসম্বুদ্ধো বীসতিথীগাসবসহস্স-
পরিবারো বারাগসিং অগমাসি । মনুস্সা অন্তনো বলং
সল্লক্খেন্না অট্ঠাপি দসপি একতো হুত্তা আগম্মুকদানা-
দীনি অদংসু । অথেকদিবসং সথা ভত্তকিচ্চপরিয়োসানে
এবং অনন্মোদনমকাসি—

‘উপাসকা ইধ একচ্ছো ‘অন্তনো সন্তকমেব দাতুং বট্ঠতি কিং
পরেন সমাদাপিতেনা’তি অন্তনাব দানং দেতি, পরং ন
সমাদপেতি । সো নিম্বত্তনিম্বত্তট্ঠানে ভোগসম্পদং লভতি,
নো পরিবারসম্পদং । একচ্ছো পরং সমাদপেতি, অন্তনা
ন দেতি । সো নিম্বত্তনিম্বত্তট্ঠানে পরিবারসম্পদং

*

*

*

গণ্ডিত সাম্ভারের উপাখ্যান । ৫ ।

‘জলকে লইয়া যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
পণ্ডিত-সাম্ভারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

অতীতে কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে বিংশতিসহস্র অহং পরিবার
বারাগসীতে আসিয়াছিলেন । জনগণ যশের অভিলাষী হইয়া আট কিংবা
দশজনের দল করিয়া একত্রে আগন্তুক অন্নাদি দিয়াছিলেন । একদিন শাস্তা
ভোজনকৃত্যবসানে এইরূপভাবে (দান) অনন্মোদন করিয়াছিলেন—

‘উপাসকগণ, এই জগতে কেহ ভাবেন ‘আমার যাহা আছে তাহা হইতে
দান দিব, অন্যদের এইজন্য প্রভাবিত করিব কেন ?’ এবং নিজেই দান দেন,
অন্যদের দান দিতে প্রভাবিত করেন না । তিনি (ইহার ফলে) জন্মজন্মান্তরে
ভোগসম্পদ লাভ করেন, কিন্তু পরিবারসম্পদ লাভ করেন না । আর কেহ
অন্যদের দান দিবার জন্য প্রভাবিত করেন, কিন্তু নিজে দেন না । তিনি

লভতি, নো ভোগসম্পদং । একচো অন্তনাপি ন দৌতি,
 পরম্পি ন সমাদপৌতি । সো নিব্বত্তানিব্বত্তট্ঠানে নেব
 ভোগসম্পদং লভতি, ন পরিবারসম্পদং, বিঘাসাদোব হুত্তা
 জীবতি । একচো অন্তনা চ দৌতি, পরণ্ণ সমাদপৌতি ।
 সো নিব্বত্তানিব্বত্তট্ঠানে ভোগসম্পদম্পি লভতি পরিবার-
 সম্পদম্পীতি ।

তং সূত্বা সমীপে ঠিতো একো পাণ্ডিতপূরিসো চিন্তেসি—
 ‘অহং দানি তথা করিস্সামি, যথা মে দ্বৌপি সম্পত্তিয়ো
 ভবিম্সন্তী’তি । সো সথারং বন্দিম্মা আহ—‘ভস্কে,
 স্বাতনায় ময়্হং ভিক্খং গণ্হথা’তি । ‘কিত্তকেহি তে
 ভিক্খুদ্বিহি অথো’তি ? ‘কিত্তকো পন বো, ভস্কে, পরি-
 বারো’তি ? ‘বীসতি ভিক্খুসহস্সানী’তি । ‘ভস্কে,
 সবেবহি সঙ্ঘি স্বাতনায় ময়্হং ভিক্খং গণ্হথা’তি ।

*

*

*

জন্মজন্মান্তরে পরিবারসম্পদ লাভ করেন, কিন্তু ভোগসম্পদ লাভ করেন না ।
 আর কেহ নিজেও দেন না, অন্যদেরও দিবার জন্য প্রভাবিত করেন না ।
 তিনি জন্মজন্মান্তরে ভোগসম্পদও লাভ করেন না, পরিবারসম্পদও লাভ
 করেন না, ভুক্তাবশিষ্টের দ্বারাই জীবনধারণ করেন । আর কেহ নিজেও
 দেন, অন্যকেও দিবার জন্য প্রভাবিত করেন । তিনি জন্মজন্মান্তরে ভোগ-
 সম্পদও লাভ করেন, পরিবারসম্পদও লাভ করেন ।’

ইহা শুনিয়া নিকটে দণ্ডায়মান এক পাণ্ডিত ব্যক্তি চিন্তা করিলেন—
 ‘আমি এমন করিব যাহাতে আমার উভয় সম্পত্তিই লাভ হয় ।’ তিনি
 শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভস্কে, আগামীকালের জন্য ভিক্ষা
 স্বীকার করুন ।’

‘আপনার কতজন ভিক্ষুর প্রয়োজন ?’

‘ভস্কে, আপনার পরিবারে কতজন ভিক্ষু আছেন ?’

‘বিংশতি সহস্র ভিক্ষু ।’

‘ভস্কে, সকলের সঙ্গে আগামীকাল্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন ।’ শাস্তা অনুমোদন

সথা অধিবাসেসি । সো গামং পবিসিহ্বা, ‘অস্মতাতা, স্বাতনায় ময়া বুদ্ধপ্পমদুখো ভিক্খুসঙ্ঘো নিমন্তিতো, তুম্হে যত্তকানং ভিক্খুনং দাতুং সন্ধিস্থং, তত্তকানং দানং দেহা’তি আরোহেহা বিচরন্তো অন্তনো অন্তনো বলং সল্লক্খেহা ‘ময়ং দসন্নং দস্সাম, ময়ং বীসতিয়া, ময়ং সতস্স, ময়ং পণ্ডসতান’ন্তি বুদ্ধে সবেবসং বচনং আদিতো পট্টায় পণ্নে আরোপেসি ।

তেন চ সময়েন তস্মিং নগরে অতিদুগ্গতভাবেনৈব ‘মহাদুগ্গতো’তি পণ্ড্রাতো একো পদ্বিসো অস্থি । সো তস্পি সস্মদুগ্গতং দিস্সা, ‘সস্ম মহাদুগ্গত, ময়া স্বাতনায় বুদ্ধপ্পমদুখো ভিক্খুসঙ্ঘো নিমন্তিতো, স্বে নগরবাসিনো দানং দস্সন্তি, ত্বং কতি ভিক্খু ভোজেস্সসী’তি ? ‘সামি, ময়ং কিং ভিক্খুহি, ভিক্খুহি নাম সধনানং অথো,

*

*

*

করিলেন । তিনি গ্রামে প্রবেশ করিয়া—‘মাতৃপিতৃগণ, আগামীকল্য আমাদের বাড়ীতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি । আপনারা যেই কয়জনের পারেন সেই কয়জনকে দান দিন’—এই বলিয়া গ্রামে বিচরণ করা কালে প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে ‘আমরা দশজনকে দিব, আমরা কুড়িজনকে দিব, আমরা একশত জনকে দিব, আমরা পঞ্চশত জনকে দিব ।’ এইভাবে প্রথম হইতে সুরু করিয়া সমস্ত (দাতাদের নাম) লিখিতভুক্ত করিলেন ।

সেই সময়, সেই নগরে অতি দারিদ্র্যবশতঃ একজন মহাদুগ্গত ব্যক্তি ছিলেন । লোকেরা তাঁহাকে ‘মহাদুগ্গত’ বলিয়াই জানিতেন । পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ‘সৌম্য মহাদুগ্গত, আমি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আগামীকল্য নগরবাসিগণ দান দিবেন । আপনি কতজন ভিক্ষুর ভোজন দিতে পারিবেন ?’

‘প্রভু, ভিক্ষুদের দিয়া আমি কি করিব ? যাঁহাদের ধন আছে তাঁহারা

ময়ং পন স্বে যাগদুঅথায় তংডুলনালিমত্তম্পি নথি,
 অহং ভতিং কহা জীবামি, কিং মে ভিক্খহী'তি ?
 সমাদপকেন নাম ব্যন্তেন ভবিতস্বং । তস্মা সো
 তেন 'নথী'তি বদন্তেপি তুংহীভূতো অহদ্বা এবমাহ
 —'সম্ম মহাদুগত, ইমস্মিং নগরে সুভোজনং
 ভুঞ্জিহ্বা সুখদুমবথং নিবাসেহ্বা নানাভরণপটিমণ্ডিতা
 সিরিসয়নে সয়মানা বহু জনা সম্পত্তিং অনুভবন্তি,
 ঙ্খং পন দিবসং ভতিং কহা কুচ্ছিপদুরণমত্তম্পি ন লভাসি,
 এবং সন্তেপি 'অহং পুৰ্বে পুণ্ড্ৰং অকতত্তা কিণ্ঠ
 ন লভামী'তি ন জানাসী'তি ? 'জানামী, সামী'তি ।
 'অথ কস্মা ইদানি পুণ্ড্ৰং ন করোসি, ঙ্খং যদ্বা বল-
 সম্পন্নো, কিং তয়া ভত্তিং কহাপি যথাবলং দানং দাতুং ন

*

*

*

ভিক্ষুদের দিতে পারেন । আমার ত আগামীকালের মত যাগদুভাত রন্ধন
 করিবার মত সামান্য তংডুলও নাই । আমি ত দিনমজুরী করিয়া জীবিকা
 নির্বাহ করি । ভিক্ষুদের কি করিয়া ভোজন দিব ?' যাহারা অন্যদের
 উত্তমকার্ষে নিয়োজিত করেন তাহাদের (কিছুটা) দক্ষও হইতে হয় ।
 সেইজন্য সেই পাণ্ডিত ব্যক্তি দুর্গতব্যক্তি 'কিছু নাই', বলিলেও নীরব না
 থাকিয়া বলিলেন—

'সৌম্য মহাদুর্গত, এই নগরে সুভোজন ভোজন করিয়া, সুবস্ত্র পরিধান
 করিয়া, নানাভরণ প্রতিমণ্ডিত হইয়া, শ্রীশয্যায় শয়ন করিয়া বহুলোক
 ভোগসম্পদ উপভোগ করেন । আর আপনি দিনমজুরী করিয়া পেট ভরিয়াও
 খাইতে পারেন না । তথাপি 'আমি পূর্বে পুণ্য করি নাই বলিয়া কিছুই
 পাইতেছি না' এই কথা বদ্বিতে পারেন ত ?'

'হ্যাঁ প্রভু বদ্বি ।'

'তাহা হইলে এখন কেন পুণ্য করিবেন না ? আপনি একজন বলবান্
 বদ্বক । আপনার দিনমজুরী করিয়াও যথার্থ দান দেওয়া উচিত
 নহে কি ?'

বটতী'তি? সো তস্মিং কথেন্তেষেব সংবেগপ্পত্তো হুত্বা
 'ময়'হম্পি একং ভিক্খুং পল্লো আরোপেহি, কিণ্ডিদেব
 ভতিং কত্তা একস্স ভিক্খং দস্সামী'তি আহ। ইতরো
 'কিং একেন ভিক্খুনা পল্লো আরোপিতেনা'তি ন
 আরোপেসি? মহাদুগ্গতোপি গেহং গন্ত্বা ভরিয়ং আহ—
 'ভদ্দে, নগরবাসিনো স্বে সঙ্ঘভত্তং করিস্সন্তি, অহম্পি
 সমাদপকেন 'একস্স ভিক্খং দেহী'তি বদন্তো, ময়ম্পি স্বে
 একস্স ভিক্খং দস্সামা'তি। অথস্স ভরিয়া 'ময়ং দলিদ্দা,
 কস্সা তয়া সম্পটিচ্ছিত'ন্তি অবহাব, 'সামি, ভদ্দকং তে
 কতং, ময়ং পদুস্বেপি কিণ্ডি অদত্তা ইদানি দুগ্গতা জাতা,
 ময়ং উভোপি ভতিং কত্তা একস্স ভিক্খং দস্সাম, সামী'তি
 বত্তা উভোপি গেহা নিক্খমিত্তা ভতিট্টানং অগমংসু।
 মহাসেট্ঠি তং দিস্সা 'কিং, সস্স মহাদুগ্গত, ভতিং করি-

*

*

*

পণ্ডিত ব্যক্তির কথায় তিনি সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—'আমার
 নামও লিষ্টভুক্ত করুন। আমি যে কোন প্রকার মজুরী করিয়া একজন
 ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিব।' পণ্ডিত ব্যক্তি 'একজন ভিক্ষুর নাম লিষ্টভুক্ত
 করিয়া কি করিব' বলিয়া লিষ্টভুক্ত করিলেন না। মহাদুর্গতও
 গৃহে যাইয়া ভাষাকে বলিলেন—'ভদ্দে, আগামীকল্য নগরবাসীগণ
 সঙ্ঘদান করিবেন।' ব্যবস্থাপক আমাকে বলিলেন—'আপনি অন্ততঃ
 একজন ভিক্ষুকে দান দিন।' চল আমরা আগামীকল্য একজন
 ভিক্ষুকে দান দিই।' তখন তাঁহার ভাষা 'আমরা দরিদ্র, কোথা হইতে দিব'
 এই কথা না বলিয়া বলিলেন—

'স্বামিন্ আপনি ঠিকই করিয়াছেন। আমরা পূর্বজন্মে কিছুর দান
 না দেওয়াতে এইজন্মে দরিদ্র হইয়াছি। আমরা উভয়ে দিন মজুরী করিয়া
 একজন ভিক্ষুকে হইলেও দান দিব।'—এই বলিয়া উভয়ে মজুরীর সন্ধানে
 বহির্গত হইলেন।

মহাপ্রোষ্ঠ তাঁহাকে (অর্থাৎ মহাদুর্গতকে) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

স্বসমীপিত পদাচ্ছ। ‘আম, অয়্যা’তি। ‘কিং করিস্সসমী’তি ?
 ‘যং তুম্হে কারেস্সথ, তং করিস্সসামী’তি। ‘তেন
 হি ময়ং স্বে স্বে তীণি ভিক্খুসতানি ভোজেস্সাম,
 এহি, দারুনি ফালেহী’তি বাসিফরসদং নীহঁরিত্তা দাপেসি।
 মহাদদুগতো দল্হং কচ্ছং বন্দিহা মহদুস্সাহপত্তো বাসিং
 পহায় ফরসদং গণ্হন্তো, ফরসদং পহায় বাসিং গণ্হন্তো
 দারুনি ফালেতি। অথ নং সেট্ঠি আহ—‘সম্ম, ত্বং অজ্জ
 অতিবিয় উস্সাহপত্তো কস্মং করোসি, কিং নদু থো কারণ’-
 ন্তি ? ‘সামি, অহং স্বে একং ভিক্খুং ভোজেস্সামী’তি।
 তং সদুহা সেট্ঠি পসন্নমানসো চিন্তেসি—‘অহো ইমিনা
 দদুস্করং কতং, ‘অহং দদুগতো’তি তুণ্হীভাবং অনাপজ্জিত্তা
 ‘ভতিং কহা একং ভিক্খুং ভোজেস্সামী’তি বদতী’তি।

*

*

•

‘সৌম্য মহাদুগত, তুমি কি কাজ করিবে ?’

‘হ্যাঁ প্রভু।’

‘কি কাজ করিবে ?’

‘যাহা আপনি করিতে বলিবেন তাহাই করিব।’

‘তাহা হইলে শোন। আমি আগামীকালের জন্য দুই-তিনশত ভিক্ষু
 নিমন্ত্ৰণ করিয়াছি। (বন্ধনের জন্য) কিছু কাঠ চিরাইয়া দাও ত।’—
 বলিয়া দাত্র-কুঠারাদি বাহির করিয়া দিলেন। মহাদুগত জোরে কোমর
 বাঁধিয়া মহা উৎসাহ সহকারে কখনও বা দাত্র, কখনও বা কুঠার লইয়া কাঠ
 চিরাইতে লাগিলেন। তখন শ্রেষ্ট তাঁহাকে বলিলেন—

‘সৌম্য, তুমি আজ খুব উৎসাহ সহকারে কাজ করিতেছ, ব্যাপার কি
 বল ত ?’

‘প্রভু, আগামীকাল আমি একজন ভিক্ষুকে দান দিব।’

তাহা শুনিয়া শ্রেষ্ট প্রসন্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন—‘অহো, এই ব্যক্তি
 ত দদুস্কর কর্ম করিতেছে ! ‘আমি দদুগত’ বলিয়া নীরব না থাকিয়া ‘মজ্জুরী
 করিয়া একজন ভিক্ষুকে দান দিব’ বলিতেছে।’

সেট্ঠিভরিয়াপি তস্স ভরিয়ং দিস্বা, ‘অম্ম, কিং কম্মং করিস্সসী’তি পদ্বিচ্ছা ‘যং তুম্হে কারেস্সথ, তং করোমী’-
 তি বদন্তে উদ্বক্খলসালং পবেসেত্বা সদ্দম্পমদুসলাদীনি
 দাপেসি । সা নচ্চন্তী বিয় তুট্ঠপহট্ঠা বীহিং কোট্টেতি
 চেব ওফুণাতি চ । অথ নং সেট্ঠিভরিয়া পদ্বিচ্ছ—‘অম্ম,
 স্বং অতিবিয় তুট্ঠপহট্ঠা কম্মং করোসি, কিং ন্দু থো
 কারণ’ন্তি ? ‘অয়ো, ইমং ভতিং কত্তা ময়ম্পি একং ভিক্খুং
 ভোজেস্সামা’তি । তং সদ্দ্বা সেট্ঠিভরিয়াপি তস্সং ‘অহো
 বতায়ং দব্বক্করকারিকা’তি পসীদি । সেট্ঠি মহাদদুগতস্স
 দারদুং ফালিতকালে ‘অয়ং তে ভতী’তি সালীনং চতস্সো
 নালিয়ো দাপেত্বা ‘অয়ং তে তুট্ঠিদায়ো’তি অপরাপি
 চতস্সো নালিয়ো দাপেসি ।

সো গেহং গন্ত্বা ভরিয়ং আহ—‘ময়া ভতিং কত্তা সালি

*

*

*

শ্রোষ্ঠিভাষাও তাহার (মহাদদুর্গতের) ভাষাকে দেখিয়া ‘মা, তুমি কি
 কাজ করিবে ?’

‘আপনি যাহা দিবেন তাহাই করিব ।’ তখন শ্রোষ্ঠিভাষা তাহাকে
 ঢেঁকিশালায় লইয়া গিয়া ধামা-কুলা মুষলাদি দিলেন [এবং বলিলেন ‘ধান
 ভাঙ্গ’] । সে ত নাচিতে নাচিতে মহা আনন্দে ধান ভাঙ্গিয়া তুষবিহীন করিতে
 লাগিল । তখন শ্রোষ্ঠিভাষা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মা, তোমাকে খুব
 খুশী খুশী দেখাইতেছে । ব্যাপার কি ?’

‘আর্ঘ্যে, এই মজ্জুরীর দ্বারা আমরাও একজন ভিক্ষুকে ভোজন দান
 করিব ।’ ইহা শুনিয়া শ্রোষ্ঠিভাষাও প্রসন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন—

‘অহো ! দান দিবার জন্য এই নারী কি দুষ্কর কার্য করিতেছে !’

শ্রোষ্ঠি মহাদদুর্গতকে কাঠ চিরানর জন্য চার নাড়ী চাউল দিয়া বলিলেন—
 ‘ইহাই তোমার ভূতি ।’ এবং শূভেচ্ছা হিসাবে তাহাকে আরও চার নাড়ী
 চাউল দিলেন ।

তিনি গৃহে যাইয়া ভাষাকে বলিলেন—

লঙ্কো, অয়ং নিবাপো ভবিষ্যতি, তয়া লঙ্কায় ভতিয়া দধি-
তেলকট্টকভণ্ডানি গণ্হাহী'তি । সেট্ঠিভরিয়াপি পদুন
তস্সা একং সিম্পকরোটিকণ্ণেব কট্টকভণ্ডণ সদ্ধত'ডুলি-
নালিণ দাপেসি । ইতি চ উভিন্নিম্পি নব ত'ডুলনালিয়ো
অহেসদুং । তে 'দেয়াধম্মো নো লঙ্কো'তি তুট্ঠহট্ঠা
পাতোব উট্ঠহিংসু । ভরিয়া মহাদ'গতং আহ—'গচ্ছ;
সামি, পল্লং পরিয়েসিত্বা আহরা'তি । সো অন্তরাপণে
পল্লং অদিম্বা নদীতীরং গন্ত্বা 'অজ্জ অয়্যানং ভোজনং
দাতুং লভিস্সামী'তি পহট্ঠমানসো গায়ন্তো পল্লং
উচ্চিনতি । মহাজালং খিপিহ্বা ঠিতো কেবট্টো 'মহাদ'গ-
তস্স সন্নেদন ভবিতব্ব'ন্তি তং পক্কোসিত্বা পদ'চ্ছি—
'অতিবিয় তুট্ঠচিন্তো গায়সি, কিং ন'দু খো কারণ'ন্তি ?
'পল্লং উচ্চিনামি, সম্মা'তি । 'কিং করিস্সসী'তি ? একং

*

*

*

'আমি মজ্জুরী করিয়া এই শালি লাভ করিয়াছি । ইহাই দান দিব ।
'আর তুমি যাহা মজ্জুরী করিয়া পাইয়াছ তাহা দ্বারা দধি, তেল (কাষ্ঠ)
মশলাদি লইয়া আইস ।' শ্রেষ্ঠিভাষাও তাহাকে এক বাটী ঘৃত, একপাত্র
দধি, মশলাদি এবং এক নাড়ী শুদ্ধ ত'ডুল প্রদান করিলেন । এইভাবে
উভয়ের একত্রে নয় নাড়ী চাউল সংগৃহীত হইল । তাহারা 'দানীয়সামগ্রী
আমাদের সংগৃহীত হইয়াছে' বলিয়া মহানন্দে পরের দিন প্রাতঃকালেই উঠিয়া
পাড়িলেন । ভাষা মহাদ'গ'তকে বলিলেন—'স্বামিন্, যাও কিছ' শাকসম্ভজী
লইয়া আইস যেন আমরা দান দিতে পারি ।'

তিনি বাজারে কোন শাকসম্ভজী না পাইয়া নদীতীরে যাইয়া 'অদ্য আমি
আব' ভিক্ষুদের দান দিতে পারিব' বলিয়া মহানন্দে গান করিতে করিতে
শাকপাতা বাছিতে লাগিলেন । এক কৈবর্ত জলে মহাজাল ফেলিয়া
দাঁড়াইয়াছিল । সে মহাদ'গ'তের গান শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা
করিল—'তোমাকে খুব আনন্দিত দেখাইতেছে, ব্যাপার কি ?'

'সৌম্য, আমি পাতা খুঁজিতেছি ।'

'কেন ?'

ভিক্ষুং ভোজেস্সামী’তি । ‘অহো সদ্ধাতি, ভিক্ষুং,
সো তব কিং পল্লং খাদিস্সতী’তি ? ‘কিং করোমি, সম্ম,
অন্তনা লদ্ধপল্লেন ভোজেস্সামী’তি ? ‘তেন হি এহী’তি ।
‘কিং করোমি, সম্মা’তি ? ‘ইমে মচ্ছে গহেত্তা পাদাশ্বন-
কানি অড্ঢাশ্বনকানি কহাপনাশ্বনকানি চ উদ্দানানি
করোহী’তি । সো তথা অকাসি । বদ্ধবদ্ধে মচ্ছে নগর-
বাসিনো নিমিস্তিত্তানি নিমিস্তিত্তানং ভিক্ষুং অথায় হরিংসু ।
তস্স মচ্ছদ্দানানি করোন্তস্সেব ভিক্ষাচারবেলা পাপদগ্গি ।
সো বেলেং সল্লক্খেত্তা ‘গমিস্সামহং, সম্ম, অয়ং ভিক্ষুং
আগমনবেলা’তি আহ । ‘অথি পন কিণ্ডি মচ্ছদ্দান’তি ?
‘নথি, সম্ম, সৰ্ব্বানি খীণানী’তি । ‘তেন হি ময়া অন্তনো

*

*

*

‘একজন ভিক্ষুকে ভোজন দান করিব ।’

‘অহো ! সেই ভিক্ষুর কি ভাগ্য !’

‘সে তোমার শাকপাতা খাইবে ?’

‘কি করিব সৌম্য, আমি যাহা পাইয়াছি তাহাই খাইবেন ।’

‘তাহা হইলে এদিকে আইস ।’

‘সৌম্য, আমি কি করিব ?’

‘এই মাছগুলি লইয়া বিভিন্ন প্রকার আঁটীতে বাঁধ যাহাতে কোন কোনটা
এক পাদ, কোন কোনটা অর্ধপাদ এবং কোন কোনটা এক কাষাপণ মূল্যে
বিক্রী করা যায় ।’

তিনি তাহাই করিলেন । নগরবাসিগণ (মাছ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন
এবং) ঐ সকল আঁটীবাঁধা মাছ কিনিয়া লইয়া গেলেন ভিক্ষুদের ভোজন
করাইবার জন্য । মহাদুর্গত মাছের আঁটী বাঁধিতে বাঁধিতে ভিক্ষুদের
ভিক্ষাচার বেলা উপস্থিত হইল । বেলা দেখিয়া তিনি বলিলেন—

‘সৌম্য, আমি এইবার যাইব । ভিক্ষুদের আসিবার সময় হইয়াছে ।’

‘কোন মাছের আঁটী পড়িয়া আছে কি ?’

‘না সৌম্য, সব শেষ হইয়া গিয়াছে ।’

অথায় বালদুকাই নিখণ্ডিত চতুরো রোহিতমচ্ছা ঠপিতা,
সচে ভিক্খুং ভোজেতুকামোসি, ইমে গহেত্বা গচ্ছা'তি তে
মচ্ছে তস্স অদাসি ।

তং দিবসং পন সথা পচ্ছসকালে লোকং বোলোকেন্তো
মহাদুগ্গতং অন্তনো এণাণজালস্স অন্তো পবিট্ঠং দিস্বা
'কিং নু থো ভবিস্সতী'তি আবজ্জেশ্তো 'মহাদুগ্গতো
'একং ভিক্খুং ভোজেস্সামী'তি ভরিয়ায় সন্ধিা হিয়েয়া
ভতিং অকাসি, কতরং নু থো ভিক্খুং লভিস্সতী'তি
চিন্তেত্বা 'মনুস্সা পণ্নে আরোপিতসএ্ণএয় ভিক্খু
গহেত্বা অন্তনো অন্তনো গেহেসু নিসীদাপেস্সন্তি, মহা-
দুগ্গতো মং ঠপেত্বা অএ্ণএং ভিক্খুং ন লভিস্সতী'তি
উপধারেসি । বুদ্ধা কির দুগ্গতেসু অননুসস্পং করোন্তি ।
তস্সা সথা পাতোব সরীরপটিজগগনং কত্বা 'মহাদুগ্গতং
সঙ্গুহিস্সামী'তি গন্ধকুটিং পবিসিত্বা নিসীদি । মহাদুগ্গ-

*

*

*

‘তাহা হইলে শোন, আমি আমার জন্য চারিটি রোহিত মৎস্য ঐ বালদুকাই
লুকাইয়া রাখিয়াছি । তুমি যদি ভিক্ষুকে খাওয়াইতে চাও ঐগুলি লইয়া
যাও ।’—এই বলিয়া তাঁহাকে ঐ মাছগুলি প্রদান করিল ।

সেইদিন প্রত্যুষকালে শাস্তা জগত অবলোকন করিয়া দেখিলেন মহাদুগ্গত
তাঁহার জ্ঞানজালে ধরা পড়িয়াছে । তিনি ভাবিলেন—‘কি হইতে পারে ?’
ভাবিয়া দেখিলেন—‘মহাদুগ্গত একজন ভিক্ষুকে ভোজন দান করিব’ বলিয়া
ভাষার সঙ্গে গতকল্য দিনমজুরী করিয়াছে । কিন্তু সে কোন ভিক্ষুকে লাভ
করিবে কি ?’ এই ভাবিয়া তিনি দেখিলেন—‘লোকেরা পাণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা কৃত
তালিকা অনুসারে ভিক্ষুদের লইয়া যাইয়া নিজ নিজ গৃহে উপবেশন
করাইবে, কিন্তু মহাদুগ্গত ত আমাকে ব্যতীত অন্য কোন ভিক্ষু পাইবে না !’
বুদ্ধগণ স্বভাবতই দুগ্গতদের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন । অতএব শাস্তা
খুব প্রাতেই শরীরকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া ‘মহাদুগ্গতকে আমি অনুগৃহীত
করিব’ বলিয়া গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন । মহাদুগ্গতও

তোপি মচ্ছে গহেহা গেহং পবিসন্তে সঙ্কস্স প'ডুকম্বলসি-
লাসনং উণ্হাকারং দস্সসি । সো 'কিং নু খো কারণ'ন্তি
ওলোকেন্তো 'হিয়ো, মহাদ'গতো 'একস্স ভিক্খুনো
ভিক্খং দস্সামী'তি অন্তনো ভরিয়ায় সন্ধি ভতিং অকাসি,
কতরং নু খো ভিক্খুং লভিস্সতী'তি চিন্তেহা 'নথেতস্স
অএ'এহো ভিক্খু, সথা পন 'মহাদ'গতস্স সঙ্গং করি-
স্সামী'তি গন্ধকুটিয়ং নিসিনো । মহাদ'গতো অন্তনো
উপক'পনকং যাগদ'ভত্তং পল্লসুপেয়্যস্পি তথাগতস্স দদেয়্য,
'য'নুনাহং মহাদ'গতস্স গেহং গন্তা ভত্তকারককম্মং
করেয়্য'ন্তি অএ'এহাতকবেসেন তস্স গেহসমীপং গন্তা
'অথি নু খো কস্সচি কিঞ্চি ভতিয়া কাতব্ব'ন্তি প'দুছি ।
মহাদ'গতো তং দিস্সা আহ—'সম্ম, কিং কম্মং করিস্সসী'-
তি ? 'অহং, সামি, সম্বসিস্পিকো, ময়'হং অজাননসিপ্পং
নাম নথি, যাগদ'ভত্তাদীনিপি সম্পাদেতুং জানামী'তি ।

*

*

*

মাছ লইয়া গৃহে প্রবেশকালে দেবরাজ শক্কে পান্ডুকম্বল শিলাসন উত্তপ্ত
হইয়া গেল । শক্কে 'কি হইতে পারে' ভাবিয়া পৃথিবী অবলোকন করিয়া
দেখিলেন—“গতকল্য মহাদ'গত 'একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিব' বলিয়া নিজের
ভাষার সঙ্গে দিনমজ্জরী করিয়াছে, সে কোন ভিক্ষুকে লাভ করিবে কি ?” চিন্তা
করিয়া দেখিলেন 'ইহার জন্য অন্য কোন ভিক্ষু নহে, স্বয়ং শাস্তা মহাদ'গতকে
অনুগৃহীত করিবার জন্য গন্ধকুটিতে বসিয়া আছেন । মহাদ'গত নিজের
গৃহে রান্না করা যাগদ'ভাত এবং শাকপাতার ঝোল তথাগতকে দান করিবে ।
আমি বরং তাহার গৃহে যাইয়া পাচকের কাজ করি ?’—ইহা ভাবিয়া শক্কে
অজ্ঞাতবেশে তাহার গৃহসমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'এখানে কাহারও কি কোন মজ্জদরী কর্ম আছে ?'

মহাদ'গত তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সৌম্য, তুমি কি কাজ করিবে ?'

'প্রভু, আমি সমস্ত কাজ জানি, আমার অজানা কোন কাজ নাই । যাগদ'-
অন্নাদিও আমি রন্ধন করিতে পারি ।'

‘সম্ম, ময়ং তব কস্মেন অথিকা, তুয়ং পন কিঞ্চ দাতব্বং ভতিং ন পস্সামা’তি । ‘কিং পন তে কত্তব্ব’ন্তি ? ‘একস্স ভিক্খুস্স ভিক্খং দাতুকামোম্হি, তস্স যাগদত্তসংবিধানং ইচ্ছামী’তি । ‘সচে ভিক্খুস্স ভিক্খং দস্সসি, ন মে ভতিয়া অথো, কিং মম পদুঞ্ঞং ন বটুতী’তি ? ‘এবং সন্তে সাধু, সম্ম পবিসা’তি । সো তস্স গেহং পবিসিত্বা তেলত’ডুলাদীনি আহরাপেত্বা ‘গচ্ছ, অন্তনো পত্তাভিক্খুং আনেহী’তি তং উয়েয়্যেজ্জেসি । দানবেয়্যাৰ্হটিকোপি পল্লো আরোপিতনিয়ামেনেব তেসং তেসং গেহানি ভিক্খু পহিণি ।

মহাদৰ্গতো তস্স সন্তিকং গন্ত্বা ‘ময়ং পত্তাভিক্খুং দেহী’তি আহ । সো তস্মিং খণে সতিং লভিত্বা ‘অহং তব

*

*

*

‘সৌম্য, তোমার কাজের আমার প্রয়োজন আছে । কিন্তু তোমাকে মজুরী দিবার মত কিছু দেখিতেছি না ।’

‘কি কাজ করিতে হইবে ?’

‘আমি একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে চাই । তাঁহার জন্য যাগদত্তাদির স্বেচ্ছা করিতে ইচ্ছা করি ।’

‘যদি ভিক্ষুকে ভিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার মজুরীর প্রয়োজন নাই । আমারও ত পদুণ্য হইবে ।’

‘সৌম্য, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি ভিতরে আইস ।’

শব্দ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তৈলত’ডুলাদি আনাইয়া—‘আপনি যান, নিজের তালিকাভুক্ত ভিক্ষুকে লইয়া আসুন’ বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।

(এদিকে) দানসংবিভাগকারী তালিকা অনুসারে ভিক্ষুদের সেই সেই গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । মহাদৰ্গত তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—

‘আমার জন্য নির্দিষ্ট ভিক্ষুকে দিন ।’

তাঁহার তখন চৈতন্য হইল—তিনি বলিলেন—

ভিক্খুং পমদুট্টোতি আহ। মহাদুগতো তিখিণায়
 সত্তিয়া কুচ্ছিয়ং পহটো বিয়, 'সামি, কস্মা মং নাসেসি,
 অহং তয়া হিয়েয়া সমাদাপিতো ভরিয়ায় সন্ধিং দিবসং
 ভতিং কহা অজ্জ পাতোব পল্লথায় নদীতীরে আহি'ডহা
 আগতো, দেহি মে একং ভিক্খু'ন্তি বাহা পঙ্গয়হ
 পরিদেবি। মনুস্সা সন্নিপতিহা 'কিমেতং, মহাদুগতা'তি
 পদুচ্ছিংসু। সো তমথং আরোচেসি। তে বেষ্যাবটিকং
 পদুচ্ছিংসু—'সচ্চং কির, সস্ম, তয়া এস 'ভতিং কহা একস্স
 ভিক্খুস্স ভিক্খং দেহী'তি সমাদাপিতো'তি? 'আম
 অয়্যা'তি। 'ভারিয়ং তে কস্মং কতং, যো স্বং এত্তকে
 ভিক্খু সংবিদহন্তো এতস্স একং ভিক্খুং নাদাসী'তি।
 সো তেসং বচনেন মণ্ণকুভূতো তং আহ—'সস্ম মহাদুগত,

*

*

*

'আমি ত তোমার ভিক্ষুর কথা ভুলিয়া গিয়াছি!' তখন মহাদুগতের
 মনে হইল কেহ যেন তীক্ষ্ণ অসির দ্বারা তাহার কৃষ্ণিপ্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া
 দিয়াছে। তিনি বলিলেন—

'প্রভু, আমার সর্বনাশ করিবেন না। গতকল্য আপনার দ্বারা অনুরূপাণিত
 হইয়া আমার ভাষার সঙ্গে দিনমজ্জুরী করিয়া অদ্য প্রাতে শাকপাতার জন্য
 পদব্রজে নদীতীরে গিয়াছি। আমাকে একজন ভিক্ষু দিন।'—এই বলিয়া
 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লোকজন একত্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন—'মহাদুগত তোমার কি হইয়াছে?'

তিনি সমস্ত ঘটনা তাহাদের জানাইলেন। তাঁহারা ব্যবস্থাপককে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

'সৌম্য, সত্যিই কি আপনি ইহাকে বলিয়াছিলেন—'তুমি দিনমজ্জুরী
 করিয়া হইলেও একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দাও?'

'হ্যাঁ, বন্ধুগণ, (তাহাই বলিয়াছিলাম)।'

'আপনি খুব অন্যায় করিয়াছেন, আপনি এতজন ভিক্ষুকে বিভিন্ন গৃহে
 পাঠাইলেন আর ইহাকে একজন ভিক্ষুও দিলেন না?' তাঁহাদের কথায় তিনি
 লজ্জিত হইয়া বলিলেন—

মা মং নাসয়ি, অহং তব কারণা মহাবিহেসং পত্তো, মনুস্সা
পণ্নে আরোপিতানিয়ামেন অন্তনো অন্তনো পত্তভিক্খু
নয়িৎসু, অন্তনো গেহে নিসিন্ণভিক্খুং নীহরিষ্ণা দেন্তো
নাম নথি, সথা পন মদুখং ধোবিষ্ণা গন্ধকুটিয়মেব নিসিন্ণো,
রাজযুবরাজসেনাপতিআদয়ো সথু গন্ধকুটিতো নিক্খমনং
ওলোকেস্তা নিসিন্ণা ‘সথু পত্তং গেহেষ্ণা গমিম্মামা’তি ।
বুদ্ধা নাম দুগ্গতে অনুদুস্পং করোম্ভি, ঙ্গ বিহারং গম্ভা
‘দুগ্গতোম্ভি, ভন্তে, মম সঙ্গহং করোথা’তি সথারং বন্দ,
সচে তে পুণ্ণে অথি, অন্ধা লচ্ছসী”তি ।

সো বিহারং অগমাসি । অথ নং অণ্ণেসু দিবসেসু
বিহারে বিঘাসাদভাবেন দিট্ঠন্তা রাজযুবরাজাদয়ো, ‘মহা-
দুগ্গত, ন তাব ভত্তকালো, কস্মা ঙ্গ আগচ্ছসী”তি

*

*

*

‘সৌম্য, মহাদুগ্গত, আমার সর্বনাশ করিও না । তুমি আমাকে মহাবিপদে
ফেলিয়া দিলে । লোকেরা তালিকা অনুসারে ভিক্ষুদের নিজ নিজ গৃহে
লইয়া গিয়াছে । আমার গৃহে উপবিষ্ট ভিক্ষু আনিয়া তোমাকে দিতে পারি
না । (দেখ) শাস্তা মদুখ ধুইয়া গন্ধকুটিতে বসিয়া আছেন । রাজা-যুবরাজ-
সেনাপতিগণ শাস্তার গন্ধকুটির দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছেন—কখন
শাস্তা গন্ধকুটি হইতে বাহির হইবেন এবং শাস্তার ভিক্ষাপাত্র লইয়া
যাইবেন । (দেখ), বুদ্ধগণ দুগ্গতদের অনুদুস্পা করিয়া থাকেন । তুমি
বিহারে যাইয়া ‘ভন্তে, আমি দুগ্গত, আমাকে দয়া করুন’ বলিয়া শাস্তাকে
বন্দনা কর যদি তোমার পুণ্যবল থাকে তুমি নিশ্চয়ই (শাস্তাকে)
পাইবে ।”

তিনি বিহারে গেলেন । অন্যান্য দিন মহাদুগ্গতকে দেখা যাইত
(সকলের খাওয়া হইয়া গেলে) ভুক্তাবশিষ্ট খাইতে । তাই রাজা-যুবরাজেরা
বলিলেন—মহাদুগ্গত, এখন খাওয়ার সময় হয় নাই । কেন তুমি এখন
আসিয়াছ ?”

আহংস্‌। সো 'জানামি, সামি, ন তাব ভত্তুকালো'তি ।
 সথারং পন বন্দিতুং আগচ্ছামী'তি বদন্তো গন্ড্বা গন্ধকুটিয়া
 উম্মারে সীসং ঠপেত্ত্বা পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিত্ত্বা, 'ভন্তে,
 ইমস্মিং নগরে ময়া দঙ্গততরো নথি, অবস্সয়ো মে হোথ,
 করোথ মে সঙ্গহ'ন্তি আহ । সথা গন্ধকুটিদ্বারং বিবরিত্ত্বা
 পত্তং নীহরিত্ত্বা তস্স হথে ঠপেসি । সো চক্কবত্তিসরিং
 পত্তো বিয় অহোসি, রাজয্‌বরাজাদয়ো অণ্ণ্‌এমণ্ণ্‌এস্স
 ম্দুখানি ওলোকয়িংস্‌। সথারা দিন্নপত্তণ্ণ্‌হি কোচি ইস্স-
 রিয়বসেন গহেতুং সমথো নাম নথি । এবং পন বদিংস্‌,
 'সম্ম মহাদঙ্গত, সথ্‌ পত্তং অম্‌হাকং দেহি, এত্তকং নাম
 তে ধনং দস্সাম, ত্বং দঙ্গতো ধনং গণ্‌হাহি, কিং তে
 পত্তেনা'তি ? মহাদঙ্গতো 'ন কস্সচি দস্সামি, ন মে ধনেন
 অথো, সথারংয়েব ভোজেস্সামী'তি আহ । অবসেসা তং

*

*

*

তিনি 'প্রভু জানি, এখন খাওয়ার সময় নহে । আমি শাস্তাকে বন্দনা
 করিতে আসিয়াছি'—এই কথা বলিতে বলিতে গন্ধকুটির চৌকাঠে মাথা
 রাখিয়া পণ্ডাঙ্গে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, এই নগরে আমা অপেক্ষা দঙ্গততর আর কেহ নাই ! আমার
 শরণ হউন । আমাকে অনঙ্গহীত করুন ।'

শাস্তা গন্ধকুটির দ্বার খুলিয়া পাত্র লইয়া তাঁহার হাতে দিলেন । তিনি
 যেন রাজচক্রবর্তীর ঐশ্বৰ্য্য পাইলেন । রাজা-মুবরাজেরা 'হাঁ করিয়া'
 পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন । শাস্তা কাহাকেও তাঁহার
 ভিক্ষাপাত্র দিলে জগতের কোন ঐশ্বৰ্য্যের বিনিময়েও কেহ তাহা গ্রহণ করিতে
 পারে না । (তথাপি) তাঁহারা এইরূপ বলিলেন—'সৌম্য মহাদঙ্গত,
 শাস্তার পাত্র আমাদিগকে দাও । তোমাকে এত এত ধন দিব । তুমি দঙ্গত
 ব্যক্তি, ধনই গ্রহণ কর । পাত্র দিয়া তুমি কি করিবে ?'

মহাদঙ্গত বলিলেন—

'আমি কাহাকেও দিব না ; আমার ধনের প্রয়োজন নাই । আমি শাস্তাকেই

যাচিহ্ন্য পত্তং অলভিত্বা নিবত্তিসু । রাজা পন 'মহাদুগ্গতো
ধনেন পলোভিয়মানোপি সথু পত্তং ন দেতি, সথারা চ সয়ং
দিনপত্তং কোচি গহেতুং ন সঙ্কোতি, ইমস্স দেয়্যধম্মো নাম
কিত্তকো ভবিম্সসিতি, ইমিনা দেয়্যধম্মস্স দিনকালে সথারং
আদায় গেহং নেত্বা ময়্হং সম্পাদিতং আহারং দম্সামী'তি
চিস্তেত্বা সথারা সন্ধিংয়েব অগমাসি । সঙ্কোপি দেবরাজা
যাগদুখঞ্জকভত্তসুপেয়্যপল্লাদীনি সম্পাদেত্বা সথু নিসীদনা-
রহং আসনং পঞ্ণপেত্বা নিসীদি ।

মহাদুগ্গতো সথারং নেত্বা 'পবিসথ, ভন্তে'তি আহ । বসন-
গেহম্সস নীচং হোতি, অনোনতেন পবিসিতুং ন সঙ্কা । বুদ্ধা
চ নাম গেহং পবিসন্তা ন ওনমিত্বা পবিসন্তি । গেহঞ্ণহি
পবিসনকালে মহাপথবী বা হেট্ঠা ওগচ্ছতি, গেহং বা
উদ্ধং গচ্ছতি । ইদং তেসং সুদিন্নদানস্স ফলং । পদন

*

*

*

ভোজন করাইব ।' অন্যান্যরা তাঁহার নিকট পাত্র ষাচ্ঞা করিয়া না পাইয়া
ফিরিয়া গেলেন । রাজা ভাবিলেন—'মহাদুগ্গ'তকে ধনের প্রলোভন দেখাইলেও
শাস্তার ভিক্ষাপাত্র দিল না । আর শাস্তা নিজেকে কাউকে তাঁহার পাত্র দিলে
অন্য কাহারও পক্ষে সেইটা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না । এ আর কত দান
করিবে ! এর দানকৃত্য সম্পন্ন হইলে শাস্তাকে নিজগৃহে লইয়া যাইয়া
আমার জন্য প্রস্তুত আহার তাঁহাকে দান করিব ।'—এই চিন্তা করিয়া
(রাজা) শাস্তার সহিতই গমন করিলেন । (এদিকে) দেবরাজ শত্রুও
যাগদু-খাদ্যক-ভত্ত-শাকপাতের ঝোল প্রভৃতি রন্ধন করিয়া শাস্তার উপবেশন-
যোগ্য আসন প্রজ্জপ্ত করিয়া বসিয়াছিলেন ।

মহাদুগ্গ'ত শাস্তাকে লইয়া বলিলেন—

'ভন্তে প্রবেশ করুন ।' মহাদুগ্গ'তের বাসগৃহ নীচ, মাথা নত না করিয়া
প্রবেশ করা অসম্ভব । কিন্তু বুদ্ধগণ কখনও মাথা নত করিয়া কাহারও গৃহে
প্রবেশ করেন না । তদ্রূপ গৃহ হইলে মহাপৃথিবীই অবনত হয় এবং গৃহ
উধর্গত হয় । এটা বুদ্ধগণের সুদত্ত দানের ফলেই সম্ভব হইয়া থাকে ।

নিক্খমিহা গতকালে সৰ্বং পাকতিকমেব হোতি । তস্মা
 সখা ঠিতকোব গেহং পবিসিহা সন্ধেন পঞ্‌ঞত্তাসনে
 নিসীদি । সখারি নিসিন্বে রাজা আহ—‘সম্ম মহাদুগত,
 তয়া অম্‌হাকং যাচন্তানম্পি সখু পত্তো ন দিনো, পস্সাম
 তাব, কীদিসো তে সখু সন্ধারো কত’ন্তি ? অথস্স সন্ধো
 যাগদুখজ্জকাদীনি বিবরিহা দস্সেসি । তেসং বাসগন্ধো
 সকলনগরং ছাদেহা অট্‌ঠাসি । রাজা যাগদুআদীনি
 ওলোকেহা ভগবন্তং আহ—‘ভস্কে, অহং মহাদুগতস্স
 দেয়াধম্মো কিত্তকো ভবিস্সতি, ইমিনা দেয়াধম্মে দিনে
 সথারং গেহং নেহা অন্তনো সম্পাদিতং আহারং দস্সামী’তি
 চিস্তেহা আগতো, ময়া এবরুপো আহারো ন দিট্‌ঠপদুস্বো,
 ময়ি ইধ ঠিতে মহাদুগতো কিলমেয়া, গচ্ছামহ’ন্তি সথারং
 বন্দিহা পঙ্কামি । সন্ধোপি সথারং যাগদুআদীনি দহা

*

*

*

পুনরায় যখন (তাঁহারা) তদ্রূপ গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হন, তখন গৃহ আবার
 পূর্ববৎ আকার ধারণ করে । অতএব শাস্তা ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া গৃহে
 প্রবেশ করিয়া শত্রু-প্রজ্ঞপ্ত আসনে উপবেশন করিলেন । শাস্তা উপবেশন
 করিলে রাজা বলিলেন—‘সৌম্য মহাদুগত, আমরা যাচ্‌ঞা করিলেও তুমি
 শাস্তার ভিক্ষাপাত্র আমাদের দাও নাই । এখন দেখিব কিভাবে তুমি শাস্তার
 সৎকার কর ।’ তখন শত্রু যাগদু-খাদ্যকাদির পাত্র উন্মোচন করিয়া দর্শন
 করাইলেন । ইহাদের স্দুগন্ধ সমস্ত নগরকে ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান । রাজা
 যাগদু প্রভৃতি দেখিয়া ভগবানকে বলিলেন—

‘ভস্কে, আমি ভাবিয়াছিলাম মহাদুগত আর কতই বা দান দিতে পারিবে ।
 তাহার পর দানকৃত্য সম্পন্ন হইলে আমি শাস্তাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া
 আমার জন্য প্রস্তুত আহার আপনাকে দান করিব । এই ভাবিয়া আসিয়া-
 ছিলাম । কিন্তু এইরূপ আহার ত আমি আর কখনও পূর্বে দেখি নাই ।
 আমি এখানে থাকিলে মহাদুগত কষ্ট পাইবে । আমি চলিয়া যাইব’—বলিয়া
 শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন । শত্রুও শাস্তাকে যাগদু প্রভৃতি দিয়া

সক্কেং পরিবিসি । সথাপি কতভত্তিকিচ্ছো অনুমোদনং
কত্বা উট্ঠায়াসনা পক্কামি ।

সক্কো মহাদুগ্গতস্স সঞ্‌ঞং অদাসি । সো পত্তং গহেত্বা
সথারং অনুগচ্ছি । সক্কো নিবত্তিত্বা মহাদুগ্গতস্স গেহদ্বারে
ঠিতো আকাসং ওলোকেসি । তাবদেব আকাসতো সত্ত-
রতনবস্সং বস্সিত্বা তস্স গেহে সত্তভাজনানি পুরেত্বা
সকলং গেহং পুরেসি । তস্স গেহে ওকাসো নাহোসি ।
তস্স ভরিয়া দারকে হথেসু গহেত্বা নীহরিত্বা বহি
অট্ঠাসি । সো সথারং অনুগত্বা নিবত্তো দারকে বহি
দিম্বা ‘কিং ইদ’ন্তি পদ্বিচ্ছি । ‘সামি, সকলং নো গেহং
সত্তাহি রতনোহি পুত্তং, পবিসিতুং ওকাসো নথী’তি । সো
‘অজ্জিব মে দানেন বিপাকো দিম্বো’তি চিস্তেত্বা রঞ্‌ঞো
সন্তিকং গন্ত্বা বন্দিত্বা, ‘কস্মা আগতোসী’তি বদন্তে আহ—

*

*

*

সাদরে পরিবেশন করিলেন । শাস্তাও ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে অনুমোদন
করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ।

শক্ৰ ইসারা করিলেন । মহাদুগ্গত পাত্র লইয়া শাস্তার অনুগমন
করিলেন । শক্ৰ ফিরিয়া মহাদুগ্গতের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে
অবলোকন করিলেন । তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে সপ্তরত্ন বর্ষিত হইয়া তাঁহার
গৃহে সমস্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ করিল । তাঁহার গৃহে
আর শূন্যস্থান রহিল না । তাঁহার ভাষা পুত্রকন্যাদের হাত ধরিয়া বাহিরে
আসিয়া দাঁড়াইলেন । (মহাদুগ্গত) শাস্তার অনুগমন করিয়া প্রত্যাবর্তন
করিয়া পুত্রকন্যাদের বাহিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ব্যাপার কি ?’

‘স্বামিন্, আমাদের সমস্ত গৃহ সপ্ত প্রকার রত্নের দ্বারা পরিপূর্ণ
হইয়াছে । গৃহে প্রবেশ করিবার অবকাশও নাই ।’

মহাদুগ্গত ‘অদ্যই আমি আমার দানের ফল প্রাপ্ত হইলাম !’ ইহা চিন্তা
করিয়া রাজার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া ‘কেন আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলে’
বলিলেন—

‘দেব, গেহং মে সত্ত্বাহি রতনোহি পদ্মং, তং ধনং গণ্হথা’তি ।
 রাজা ‘অহো বুদ্ধানং দিন্দানং অৰ্জেব মথকং পত্ত’ন্তি
 চিন্তেত্বা তং আহ—‘কিং তে লঙ্কং বট্টতী’তি ? ‘ধনহরণথায়
 সকটসহস্সং, দেবা’তি । রাজা সকটসহস্সং পেসেত্বা ধনং
 আহরাপেত্বা রাজঙ্গণে ওকিরাপেসি । তাল্পমাণো রাসি
 অহোসি । রাজা নগরে সন্নিপাতাপেত্বা ‘ইমস্মিং নগরে অথি
 কস্সচি এত্তকং ধন’ন্তি পদ্ছি । ‘নথি, দেবা’তি । ‘এবং
 মহাধনস্স কিং কাতুং বট্টতী’তি ? ‘সেট্ঠিট্ঠানং দাতুং
 বট্ঠিতি, দেবা’তি । রাজা তস্স মহাসঙ্কারং কত্বা সেট্ঠি-
 ট্ঠানং দাপেসি ।

অথস্স পদ্বে একস্স সেট্ঠিনো গেহট্ঠানং আচিক্খিত্বা

*

*

*

‘মহারাজ, আমার গৃহ সপ্তপ্রকার রত্নের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে । আপনি
 সেই ধন গ্রহণ করুন ।’

রাজা—‘অহো, বুদ্ধগণকে দান করিলে (তাহার কি প্রভাব !) অদ্যই ফল
 প্রাপ্ত হইল !’ এই চিন্তা করিয়া বলিলেন—

‘তোমার কি চাই ?’

‘মহারাজ, ধন আনিবার জন্য এক সহস্র শকট চাই ।’

রাজা এক সহস্র শকট পাঠাইয়া ধন আনাইয়া রাজাঙ্গনে ছড়াইয়া দিলেন ।
 ধনরাশি তালপ্রমাণ হইয়াছে । রাজা নগরবাসীদের সম্মিলিত করিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

‘এই নগরে এমন কেহ আছে কি যাহার এত ধন আছে ?’

‘মহারাজ, কেহ নাই ।’

‘এইরূপ মহাধনকে কি করা কতব্য ?’

‘মহারাজ, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠিস্থান প্রদান করা উচিত ।’

রাজা তাঁহাকে মহাসৎকার করিয়া শ্রেষ্ঠিস্থান প্রদান করিলেন ।

তিনি পূর্বের শ্রেষ্ঠি যে গৃহে বাস করিতেন তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া
 বলিলেন—

‘এথ জাতে গচ্ছে হরাপেত্বা গেহং উট্ঠাপেত্বা বসাহী’তি
আহ । তস্স তং ঠানং সোধেত্বা সমং কত্বা ভূমিয়া খণ্ড্ণ-
মানায় অণ্ড্ণমণ্ড্ণং আহচ্চ নিধিকুম্ভিয়ো উট্ঠাহিংসু ।
তেন রণ্ড্ণেণ আরোচিতে ‘তব পদুণ্ড্ণেণ নিব্বত্তা, ত্বমেব
গণ্হাহী’তি আহ । সো গেহং কারেত্বা সত্তাহং বুদ্ধপ্প-
মদুস্স ভিক্কুসুসস্স মহাদানং অদাসি । ততো পরম্পি
যাবতায়ুস্স তিট্ঠন্তো পদুণ্ড্ণানি করিত্বা আয়ুপরিয়ো-
সানে দেবলোকে নিব্বত্তো ।

একং বুদ্ধান্তরং দিব্বসম্পত্তিং অনুভবিত্বা ইমস্মিং বুদ্ধপ্পাদে
ততো চুতো সাবখিয়ং সারিপপ্তথেরস্স পট্ঠাককুলে সেট্ঠি-
ধীতু কুচ্ছিয়ং পটিসন্ধিং গণ্হি । অথস্সা মাতাপিতরো
গব্ভস্স পতিট্ঠিতভাবং ণেত্বা গব্ভপরিহারং অদংসু ।
তস্সা অপরেন সময়েন এবরুপো দোহলো উম্পজ্জি—
‘অহো বতাহং ধম্মসেনাপতিং আদিং কত্বা পণ্ডমং

*

*

*

এখানে তুমি বৃক্ষলতাদি পরিষ্কার করাইয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস
কর । মহাদৃগত সেই স্থান শোধন করাইয়া সমান করাইয়া ভূমি খননকালে
বহু নিধিকুম্ভ উদ্ভূত হইল যেগুলি পরম্পরের সহিত সংলগ্ন ছিল ।
তিনি রাজাকে এই বিষয় জানাইলে রাজা বলিলেন—‘তোমার পুণ্যফলে
এইগুলি উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব, তুমিই এইসব গ্রহণ কর ।’ তিনি গৃহ
নির্মাণ করাইয়া সপ্তাহ যাবত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্কুসুসস্সকে মহাদান দিলেন । ইহার
পর যথা আয়ুস্কাল থাকিয়া পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করিয়া আয়ুশেষে
দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন ।

এক বুদ্ধান্তর কাল দিব্যসুখ উপভোগ করিয়া বর্তমান বুদ্ধোৎপত্তির
সময় দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া শ্রাবস্তীতে শারিপপ্ত স্থবিরের সেবককুলে
শ্রোষ্ঠিকন্যার কুম্ভিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন । অনন্তর তাহার মাতাপিতা
গর্ভ প্রতিষ্ঠিতভাব জানিয়া গর্ভরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন । অন্য এক সময়
তাহার মাতার এইরূপ দোহদ উৎপন্ন হইল—‘অহো আমি যেন ধর্মসেনাপতি

ভিক্ষুদ্বয়সংগোষ্ঠী রোহিতমচ্ছরসেন দানং দত্ত্বা কাসায়ানি
বথানি নিবাসেত্ত্বা আসনপরিয়ন্তে নিসিন্ধা তেসং ভিক্ষুদ্বয়ং
উচ্ছিষ্টভণ্ডং পরিভুঞ্জেষ্য'ন্তি । সা মাতাপিতৃদ্বয়ং আরো-
চেত্ত্বা তথা অকাসি, দোহলো পটিপস্সম্ভি । অথস্সা ততো
অপরেসদ্বাপি সত্তসদ্ব মঙ্গলেসদ্ব রোহিতমচ্ছরসেনেব ধম্মসেনা-
পতিথেরপ্পমদ্বথানি পণ্ডিতভিক্ষুদ্বয়ং ভোজেসদ্বং । সত্ত্বং
তিস্সকুমারস্স বথদ্বম্হি বদ্বত্তনিয়ামেনেব বেদিতব্বং ।
অয়মস্স পন মহাদদ্বগতকালে দিনস্স রোহিতমচ্ছরসদান-
স্সেব নিস্সন্তো । নামগ্গহণদিবসে পনস্স, 'ভন্তে, দাসস্স
বো সিক্খাপদানি দেথা'তি মাতরা বদ্বত্তে থেরো আহ—
'কো নামো অয়ং দারকো'তি ? 'ভন্তে, ইমস্স দারকস্স
কুচ্ছিয়ং পটিসিন্ধিগ্গহণতো পট্ঠায় ইমস্সিং গেহে জলা
এলমদ্বগাপি পণ্ডিতা জাতা, তস্সা মে পদ্বত্তস্স পণ্ডিতোত্থেব
নামং ভবিস্সতী'তি । থেরো সিক্খাপদানি অদাসি ।

*

*

*

প্রমুখ পণ্ডিত ভিক্ষুকে রোহিতমৎস্যরসের দ্বারা দান দিয়া কাষায় বস্ত্র
পরিধান করিয়া (ভিক্ষুদের) আসনপ্রান্তে বসিয়া ভিক্ষুদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য
ভোজন করিতে পারি ।' তিনি মাতাপিতাকে এই কথা জানাইলে তদ্রূপ
করা হইল । তাঁহার দোহদ প্রশমিত হইল । ইহার পরপর আরও সাতটি
মঙ্গলকৃত্যে (যেমন জন্ম, নামকরণ, চাড়াকরণ, অনপ্রাশন ইত্যাদি) রোহিত-
মৎস্যরসের দ্বারা ধর্মসেনাপতি প্রমুখ পণ্ডিত ভিক্ষুকে ভোজন করাইয়াছিলেন ।
[সমস্তই বনবাসী তিষ্য শ্রামণেরের উপাখ্যান-এ (৫/১৫) জ্ঞাতব্য]

মহাদদ্বগতরূপে জন্মগ্রহণকালে প্রদত্ত রোহিতমৎস্যরসদানেরই এই ফল ।
নামগ্রহণদিবসে মাতা বলিলেন—'ভন্তে, আপনার দাসকে শিক্ষাপদসমূহ
প্রদান করুন ।' স্ববির বলিলেন—'এই বালকের নাম কি ?'

'ভন্তে, এই বালক মাতৃকৃষ্টিতে উৎপন্ন হইবার সময় হইতে গৃহে যাহারা
জড়-মৃক-বধির তাহারাও পণ্ডিত হইয়াছে । অতএব আমার পুত্রের নাম
হইবে 'পণ্ডিত ।' স্ববির বালককে শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিলেন । জাতদিবস

জাতীদিবসতো পট্টায় পনস্স ‘নাহং মম পদন্তস্স অস্বাসয়ং
ভিন্দিস্সামী’তি মাতু চিত্তং উম্পজ্জি । সো সত্তবস্সিক-
কালে মাতরং আহ—‘অস্ম, থেরস্স সন্তিকে পস্বজিস্সা-
মী’তি । “সাধু, তাত, ‘অহং তব অস্বাসয়ং ন ভিন্দিস্সা-
মিচ্ছেব মনং উম্পাদেসি’ন্তি বহা থেরং নিমন্তেহা ভোজেহা,
‘ভন্তে, দাসো বো পস্বজিতুকামো, অহং ইমং সায়হসময়ে
বিহারং আনেস্সামী’তি থেরং উয়োজেহা ঐতকে সান্নি-
পাতাপেহা ‘মম পদন্তস্স গিহিকালে কত্তবসস্কারং অস্জেব
করিস্সামা’তি মহন্তং সস্কারং কারেহা তং আদায় বিহারং
গন্ত্বা ‘ইমং, ভন্তে, পস্বাজেথা’তি থেরস্স অদাসি ।

থেরো পস্বজ্জায় দস্করভাবং আচিক্খিত্বা ‘করিস্সামহং
ভন্তে, তুম্হাকং ওবাদ’ন্তি বদন্তে ‘তেন হি এহী’তি কেসে
তেমেহা তচপণ্ডককম্মট্ঠানং আচিক্খিত্বা পস্বাজেসি ।

*

*

*

হইতে ‘আমি আমার পুত্রের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না’—ইহা মাতার
চিত্তে উৎপন্ন হইল । পুত্র সপ্ত বৎসর বয়স্কালে মাতাকে বলিল—‘মা, আমি
শ্রবিরের নিকট প্রব্রজিত হইব ।’

‘বেশ বাবা, আমি তোমার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না ইহাই আমার
অভিপ্রায়’—ইহা বলিয়া শ্রবিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া—‘ভন্তে,
আপনার দাস প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছুক । আমি সন্ধ্যাকালে ইহাকে লইয়া
বিহারে আসিব’ এই বলিয়া শ্রবিরকে বিদায় দিয়া জ্ঞাতীদের সম্মিলিত
করাইয়া—‘আমার পুত্রের গৃহীকালে কতব্যসংকার অদ্যই করিব’ বলিয়া
মহা সংকার করাইয়া তাহাকে বিহারে লইয়া যাইয়া ‘ভন্তে, ইহাকে প্রব্রজ্যা
দিন’ বলিয়া শ্রবিরকে প্রদান করিলেন ।

শ্রবির প্রব্রজ্যার দস্করভাবের কথা জানাইলেও ‘ভন্তে, আমি আপনাদের
উপদেশ যথাযথভাবে পালন করিব’ জানাইলে ‘তাহা হইলে আইস’ বলিয়া
মন্তকের কেশ সিন্ধু করিয়া স্বক পণ্ডক কর্মস্থান উচ্চারণ করিয়া তাহাকে

মাতাপিতরোপিঙ্গস সত্তাহং বিহারেয়েব বসন্তা বুদ্ধম্প-
 মদুখস্স ভিক্খুসুস্খস্স রোহিতমচ্ছরসেনেব দানং দত্ত্বা
 সত্তমে দিবসে সায়াং গেহং আগমংসু । থেরো অট্টমে
 দিবসে অন্তোগামং গচ্ছন্তো তং আদায় গচ্ছতি, ভিক্খু-
 সস্খেন সন্ধিং নাগমাসি । কিং কারণা ? ন তাবস্স
 পত্তচীবরংগহণানি বা ইরিয়াপথো বা পাসাদিকো হোতি,
 অপিচ বিহারে থেরস্স কত্তববত্তং অথি । থেরো হি
 ভিক্খুসুস্খে অন্তোগামং পবিট্টে সকলবিহারং বিচরন্তো
 অসম্মজ্জনট্টানং সম্মজ্জিত্বা তুচ্ছভাজনেসু পানীয়পরি-
 ভোজনীয়ানি উপট্টপেত্ত্বা দুদ্বিক্খিত্তানি মণ্ডপীঠাদানি
 পটিসামেত্ত্বা পচ্ছা গামং পবিসতি । অপিচ ‘অণ্ড্ণাতিথিয়া
 তুচ্ছবিহারং পবিসিত্বা পস্সথ সমণস্স গোতমস্স সাবকানং
 নিসিন্ণট্টানানী’তি বত্তুং মা লভিংসু’তি সকলবিহারং
 পটিজ্জাঙ্গিত্বা পচ্ছা গামং পবিসতি । তস্মা তং দিবসম্পি

*

*

*

প্রজিত করিলেন । তাহার মাতাপিতাও সপ্তাহকাল বিহারেই অবস্থান
 করিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসুস্খকে রোহিতমংসারসের দ্বারা দান দিয়া সপ্তম
 দিবসে সায়াহ্নে গৃহে প্রস্থান করিলেন । স্থবির অষ্টম দিবসে অন্তোগ্রামে
 ষাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন । ভিক্ষুসুস্খের সহিত গেলেন
 না । কেন ? যেহেতু শ্রামণের এখনও ঠিকভাবে পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিতে
 পারে না । তাহার ঈষাপথও (দাঁড়ান, উপবেশন, শয়ন ও গমন) শোভন
 নহে । তাহা ছাড়া বিহারে স্থবিরের অনেক কৰ্তব্যকৃত্যও আছে । ভিক্ষুসুস্খ
 অন্তোগ্রামে প্রবেশ করিলে স্থবির বিহারের সর্বত্র বিচরণ করেন এবং যে স্থান
 সম্মার্জন করা হয় নাই সেই স্থান সম্মার্জিত করেন, শূন্য পানীয়ঘটসমূহ
 পূর্ণ করেন, এদিকে এদিকে ছড়ান মণ্ডপীঠসমূহ ঠিক-ঠাক করিয়া রাখেন
 এবং পরে গ্রামে প্রবেশ করেন । তিনি এইজন্যই এইসব করেন যাহাতে
 তীর্থকগণ শূন্য বিহারে প্রবেশ করিয়া বলিতে না পারেন—

‘দেখ দেখ শ্রমণ গোতমের শ্রাবকগণ কিভাবে থাকে (অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন-

সামণেরেন পত্তচীবরং গাহাপেত্বা দিবাতরং পিণ্ডায়
পার্বিসি ।

সামণেরো উপম্বায়েন সন্ধিং গচ্ছন্তো অন্তরামণে মাতিকং
দিম্বা, ‘ভন্তে, ইদং কিং নামা’তি পদ্বিচ্ছি । ‘মাতিকা নাম,
সামণেরা’তি । ‘ইমায় কিং করোন্তী’তি ? ‘ইতো চিত্তো
চ উদকং আহরিত্বা অন্তনো সস্ককম্মং সম্পাদেতী’তি ।
‘কিং পন, ভন্তে, উদকস্স চিত্তং অথী’তি ? ‘নথাবুসো’তি ।
‘এবরূপং অচিস্তকং অন্তনো ইচ্ছিতট্ঠানং হরন্তি,
ভন্তে’তি ? ‘আমাবুসো’তি । সো চিন্তেসি—‘সচে
এবরূপম্পি অচিস্তকং অন্তনো ইচ্ছিতিচ্ছিতট্ঠানং হরিত্বা
কম্মং করোন্তি, কস্মা সচিস্তকাপি চিত্তং অন্তনো বসে
বত্তেত্বা সমগধম্মং কাতুং ন সন্ধিসন্তী’তি । অথেসো

*

*

*

ভাবে থাকে)’ সেইদিনও তাই শ্রামণেরের সঙ্গে পাণ্ডচীবর লইয়া একটু বিলম্বে
(গ্রামে) পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন ।

শ্রামণের উপাখ্যায়ের সঙ্গে যাইতে যাইতে মাঝপথে একটি খাল দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, ইহার নাম কি ?’

‘শ্রামণের, ইহাকে খানা বলে ।’

‘ইহা দিয়া কি করা হয় ?’

‘এদিক সেদিক হইতে জল আনিয়া লোকেরা নিজেদের চাম্বাস
করিয়া থাকে ।’

‘ভন্তে, জলের কি চিত্ত আছে ?’

‘না বৎস ।’

‘ভন্তে, এইরূপ অচিস্তককে নিজেদের ঈশিসতস্থানে লইয়া যায় ?’

‘হ্যাঁ বৎস ।’

শ্রামণের চিন্তা করিল—‘যদি অচিস্তক ভবরূপকে ঈশিসত-ঈশিসত স্থানে
লইয়া যাইয়া নিজেদের কতব্য সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে কেন সচিস্তক-
গণ চিস্তকে নিজের বশে আনিয়া শ্রমগধর্ম পালন করিতে সক্ষম হইবে না ?’

পদ্বরতো গচ্ছন্তো উসদ্ধকারে সরদাডকং অগ্নিগম্হি তাপেহা
 অক্খিকোটিয়া ওলোকেহা উজ্জুং করোন্তে দিম্বা, 'ইমে,
 ভন্তে, কে নামা'তি পদ্বিচ্ছ। 'উসদ্ধকারা নামাবদুসো'তি।
 'কিং পনেতে করোন্তী'তি? 'অগ্নিগম্হি তাপেহা
 সরদাডকং উজ্জুং করোন্তী'তি। 'সচিন্তকা, ভন্তে,
 এসো'তি? 'অচিন্তকো, আবদুসো'তি। সো চিন্তেসি—
 'সচে অচিন্তকং গহেহা অগ্নিগম্হি তাপেহা উজ্জুং করোন্তি,
 কস্মা সচিন্তকাপি অন্তনো চিন্তং বসে বত্তেহা সমগধম্মং
 কাতুং ন সক্খিস্সন্তী'তি। অথেসো পদ্বরতো গচ্ছন্তো
 দারুণি অরনেমিনাভিআদীনি তচ্ছন্তে দিম্বা 'ভন্তে, ইমে
 কে নামা'তি পদ্বিচ্ছ। 'তচ্ছকা নামাবদুসো'তি। 'কিং

*

*

*

তারপর সম্মুখে যাইতে যাইতে সে দেখিল একজন ইষুকার শরদাডকে অগ্নির
 তাপে তপ্ত করিয়া অক্ষিকোটর দ্বারা অবলোকন করিয়া ঋজু করিতেছে।
 ইহা দেখিরা সে জিজ্ঞাসা করিল—

‘ভন্তে, ইহা কি?’

‘বৎস, ইহাদের বলা হয় ইষুকার।’

‘ইহারা কি করে?’

‘অগ্নিতে তপ্ত করিয়া শরদাডকে ঋজু করে।’

‘ভন্তে, শরদাড কি সচিন্তক।’

‘অচিন্তক, বৎস।’

সে তখন চিন্তা করিল—‘যদি অচিন্তককে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে তপ্ত
 করিয়া ঋজু করিতে পারে, তাহা হইলে সচিন্তকগণও নিজেদের চিন্তকে
 বশে আনিয়া শ্রমগধর্ম পালন করিতে সক্ষম হইতে পারে।’ তারপর সম্মুখে
 যাইতে যাইতে দেখিল ছুতোর-মিস্ত্রীরা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া চাকার অর,
 নেমি, নাভি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—

‘ভন্তে, ইহারা কাহারা?’

‘বৎস, ইহাদের বলা হয় ছুতোর মিস্ত্রী।’

‘ভন্তে, ইহারা কি করিতেছে?’

পনেতে করোন্তী'তি ? 'দারুণি গহেহা যানকাদীনং চক্কাদীনি করোন্তি, আবদুসো'তি । 'এতানি পন সচিন্তকানি, ভন্তে'তি ? 'অচিন্তকানি, আবদুসো'তি । অথস্স এতদহোসি—'সচে অচিন্তকানি কট্ঠকলিঙ্গরানি গহেহা চক্কাদীনি করোন্তি, কস্সা সচিন্তকা অন্তনো চিন্তং বসে বন্তেহা সমগধম্মং কাতুং ন সক'খিস্সন্তী'তি । সো ইমানি কারণানি দিস্সা, 'ভন্তে, সচে তুম্হাকং পত্তচীবরে তুম্হে গণ্হেয়্যাথ, অহং নিবন্তেয়্য'ন্তি । থেরো 'অয়ং অধুনা পব্বজিতো দহরসামণেরো মং অনুবন্ধমানো এবং বদেতী'তি চিন্তং অনুস্পাদেহাব 'আহর, সামণেরা'তি বহা অন্তনো পত্তচীবরং অঙ্গহেসি ।

সামণেরোপি উপস্সায়ং বন্দিহা নিবন্তন্তো, 'ভন্তে, ময়'হং আহারং আহরন্তো রোহিতমচ্ছরসেনেব আহরেয়্যা'তি

*

*

*

'বৎস, ইহারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া শকটের ঢাকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেছে ?'

'ভস্কে, কাষ্ঠ কি সচিন্তক ?'

'বৎস, না অচিন্তক ।'

তখন সে ভাবিতে লাগিল—'যদি অচিন্তক কাষ্ঠের গুঁড়িকে লইয়া চক্কাদি নির্মিত হইতে পারে, তাহা হইলে সচিন্তক ব্যক্তিগণ কেন নিজ চিন্তকে বশীভূত করিয়া শ্রমগধর্ম (= শ্রামণ্য = অহ'ত্ত্ব) প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবে না ?' সে এই সকল নিমিত্ত দেখিয়া বলিল—

'ভস্কে, আপনার পাত্র চীবর যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি ফিরিয়া যাইব ।'

স্ববির 'এই শ্রামণের সম্প্রতি প্রবর্তিত তরুণ শ্রামণের মাত্র হইয়া আমার অধস্তন হইয়া আমাকে এইরূপ বলিতেছে !' এই কথা মনে স্থান না দিয়া বলিলেন—

'দাও শ্রামণের' বলিয়া নিজের পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন ।

শ্রামণেরও উপাধ্যায়কে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় বলিল—

'ভস্কে, আমার আহার আনয়নের সময় রোহিত মৎস্যের রসবদ্ধ আহার আনিবেন ।'

আহ। ‘কথং লভিস্সামাব্দুসো’তি? ‘ভন্তে, অন্তনো পদুঞ্ঞেন অলভন্তা মম পদুঞ্ঞেন লভিস্সথা’তি আহ। থেরো ‘দহরসামণেরস্স বহি নিসিন্ধকস্স পরিপন্থোপি ভবেয়্যা’তি কুঞ্জিকং দত্ত্বা ‘ময়্হং বসনগব্ভস্স দ্বারং বিবরিহ্বা অন্তো পবিসিহ্বা নিসীদেয়্যাসী’তি আহ। সো তথা কত্ত্বা অন্তনো করজকায়ে এণাণং ওতারেহ্বা অন্তভাবং সম্মসন্তো নিসীদি। অথস্স গদুগতেজেন সক্কস্স আসনং উণ্হাকারং দস্সেসি। সো ‘কিং ন্দু খো কারণ’ন্তি উপধারেন্তো ‘পণ্ডিতসামণেরো উপজ্জায়স্স পত্তচীবরং দত্ত্বা ‘সমগধম্মং করিস্সামী’তি নিবত্তো, যয়্যাপি তথ গন্তুং বট্টতী’তি চিন্তেহ্বা চত্তারো মহারাজে আমন্তেহ্বা ‘বিহারস্স উপবনে বসন্তে সকুণে পলাপেহ্বা সমন্ততো আরক্খং গণ্হথা’তি বহ্বা চন্দদেবপদুত্তং ‘চন্দ্রমণ্ডলং আকড্টিহ্বা গণ্হাহী’তি,

*

*

*

‘বৎস, কিভাবে তাহা পাইব?’

‘ভন্তে, আপনার পদ্যপ্রভাবে লাভ না করিলে আমার পদ্যপ্রভাবে (অবশ্যই) লাভ করিবেন।’

স্থবির চিন্তা করিলেন যে তরুণ শ্রামণের বাহিরে বসিয়া থাকিলে অনেক উপদ্রব হইতে পারে। তাই তাহাকে চাবি দিয়া বলিলেন—

‘আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিবে।’

শ্রামণের (বিহারে ফিরিয়া যাইয়া) তাহাই করিল। সে নিজ করজকায়ে জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন করিয়া আত্মভাবের অনিত্যতাকে সংমর্শন করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইল। তাহার গদুগতেজের দ্বারা (দেবরাজ) শক্তের আসন উত্তপ্ত হইয়া গেল। তিনি ‘ইহা কি হইল?’ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন— ‘পণ্ডিত শ্রামণের উপাধ্যায়কে পাত্তচীবর দিয়া ‘শ্রমগধর্ম করিব’ বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাকে সেখানে যাইতেই হইবে’ চিন্তা করিয়া চারিজন (দিক্‌পাল) মহারাজদের আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—‘বিহারের উপবনে বসবাসকারী পাখীদের তাড়াইয়া চতুর্দিকে আরক্ষার ব্যবস্থা কর’—এবং চন্দ্র দেবপদুত্তকে ডাকিয়া বলিলেন—‘চন্দ্রমণ্ডলকে ফিরাইয়া নাও।’ সূর্য দেব-

সুদরিয়দেবপুত্রং ‘সুদরিয়ম’ডলং আকড়্‌ট্‌ত্‌ত্‌ গণ্‌হাহী’তি
বহ্না সয়ং গন্‌ত্‌ত্‌ আবিজ্‌নরজ্‌জ্‌ট্‌ট্‌ঠানে আরক্‌খং গহেত্‌ত্‌ত্‌
অট্‌ট্‌ঠাসি, বিহারে পদুরাণপল্লস্স পতন্ত্‌ত্‌স্সপি সন্‌দো
নাহোসি, সামণেরস্স চিত্তং একংগং অহোসি। সো
অন্তরাভত্তেয়েব অন্ত্‌ভাবং সম্মসিত্‌ত্‌ত্‌ তীণি ফলানি
পাপদুগ্‌ণি।

থেরোপি সামণেরো বিহারে নিসিন্নো, তস্স উপকম্পনকং
ভোজনং অসুদককুলে নাম সন্ধা লঙ্‌কদ’ন্তি একং পেমগারব-
যদুত্তং উপট্‌ট্‌ঠাককুলং অগমাসি। তথ চ মনুস্সা তং
দিবসং রোহিতমচ্‌ছে লভিত্‌ত্‌ত্‌ থেরস্সেব আগমনং ওলো-
কেন্তো নিসীদিংসু। তে থেরং আগচ্‌ছন্তং দিম্বা,
‘ভস্‌সে, ভস্‌সদকং বো কতং ইধাগচ্‌ছন্তেহী’তি অন্তোগেহে
পবেসেত্‌ত্‌ত্‌ যাগদুখজ্‌জ্‌কাদীন দহ্না রোহিতমচ্‌ছরসেনস্স

*

*

*

পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—‘সুদ’ম’ডলকে ফিরাইয়া নাও।’ স্বয়ং তিনি
(শক্ৰ) যাইয়া সেখানে দরজা খোলা এবং বন্ধ করার রজ্‌জ্‌দু বদলিতেছে সেখানে
পাহাড়ায় বসিলেন। বিহারে শব্দক পত্রের পতনের শব্দও হইতেছে না।
শ্রামণেরের চিত্ত একাগ্র হইল। তিনি (দ্বিপ্ৰাহরিক) ভোজন গ্রহণের পূর্বেই
আত্মভাবেকে সংমর্শন করিয়া অর্থাৎ কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার
করিয়া তিনটি ফল (স্নোতাপত্তি, সন্ধাদাগামি এবং অনাগামি ফল) প্রাপ্ত
হইলেন।

স্ববিরও ‘শ্রামণের বিহারে বসিয়া আছে, তাহার মনোমত ভোজন ঐ
পরিবারেই পাওয়া যাইতে পারে’ চিন্তা করিয়া প্রেম ও গৌরবযুক্ত এক সেবকের
গৃহাভিমুখে চলিলেন। সেখানে লোকেরা সেইদিন রোহিতমৎস্য লাভ
করিয়া স্থবিরের আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা স্থবিরকে
আসিতে দেখিয়া—‘ভস্‌সে, আপনি এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন’ বলিয়া
গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া যাগদুখাদ্যকাদি দিয়া রোহিতমৎস্য রস-

পিণ্ডপাতং অদংসু । থেরো হরণাকারং দস্‌সেসি । মনুস্সা
 ‘পরিভুজথ, ভন্তে, হরণকভত্ত্বম্পি লভিস্সথা’তি বহ্বা থেরস্স
 ভত্ত্বকিচ্চাবসানে পত্তং রোহিতমচ্ছরসভোজনস্স পুজ্জেন্না
 অদংসু । থেরো ‘সামণেরো মে ছাতো’তি সীঘং অগমাসি ।
 সথাপি তং দিবসং কালস্সেব ভুঞ্জিহ্বা বিহারং গন্ত্বা এবং
 আবজ্জেসি—‘পিণ্ডিতসামণেরো উপস্সায়স্স পত্তচীবরং
 দহ্বা ‘সমগধম্মং করিস্সামী’তি নিবন্তো, নিপ্‌ফজ্জিস্সতি
 নু থো অস্স পস্সজ্জিতকিচ্চ’ন্তি উপধারেন্তো তিগ্গং ফলানং
 পত্তভাবং এহ্বা ‘অরহত্তস্স উপনিস্সয়ো অথি, নথী’তি
 আবজ্জেন্তো ‘অথী’ তি দিস্স্বা ‘পুৱেভত্তমেব অরহত্তং
 পত্তুং সন্ধিস্সতি, ন সন্ধিস্সতী’তি উপধারেন্তো
 ‘সন্ধিস্সতী’তি অঞ্‌ঞাসি । অথস্স এতদহোসি—
 ‘সারিপপ্পত্তো সামণেরস্স ভত্তং আদায় সীঘং আগচ্ছতি,

*

*

*

সহযোগে পিণ্ডপাত প্রদান করিলেন । স্থবির ঐ পিণ্ডপাত সঙ্গে লইয়া
 যাইবার ভাগ করিলেন । লোকেরা তখন বলিল—‘ভন্তে, আপনারটা আপনি
 খান । লইয়া যাইবার জন্য আমরা আপনাকে আবার দিব ।’ তারপর
 স্থবিরের ভক্তকৃত্যাবসানে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র রোহিতমৎস্যরসযুক্ত ভোজন দ্বারা
 পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল । স্থবির ‘আমার শ্রামণের ক্ষুধাত’
 বলিয়া শীঘ্রই চলিয়া গেলেন । শান্তাও সেইদিন যথাসময়ে ভোজন গ্রহণ
 করিয়া বিহারে যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন—“পিণ্ডিত শ্রামণের উপাধ্যায়কে
 পাত্রচীবর দিয়া ‘শ্রমণধর্ম’ করিব’ বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে । তাহার
 প্রস্তুতকৃত্য সম্পন্ন হইবে কি ?’ চিন্তা করিতে করিতে সে তিনটি ফল লাভ
 করিয়াছে জানিয়া ‘অহংত্বের উপনিশ্রয় আছে কি নাই’ চিন্তা করিয়া ‘আছে’
 দেখিয়া ‘আহারের পূর্বেই অহংত্ব প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবে কি না’ চিন্তা
 করিতে করিতে জানিলেন—‘সক্ষম হইবে’ । তখন তিনি ভাবিলেন—
 ‘সারিপপ্পত্ত শ্রামণেরের জন্য ভোজন সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই ফিরিতেছে ।

অন্তরায়ম্পিস্স করেয়াং, দ্বারকোট্টকে আরক্খং গহেত্বা
নিসীদিঙ্গামি, অথ নং পঞ্হং পুচ্ছিঙ্গামি, তস্মিং
পঞ্হে বিঙ্গসজ্জয়মানে সামণেরো সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহত্তং পাপদুগিঙ্গসতী'তি । ততো গন্ত্বা দ্বারকোট্টকে
ঠত্বা সম্পত্তং থেরং চত্তারো পঞ্হে পুচ্ছি, পুট্টং পুট্টং
পঞ্হং বিঙ্গসজ্জেসি ।

তদ্বিদং পুচ্ছাবিঙ্গসজ্জনং—সথা কির নং আহ—‘সারিপদত্ত,
কিং তে লঙ্ক'ন্তি ? ‘আহারো, ভন্তে'তি । ‘আহারো নাম
কিং আহরতি, সারিপদত্তা'তি ? ‘বেদনং, ভন্তে'তি । ‘বেদনং
কিং আহরতি, সারিপদত্তা'তি ? ‘রূপং, ভন্তে'তি । ‘রূপং
পন কিং আহরতি, সারিপদত্তা'তি ? ‘ফঙ্গং, ভন্তে'তি ।

শ্রামণের ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটতে পারে । আমি দ্বারকোষ্ঠে পাহাড়া
দিয়া বসিয়া থাকিব । শারিপদত্ত আসিলে তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিব । শারিপদত্ত আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে শ্রামণের প্রতিসম্ভিদা সহ
অহ'ত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে । তারপর যাইয়া দ্বারকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া (শারিপদত্ত)
স্থবির উপস্থিত হইলে তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । শারিপদত্ত
এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাযথভাবে উত্তর দিয়াছেন ।

সেই সকল প্রশ্নোত্তর হইতেছে এইরূপ—

‘শারিপদত্ত, তুমি কি পাইয়াছ ?’

‘ভন্তে, আহার ।’

‘শারিপদত্ত, আহার কি আহরণ করে ?’

‘ভন্তে, বেদনা ।’

‘শারিপদত্ত, বেদনা কি আহরণ করে ?’

‘ভন্তে, রূপ ।’

‘হে শারিপদত্ত, রূপ কি আহরণ করে ?’

‘ভন্তে, স্পর্শ ।’

তন্মায়ং অধিপ্পায়ে—‘জিঘাচ্ছিতেন হি পরিভূন্তো আহারো তস্স খদ্দং পরিহরিত্বা স্বেদং বেদনং আহরতি । আহার-পরিভোগেন স্বেদিতস্স স্বেদায় বেদনায় উপ্পজ্জমানায় সরীরে বগ্গসম্পত্তি হোতি । এবং বেদনা রূপং আহরতি । স্বেদিতো পন আহারজরূপবসেন উপ্পন্নস্বেদসোমনস্সো ‘ইদানি মে অস্সাদো জাতো’তি নিপ্পজ্জন্তো বা নিসীদন্তো বা স্বেদসম্ফস্সং পটিলভতী’তি ।

এবং ইমেস্বেদ চত্বেদ পঞ্চেস্বেদ বিস্সজ্জকেস্বেদ সামণেরো সহ পটিসম্ভিদাহি অরহন্তং পত্তো । সত্থাপি থেরং আহ—‘গচ্ছ, সারিপ্পত্ত, তব সামণেরস্স ভত্তং দেহী’-তি । থেরো গচ্ছা দ্বারং আকোট্টেসি । সামণেরো নিক্খমিত্বা থেরস্স হত্থতো পত্তং গহেত্বা একমন্তং ঠপেত্বা তালবট্টেন থেরং বীজি । অথ নং থেরো আহ—‘সামণের, ভত্তকিচ্ছং করোহী’তি । ‘তুম্হে পন, ভন্তে’তি । ‘কতং

*

*

*

ইহার এই অভিপ্রায় :—ক্ষুধাত ব্যক্তি আহার ভোজন করিলে তাহার ক্ষুধা তিরোহিত হইয়া সুখবেদনা উৎপন্ন হয় । আহার পরিভোগের দ্বারা সুখী ব্যক্তির সুখবেদনা উৎপন্ন হইলে শরীরে বগ্গসম্পত্তি হয় । এইভাবে বেদনা রূপকে আহরণ করে । সুখী ব্যক্তির আহারজরূপবেদনা সুখ এবং সোমনস্য উৎপন্ন হয়—সে শয়নে, উপবেশনে ‘আমার এখন আম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া সুখসংস্পর্শ (বা সুখসংস্পর্শজা বেদনা) উৎপন্ন হয় ।

এইভাবে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে শ্রামণের প্রতিসম্ভিদা সহ অহং ভূ প্রাপ্ত হইল । শাস্তাও স্থবিরকে বলিলেন—

‘যাও সারিপ্পত্ত, তোমার শ্রামণেরকে আহার দাও ।’ স্থবির যাইয়া দরজায় শব্দ করিলেন । শ্রামণের নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থবিরের হস্ত হইতে পাত্র লইয়া এক পাশে রাখিয়া তালব্যাজনের দ্বারা স্থবিরকে ব্যাজন করিতে লাগিল । তখন স্থবির তাহাকে বলিলেন—

‘শ্রামণের, ভত্তকৃত্য সম্পাদন কর ।’

‘ভন্তে, আপনি ?’

ময়া ভক্তিকিচ্ছং, হং করোহী'তি । সত্ত্ববিস্কদারকো পব্বজিত্বা অট্টম্বে দিবসে তং খণং বিকসিতপদমুদ্পল-সাদিসো অরহত্তং পত্তো, পচ্চবেক্খিতট্টানং পন পচ্চবেক্-খন্তো নিসীদিহা ভক্তিকিচ্ছমকাসি । তেন পত্তং ধোবিত্তা পটিসামিতকালে চন্দদেবপত্তো চন্দম'ডলং বিস্সজ্জেসি, সুরিয়দেবপত্তো সুরিয়ম'ডলং । চত্তারো মহারাজানো চতুদ্দিসং আরক্খং বিস্সজ্জেসুং, সেক্কো দেবরাজা আব্বি-জুনকে আরক্খং বিস্সজ্জেসি । সুরিয়ো মম্বাট্টানতো গলিত্বা গতো ।

ভিক্খু উম্মায়িংসু, 'ছায়া অধিকম্পমাণা জাতা, সুরিয়ো মম্বাট্টানতো গলিত্বা গতো, সামণেরেণ চ ইদানেব ভুত্তং, কিং নু থো এত'ন্তি । সখা তং পবত্তিং ঞ্জা আগম্বা পদুছি—'ভিক্খবে, কিং কথেথা'তি ? 'ইদং নাম, ভন্তে'-

*

*

*

‘আমার খাওয়া হইয়াছে, তুমি খাও ।’

সপ্তবর্ষীয় বালক প্রব্রজিত হইয়া অষ্টম দিবসে সেই মূহুর্তে বিকশিত পশ্ম-উৎপলের ন্যায় অহং প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রত্যবেক্ষিত স্থান প্রত্যবেক্ষণ করিয়া (অর্থাৎ আহারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করিয়া) উপবেশন করিয়া আহারকৃত্য সম্পন্ন করিলেন । তিনি যখন পাত্র ধুইয়া রাখিয়া দিলেন তখন চন্দ্র দেবপুত্র চন্দ্রম'ডলকে মদ্রু করিয়া দিলেন, সূর্য দেবপুত্র সূর্য-ম'ডলকে মদ্রু করিয়া দিলেন । চারিজন দিক্‌পাল মহারাজ তাহাদের আরক্ষা মদ্রু করিলেন । শত্রু দেবরাজ দ্বাররজ্জুস্থানে তাহার আরক্ষা মদ্রু করিলেন । সূর্য মধ্যগগনে অস্তহিত হইল ।

ভিক্ষুগণ গালমন্দ করিতে লাগিলেন—‘ছায়া অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । সূর্য মধ্যস্থান হইতে অস্তধান করিল । শ্রামণের এখনই মাত্র ভোজন শেষ করিল । ব্যাপার কি ?’

শাস্তা সেই ব্যাপার জানিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ ?’

‘ভন্তে, ...এই বিষয়ে ।’

তি ? ‘আম, ভিক্খবে, পদুণ্ড্ৰবতো সমগধম্মং করণকালে চন্দ্রদেবপদুত্তো চন্দ্রমণ্ডলং, সূরিয়দেবপদুত্তো সূরিয়-মণ্ডলং আকড়্টিত্বা গণ্হি, চন্তারো মহারাজানো বিহারোপবনে চতুন্দিসং আরক্খং গণ্হিংসু, সঙ্কো দেবরাজা আবিজ্জনকে আরক্খং গণ্হি, অহম্পি ‘বুদ্ধা-মহী’তি অম্পোম্পসুঙ্কো নিসীদিতুং নালথং, গম্বা দ্বার-কোট্টকে মম পদুত্তমস আরক্খং অঙ্গহেসিং, নেত্তিকে চ মাতিকায় উদকং হরন্তে, উসুকারে চ উসুং উজ্জুং করোন্তে, তচ্ছকে চ দারুনি তচ্ছন্তে দিস্বা এত্তকং আরম্মণং গহেত্বা পণ্ডিতা অন্তানং দমেত্বা অরহন্তং গণ্হন্তিসেবা’তি বত্বা অনুদসন্ধিং ঘট্টেত্বা ধম্মং দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

‘উদকণ্ণ্হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নময়ন্তি তেজনং ।
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা, অন্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা’তি । ৮০ ।

*

*

*

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, পূণ্যবান্ ব্যক্তি শ্রমণধর্ম পালন করাকালে চন্দ্রদেবপদুত্ত চন্দ্রমণ্ডল, সূর্যদেবপদুত্ত সূর্যমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল । চারিজন দিক্-পাল মহারাজ বিহারোপবনে আরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল । শত্রু দেবরাজ দ্বারবজ্জদ্বাহনে আরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল । আর আমি ‘বুদ্ধ’ হইলেও চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারি নাই । যাইয়া দ্বারকোষ্ঠে আমার পদুত্তের আরক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং করিয়াছি । জলসেচকগণকে খানা দিয়া জল লইয়া যাইতে দেখিয়া, ইষুকারদের শর ঝুজু করিতে দেখিয়া, ছুতোরকে কাষ্ঠ ছেদন করিতে দেখিয়া—এইগুলিতে আলম্বন গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতগণ নিজেদের দাস্ত করিয়া অহঁত্ব লাভ করিতে পারে ।’—ইহা বলিয়া পূর্বাধিকার ঘটনার সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

“মৃত্তিকাখননকারিগণ জলকে (ইচ্ছানুরূপ) লইয়া যায়, বাণপ্রস্তুত-কারিগণ বাণকে নমিত করে, সূত্রধরগণ কাষ্ঠখণ্ডকে (ইচ্ছানুরূপ) নমিত করে, সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিজকে (অর্থাৎ নিজের মনকে) ষেরূপ ইচ্ছা চািলিত (বা দমন) করে ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৮০ ।

তথ 'উদকান্তি' পথবিয়া থলট্ঠানং খণিত্বা আবাতট্ঠানং
 পুরেহ্বা মাতিকং বা কহ্বা রুদ্ধকদোণিং বা ঠপেহ্বা অন্তনা
 ইচ্ছিতিচ্ছিতট্ঠানং উদকং। নেন্তীতি 'নেত্রিকা'। 'তেজনন্তি'
 কংডং। ইদং বৃন্তং হোতি—নেত্রিকা অন্তনো রুচিয়া
 উদকং 'নয়ন্তি' 'উসুকারাপি' তাপেহ্বা তেজনং 'নয়ন্তি'
 উসুং উজ্জং করোন্তি। 'তচ্ছকাপি' নেমিআদীনং অথায়
 তচ্ছন্তা 'দারুং নয়ন্তি' অন্তনো রুচিয়া উজ্জং বা বঙ্কং
 বা করোন্তি। এবং এতুকং আরম্মণং কহ্বা পণ্ডিতা
 সোতাপত্তিমঙ্গাদীনি উপাদেত্তা 'অন্তানং দময়ন্তি',
 অরহত্তপ্পত্তা পন একন্তদন্তা নাম হোন্তীতি।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুদীতি।

পণ্ডিতসামণের বখদুপপ্তমং।

*

*

*

অম্বয় : 'জলকে'—পৃথিবীতে স্থলস্থানকে খনন করিয়া গর্তস্থান পূর্ণ
 করিয়া বা খানা তৈয়ার করিয়া অথবা কাঠের দ্রোণির দ্বারা ঈষ্মিত ঈষ্মিত
 স্থানে জল লইয়া যায় বলিয়া 'নেত্রিকা' (জলসেচকগণ)। 'বাণকে' অর্থাৎ
 শরকে। এইরূপ বলা হয়—জলসেচকগণ নিজেদের পছন্দমত স্থানে জল
 লইয়া যায়, ইষুকারগণ তপ্ত করিয়া শরকে 'নিমিত করে' শরকে ঝজু করে।
 তক্ষকগণ (ছুতোরিমিস্ত্রীরা) চক্রে নেমি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য
 কাষ্ঠখণ্ডকে তক্ষণ করিয়া কাষ্ঠকে নিমিত করে। নিজের পছন্দমত ঝজু বা
 বাঁকা করে। এইভাবে ঈদৃশাকারের আলম্বন গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তির
 স্নোতাপত্তি মার্গ প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া নিজেকে 'দমিত করে'। অহঁত্বপ্রাপ্ত
 ব্যক্তিদের বলা হয় একান্তদান্ত।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিল।

॥ পণ্ডিত শ্রামণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

লকুণ্ডকভূদিয়েথরবথু । ৬

‘সেলো যথাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
লকুণ্ডকভূদিয়েথরং আরব্ভ কথেসি ।

পদুথুজ্জনা কির সামণেরাদয়ো থেরং দিম্বা সীসেপি
কল্লেসদাপি নাসায়পি গহেহা ‘কিং চূলাপিত, সাসনস্মিং ন
উক্কণ্ঠসি, অভিৱমসী’তি বদন্তি । থেরো তেসদু নেব
কুজ্জতি, ন দদুসতি । ধম্মসভায়ং কথং সমদুট্টাপেসদুং
‘পস্সথাবদুসো, লকুণ্ডকভূদিয়েথরং দিম্বা সামণেরাদয়ো
এবণ্ণেবণ্ণ বিহেঠেন্তি, সো তেসদু নেব কুজ্জতি, ন
দদুসতী’তি । সথা আগন্ত্বা ‘কিং কথেথ, ভিক্খবে’তি
পদুজ্জিহ্বা ‘ইমং নাম, ভন্তে’তি বদন্তে ‘আম, ভিক্খবে,

*

*

*

লকুণ্টক ভূদ্রিয় স্থবিরের উগাখ্যান । ৬ ।

‘পর্বত’ যেমন ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে লকুণ্টক
ভূদ্রিয় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সাধারণ শ্রামণেরগণ (লকুণ্টক ভূদ্রিয়) স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার মাথা,
নক, কাণ ধরিয়া বলিত—‘কি ছোটবাবা,* তুমি বুদ্ধের শাসনে অনুরক্ত না
বিরক্ত ?’

স্থবির তাহাদের প্রতি ক্রোধও করিতেন না, বিদ্বেষও করিতেন না । ধর্ম-
সভায় কথা উত্থাপিত হইল—‘দেখুন বন্ধুগণ, লকুণ্টক ভূদ্রিয় স্থবিরকে
দেখিয়া শ্রামণের প্রভৃতিরা এইভাবে এইভাবে অপদস্থ করে । কিন্তু তিনি
তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধও হন না, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্নও হন না ।’

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভিক্ষুগণ তোমরা কি বলিতেছ ?’

‘ভন্তে……এই বিষয় ।’

* স্থবির বামনজাতীয় ছিলেন । তাই শ্রামণেরগণ তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া
‘ছোটবাবা’ বলিত ।

খীণাসবা নাম নেব কুঙ্কান্তি, ন দ্ধুস্ফান্তি । ঘনসেলসাদিসা
হেতে অচলা অকম্পিয়া’তি বহ্না অনদুসন্ধিৎ ঘটেহ্না ধম্মং
দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

‘সেলো যথা একঘনো, বাতেন ন সমীরতি ।

এবং নিন্দাপসংসাসদ্, ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা’তি । ৮১ ।

তথ ‘নিন্দাপসংসাসদ্’তি কিণ্ডাপি ইধ হে লোকধম্মা বদন্তা,
অথো পন অট্টম্পি বসেন বেদিতবেহা । যথাহি ‘এক-
ঘনো’ অসদুসিরো ‘সেলো’ পদুখিমাতিভেদেন ‘বাতেন ন
সমীরতি’ ন ইঞ্জতি ন চলতি, এবং অট্টম্পি লোকধম্মেসদ্
অঙ্কোথরন্তেসদ্ ‘পণ্ডিতা ন সমিঞ্জন্তি’, পটিঘবসেন বা
অনদনয়বসেন বা ন চলন্তি ন কম্পন্তি ।

দেসনাবসানে বহ্ণ সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুণিৎসদতি ।

। লকুণ্ডকভদ্রিয়থেরবথদ্ ছট্ঠং ।

*

*

*

‘হ্যা ভিক্ষুগণ, অহংগণ ক্রুদ্ধও হন না, বিদ্বেষভাবাপন্নও হন না । তাহারা
কঠিন পর্বতসদৃশ, অচল এবং অকম্প্য ।’

এই কথা বলিয়া শাস্তা পূর্বাণর ঘটনার সম্বয় করিয়া এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

“যেমন ঘন প্রস্তরময় কঠিন পর্বত বায়ুতে বিচলিত হয় না, সেইরূপ
পণ্ডিতগণ নিন্দা-প্রশংসাতে (অষ্টলোকধর্মে) বিচলিত হয় না ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৮১ ।

অম্বয় : ‘নিন্দা প্রশংসায়’—এখানে আটটি মध्ये দুইটি লোকধর্মের কথা
বলা হইয়াছে । তবে ইহার অর্থ অষ্ট লোকধর্মের বশেই জানিতে হইবে ।
যেমন ‘একঘন’ অর্থাৎ বড় বা ছোট গর্তহীন শৈল, পূর্ব-পশ্চিমাতি ভেদে
আগত ‘বাতেন’ বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয় না, চালিত হয় না, এইরূপ অষ্ট-
লোকধর্মে নিমগ্ন থাকিয়াও পণ্ডিতগণ বিচলিত হয় না । বিদ্বেষ বা অনদনয়-
বশে চালিত হয় না, কম্পিত হয় না ।

দেমনাবসানে বহ্ণ ব্যক্তি সোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ লকুণ্টক ভদ্রিয় শ্রবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

কাণমাতুবথু । ৭

‘যথাপি রহদোতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তে।
কাণমাতরং আরব্ভ কথেসি । বথু বিনয়ে আগতমেব ।
তদা পন কাণমাতরা অনুচ্ছহথং ধীতরং পতিকুলং পেসেতুং
পক্কেসু পুবেসু চতুচ্ছত্তুং চতুন্নং ভিক্খুনং দিনকালে
সথারা তস্মিং বথুস্মিং সিক্খাপদে পঞ্ঞত্তে কাণায়
সামিকেণ অঞ্ঞায় পজাপতিয়া আনীতায় কাণা তং
পবত্তিং সুহা ‘ইমেহি মে ঘরাবাসো নাসিতো’তি দিট্ঠ-
দিট্ঠে ভিক্খু অক্কোসতি পরিভাসতি । ভিক্খু তং
বীথিং পটিপজ্জিতুং ন বিসাহিংসু । সথা তং পবত্তিং ঞ্চহা
তথ অগমাসি । কাণমাতা সথারং বন্দিত্বা পঞ্ঞত্তাসনে
নিসীদাপেহা যাগুখজ্জকং অদাসি । সথা কতপাতরাসো

*

*

*

কাণমাতার উপাখ্যান । ৭ ।

‘গভীর হৃদ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কাণা মাতাকে
উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । [উপাখ্যান বিনয়পিটকে আছে]

তখন ঘটনা ঘটিয়াছিল এইরূপ : কাণার মাতা কাণাকে পতিকূলে
পাঠাইবার সময় একেবারে শূন্যহাতে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যেহেতু
একে একে চারিবার পিণ্টক তৈয়ার করিয়াছিলেন (মেয়ে-জামাইকে দিবার
জন্য) চারিবারই চারিজন (বৃদ্ধ) ভিক্ষু ঐ সকল পিণ্টক গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
শাস্তা সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন । এদিকে
কাণার স্বামী অন্য এক ভাষা লইয়া আসিলে কাণা সেই কথা শুনিয়া
‘ইহারাই (অর্থাৎ ভিক্ষুরা) আমার সংসার নষ্ট করিয়াছে’ বলিয়া ঐ পথে
ভিক্ষুদের দেখিলেই রাগারাগি করিত, গালাগাল দিত । ভিক্ষুরা ঐ পথ
দিয়া যাইতেই পারিতেন না । শাস্তা ইহা শুনিয়া সেখানে গেলেন । কাণার
মাতা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইয়া যাগু-খাদ্যাদি
দিলেন । শাস্তা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কহং কাণা’তি পদুচ্ছি । ‘এসা, ভন্তে, তুম্হে দিস্বা মঞ্চুভূতা রোদন্তী ঠিতা’তি । ‘কিং কারণা’তি ? ‘এসা, ভন্তে, ভিব্খু অক্কোসতি পরিভাসতি, তস্মা তুম্হে দিস্বা মঞ্চুভূতা রোদমানা ঠিতা’তি । অথ নং সথা পক্কোসাপেত্তা — ‘কাণে, কস্মা মং দিস্বা মঞ্চুভূতা নিলীয়িত্বা রোদসী’তি । অথস্সা মাতা তায় কতকিরিয়ং আরোচেসি । অথ নং সথা আহ— ‘কিং পন কাণমাতে মম সাবকা তয়া দিন্নকং গণ্হিংসু, অদিন্নক’ন্তি ? ‘দিন্নকং ভন্তে’তি । ‘সচে মম সাবকা পিন্ডায় চরন্তা তব গেহদ্বারং পত্তা তয়া দিন্নকং গণ্হিংসু, কো তেসং দোসো’তি ? ‘নখি, ভন্তে, অয়্যানং দোসো’ । ‘এতিস্সায়েব দোসো’তি । সথা কাণং

*

*

*

‘কাণা কোথায় ?’

‘ভন্তে, সে আপনাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রোদন করিতেছে ।’

‘কেন ?’

‘ভন্তে, সে ভিক্ষুদের দেখিলেই রাগারাগি করে, গালমন্দ করে । তাই আপনাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে ।’

তখন কাণার মাতা সমস্ত ঘটনা শাস্তাকে জানাইলেন । তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—

‘হে কাণমাতে, আমার শিষ্যগণ তোমার নিকট হইতে দত্তদান গ্রহণ করিয়াছে, না অদত্তদান ?’

‘দত্তদান ভন্তে ।’

‘যদি আমার শিষ্যগণ পিন্ডাচরণের সময় তোমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয় এবং তুমি যাহা দিয়াছ তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দোষ কোথায় হইল ?’

‘না ভন্তে, আর্ষদের (= ভিক্ষুদের) কোন দোষ হয় নাই । ইহারই দোষ ।’

শাস্তা তখন কাণাকে বলিলেন—

আহ—‘কাণে, ময়্‌হং কির সাবকা পিণ্ডায় চরমানা গেহ-
দ্বারং আগতা, অথ নেসং তব মাতরা পদ্বা দিন্না, কো
নামেথ মম সাবকানং দোসো’তি ? ‘নথি, ভন্তে, অয়্যানং
দোসো, ময়্‌হমেব দোসো’তি সথারং বন্দিহ্বা খমাপেসি ।

অথস্সা সথা অনুপদুস্বিং কথং কথেসি, সা সোতাপত্তিফলং
পাপদুগি । সথা উট্ঠায়াসনা বিহারং গচ্ছন্তো রাজস্সণেন
পায়াসি । রাজা দিস্বা ‘সথা বিয় ভণে’তি পদুচ্ছিহ্বা ‘আম,
দেবা’তি বদন্তে ‘গচ্ছথ, মম আগন্ত্বা বন্দনভাবং আরোচেথা’-
তি পেসেস্সা রাজস্সণে ঠিতং সথারং উপসস্কমিহ্বা বন্দিহ্বা
‘কহং, ভন্তে, গতাত্থা’তি পদুচ্ছি । ‘কাণমাতায় গেহং,
মহারাজা’তি । ‘কিং কারণা, ভন্তে’তি ? ‘কাণা কির
ভিক্খু অক্কোসতি পরিভাসতি, তংকারণা গতোম্‌হী’তি ।

*

*

*

‘হে কাণে, আমার শিষ্যগণ পিণ্ডাচরণের সময় তোমার গৃহদ্বারে উপস্থিত
হইয়াছিল । তোমার মাতা তাহাদের পিণ্টক দিয়াছে । এখানে আমার
শিষ্যদের দোষ কোথায় হইল ?’

‘ভন্তে, ভিক্ষুদের দোষ হয় নাই । আমারই দোষ’—বলিয়া শাস্তাকে
বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।

অনন্তর শাস্তা তাহাকে আনুপূর্ব্বিকভাবে ধর্মদেশনা করিলেন । সে
(কাণা) স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল । শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া বিহারে
ষাইবার সময় রাজাস্সন হইয়া গেলেন । রাজা দেখিয়া—‘শাস্তা মনে হইতেছে !’
জিজ্ঞাসা করিয়া ‘হ্যাঁ মহারাজ’ বলিলে (রাজা অমাত্যদের বলিলেন) ‘ষাও
বল যে আমি আসিয়া বন্দনা করিব’ দূত পাঠাইয়া রাজাস্সনে দণ্ডায়মান
শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, কোথায় গিয়াছিলেন ?’

‘মহারাজ, কাণামাতার গৃহে ।’

‘কেন ভন্তে ?’

‘কাণা নাকি ভিক্ষুদের গালমন্দ করে, নিন্দা করে, তাই গিয়াছিলাম ।’

‘কিং পন বো, ভন্তে, তস্সা অনক্কোসনভাবো কতো’তি ?
 ‘আম, মহারাজ, ভিক্খুদ্বয় অনক্কোসিকা কতা, লোকুত্তর-
 কুট্টম্বসামিনী চা’তি । ‘হোতু, ভন্তে, তুম্হেহি সা
 লোকুত্তরকুট্টম্বসামিনী কতা, অহং পন নং লোকিয়কুট্টম্ব-
 সামিনিং করিস্সামী’তি বত্তা রাজা সথারং বন্দিহা পটি-
 নিবত্তো পটিচ্ছন্নমহাযোগং পহিণিহা কাণং পক্কোসাপেহা
 সৰ্বাভরণেহি অলঙ্করিহা জেট্ঠধীতুট্ঠানে ঠপেহা ‘মম
 ধীতরং পোসেতুং সমথা গণ্হন্তু’তি আহ । অথেকো
 সৰ্বথকমহামত্তো ‘অহং দেবস্স ধীতরং পোসেস্সামী’তি
 তং অন্তনো গেহং নেহা সৰ্বং ইস্সরিয়ং পটিচ্ছাপেহা
 ‘যথারুচি পদুণ্ডুণি করোহী’তি আহ । ততো পট্ঠায়
 কাণা চতুস্শ দ্বারেসু পদুরিসে ঠপেহা অন্তনা উপট্ঠাতব্বে
 ভিক্খু চ ভিক্খুনিসো চ পরিয়েসমানাপি ন লভতি ।

*

*

*

‘ভন্তে, আপনি কি তাহাকে ‘নিন্দা করা হইতে’ থামাইয়াছেন ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ, সে ভিক্ষুদেরও আর নিন্দা করিবে না । শূদ্ধ তাহাই
 নহে সে এখন লোকোত্তর মার্গের অধিকারিণী হইয়াছে ।’

ভন্তে, ঠিক আছে, আপনি তাহাকে লোকোত্তর মার্গের অধিকারিণী
 করিয়াছেন, আমি তাহাকে লোকিয় মার্গের অধিকারিণী করিব’ বলিয়া রাজ
 শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি ঢাকা দেওয়া উত্তম ঘান
 পাঠাইয়া কাণাকে ডাকাইয়া সৰ্বাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া নিজের জ্যেষ্ঠা
 কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—‘আমার কন্যাকে পোষণ করিতে পারে
 এমন ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করুক ।’ অনন্তর জনৈক সর্বার্থক মহামত্র
 বলিলেন—‘আমি মহারাজের কন্যাকে পোষণ করিব ।’ এই বলিয়া তাহাকে
 স্বগৃহে লইয়া যাইয়া সমস্ত ঐশ্বর্য তাহাকে দিয়া বলিলেন—

‘তুমি যথারূচি পুণ্যকর্ম কর ।’ ইহার পর হইতে কাণা গৃহের চতুর্দ্বারে
 লোক নিষদ্ধ করিয়া মহাদানযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াও সেবার জন্য পর্যাপ্ত
 ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর খোঁজ পাইল না । কাণার গৃহদ্বারে যত্ন সহকারে রক্ষিত

কাণায় গেহদ্বারে পটিষাদেহা ঠপিতং খাদনীয়ভোজনীয়ং মহোঘো বিয় পবত্ততি । ভিক্ষু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ট-
ঠাপেসদুং ‘পদুবে, আবদুসো, চত্তারো মহল্লকথেরা কাণায়
বিম্পটিসারং করিংসদু, সা এবং বিম্পটিসারিণী হুত্বাপি
সথারং আগম্ম সদ্ধাসম্পদং লভি । সথারা পদুন তস্সা
গেহদ্বারং ভিক্ষুদুং উপসম্ভবনানরহং কতং । ইদানি
উপট্টঠাতবে ভিক্ষু বা ভিক্ষুনিয়ো বা পরিয়েসমানাপি
ন লভতি, অহো বুদ্ধা নাম অচ্ছরিয়গুণা’তি । সথা
আগম্ম ‘কায় নুথ, ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সন্নিহিতা’-
তি পদুচ্ছিহা ‘ইমায় নামা’তি বদুত্তে ‘ন, ভিক্ষবে, ইদানেব
তোহি মহল্লকভিক্ষুহি কাণায় বিম্পটিসারো কতো,
পদুবেপি করিংসদুয়েব । ন চ ইদানেব ময়া কাণা মম বচন-

*

*

*

প্রভূত খাদ্যভোজ্য স্রোতের ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল । ভিক্ষুগণ ধর্মসভায়
কথা উত্থাপন করিলেন—‘বন্ধুগণ, পূর্বে চারিজন বৃদ্ধ ভিক্ষু কাণাকে
অনুতপ্ত করিয়াছিলেন । সে এইরূপ অনুতপ্ত হইয়াও শাস্তার নিকট
আসিয়া শ্রদ্ধাসম্পদ লাভ করিয়াছে । শাস্তা এমন করিয়াছিলেন যাহাতে
ভিক্ষুগণ পদনরায় কাণার গৃহদ্বারে ভিক্ষার জন্য যাইতে পারেন । আর
এখন সেবার যোগ্য (পর্যাপ্ত) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী খোঁজ করিয়াও পাইতেছে
না । অহো ! বুদ্ধগণ আশ্চর্য গুণসম্পন্ন ।’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত
হইয়াছ ?’

‘ভস্তু.....এই বিষয়ে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, শুদ্ধ এইজন্মেই যে ঐ চারিজন বৃদ্ধ ভিক্ষু কাণাকে
অনুতপ্ত করিয়াছে তাহা নহে, অতীতেও করিয়াছিল । শুদ্ধ এইজন্মেই যে
কাণা আমার কথামত কাজ করিয়াছে তাহা নহে, অতীতেও করিয়াছিল’

কারিকা কতা, পদ্ব্যপি কতাষেবা'তি বহা তমথং সোতু-
কামেহি ভিক্খুহি যাচিতো—

‘যথেকো লভতে বব্বদু, দদতিয়ো তথ জায়তি ।

ততিয়ো চ চতুথো চ, ইদং তে বব্বদুকা বিল'ন্তি ॥

ইদং ‘বব্বদুজাতকং’ বিখ্যারেন কথেষ্টা ‘তদা চত্তারো মহল্লক-
ভিক্খু চত্তারো বিলারা অহেসদং, মদিসিকা কাণা,
মণিকারো অহমেবা'তি জাতকং সমোধানেষ্টা ‘এবং,
ভিক্খবে, অতীতেপি কাণা দদস্মনা আবিলচিন্তা বিক্-
খিন্তচিন্তা হুহা মম বচনেন পসন্নউদকরহদো বিয় বিপ্প-
সন্নচিন্তা অহোসী'তি বহা অনদুসন্ধিং ঘটেহা ধম্মং দেসেন্তো
ইমং গাথমাহ—

‘যথাপি রহদো গম্ভীরো, বিপ্পসন্নো অনাবিলো ।

এবং ধম্মানি সদুহান, বিপ্পসীদন্তি পণ্ডিতা'তি । ৮২ ।

*

*

*

বলিয়া শ্রবণেচ্ছ ভিক্ষুদের দ্বারা যাচিত হইয়া ‘বব্ব জাতক’ (জাতক নং ১৩৭)
বর্ণনা করিলেন যাহার সারকথা এই গাথায় আছে :

‘একটি বিড়াল খাদ্য পাইলে দ্বিতীয় বিড়ালের উদয় হয় ।

এইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ—তাহার পর বিড়ালের দল ।’

শাস্তা বলিলেন—‘তখন এখনকার চারিজন বুদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন সেই
চারিটি বিড়াল । মদিসিকা ছিল এই কাণা । আমি ছিলাম সেই মণিকার ।’
এইভাবে জাতকের সমবধান করিয়া—

‘হে ভিক্ষুগণ, অতীতেও কাণা দদমাণা, আবিলচিন্তা ও বিক্খিন্তচিন্তা
হইয়া আমার কথায় স্বচ্ছ-হৃদের জলবৎ বিপ্রসন্নচিন্তা হইয়াছিল ।’—এই
কথা বলিয়া পূর্বাপর সমন্বয় করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ
করিয়াছিলেন—

“গভীর হৃদ যেমন নির্মল ও প্রশান্ত, পণ্ডিত ব্যক্তিও তদ্রূপ ধর্ম শ্রবণ
করিয়া (ধর্মমার্গে প্রবেশ করিয়া) স্থির ও প্রশান্ত হইয়া থাকে ।”

—ধর্মপদ, শ্লোক ৮২ ।

তথ ‘রহদোতি’ যো চতুরঙ্গিনিয়াপি সেনায় ওগাহন্তিয়া
ন খুভতি এবরুপো উদকল্পবো, সম্বাকারেন পন চতুরাসী-
তিযোজনসহস্সগম্ভীরো নীলমহাসমুদ্রো রহদো নাম ।
তস্স হি হেট্ঠা চত্তালীসযোজনসহস্সমত্তে ঠানে উদকং
মচ্ছেহি চলতি, উপরি তাবত্তকেয়েব ঠানে উদকং বাতেন
চলতি, মত্তে চতুযোজনসহস্সমত্তে ঠানে উদকং নিচ্চলং
তিট্ঠতি । অয়ং ‘গম্ভীরো রহদো’ নাম । ‘এবং
ধম্মানীতি’ দেসনাধম্মানি । ইদং বুদ্ধং হোতি—যথা নাম
রহদো অনাকুলতায় ‘বিম্পসন্নো’ অচলতায় ‘অনাবিলো,
এবং মম দেসনাধম্মং সুত্তা সোতাপত্তিমংগাদিবসেন নিরু-
পক্কিলেসচিত্ততং আপজ্জন্তা ‘বিম্পসীদন্তি পণ্ডিতা’ অর-
হত্তপত্তা পন একন্তবিম্পসন্নাব হোন্তীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধসুদতি ।

কাণমাতুবথু সন্তমং ।

*

*

*

অন্বয় : ‘হুদ’ বলিতে চতুরঙ্গিণী সেনা অবগাহন করিলে যাহার জল
বিস্কৃদ্ধ হয় না এইরূপ উদকার্ণবকে গভীর হুদ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ
চতুরঙ্গীতি সহস্র যোজন গভীর যে মহাসমুদ্র আছে । ইহার চতুর্দশ সহস্র
যোজন নিম্নে বৃহৎ মৎস্যাদির দ্বারা জল সংস্কৃদ্ধ হয়, এবং চতুর্দশ সহস্র যোজন
উপরে বায়ুতে জল কম্পিত হয় । মধ্যভাগে চারি সহস্র যোজন স্থানে জল
স্থির থাকে । ইহাকেই গভীর হুদ বলা হয় । সেই হুদের জল মলিনতা
হীনতায় স্বচ্ছ ও প্রশান্ত বলিয়া অনাবিল । এইভাবে ‘ধর্মসমুদ্র’ হইতেছে
দেশনাধর্মসমুদ্র । গভীর হুদের ন্যায় আমার দেশনাধর্ম শুনিয়া স্রোতাপত্তি
প্রভৃতি মার্গ প্রভাবে যাহাদের চিত্ত উপক্লেষণশূন্য (অর্থাৎ কালিমাবিহীন)
এবং অহংভুজ্ঞান লাভে বিপ্রসন্ন তাহাদের ন্যায় পণ্ডিতগণই আমার ধর্ম-
মহাসমুদ্রে প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ কাণমাতার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

পঞ্চশততম অঙ্কখণ্ড । ৮

‘সব্বথ বে সম্পদুরিসা চজন্তী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা
জেতবনে বিহরন্তো পণ্ডসতে ভিক্খু আরব্ভ কথেসি ।
দেসনা বেরজায়ং সমুট্ঠিতা ।

পঠমবোধিয়ঞ্ছি ভগবা বেরজং গন্ত্বা বেরজেন ব্রাহ্মণেন
নিমন্তিতো পণ্ডহি ভিক্খুসতেহি সন্ধিং বস্সং উপগাঙ্খি ।
বেরজো ব্রাহ্মণো মারাবট্টনেন আবট্টো একদিবসম্পি সথারং
আরব্ভ সতিং ন উপাদেসি । বেরজাপি দুর্ভিক্ষা
আহোসি, ভিক্খু সন্তরবাহিরং বেরজং পিণ্ডায় চরিহ্বা
পিণ্ডপাতং অলভন্তা কিলমিংসু । তেসং অস্সবাণিজকা
পথপথপদুলকং ভিক্খং পঞ্ঞাপেসসুং । তে কিলমন্তে
দিস্সা মহামোংগল্লানথেরো পথবোজং ভোজেতুকামো,

*

*

*

পঞ্চশত তিস্কুর উপাখ্যান । ৮ ।

‘সব্বত্র সৎপদুরুষগণ ত্যাগ করেন’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
বিহারকালে পঞ্চশত তিস্কুরদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন । দেশনার
উৎপত্তিস্থল বেরজা ।

বোধিলাভের প্রথম দিকে ভগবান বেরজ ব্রাহ্মণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া
বেরজায় ষাইয়া পঞ্চশত তিস্কুর সঙ্গে বসাবাস করিয়াছিলেন । বেরজ ব্রাহ্মণ
মারের আবর্তনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া একদিনও বুদ্ধের প্রতি মন দিতে
পারেন নাই । বেরজায় দুর্ভিক্ষ হইলে তিস্কুরা বেরজার ভিতরে ও বাহিরে
পিণ্ডাচরণ করিয়া পিণ্ডপাত না পাইয়া অনেক কষ্টে পড়িলেন । অশ্ব-
বাণিকেরা প্রত্যেক তিস্কুরকে এক প্রস্থ* এক প্রস্থ সিন্ধু দানা তিস্কুর ব্যবস্থা
করিয়াছিলেন । তিস্কুরদের কষ্ট পাইতে দেখিয়া মহামোদগল্যায়ন স্থবির
ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তিস্কুরা মৃত্তিকা-ওজঃ ভোজন করুক অথবা তিনি

* ২৫০ গ্রামের চাইতে একটু কম জিনিষ ধরে এইরকম বেতের পেটিকা ।

উত্তরকুরুগু পিণ্ডায় পবেসেতুকামো অহোসি, সথা তং
 পটিক্খপি। ভিক্খুনং একাদিবসম্পি পিণ্ডপাতং আরম্ভ
 পরিভ্রাসো নাহোসি, ইচ্ছাচারং বজ্জেন্না এব বিহরিংসু।
 সথা তথ তেমাসং বসিত্বা বেরজং ব্রাহ্মণং অপলোকেহা
 তেন কতসঙ্কারসম্মানো তং সরণেসু পতিট্ঠাপেহা ততো
 নিক্খন্তো অনুপদ্বেন চারিকং চরমানো একস্মিং সময়ে
 সাবথিং পহা জেতবনে বিহাসি, সাবথিবাসিনো সথু
 আগন্তুকভত্তানি করিংসু। তদা পন পণ্ডসতমত্তা বিঘাসাদা
 ভিক্খু নিসসায় অন্তোবিহারেয়েব বসন্তি। তে ভিক্খুনং
 ভুত্তাবসেসানি পণীতভোজনানি ভুঞ্জিত্বা নিন্দায়িত্বা উট্ঠায়
 নদীতীরং গন্ত্বা নদন্তা বঙ্গন্তা মল্লমুট্ঠিযুদ্ধং যুদ্ধন্তা
 কীলন্তা অন্তোবিহারেপি অনাচারমেব চরন্তা বিচরন্তি।
 ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসুং ‘পস্সথাবুসো,

*

*

*

তাহাদের পিণ্ডপাতের জন্য উত্তরকুরুতে লইয়া যাইবেন (এইজন্য তিনি
 শাস্ত্রের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন)। কিন্তু শাস্ত্র তাহাতে সম্মত হন
 নাই। ভিক্ষুগণ একদিনের জন্যও আহারের জন্য চিন্তিত হন নাই এবং
 ভোজনেচ্ছা বর্জন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্ত্র তিন মাস সেখানে
 থাকিয়া বেরজা ত্যাগের ইচ্ছা বেরজ ব্রাহ্মণকে জানাইলে তিনি শাস্ত্রের সংকার-
 সম্মান করিলেন। শাস্ত্র তাহাকে গ্রিহরণে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া (বেরজা
 হইতে) নিষ্কান্ত হইয়া আনুপূর্বিকভাবে চারিকায় বিচরণ করিতে করিতে
 একদিন শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া জেতবনে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রাবস্তী-
 বাসিগণ শাস্ত্রকে আগন্তুক-ভক্ত প্রদান করিলেন। তখন ভিক্ষুদের ভুত্তাবশিষ্ট
 ভোজনকারী পণ্ডিত দর্গত ব্যক্তি বিহারান্তরেই বাস করিত। তাহারা
 ভিক্ষুদের ভুত্তাবশিষ্ট উত্তম ভোজন খাইয়া (সুখে) নিদ্রা যাইয়া নিদ্রা হইতে
 উঠিয়া নদীতীরে যাইয়া উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করিত, লাকালারি করিত, মল্লযুদ্ধ
 করিত, (নানা প্রকার) ক্রীড়া করিত—এইভাবে বিহারের ভিতরে এবং বাহিরে
 অনাচার করিয়াই বাস করিত। ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত
 করিলেন—

ইমে বিঘাসাদা দ্ধুভিক্খকালে বেরজায়ং কণ্ঠ বিকারং ন
 দস্বেসদুং, ইদানি পন এবরুপানি পণীতভোজনানি ভুঞ্জিয়া
 অনেকম্পকারং বিকারং দস্বেসন্তা বিচরন্তি । ভিক্খু পন
 বেরজায়ম্পি উপসন্তরুপা বিহরিত্বা ইদানিপি উপসন্তু-
 পসন্তাব বিহরন্তী’তি । সত্থা ধম্মসভং গন্ত্বা ‘ভিক্খবে,
 কিং কথেথা’তি পদুচ্ছিত্বা ‘ইদং নামা’তি বদন্তে ‘পদুবেপেতে
 গদুভয়োনিয়ং নিব্বত্তা পণ্ডসতা গদুভা হুত্বা পণ্ডসতানং
 আজানীয়িসিন্ধবানং অল্পরসমুদ্দিকপানকপীতাবসেসং
 উচ্ছিট্টকসটং উদকেন মন্দিত্বা মকচিপিপলোতিকাং
 পরিম্সাবিতত্তা ‘বালোদক’ন্তি সৎখ্যং গতং অম্পরসং
 নিহীনং পিবিত্বা মধুমত্তা বিয় নদন্তা বিচারিসুদীতি বত্বা—

*

*

*

‘দেখুন বন্ধুগণ, এই সব উচ্ছিষ্টভোজীদের দেখুন । দ্ধুভিক্ষকালে
 ইহারা বেরজায় কোন প্রকার বিকার দেখায়নি । এখন এইরূপ উৎকৃষ্ট
 আহার ভোজন করিয়া নানাপ্রকার বিকার প্রদর্শন করিয়া বিচরণ করিতেছে ।
 ভিক্ষুগণ বেরজায়ও শাস্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, এখনও শাস্ত-
 উপশাস্ত হইয়াই অবস্থান করিতেছেন ।’ শাস্তা ধর্মসভায় যাইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ ?’

‘এই বিষয়...’

‘হে ভিক্ষুগণ, পূর্বজন্মেও ইহারা গদুভয়োনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চশত
 গদুভ হইয়া পঞ্চশত শিক্ষিত ঘোটকের সন্মুখের-দ্রাক্ষারসের পীতাবশেষ পান
 করিয়া প্রমত্ত হইয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে বিচরণ করিত । ঘোটকদের
 পীতাবশেষ উচ্ছিষ্ট (দ্রাক্ষাফলের) ছোবড়া জলের দ্বারা মর্দিত করিয়া
 একপ্রকার শর্ণনির্মিত ছাঁকনিতে ছাঁকার কারণে অম্ভুত বিদ্রী একপ্রকার পানীয়
 প্রস্তুত হইত যাহা নীরস জঘন্য । এই পানীয়ই গদুভদের পান করিতে
 দেওয়া হইত । কারণ তাহারা ঘোটকদের জন্য খাদ্য বহন করিত ।’—এই
 বলিয়া বালোদক জাতক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন যাহার সারমর্ম এই
 পাখ্য বর্ণিত হইয়াছে—

‘বালোদকং অম্পরসং নিহীনং,
পিত্তা মদো জায়তি গদ্রভানং ।

ইমং পিত্তান রসং পণীতং,
মদো ন সঞ্জায়তি সিদ্ধবানং ॥

‘অম্পং পিবিদ্বান নিহীনজট্টো,
সো মজ্জতী তেন জনিন্দ পট্টটো ।

ধোরয়্হসীলী চ কুলম্হি জাতো,
ন মজ্জতী অঙ্গরসং পিবিদ্বাতি ॥

ইদং ‘বালোদকজাতকং’ বিখ্যারেন কথেষ্বা ‘এবং, ভিক্ষুবে, সম্পদুরিসা লোকধম্মং বিবজ্জেষ্বা সদ্ধিতকালেপি দদ্ধিতকালেপি নিব্বিকারাব হোন্তী’তি অনদুসন্ধিং ঘটেস্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘সব্বথ বে সম্পদুরিসা চজন্তি,
ন কামকামা লপয়ন্তি সন্তো ।

সদুথেন ফট্টটো অথ বা দদুথেন,
ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দম্ময়ন্তীতি ॥ ৮৩

*

*

*

‘অতি অম্প রসযুক্ত নিকৃষ্ট হীন জল পান করিয়া গর্দভের দল মত্ত হয় ।
রসের সারাংশ উৎকৃষ্ট (দ্রাক্ষা) রস পান করিয়াও সিদ্ধ-অশ্ব অপ্রমত্ত থাকে ।

হে নরনাথ, যাহার নীচকূলে জন্ম, অম্প পান করিলেও তাহার মস্তিষ্ক-
বিকৃতি ঘটে । যে উচ্চকূলে জাত, শ্রেষ্ঠ বাহন সে উত্তম রসাগ্র পান করিয়াও
প্রমত্ত হয় না ।’

এইভাবে বালোদক জাতক (জাতক নং ১৮৩) বর্ণনা করিয়া শাস্তা বলিলেন
—‘ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, সৎপদুরুষেরা (অষ্ট) লোকধর্ম বর্জন
করিয়া সদুথের সময়ে বা দদুথের সময়ে নিব্বিকারই থাকে ।’ এই বলিয়া
পূর্বাপর সম্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘পণ্ডিত ব্যক্তি পশুস্কন্ধাদিতে আসক্তি ত্যাগ করেন, সাধু ব্যক্তি কাম্য
বস্তুর বিষয় আলাপ করেন না ; সদুখে অথবা দদুখে পড়িয়া তাঁহারা উচ্চাবচ
অর্থাৎ উন্নত বা অবনত আকার ধারণ করেন না ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৮৩ ।

তথ্য 'সব্বথাতি' পণ্ডক্খন্ধ্যাদিভেদেসু সব্বধম্মেসু ।
 'সম্পদুরিসাতি' সুপদুরিসা । 'চজ্জন্তীতি' অরহত্তমংগঞাগেন
 অপকড্ঢন্তা ছন্দরাগং বিজহন্তি । 'কামকামা'তি কামে
 কাময়ন্তা কামহেতু কামকারণা । 'ন লপয়ন্তি সন্তো'তি
 বুদ্ধাদয়ো সন্তো কামহেতু নেব অন্তনা লপয়ন্তি, ন পরং
 লপাপেন্তি । যে হি ভিক্ষায় পবিট্ঠা ইচ্ছাবারে ঠিতা,
 'কিং, উপাসক, সুখং তে পদুদারসস, রাজচোরাদীনং বসেন
 দ্বিপদচতুস্পদেসু নথি কোচি উপদবো'তি আদীন
 বদন্তি, 'তাব তে লপয়ন্তি' নাম । তথা পন বহা 'আম,
 ভন্তে, সম্বেসং নো সুখং, নথি কোচি উপদবো, ইদানি
 নো গেহং পহুতঅন্নপানং, ইধেব বসথা'তি অন্তানং নিমস্তা-
 পেস্তা লপাপেস্তি নাম । সন্তো পন ইদং উভয়ম্পি ন

*

*

*

অর্থঃ : 'সর্বত্র' অর্থাৎ পণ্ডক্খন্ধ্যাদিভেদে সকল ধর্মে । 'সংপদুরূষণ'
 অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ । 'ত্যাগ করেন' অর্থাৎ অহঁত্বমার্গ জ্ঞানের দ্বারা
 প্রণোদিত হইয়া ছন্দরাগ ত্যাগ করেন । 'কামকামী' অর্থাৎ কামসমূহকে
 কামনা করিয়া, কামহেতু এবং কামের কারণে । 'আলাপ করেন না' অর্থাৎ
 সাধু ব্যক্তি, বুদ্ধ প্রভৃতি সংপদুরূষণ নিজেরাও 'কাম্য বস্তুর বিষয়
 আলাপ করেন না, অন্যদেরও ঐ বিষয়ে আলাপ করান না । যাহারা ভিক্ষায়
 বহির্গত হইয়া ভিক্ষাচারকালে লোকদের 'কি উপাসক, তোমার স্ত্রীপুত্রেরা
 সুখে আছে ত ? রাজচোরাদিবশে বা দ্বিপদ-চতুস্পদে তোমার কোন উপদ্রব
 নাই ত ?'—ইত্যাদি বলে, তাহাকেই বলা হয় নিঃপ্রয়োজনীয় বৃথা আলাপ ।
 ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে (উপাসকেরা বলেন)—'হ্যাঁ ভগ্নে, আমাদের
 সকলেরই কুশল । কোন উপদ্রব নাই, আমার গৃহে এখন অন্নপানের অভাব
 নাই । আপনারা এখানেই থাকুন'—এইভাবে নিজের নিমন্ত্ৰণ আদায়
 করাকে বলা হয় অন্যদের দ্বারা বলানো । সাধু ব্যক্তি এই উভয় প্রকার
 পন্থাই বিসর্জন করেন ।

করোঁস্তি । ‘সুধেন ফট্টা অথ বা দুধেনা’তি দেসনামন্ত-
মেতং, অট্টহি পন লোকধম্মেহি ফট্টা তুট্ঠিভাবমঙ্কু-
ভাববসেন বা বল্লভগনঅবল্লভগনবসেন বা ‘উচ্চাবচং’
আকারং ‘পণ্ডিতা ন দসসয়ন্তীতি’ ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গাংসদীতি ।

পণ্ডসতিভিক্ষুবন্ধু অট্টমং ।

*

*

*

‘সুধে বা দুধে পিড়িয়া’—ইহা দেশনামাত্র । অর্থাৎ দুইটি কথা বলা
হইলেও এখানে অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা স্পষ্ট হওয়ার কথাই বলা হইয়াছে ।
অষ্ট লোকধর্মের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া তাহারা তুষ্টিভাব বা লজ্জিতভাবের বশে
বা সুনাম-দুর্নামের বশে ‘উচ্চাবচ’ বা উন্নত বা অবনত আকার পণ্ডিতগণ
প্রদর্শন করেন না ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি ফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ পণ্ডিত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ধর্মিকথেরবন্ধ । ১

‘ন অন্তহেতুতি’ ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো ধর্মিকথেরং আরব্ধ কথেসি ।

সাবাখিয়ং কিরেকো উপাসকো ধম্মেন সমেন অগারং অঙ্খা-
বসতি । সো পব্বজিতুকামো হুত্বা একাদিবসং ভরিয়ায়
সন্ধিং নিসীদিত্বা সুখকথং কথেন্তো আহ—‘ভদ্দে, ইচ্ছামহং
পব্বজিতু’ম্ভি । ‘তেন হি, সামি, আগমেহি তাব, যাবাহং
কুচ্ছিগতং দারকং বিজায়ামী’তি । সো আগমেত্বা দারকস্স
পদসা গমনকালে পুন তং আপদুচ্ছিত্বা ‘আগমেহি তাব,
সামি, যাবায়ং বয়স্পত্তো হোতী’তি বদন্তে ‘কিং মে ইমায়
অপলৌকিতায় বা অনপলৌকিতায় বা, অন্তনো দুঃখ-
নিব্বসরণং করিস্সামী’তি নিক্খমিত্বা পব্বজি । সো

*

*

*

ধর্মিক শ্রবিরের উগাখ্যান । ১ ।

‘নিজের জন্য নহে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
ধর্মিক শ্রবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

প্রাবল্যেতে জনৈক উপাসক ধর্ম ও শম গুণ অবলম্বন করিয়া সংসারে
বাস করিতেন । তিনি প্রব্রজ্যা লাভেচ্ছ হইয়া একদিন ভাষার সঙ্গে বসিয়া
সুখে আলাপ করিবার সময় বলিল—‘ভদ্দে, আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিতে ইচ্ছা
করি ।’

‘ঠিক আছে প্রভু । যতদিন আমার গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম না দিতেছি
ততদিন অপেক্ষা করুন ।’

(যথাকালে পুত্রের জন্ম হইল) পুত্র যখন হাঁটিতে শিখিল তিনি আবার
ভাষাকে বলিলেন ।

ভাষা বলিল—‘প্রভু আর একটু অপেক্ষা করুন । ছেলেটি বয়ঃপ্রাপ্ত
হউক ।’

‘ইহার নিকট অনর্ঘ্য লাভ করি বা না করি—ইহাতে কি আসিয়া যায় ?
আমি নিজের দুঃখ হইতে মুক্ত হইব’ ইহা চিন্তা করিয়া প্রব্রজিত হইলেন ।

কম্মট্ঠানং গহেত্বা ষটেত্তো বায়মন্তো অন্তনো পব্বজিত-
কিচ্চং নিট্ঠপেত্বা তেসং দম্মসনথায় পুন সাবাখং গন্ত্বা
পদন্তস্স ধম্মকথং কথেসি । সোপি নিক্খমিত্বা পব্বজি,
পব্বজিত্বা চ পন ন চিরম্বেসব অরহত্তং পাপাণি । অথেক-
দিবসং ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসদং—‘আবুসো, ধম্মিক-
উপাসকো অন্তনো ধম্মে পতিট্ঠিতত্তা নিক্খমিত্বা
পব্বজিত্বা অরহত্তং পত্তো পদন্তদারম্মসাপি পতিট্ঠা
জাহো’তি । সথা আগন্ত্বা ‘কায় নুথ, ভিক্খবে, এতরহি
কথায় সন্নিসিন্না’তি পদচ্ছিত্বা ‘ইমায় নামা’তি বদেত্ত
‘ভিক্খবে, পণ্ডিতেন নাম নেব অন্তহেতু, ন পরহেতু

তিনি কম্মস্থান গ্রহণ করিয়া (দিব্যারাত্র) কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া নিজের
প্রব্রজ্যা লাভের উদ্দেশ্যে সফল করিলেন এবং একদিন তাহাদের (স্ত্রীপুত্রকে)
দেখিবার জন্য পুনরায় শ্রাবস্তীতে যাইয়া পুত্রকে ধর্মোপদেশ দিলেন । সেও
সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইল । প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই অহং প্রাপ্ত
হইলেন । তাঁহার ভাষা (গৃহস্থ জীবনের) চিন্তা করিল—‘যাহাদের
উদ্দেশ্যে আমার এই গৃহবাস, তাহারা উভয়েই প্রব্রজিত হইয়াছে । আমার
আর সংসারে থাকিয়া লাভ কি ! আমিও প্রব্রজিত হইব’ বলিয়া গৃহত্যাগ
করিয়া প্রব্রজিত হইল । প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই অহং প্রাপ্ত হইল ।
একদিন ধর্মসভায় এই কথা সমুদ্বাপিত হইল—‘বন্ধুগণ, ধার্মিক উপাসক
নিজে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে গৃহত্যাগ করতঃ প্রব্রজিত হইয়া অহং
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রেরও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে ।’ শান্তা আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি একত্রিত
হইয়াছ ?’

‘এই বিষয়ে ।’

‘ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের জন্য বা পরের জন্য সমৃদ্ধি কামনা

সমিদ্ধি ইচ্ছিতত্বা, ধর্মিকেনেব পন ধম্মপটিসরণেন ভবি-
তব্ব'ন্তি অনদুসন্ধিৎ ঘটেত্বা ধম্মং দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

‘ন অন্তহেতু ন পরস্স হেতু,

ন পদন্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্টং ।

ন ইচ্ছেয়া অধম্মেন সমিদ্ধিমন্তনো,

স সীলবা পঞ্ণবা ধর্মিকো সিয়া'তি । ৮৪ ।

তথ ‘ন অন্তহেতু'তি পি'ডতো নাম অন্তহেতু বা পরহেতু
বা পাপং ন করোতি । ‘ন পদন্তমিচ্ছে'তি পদন্তং বা ধনং বা
রট্টং বা পাপকম্মেন ন ইচ্ছেয়া, এতানিপি ইচ্ছতো
পাপকম্মং ন করোতিয়েবাতি অথো । ‘সমিদ্ধিমন্তনোতি’
যা অন্তনো সমিদ্ধি, তম্পি ‘অধম্মেন ন ইচ্ছেয়া’, সমিদ্ধি-
কারণাপি পাপং ন করোতী'তি অথো । ‘স সীলবাতি’ যো

*

*

*

করে না । ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মকেই নিজের শরণরূপে গ্রহণ করিবে' ইহা
বলিয়া শাস্তা পূর্বাপর সমন্বয় ঘটাইয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘যিনি নিজের বা পরের জন্য পুত্র বা ধন বা রাজ্য কিছুই ইচ্ছা করেন
না, যিনি অধর্ম দ্বারা নিজ সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন না, তিনি শীলসম্পন্ন,
প্রজ্ঞাবান এবং ধার্মিক হইয়া থাকেন ।’ —ধম্মপদ, স্কন্ধ ৮৪ ।

অন্বয় : ‘নিজের জন্য’ ইত্যাদি । পি'ডত ব্যক্তি নিজের জন্য বা পরের জন্য
পাপকর্ম করেন না । ‘পুত্র ইচ্ছা করেন না’ পুত্র বা ধন বা রাজ্য পাপকর্মের
দ্বারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না । এইসব কামনা করিয়া পাপকর্ম সম্পাদন
করেন না এই অর্থ । ‘নিজের সমৃদ্ধি’ বাহা নিজের সমৃদ্ধি তাহাও অধর্মের
দ্বারা ইচ্ছা করিবেন না । সমৃদ্ধির কারণেও পাপ করেন না এই অর্থ ।

এবরূপো পদ্মগলো, সো এব 'সীলবা চ পঞ্ঞবা চ
ধম্মিকো' চ সিয়া, ন অঞ্ঞোতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্দগিংসদ্বিত ।

। ধম্মিকথেরবথু নবমং ।

*

*

*

‘তিনি শীলবান্’ এইরকম ব্যক্তিই শীলবান্, প্রজ্ঞাবান্ এবং ধার্মিক হইয়া থাকেন । অন্য কেহ নহে—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ ধার্মিক হ্রুবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ধম্মস্সবনবখু । ১০

‘অম্পকা তে মনুস্সেসসুদতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো ধম্মস্সবনং আরব্ভ কথেসি ।

সাবাখিয়ং কির একবীথিবাসিনো মনুস্সা সমগ্গা হুত্বা
গণবন্ধেদন দানং দত্ত্বা সম্বরন্তি ধম্মস্সবনং কারেসুং,
সম্বরন্তি পন ধম্মং সোতুং নাসক্খিৎসু । একচে কামরতি-
নিম্মিসতা হুত্বা পুন গেহমেব গতা, একচে দোসনিম্মিসতা
হুত্বা, একচে মাননিম্মিসত্তা হুত্বা, একচে থিনমিদ্ধসমগ্গিনো
হুত্বা তথেব নিসীদিত্তা পচালায়ন্তা সোতুং, নাসক্খিৎসু ।
পুনদিবসে ভিক্খু তং পবন্তি এত্তা ধম্মসভায়ং কথং
সমুট্ঠাপেসুং । সথা আগন্ত্বা ‘কায় নুত্থ, ভিক্খবে,
এতরহি কথায় সান্নিসিন্না’তি পদচ্ছিত্তা ‘ইমায় নামা’তি

•

•

•

ধর্মশ্রবণ-বস্তু । ১০ ।

‘মনুষ্যাগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
অবস্থানকালে ধর্মশ্রবণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

প্রাবল্লীতে কোন একটি রাস্তার অধিবাসী মনুষ্যাগণ একত্রিত হইয়া গণদান
দিয়া সারারাত্রি যাবত ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন । কিন্তু সারারাত্রি
ধরিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে (অনেকেই) সক্ষম হইলেন না । কেহ কেহ কাম-
রতিবশতঃ পুনরায় গৃহেই চলিয়া গেলেন, কেহ কেহ ব্বেষবশতঃ শূনিল না,
কেহ কেহ মানবশতঃ শূনিল না ; কেহ কেহ বা তন্দ্রালস্যবশতঃ সেখানেই
বসিয়া ঘুমের ঘোরে ধর্ম শূনিতে সক্ষম হন নাই । পরের দিন ভিক্ষুগণ
সেই বিষয় জানিয়া ধর্মসভায় কথা উত্থাপন করিলেন । শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনা করিতে এখানে সম্মিলিত
হইয়াছ ?’

‘এই বিষয়ে ভুলে ।’

বদন্তে, ‘ভিক্ষুবে, ইমা সত্তা নাম য়েভুল্লোয়ন ভবনিহসিতা,
ভবেসদু এব লঙ্গা বিহরন্তি, পারগামিনো নাম অম্পকা’তি
অনুসন্ধিং ঘটেত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা আহ—

‘অম্পকা তে মনুস্সেসদু, য়ে জনা পারগামিনো ।

অথায়ং ইতরা পজা, তীরমেবানুধাবতি । ৮৫ ।

‘যে চ থো সস্মদক্খাতে, ধম্মে ধম্মানুবত্তিনো ।

তে জনা পারমেস্সন্তি, মচ্ছদুধেয়ং সদুদন্তর’ন্তি । ৮৬ ।

তথ ‘অম্পকাতি’ থোকা ন বহু । ‘পারগামিনোতি’
নিব্বানপারগামিনো । ‘অথায়ং ইতরা পজাতি’ যা পনায়ং
অবসেসা পজা সঙ্কায়দিট্ঠিতীরমেব ‘অনুধাবতি’, অয়মেব
বহুতরাতি অথো । ‘সস্মদক্খাতেতি’ সস্মা অক্খাতে
সদুর্কথিতে । ‘ধম্মেতি’ দেসনাধম্মে । ‘ধম্মানুবত্তিনোতি’

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ সামগ্রিকভাবে ভবনিশ্রিত । ভবেতেই তাহারা লগ্ন
থাকে । পারগামীর সংখ্যা অল্পই ।’—এই বলিয়া পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয়
ঘটাইয়া এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

“মনুষ্যাগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নির্বাণ সাগরের পারগামী
হইতে পারে, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কেবল তীরে দৌড়াইতে থাকে (অজ্ঞানতা
মধ্যে বিচরণ করে) ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ৮৫ ।

“যাহারা উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত ধর্মের অনুসরণ করে, তাহারা নিশ্চিত
সদুদন্তর (দূরতিক্রম্য) যমরাজ্য অতিক্রমপূর্বক নির্বাণ লাভ করে ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৮৬ ।

অন্বয় : অল্প’ অর্থাৎ বেশী নহে । ‘পারগামী’ অর্থাৎ নির্বাণপারগামী ।
‘অন্যান্য মনুষ্যরা’ অন্যান্য লোকেরা সংকায়দৃষ্টির তীরেই দৌড়াইতে থাকে ।
ইহাদের সংখ্যাই বেশী । ‘উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত ধর্ম’ অর্থাৎ উত্তমরূপে
আখ্যাত সদুর্কথিতে । ‘ধর্ম’ দেশনাধর্ম । ‘ধর্মনিবর্তী’ সেই ধর্ম শূন্য

তং ধম্মং সদ্বা তদনুচ্ছবিকং পটিপদং পুরেহা মঙ্গফলসিচ্ছ-
করণেন ধম্মানুবত্তিনো । ‘পারমেস্সন্তী’তি তে এবরূপা
জনা নিব্বানপারং গমিস্সন্তি । ‘মচ্ছদুখ্যন্তি’ কিলেস-
মারসংখাতস্স মচ্ছদুস্স নিবাসট্ঠানভূতং তেভুমিকবট্টং ।
‘সদুদত্তরত্তি’ য়ে জনা ধম্মানুবত্তিনো, তে এতং সদুদত্তরং
দুরতিক্কমং মারথেয়াং তরিত্তা অতিক্কমিত্তা নিব্বানপারং
গমিস্সন্তীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

ধম্মস্সবনবথু দসমং ।

*

*

*

তদনুকুল প্রতিপদ পূর্ণ করিয়া মার্গ এবং ফল লাভের দ্বারা ধর্মানুবর্তী ।
‘পারগামী হয়’ এইরূপ ব্যক্তির নিবাণপারে যাইবে । ‘ষম রাজ্য’ ক্লেশমার-
সংখাত মৃত্যুর (ষমের) নিবাসস্থানভূত ত্রৈভূমিকবর্ত । ‘সদুদত্তর’ যে সমস্ত
ব্যক্তি ধর্মানুবর্তী তাহারা এই ‘সদুদত্তর’ দুরতিক্কম্য ‘ষমরাজ্য’ উত্তীর্ণ হইয়া
অতিক্কম করিয়া নিবাণপারে যাইবে এই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ ধর্মশ্রবণ-বস্তু সমাপ্ত ॥

পঞ্চশত আগন্তুক ভিক্ষু বখু । ১১

‘কণ্‌হং ধম্মং বিম্পহায়াতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পণ্ডসতে আগন্তুকে ভিক্ষু আরম্ভ কথেসি ।
কোসলরট্টে কির পণ্ডসতা ভিক্ষু বস্সং বসিস্সা বট্ট-
বস্সা ‘সথারং পস্সিস্সামা’তি জেতবনং গম্মা সথারং বন্দিহা
একমন্তং নিসীদিংসু । সথা তেসং চরিয়পটিপক্‌খং
নিসামেহা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘কণ্‌হং ধম্মং বিম্পহায়, সুক্কং ভাবেথ পিণ্ডতো ।

ওকা অনোকমাগম্ম, বিবেকে যথ দুরমং । ৮৭ ।

‘তত্রাভিরতিমিচ্ছেয়া, হিহা কামে অকিণ্ণনো ।

পরিয়োদপেয়া অন্তানং, চিত্তক্রেসেহি পিণ্ডতো । ৮৮ ।

*

*

*

পঞ্চশত আগন্তুক ভিক্ষুর উগাথ্যান । ১১ ।

‘কৃষ্ণ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে পঞ্চশত আগন্তুক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

কোশল রাজ্যে পঞ্চশত ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন করিয়া বর্ষাবাসের শেষে
‘শাস্তাকে দেখিতে যাইব’ বলিয়া জেতবনে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া
একপাশে উপবেশন করিলেন । শাস্তা তাহাদের প্রতিকূল চর্চার কথা শুনিয়া
ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

“পিণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের (কৃষ্ণবর্ণ) দুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া
প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক (শূক্ৰবর্ণ) বৈরাগ্যপূর্ণ পদ্যময় জীবন যাপন
করেন ; যে বিবেক (নির্বাণ) লাভ দৃষ্কর, পিণ্ডিত ব্যক্তি বাসনাসমূহ
পরিত্যাগ করিয়া চিন্তের মলিনতা পরিহারপূর্বক সেই বিবেকে অভিরমণ
করেন ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ৮৭-৮৮ ।

‘যেসং সম্বোধয়স্বেসু, সম্মা চিত্তং সুভাবিতং ।

আদানপটিণিসঙ্গো, অনুপাদায় যে রতা ।

খীগাসবা জুড়তিমন্তো, তে লোকে পরিনিব্বুতা’তি । ৮৯ ।

তথ ‘কণ্ঠং ধম্মন্তি’ কায়দুচ্চারিতাদিভেদং অকুসলং ধম্মং
‘বিম্পহায়’ জহিহ্বা । ‘সুদুঃ ভাবেথাতি’ পণ্ডিতো ভিক্ষু
অভিনিব্বুতমন্তো পট্টায় যাব অরহন্তমগ্গা কায়সুচ্চারিতা-
দিভেদং সুদুঃ ধম্মং ভাবেয়া । কথং ? ‘ওকা অনোকমা-
গম্মা’তি ওকং বুদ্ধতি আলয়ো, অনোকং বুদ্ধতি অনালয়ো,
আলয়তো নিক্খমিহ্বা অনালয়সংখাতং নিব্বানং পটিচ্চ
আরম্ভ তং পথয়মানো ভাবেয়্যাতি অথো । ‘তদ্বাভিরতি-
মিচ্ছেয়া’তি যস্মিং অনালয়সংখাতে বিবেকে নিব্বানে
ইমেহি সন্তোহি দুরাভিরমং, তদ্বা অভিরতিং ইচ্ছেয়া । ‘হিহ্বা
কামে’তি বথুদুঃকামকিলেসকামে হিহ্বা ‘অকিঞ্চনো’ হুহ্বা
বিবেকে অভিরতিং ইচ্ছেয়্যাতি অথো । ‘চিত্তক্রেসেহীতি’

*

*

*

যাঁহাদের চিত্ত সপ্ত বোধিঙ্গানে (সপ্ত বোধ্যঙ্গে) সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁহারা
উপাদান পরিত্যাগ করিয়া অনুপাদানে রত তাঁহারা ইহলোকে ক্ষীণাস্রব
(—অহং), জ্যোতিষ্মান্ এবং পরিনিবাণ প্রাপ্ত হন ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৮৯ ।

অন্বয় :—‘কুঞ্চ ধম’ অর্থাৎ কায়দুচ্চারিতাদি অকুশল ধর্ম ‘পরিত্যাগ
করিয়া শূন্য’কে ভাবনা কর । পণ্ডিত ভিক্ষু অভিনিব্বুত হইতে শূন্য
করিয়া অহংভুমাগ লাভ পৰ্যন্ত কায়সুচ্চারিতাদি কুশল ধর্ম ভাবনা করেন ।
কিভাবে ? ‘গৃহ হইতে অভিনিব্বুত করিয়া’—‘ওক’ হইতেছে আলয়,
অনোক হইতেছে অনালয় । আলয় হইতে নিষ্কাশ হইয়া অনালয় নামক
নিবাণকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিয়া ভাবনা করিবেন—এই
অর্থ । ‘সেখানে অভিরতি ইচ্ছা করিবেন’ অর্থাৎ যে অনালয় নামক বিবেকে
নিবাণে এই সকল সত্ত্বগণের দ্বারা দুরাভিরম্য, সেখানে অভিরতি ইচ্ছা
করিবেন । ‘কাম ত্যাগ করিয়া’ বস্তুকাম এবং ক্রেশকাম ত্যাগ করিয়া
‘অকিঞ্চন’ হইয়া বিবেকে অভিরতি ইচ্ছা করিবেন ইত্যর্থ । ‘চিত্তক্রেশের

পণ্ডি নীবরণেহি, ‘অন্তানং পরিয়োদপেয়া’ বোদাপেয়া, পরিসোধেয়াতি অথো। ‘সম্বোধিয়ঙ্গেসুতি’ সম্বোধিয়া-
 জ্জেসু। ‘সম্মা চিত্তং সুভাবিতন্তি’ হেতুনা নয়েন চিত্তং
 সুট্টং ভাবিতং বড্টিতং। ‘আদানপটিনিম্পপ্গেতি’
 আদানং বুদ্ধতি গহণং, তস্স পটিনিম্পপ্গসম্মাথে অগ্গহণে
 চত্ৰুহি উপাদানেহি কিঞ্চি অনুপাদিয়িত্তা ‘ষেরতা’তি অথো।
 ‘জ্জতিমন্তোতি’ আনুভাববন্তো, অরহত্তমপ্গএগণজ্জতিয়া
 খন্ধাদিভেদে ধম্মে জ্ঞোতেত্বা ঠিতাতি অথো। ‘তে লোকেতি’
 ইমস্মিং খন্ধাদিলোকে ‘পরিনিব্বুতা’ নাম অরহত্ত-
 পত্তিতো পট্টায় কিলেসবট্টস্স খেপি তত্তা সউপাদিসেসেন,
 চরিমচিত্তনিরোধেন খন্ধবট্টস্স খেপি তত্তা অনুপাদিসেসেন
 চাতি স্বাহি পরিনিব্বানেহি পরিনিব্বুতা, অনুপাদানো বিয়
 পদীপো অপল্লন্তিকভাবং গততি অথো।

*

*

*

দ্বারা’ অর্থাৎ পণ্ড নীবরণের বন্ধন হইতে নিজেকে বিশুদ্ধ করিবেন, পরিশুদ্ধ
 করিবেন। সম্বোধির সপ্ত অঙ্গসমূহে সম্যকভাবে চিত্তকে সুভাবিত করিতে
 হইবে। হেতুর দ্বারা নয়-দ্বারা চিত্ত সুট্টভাবে ভাবিত বর্ধিত। উপাদানের
 অগ্রহণ, ত্যাগ। ‘আদান’ হইতেছে গ্রহণ। ইহার ত্যাগ নামক অগ্রহণে
 চারি উপাদানের কোনটিকেই গ্রহণ না করিয়া। ‘জ্যোতিষ্মান্’ প্রভাববান্,
 অর্হত্ত্ব মার্গের জ্ঞান-দ্যুতির দ্বারা স্কন্ধাদিভেদে ধর্মসমূহ স্পষ্টীকৃত করিয়া
 স্থিত। ‘তাহারা জগতে’ অর্থাৎ এই স্কন্ধাদিলোকে ‘পরিনিব্বৃত্ত’ অর্হত্ত্ব
 প্রাপ্তি হইতে সূরু করিয়া ক্লেববন্ধের দূরীকরণহেতু সর্বোপাদিশেষ নিবাণে।
 অস্তিমচিত্তনিরোধের দ্বারা স্কন্ধবন্ধের দূরীকরণহেতু অনুপাদিশেষ নিবাণে।
 এই দুই প্রকার পরিনিবাণের দ্বারা পরিনিব্বৃত্ত, উপাদানশূন্য প্রদীপবৎ
 অবিস্তীর্ণিকভাব (অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা যাহার কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায়
 না) প্রাপ্ত হইয়াছেন ইত্যর্থ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিৎসুদীতি ।

পঞ্চসতআগন্তুকভিক্ষুবৎস একাদসমং ।

পশ্চিমতবঙ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

ছট্ঠো বগ্গো ।

*

*

*

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন ।

॥ আগন্তুক পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ পশ্চিমবঙ্গ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

ধম্মপদটীকথা (৪র্থ খণ্ড)

অনুবাদক : অধ্যাপক ডঃ স্নকোমল চৌধুরী

পালি স্দুত্তপিটকের অন্তর্গত খদ্দক-নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ ‘ধম্মপদ’ শব্দে বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। গীতা, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর সংহত রূপায়ণের মধ্যেই ধম্মপদের বাণীর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। স্দুতরাং ধম্মপদকে মানুষের জীবন-বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধম্মপদের অট্ঠকথা (Commentary) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক সিংহলী ভাষা হইতে পালিভাষায় অনূদিত হয়। ইহা ধম্মপদের ৪২০টি গাথার কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক ৩০৫টি (২৯৯+৬) উপাখ্যানে পরিপূর্ণ স্দুবৎ একটি গ্রন্থ। নীতিবিষয়ক এতগুলি উপাখ্যানের সমষ্টি একত্রে অন্য কোন সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রথম ৫৪টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ৩টি খণ্ডে। অনুবাদক যথাক্রমে শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির (১৯৩৪ খৃঃ), শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি মহাস্থবির (১৯৬৯ খৃঃ) এবং অধ্যাপক স্নকোমল চৌধুরী (২০০৩)। এই ৪র্থ খণ্ডে ২৬টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। পরবর্তী অবশিষ্ট ২১৯ (+৬) টি উপাখ্যান ৬ খণ্ডে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

মূল্য :—একশত পঞ্চাশ টাকা (Rs. 150/-)

ISBN 81-87032-43—X